রঙ্গপুর-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী।

পালিপ্রকাশ

অর্থাৎ

প্রবেশক, পালিপাঠাবলী ও শব্দকোষ সহ

পালিব্যাকরণ

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ

১৩১৮

মূল্য ২৸০, বাধান ৩৲

কলিকাতা, ২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
শ্রীপ্রিয়নাথ দাস গুপ্ত
দ্বারা প্রকাশিত

ও

কলিকাতা, ২৫, রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির-যন্ত্রালয়ে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

यो सो महाभागो मे पाळिविज्जाय

पोत्थकस्स चेतस्स मूलं

तस्स

स्मिथि र विन्टनाथस्स

महतिया कतञ्ञुताय

चिरं निदस्सनत्थाय

पीतिया च भत्तिया च

समप्पितं

নিবেদন

প্রায় সাত বৎসর পূর্ণ হইতে যাইতেছে, আমি যখন কাশী হইতে এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপক হইয়া আগমন করি, তখন স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রথীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বি. এস্. ও শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, বি. এস্. কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই আশ্রমেই উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যসমূহ পড়িতেছিল, এবং তাহাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার আমার উপরেই প্রদত্ত হইয়াছিল। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেই সময় আমাকে বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগের ভাল ইতিবৃত্ত এখনো উদ্ধৃত হয় নাই, এবং তজ্জন্য কেহ সেরূপ চেষ্টাও করিতেছেন না। আমার ইচ্ছা আপনার ছাত্রদ্বয়কে আমি সেই দিকেই নিযুক্ত করিব। কিন্তু পালিসাহিত্য না জানিলে ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না। অতএব আপনি নিজে পালি অধ্যয়ন করুন, এবং এরূপ একখানি ব্যাকরণ বাঙ্‌লায় লিখুন, যাহাতে আপনার ছাত্রদ্বয়কে আপনি সহজেই পালিশিক্ষা দিতে পারেন।" তদনুসারেই আমি পালি আলোচনা করিতে আরম্ভ করি ও এই ব্যাকরণখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই।

এই ব্যাকরণখানি সঙ্কলন করিবার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিয়াছি, এবং প্রভূত উপকার পাইয়াছি :—

১। কচ্চায়নবুত্তি।

২। মহারূপসিদ্ধি।

৩। ঐ টীকা।

৪। বালাবতার।

৫। Pali Grammar by Chars. Duroiselle.

৬। Pali Grammar by E. Müller.

৭। Pali Grammar by Tha Do Oung.

৮। Hand Book of Pali by O. Frankfurter.

৯। নামমালা by Waskadwe Subhuti.

১০। রূপমালাবণ্ণনা—ভদন্তসরণঙ্করসঙ্ঘরাজ-কৃত।

১১। ধাতুমঞ্জুসা।

১২। A Dictionary of the Pali Language by R. C. Childers.

এই সকল গ্রন্থের রচয়িতাদিগকে আমি শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিতেছি; ইঁহারা পুস্তকরূপে উপদেশ দিয়া আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে ইঁহাদের ঐ সকল পুস্তক আমার পালি শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে।

সংস্কৃতের সহিত পালির অনেক সাদৃশ্য আছে, তাই সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই পালি শিক্ষা করিতে পারেন। পালির কারক, সমাস-প্রভৃতি অনেক বিষয় ঠিক সংস্কৃতের মত। এই জন্য তৎসমুদয় এই পুস্তকে সবিস্তর আলোচিত হয় নাই; যাহা বিশেষ-বিশেষ আছে, কেবল তাহাই সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, পাঠক অনায়াসে তাহা সংস্কৃতের আদর্শে জানিয়া লইতে পারিবেন।

প্রাকৃতপ্রকাশ-প্রভৃতিতে প্রথমে যেরূপ শব্দপরিবর্ত্তনের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, যুক্তিযুক্তবোধে এই পুস্তকেও তদনুসারে সা ধা র ণ ক্র মে সেইরূপ করা হইয়াছে। যে সকল পরিবর্ত্তনের কোন নিয়ম বাহির করিতে পারি নাই, সা ধা র ণ ক্র মে র শেষে তাহার পরিশিষ্টরূপে তাহাদের কেবল পরিবর্ত্তনমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সন্ধিসমূহের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। শব্দ- ও ধাতু-প্রকরণে সমস্ত নিয়ম বা সূত্র দেওয়া হয় নাই, কেননা সাধারণ পাঠকবর্গের তাহাতে সুবিধা হইবে

বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সংক্ষেপে যে নিয়ম দর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই উপকার হইবার সম্ভাবনা।

পুস্তকের শেষে একটি পাঠাবলী দিয়াছি। ইহাতে পাঠক সহজ ও শক্ত, এবং গদ্য ও পদ্য সবরকমই রচনা দেখিতে পাইবেন। পাঠাবলীর সমস্ত বাক্যই কোনো-না-কোন প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত, আমার নিজের রচনা একটিও নহে। বৌদ্ধেরা সাধারণত যে সব স্তুতি-বন্দনা করেন, পাঠের মধ্যে তাহাও দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মৈত্রীভাবনা প্রসিদ্ধ, তাহাও এখানে সঙ্কলিত হইয়াছে। জাতকের অন্যান্য গল্পের মধ্যে দ শ র থ জা ত ক ও উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠাবলীতে যে সকল শক্ত পদ আছে, তাহাদের অর্থনির্দ্দেশ করিয়া একটি শব্দকোষ (Glossory) যোজিত করা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য এই শব্দকোষে প্রায়ই মূলের বিভক্ত্যন্ত পদই ধৃত হইয়াছে, নাম বা প্রাতিপদিক ধৃত হয় নাই।

পালি- ও ভাষাতত্ত্ব-আলোচনাকারীর সুবিধা হইবে মনে করিয়া দুইটি সূচীপত্র দিয়াছি; ইহাতে পালিশব্দ সংস্কৃতে, এবং সংস্কৃতশব্দ পালিতে কিরূপ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়, তাহা সহজেই জানা যাইবে।

পালি- ও প্রাকৃত-সম্বন্ধে অনেক কথা প্র বে শ কে আলোচনা করা হইয়াছে, পাঠক ইহা হইতে পালিভাষার প্রকৃতি বা স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। ইহার কোনো কোনো অংশ পূর্ব্বে প্র বা সী তে বাহির হইয়াছিল।

যেরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়, এই লেখকের তাহার কণাও নাই। অতএব ইহাতে অনেক ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও পুস্তকখানিকে ভাল করিয়া শোধন করিতে পারি নাই; ভ্রম, প্রমাদ, বা অজ্ঞতায় স্থানে স্থানে কিছু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। চোখে যাহা পড়িয়াছে, তাহা সং শো ধ ন ও সং যো জ নে উল্লেখ

করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ পড়িবার পূর্ব্বে তাহা দেখিয়া বইখানা শুদ্ধ করিয়া লইবেন। যে ত্রুটি সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা উপেক্ষা করিয়াছি। নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন অপর কোন ভুল লক্ষিত হইলে পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন, কৃতজ্ঞতাস্বীকারপূর্ব্বক তাহা শোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

য়ুরোপে রোমীয় অক্ষরে মুদ্রিত পালিপুস্তকসমূহ অতিমহার্ঘ। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে যথাক্রমে সিংহলীয় ও ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক-সমূহ সুলভ। এই জন্য এই দুই অক্ষরের আদর্শ এই পুস্তকে যোজনা করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারি নাই। পাঠকগণ ঐ দুই অক্ষরের সহিত পরিচিত হইলে স্বল্পমূল্যে পালিপুস্তক ব্যবহার করিতে পারিবেন।

রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ এই পুস্তকখানি স্বকীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়কেই গৌরবিত করিয়াছেন। ঐ পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় আদর্শরূপে এই পুস্তকের কিয়দংশ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়া-ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ রহিলাম। বেঙ্গল-ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্. এ. মহাশয় তাঁহাদের কলেজ হইতে E. Müllerএর পালিব্যাকরণখানা কিছু দিন আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, এজন্য উক্ত কলেজ ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া বিরত হইতে পারি না; কেননা তাঁহারই প্রবর্ত্তনা ও উৎসাহে আমি পালি-আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম, এবং তাঁহারই কথা- ও পরামর্শ-অনুসারে এই বইখানা রচিত হইয়াছে; ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুস্তকালয়ে তিনি বিবিধ

পুস্তক সংগ্রহ করিয়া না দিলে পুস্তকখানির রচনাসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ছিল। তাঁহার সঙ্কলিত ব্যাকরণখানি আমার যথাশক্তি রচনা করিয়া আজ তাঁহাকে প্রদান করিতে পারিলাম বলিয়া মনে এক আনন্দ অনুভব করিতেছি। শ্রীমান্ রথীন্দ্র ও সন্তোষের পালিশিক্ষার জন্যই এই পুস্তকখানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এখন যদিও তাহাদের শিক্ষার গতি অন্য দিকে গিয়াছে, তথাপি যদি কখনো তাহারা ইহা দ্বারা ঐ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা আমার বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে। ইতি

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
বোলপুর।
১৬ই ভাদ্র, ১৩১৮।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

সংশোধন ও সংযোজন

সংখ্যাদ্বয়ের প্রথমটি পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয়টি পঙ্‌ক্তির সূচক। অনন্তর প্রথমে অশুদ্ধ ও তাহার পর শুদ্ধ পদ দেওয়া হইয়াছে।

সংশোধন

(১২). ২৪ interrupted=uninterrupted ; ২. ৪, (বৰ্হ্নি)=(বৃহ্নি); ৫. ৫, ম দ্গলায়নঃ=মৌদ্গল্যায়নঃ, এবং মোগ্গলায়নো=মোগ্গল্লায়নো, পুস্তকের অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে ; ৫. ১৯, সম্ম=সম্ম ; ৮. ৬, পুনষ্যন=পুনষ্যন ; ১২. ১৪, ব্রীহিঃ=ব্রীহিঃ, বীহি =বীহি ; ১৪. ১ বহুব্রীহিঃ=বহুব্রীহিঃ, অস ;=অসঃ ; ১৬. ৩, তিযক্=তির্যক্ ; ১৬. ১৯ হইতে=হইয়াছে ; ২৮. ১, য়্যগনং=থকনং ; ৩০. ১১, বল্যাতি=বল্লাতি ; ৩১. ৩০, ম্ন=ম্ন ; ৩৩. ১৮, সুবামী =সুবামী ; ৩৫. ২১, ত্ব=ত্বা ; ৩৬. ১, কুজ্জো=খুজ্জো ; ৩৭. ১২, নিষ্কাঙ্গঃ=নিষ্কাঙ্গঃ ; ৩৯. ৯, ফটিকো=ফলিকো ; ৪৭. ৭, গরুড়ঃ =গরুড়ঃ ; ৪৪. ১৩, ইু=হ্য ; ৪৫. ১২, নিগ্গোধো=নিগ্রোধো ; ৪৬. ৮, উম্মূলয়তি=উন্মূলয়তি ; ৪৭. ১১, সাণ=সণ ; ৪৭. ১৩, সায়=সয় ; ৪৯. ১১, কুম্মলং=কুম্মলঃ, কুটমলং=কুড্মলো ; ৫৬. ১, ক্ন=ক্ ; ৫৬. ৫, ক্ন=ব,=ক্ন=ব অথবা ব ; ৫৬. ৬, ১৬, লবুর্জং=লবুর্জং ; ৫৯. ১২, প্রাটুভবতি=পাটুভবতি ; ৭০. ৫, স্বিদ্ব =স্বিদ্বিহ ; ৭১. ১৩, যাবতকঃ=যাবল্কঃ, তাবতকঃ=তাবল্কঃ ; ৭৩. ১৭, বি+অকাসি=বি+আ+অকাষি, (আকার্ষীত্)=(আকার্ষীত্) ; ৭৫. ২১, তন্যঙ্কর=তযঙ্কর ; ৮১. ৪, ২০, ২১, আরোগ্গ=আরগ্গ, আরোগ্যে=আরাগ্রে ; ৮৩. ১৫, এব ত=এব, তৰ্ত্তং ব=উত্তৰ্ত্তং ব ; ৮৭. ১৬, (২. ১. হ্ম)=(২. ১. ইদ) ; ৯৬. ১১,

(য়ুল্যকত্তী)=য়ুল্যকত্তৃ) ; ৯৯. ৩, তখন=তখনো ; ১১২. ১৪, ধর্মঁ =ধর্মঃ ; ১১৮.২০, পক্খ' =পক্খং ;১১৮. ২১, যথঁ=যথঁ ; ১২৬. ৮, য়ুবানস্সা - য়ুবানস্সা ; ১২৮. ২০, সূথো=সূথো ; ১২৮. ২১, বারা০ =বারা০ ; ১২৯. ১৮, ০ধম্মা=০ধম্মা ; ১৩২. ১৭, দক্ষিস্সি' = দক্ষিস্সি' ১৫১. ২০, পাতিতে=পালিতে ; ১৫৩. ১৮, হুদযঁ=হুদযঁ ; ১৫৩.—২০, সমস্ত পঙ্‌ক্তি কাটিয়া দিতে হইবে ; ১৫৬. ১৫, হ্রীহ্রি=. হ্রীহ্রি ; ১৬৬. ২২, ১২৩=১২৩ ; ১৬৭. ১০, যকুন০=হকুন০ ; ১৭১. ১৮, 'ব ও' ইহা কাটিয়া দিতে হইবে ; ১৭৩.১৪, অতিষ্ঠি তি=অধিষ্ঠিতি ; ১৭৮. ৭, অস্মি=অস্মি ; ১৮১. ১৬, জম,=জ্ম, অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে ; ১৮১. ৫, দ্বিতীয় তুহ্মতি=তুহ্মন্তি ; ১৯৭. ৩, গচ্ছেয্যাম্হো=গচ্ছেয্যাম্হে ; ২০০. ১৫, জনেয্যুং=জানেয্যুং ; ২০৪. ৩, মবিস্সন্তী=ভবিস্সন্তী ; ২০৯. ১৭, অজায়য=অজায়থ ; ২১৭. ২০ ; ৪§.১৫৭=৪.§১৫৮ ; ২৫৫. ১৮ ; পাঠও=পাঠ ও ; ২৫৯. ৮, বা০'= বা০ ; ২৬৭. ১৩, কম্য=কম্ম ; ২৬৯. ১৪, বারা০=বারা০, ২৭২ ৭, অভিবহ্রি=অভিবহ্রি ; ২৭২. ১৫, নিব্বায়া০=নিব্বান০ ; ২৮৫. ১৯, যগধস্স=যগধস্স ; ২৮৮. ২১, অন্হাকং=অম্হাকং ; ২৯০. ৭, রসংন ত্বা=রসং ন ত্বা ; ২৯০.—২০, কম্ম'=কম্ম' ; ২৯৯. ৭, পুস্স=পুত্তস্স।

সংযোজন

২১. ১৪, অক্খাতং পদে এই টিপ্পনী যোগ করিতে হইবে :— আদিস্থিত খ্য=খ, যথা, খ্যায়তে=খায়তি ; আদিস্থিত ঘ্য=ঘ, যথা, ঘ্যুতং=ঘুতং।

৩৬. ১২, সংযোজ্য :—ম্খ=ক্খ, প্রস্খলতি=পক্খলতি।

১০৫. ১০, इन्द्रियया পদের পর সংযোজ্য:—इन्द्रियं।

৩২২. ১১, পঙ্‌ক্তির পর সংযোজ্য :—निर्भिसेवनो, निर्विषिवशः, आत्मसंयमी।

৩২৪. দ্বিতীয় স্তম্ভ, ৩. পঙ্‌ক্তির পরে সংযোজ্য :—पद्वारे, पदस्थेपि इत्यर्थः।

৩৩২. দ্বিতীয় স্তম্ভ, ২১, বা এর পরে সংযোজ্য :—थविका, सहस्र-मुद्राधारणोचिता थविका।

সাঙ্কেতিক অক্ষর

অ. চি.	=	অভিধানচিন্তামণি
অ. প. অভি. প.	=	অভিধানপ্পদীপিকা (সিংহল)
অ. সা.	=	অত্থসালিনী (P. T. S.)
অথ. স.	=	অথর্ব্ববেদসংহিতা
আ. ক.	=	আর্য্যাবলোকন সূত্র
আ. ধ. সূ.	=	আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র
উ. ধা.	=	আর্য্যরত্ন-উল্কাধারণী
ঋ. প.	=	ঋক্‌পরিশিষ্ট
ঋ. প্রা.	=	ঋক্‌প্রাতিশাখ্য
ঐ. ব্রা.	=	ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
ক. ম.	=	কর্পূরমঞ্জরী
ক. ব. অ.	=	কথাবত্থু-অত্থকথা (P. T. S.)
ক. বি.	=	কঙ্খাবিতরণী (সিংহল)
কা. শ্রৌ.	=	কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র
কা. সূ.	=	কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি (বামন)
কু. চ.	=	কুমারপালচরিত
গো. ব্রা.	=	গোপথব্রাহ্মণ
চ. প.	=	চন্দ্রপ্রদীপ সূত্র
চু. ব.	=	চুল্লবগ্‌গ (বিনয়)
তৈ. আ.	=	তৈত্তিরীয়-আরণ্যক
তৈ. প্রা.	=	তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য
তৈ. ব্রা.	=	তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ

তৈ. স.	=	তৈত্তিরীয়সংহিতা
দা. ব.	=	দাঠাবংস (কুমারস্বামী)
দে. ভা.	=	দেবীভাগবত
ধ. চ.	=	ধম্মচক্কপ্পবত্তনসুত্ত
ধ. প.	=	ধম্মপদ (Fausböll)
ধা. ম.	=	ধাতুমঞ্জুসা
না. মা.	=	নামমালা (সুভূতি)
না. শা.	=	নাট্যশাস্ত্র (ভরত)
নি.	=	নিরুক্ত
নিঘ.	=	নিঘণ্টু
পা.	=	পাণিনি
প্রা.	=	পাতিমোক্খ
প্রা. প্র.	=	প্রাকৃতপ্রকাশ
প্রা. ল.	=	প্রাকৃতলক্ষণ
বা. / বালা.	=	বালাবতার
ভ. চ	=	আর্য্যভদ্রচর্য্যাগাথা
ভা.	=	শ্রীমদ্ভাগবত
ভা. বি.	=	ভামিনীবিলাস
ম. নি.	=	মহাপরিনিব্বানসুত্ত
ম. পু.	=	মৎস্যপুরাণ
ম. ব.	=	মহাবংস (Turnour)
ম. নি.	=	মহারূপসিদ্ধি
মহা.	=	মহাভারত
মৃ. ক.	=	মৃচ্ছকটিক

যা. স.	=	যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
যো. শা.	=	যোগশাস্ত্র (হেমচন্দ্র, সোসাইটি)
রামা.	=	রামায়ণ
ল. বি.	=	ললিতবিস্তর
বা. স.	=	বাজসনেয়িসংহিতা
বি. কী.	=	বিমলকীর্ত্তিনির্দ্দেশ
বি. পু.	=	বিষ্ণুপুরাণ
বি. ম.	=	বিসুদ্ধিমগ্‌গ
বিক্রমা.	=	বিক্রমাঙ্কচরিত
শত. ব্রা.	=	শতপথব্রাহ্মণ
শি. স.	=	শিক্ষাসমুচ্চয়
শি. সং.	=	শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী)
শু. প্রা.	=	শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য
স. সা.	=	সংক্ষিপ্তসার-প্রাকৃতপাদ
সা. বা.	=	সাসনবংস (P. T. S.)
সু. ভা.	=	সুবর্ণভাসসুত্র
সু. বি.	=	সুমঙ্গলবিলাসিনী (P. T. S)
হে. চ.	=	হেমচন্দ্রকৃত প্রাকৃতব্যাকরণ

B. A.	=	Baudha Edahilla (Ceylone, 1904)
C. D.	=	Pali Grammar by Chars. Duroisella.
E. M.	=	Pali Grammar by E. Müller.
F. F. / H. P.	=	Hand Book of Pali by O. Fankfurter.

Jat. = Jatakas, ed. by V. Fausböll.

MS. = A Descriptive Catalogue of the Sanskrit MSS. in in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. III 1906.

Pat. = প্রাতিমোক্ষ (Minayeff).

T. D. = Pali Grammer by The Do Oung.

उ. = উত্তম পুরুষ

एक. — একবচন

च. = চতুর্থী বিভক্তি

तृ. = তৃতীয়া বিভক্তি

द्वि. = দ্বিতীয়া বিভক্তি

प. = পঞ্চমী বিভক্তি

प्र. = প্রথমা বিভক্তি

बहु. = বহুবচন

ष. = ষষ্ঠী বিভক্তি

स. = সপ্তমী বিভক্তি

सम्बो. = সম্বোধন

प्रथ. = প্রথমপুরুষ

म. = মধ্যমপুরুষ

অনুক্রমণিকা

প্রবেশক

পাঠকগণের নিকট অদ্য যে ভাষার এই ব্যাকরণখানি উপস্থত হইতেছে, তাহার নাম পা লি। কেন এই ভাষার নাম পা লি হইল? এই প্রশ্ন সাধারণতই পাঠকের চিত্তে উদিত হইতে পারে; অতএব তৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

পালিভাষার নাম পা লি হইল কেন?

সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও পা লি শব্দের মূল অর্থ পঙ্‌ক্তি, বীথি, বা শ্রেণী প্রভৃতি।[১] বৌদ্ধ সাহিত্যে পূর্ব্বাচার্য্যগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন অক্ষরপঙ্‌ক্তি বা বচন-পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতে, বা বুঝাইতে হইলে সাধারণত পঙ্‌ক্তিবাচী অপর শব্দ প্রয়োগ না করিয়া পা লি শব্দই প্রয়োগ করিতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এখনো দেখা যায় যে, লেখক ও পাঠকগণ কোন মূল গ্রন্থ উদ্ধৃত করিতে, বা বুঝাইতে হইলে "তথাচ সূত্রপঙ্‌ক্তি:" ইত্যাদিরূপে পঙ্‌ক্তি-শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।[২]

পালি-শব্দের মূল অর্থ পঙ্‌ক্তি

কখনো কখনো আবার মূলগ্রন্থ বুঝাইতে কেবল পঙ্‌ক্তি শব্দও প্রযুক্ত হয়; ইহা সংস্কৃতের অধ্যাপক ও ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ সাহিত্যেও এইরূপ পা লি শব্দটি শাস্ত্রের অক্ষরপঙ্‌ক্তি, অথবা মূলমাত্রকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির অর্থ-পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

মূলগ্রন্থ বুঝাইতে পঙ্‌ক্তি-শব্দের প্রয়োগ

১। "পন্তি বীথ্যাবলিস্সেনি পা লি রেখা তু রাজি চ"—অভিধানপ্পদীপিকা, ৫৩৯।

২। "ওমস্ত ইতি আস্তার প ঙ্‌ক্তিঃ প্রণবোপসনে বিনিযুজ্যতে"—তৈ.আ. ভট্টভাস্কর, ৬. ৩১. ১; "কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্র প ঙ্‌ক্তি রুদাহৃতা দৃশ্যতে"—কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্র, উপোদ্ঘাত, p.ix.

"থেরিয়াচরিয়া সব্বে পা লিং বিয় তমগ্গহুং"—স্থবির ও আচার্য্যগণ সকলেই তাহা (বুদ্ধঘোষ-কৃত অর্থকথাকে) পা লি র (অর্থাৎ শাস্ত্রের পঙ্ক্তি বা মূলের) ন্যায় গ্রহণ করিলেন।[৩] "পিটকত্তয় পা লি ঞ্চ তস্স অট্ঠকথঞ্চ তং"—পিটকত্রয়ের পা লি (পঙ্ক্তি বা মূল) ও তাহার সেই অর্থকথাকে।[৪] "পা লি-মত্তং ইধানীতং নত্থি অট্ঠকথা ইধ"—কেবল পা লি (পঙ্ক্তি বা মূল) এখানে আনীত হইয়াছে, অর্থকথা (ভাষ্য) আনীত হয় নাই।[৫] "পা লি-মাহাভিধম্মস্স"—তিনি অভিধর্ম্মের পা লি (পঙ্ক্তি বা মূল) বলিলেন।[৬] "নেব পা লি যং ন অট্ঠকথায়ং দিস্সতি"—পা লি তে ও (পঙ্ক্তি বা মূলেও) দেখা যায় না, অর্থকথাতেও দেখা যায় না।[৭] "যো পন অথমেব সম্পাদেতি ন পা লিং"—আর যে ব্যক্তি কেবল অর্থই অধিকার করেন, পা লি (পঙ্ক্তি বা মূল) আয়ত্ত করেন না।[৮] "এবং পা লি য়ং বুত্তনয়েন"—এইরূপ পা লি তে (পঙ্ক্তি বা মূলে) উক্ত প্রকারে।[৯] "ইমিস্সা পন পা লি য়া এবমথো বেদিতব্বো"—আর এই পা লি র (পঙ্ক্তি বা মূলের) অর্থ এইরূপ জানিতে হইবে।[১০] "ইতি আদিসু অয়ং পা লি"—ইত্যাদি-বিষয়ে পা লি (পঙ্ক্তি বা মূল) এই।[১১] "সেসং যথা পা লিং এব নিয্যাতি"—অবশিষ্ট (তাৎপর্য্যার্থ) পা লি তে ই (পঙ্ক্তি বা মূলেই) প্রকাশিত আছে।[১২] "জম্বুদীপে পন আবুসো পা লি মত্তং যেব অত্থি, অট্ঠকথা পন নত্থি"—জম্বুদ্বীপে কেবল

শাস্ত্রপঙ্ক্তি বা মূলশাস্ত্র বুঝাইতে পালি-শব্দের প্রয়োগ

৩। ম. ব. ২৫৭ পৃ.। ৪। ঐ ২০৭ পৃ.।
৫। ঐ ২৫১ পৃ.। ৬। ঐ ২৫১ পৃ.।
৭। সুমঙ্গলবিলাসিনী। ৮। ধ. প. ৪১৯।
৯। ক. ব. ১১৯ পৃ.। ১০। বি. ম. ১৫ পৃ.।
১১। বি. ম. ১৫ পৃ.। ১২। ক. ব. অ. ১৫৮, ১৬৯ ইত্যাদি।

পা লি (পঙ্ক্তি বা মূল) আছে, অর্থকথা (ভাষ্য বা ব্যাখ্যা) নাই।[১৩]

উল্লিখিত উদাহরণসমূহ হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, প্রদর্শিত ভাবে পা লি শব্দ প্রথমত বৌদ্ধধর্ম্মের শাস্ত্রের পঙক্তি বা মূলশাস্ত্র ত্রিপিটককে বুঝাইত। তাহার পর কালক্রমে ধীরে ধীরে ত্রিপিটকের সহিত সম্বদ্ধ অর্থকথা, এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পুরা সম্বন্ধে তাহাদের সহিত সম্বদ্ধ যে-কোন গ্রন্থই পা লি শব্দে অভিহিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন মূল সংহিতা ও তৎসম্বদ্ধ ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ বলিয়া গৃহীত, অথবা যেমন প্রাচীন মনুপ্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তৎসম্বদ্ধ আধুনিক গ্রন্থকারের গ্রন্থ, উভয়ই স্মৃতি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, বৌদ্ধ সাহিত্যে সেইরূপ প্রথমে ত্রিপিটক, তাহার পর অর্থকথা, এবং তদনন্তর তৎসম্বদ্ধ অপর গ্রন্থসমূহও পা লি নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

ত্রিপিটক ও তৎসম্বন্ধ অন্যান্য গ্রন্থ বুঝাইতে পা লি শব্দের প্রয়োগ

তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত

কিন্তু যে সকল গ্রন্থের সহিত পা লি র (ত্রিপিটকাদির) কোনো বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না, তৎসমুদয় তখন পা লি নামে গৃহীত হয় নাই, কেবল গ্র ন্থ বলিয়াই তাহারা পরিচিত হইত।[১৪]

ত্রিপিটকাদির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলে কোন গ্রন্থ পূর্ব্বে পা লি বলিয়া গণ্য হইত না

মূল শাস্ত্র পা লি বলিয়া যে ভাষায় ঐ মূল বা পা লি লিখিত ছিল, তাহা পা লি র ভা ষা; এবং সেই জন্যই ঐ ভাষা পা লি ভা ষা বলিয়া পরবর্ত্তী কালে অভিহিত হইয়াছে।[১৫] আবার কালক্রমে এই পা লি

মূল শাস্ত্রের নাম পা লি বলিয়া তাহার ভাষার নাম পা লি ভা ষা অথবা পা লি

১৩। সা. ব. ৩১ পৃ.।

১৪। "এতে (মহাবংশ প্রভৃতি) পা লি মু ত্ত ক ব সে ন বুত্তা গ ন্ধা ন্ত রা তি বুচ্চন্তি"—সা. ব. ৩৪ পৃ.।

১৫। "ইচ্চেবং পা লি ভা সা য় পরিয়ত্তিং পরিবত্তিত্বা"—সা. ব. ৩১ পৃ.।

ভা ষা সংক্ষেপে কেবল মাত্র পা লি শব্দেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যখন এইরূপে পা লি ভা ষা, অথবা কেবল পা লি বলিয়া একটি ভাষা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন ত্রিপিটক ও অর্থকথাদির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও ঐ ভাষায় রচিত সমস্ত গ্রন্থেরই পা লি নাম গ্রহণে কোনো আপত্তি থাকিল না।

পালিতে রচিত সমস্ত গ্রন্থেরই নাম পা লি হইবার কারণ

এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বলিতে হইবে যে, পা লি ভা ষা র আদিম অর্থ পা লি র অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মীয় মূলশাস্ত্রের ভা ষা।

কোন একখানি পালিব্যাকরণে পা লি শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে :—"সদ্দত্থং পা লে তী তি পা লি—যাহা শব্দার্থকে পা ল ন (রক্ষা) করে, তাহার নাম পা লি।[১৬] ইহা যে কোন বৈয়াকরণিকের শব্দবিদ্যার প্রভাবে কল্পিত অর্থ, তাহা না বলিলেও চলে।

পালি শব্দের ব্যুৎপত্তি বা মূল

আমার মনে হইতেছে, কোনো স্থানে পড়িয়াছিলাম, এবং অনেকে বলিয়া থাকেন যে, প ল্লী র ভাষা পা লি ভা ষা, প ল্লী হইতে পা লি হইয়াছে। তাঁহারে এ সম্বন্ধে এই যুক্তি যে, পা লি যখন প্রাকৃতের মধ্যে গণনীয়, এবং প্রাকৃত যখন সাধারণ গ্রাম্য লোকের, পল্লী বা পাড়াগেঁয়ে লোকের ভাষা, তখন ঐ ভাষার নাম পল্লীগ্রাম বা পাড়াগাঁর নামে প্রসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়।

পালি শব্দের মূল সম্বন্ধে দুইটী উল্লেখ

আবার কেহ বলেন মগধে বিপুলভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এবং মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল; অতএব পাটলিপুত্রের

১৬। From a MS in India office quoted by Childers in his Dictionary of the Pali Language, p. 322, B.

ভাষাতেই যে ঐ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। সেই পাটলিপুত্রের তদানীন্তন ভাষার নামই পা লি ভা ষা, এবং পা ট লি শব্দের অপভ্রংশই প্যা লি।

মতদ্বয়ের আলোচনা

এই উভয় মতই আমার নিকটে যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। দ্বিতীয় মতে, যিনি বলিতে চান যে, পাটলিপুত্রের ভাষা পা লি, এবং পা ট লি শব্দ হইতে অপভ্রংশ পা লি হইয়াছে, তাঁহার একটা কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি যে,পাটলিপুত্রের ভাষা সেই সময় পালি ছিল। কিন্তু পাটলিপুত্রের পা ট লি 'হইতে পা লি হইয়াছে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। প্রাকৃতের বিচিত্র পরিবর্ত্তনচক্রে পা ট লি শব্দ কোন প্রকারে পা লি আকার ধারণ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র শব্দ সাধন করিলেই এ মতটি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে।

পাটলিপুত্রের পা ট লি হইতে পালির নাম পা লি হয় নাই

জনপদের নামে ভাষার নাম হয়, নগর বা ব্যক্তি-বিশেষের নামে নহে

মগধের পাটলিপুত্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে মগধের ভাষা পাটলিপুত্রের নামে প্রসিদ্ধ হইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। জনপদের নামেই কথ্য ভাষাসমূহ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে; কোনো নগরবিশেষের নামে বা ব্যক্তিবিশেষের নামে নহে। পাটলিপুত্র চিরদিনই একটি নগর ছিল, জনপদ নহে।

পালিভাষার পা লি পাড়া-বাচী প ল্লী হইতে হয় নাই

যিনি বলেন প ল্লী অর্থাৎ পাড়া বা পাড়াগাঁর ভাষা পা লি ভাষা, এবং প ল্লী হইতে পা লি হইয়াছে, তাঁহার কথারও একদেশ মাত্র আমারা যুক্তিযুক্ত মনে করি, ও স্বীকার করি। প ল্লী হইতেই পা লি হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পল্লীর

অর্থ পাড়া নহে। পল্লী-শব্দের পাড়া-অর্থ নিতান্ত আধুনিক, পরে ইহা বিবৃত হইবে। বিশেষত পাড়া-শব্দে কোনো ভাষার নাম হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। গ্রামের ও নগরের ভাষাপ্রভৃতি বহু বিষয়ে ভেদ আছে সত্য, এবং ঐ ভেদ বুঝাইবার জন্য গ্রা ম্য এবং না গ রি ক শব্দ আছে।

পল্লী-শব্দের পাড়া-অর্থ আধুনিক

যদি আমাদের প্রথমমতবাদী মনে করেন যে, প্রাকৃত ভাষা নাগরিকগণের ছিল না, গ্রাম্যগণেরই ছিল, তাহা হইলে প্রাকৃতবিশেষ পা লি কে গ্রা মে র নামেই উল্লেখ করিয়া গ্রা ম্য ভা ষা বলাই সঙ্গততর ছিল। আবার পল্লী ও গ্রাম-শব্দ একার্থক নহে। গ্রামেরই বিশেষ বিশেষ অংশকে আমরা পল্লী বলিয়া থাকি। তবে কি মনে করিতে হইবে পালিভাষা কেবল পল্লীতে অর্থাৎ পাড়ায় কথিত হইত, সম্পূর্ণ গ্রামখানিতেও কথিত হইত না! এই সমস্ত অর্থকল্পনা নিতান্তই উৎকট বলিয়া মনে হয়। পালি যে পাড়াগাঁর ন্যায় নগরেরও ভাষা ছিল তাহাও দ্রষ্টব্য।

পাড়া-বাচী শব্দে কোন ভাষার নাম অস্বাভাবিক

কেহ কেহ আবার বলিতে চাহেন যে, মগধের প্রাচীন নাম প লা শ হইতে পা লি হইয়াছে; কেহ বলেন প লি (tower) হইতে হইয়াছে; কেহ বলেন Palestine বা Palatine hills হইতে, আবার কেহ বলেন যে, Pehlve হইতে হইয়াছে (Vidyabhusana's Pali Grammar, p. xxxii)। ইঁহারা সকলেই কেবল শব্দসাদৃশ্যমাত্র ধরিয়া কোনরূপ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ কেহই দিতে পারেন নাই; এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের ঐ সকল কথায় কোনরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না।

পালি শব্দের অন্যান্য নির্বচন

আমরা সংস্কৃতে (অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে, প্রাচীন সংস্কৃতে নহে)

প ল্লী ও পা লি শব্দ দেখিতে পাই, যথা, দশকুমারচরিতপ্রভৃতিতে শবরপল্লী, ভিল্লপল্লী, ইত্যাদি। কিন্তু মূলত এই উভয় শব্দই খাঁটি সংস্কৃত নহে, ইহারা আদত প্রাকৃত; সংস্কৃত ইহাদিগকে নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে।[১৭] বৈয়াকরণসিংহের শব্দনির্ব্বচনশক্তির প্রভাবে ইংরাজী-প্রভৃতিরও অনেক শব্দ সংস্কৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ইহা ভিন্ন কথা।

সংস্কৃতে দৃশ্যমান প ল্লী ও পা লি শব্দ সংস্কৃত নহে, তাহা প্রাকৃত

সংস্কৃত মূল প ঙ্ক্তি শব্দ হইতেই প ল্লী বা প ল্লি,[১৮] এবং তাহা হইতেই পা লি হইয়াছে। কিরূপে প ঙ্ক্তি শব্দ পা লি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সপ্রমাণ ক্রমপরিবর্ত্তন দেখাইবার পূর্ব্বে আমরা প ঙ্ক্তি হইতে প্রাকৃতে উৎপন্ন শব্দসমূহের কিঞ্চিৎ অর্থ আলোচনা করিব। বাঙলার শ্রেণী অর্থে পাঁ তি শব্দ প্রসিদ্ধ আছে, যথা মুকুতাপাঁতি, দশনপাঁতি, ইত্যাদি। সংস্কৃত প ঙ্ক্তি হইতে প্রাকৃত প ন্তি অথবা পং তি হয়, এবং তাহা হইতে বাঙলায় পাঁ তি হইয়াছে। অতএব মুকুতাপাঁতি-অর্থ মুক্তাপঙ্ক্তি, এইরূপ দশনপাঁতি-অর্থ দশনপঙ্ক্তি। আবার কোন হিন্দু কোন পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট পাঁ তি গ্রহণ করে। এই পাঁ তি প্রাকৃত বা পালির 'প ন্তি' এবং সংস্কৃতের 'পঙ্ক্তি'। ইহার অর্থ প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধে মূল শাস্ত্রের ব্যবস্থাবিষয়ক বচনপঙ্ক্তি। পালিসাহিত্যে পা লি শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয় পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, এখানে পাঁ তি শব্দও সেইরূপ ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃত পঙ্ক্তি-শব্দজাত প্রাকৃত শব্দাবলীর অর্থ-আলোচনা

১৭। রাশি-রাশি প্রাকৃত শব্দ যে সংস্কৃতের মধ্যে অলক্ষিতভাবে ঢুকিয়া গিয়াছে, তাহা পরে সবিস্তর দেখান হইবে।

১৮। প্রাকৃতে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে ইকার ও উকার স্থানে যথাক্রমে ঈকার ও ঊকার হয়।

আমরা বাঙলায় বলি দ স্ত পা টি, ইহার অর্থ দন্তশ্রেণী। এই পা টি শব্দ সংস্কৃত প ঙ্ক্তি হইতেই আসিয়াছে। প্রাকৃত বা পালিতে পঙ্ক্তি হইতে উৎপন্ন প ন্তি শব্দের যেরূপ প্রয়োগ আছে, প্রাকৃতে সেইরূপ তজ্জাত প ত্তি শব্দেরও প্রয়োগের অভাব নাই।[১৯] প ত্তি হইতে প ট্টি হইয়াছে, এবং বাঙলাতে ইহার প্রয়োগও অল্প নহে; যথা, আমরা কোন নগরাদির অংশবিশেষকে বলি কাঁ সা রি প ট্টি (অথবা প টী), শাঁ খা রি প ট্টি, ইত্যাদি। কাঁ সা রি প ট্টি, ইহার অর্থ যে স্থানে কাঁসারিদের শ্রেণী আছে; এইরূপ শাঁ খা রি প ট্টি, যে স্থানে শাঁখারিশ্রেণী আছে। প ট্টি হইতেই বাঙলায় পা টি হইয়াছে। আবার এই প ট্টি ই কোমলভাবে প টি উচ্চারিত হয়।[২০]

প্রাকৃত ও পালিতে ত=ট, এবং ট=ল সুবহুস্থানে হইয়া থাকে। সেই নিয়মানুবারে প ট্টি হইতে প ল্লি ও তাহা হইতে পা লি শব্দ হইয়াছে। ইহা মনে করিবার বিরুদ্ধে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রাকৃতের কোন সংস্কৃত-টীকাকার পা লি শব্দের অনুবাদ প ঙ্ক্তি করিয়াছেন

কর্পূরমঞ্জরীতে (১.১০) এক স্থানে পা লি শব্দ আছে, এবং তাহার টীকায় ঐ শব্দের সংস্কৃত 'প ঙ্ক্তি' লিখিত হইয়াছে। যদিও এই অনুবাদ ঐ স্থলে সঙ্গততর বোধ হয় না, তথাপি অনুবাদকের মতে প ঙ্ক্তি হইতেই যে পা লি হইতে পারে, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মূলশাস্ত্র বুঝাইতে সংস্কৃতে পূর্ব্বকাল হইতে এখন পর্য্যস্ত প ঙ্ক্তি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ও পালি অভি-

---

১৯। "ধেনুপত্তী" বিদগ্ধমাধব, ১৮ পৃ. ১৩ প.।

২০। আমরা কতস্থানে প টি (বালদহে বলে), বা প টি বাঁধি, এই দুই শব্দ প ট বা প ট শব্দ হইতে জাত।

ধানসমূহে পা লি শব্দের মূল অর্থ প ঙ্ ক্তি হয় জানা যায়। পালিসাহিত্যে

পঙ্‌ক্তি শব্দ হইতেই যে পা লি হইয়াছে, তাহার স্থাপন

পা লি শব্দ সংস্কৃতের প ঙ্ ক্তি শব্দের ন্যায় মূলশাস্ত্রকেই বুঝাইতে প্রথমে প্রযুক্ত হইত। প ঙ্ ক্তি হইতে জাত পাঁ তি শব্দ এখনো বঙ্গদেশে মূলশাস্ত্র অর্থে প্রযুক্ত হয়। ভাষার পরিবর্ত্তননিয়মানুসারে প ঙ্ ক্তি হইতে পা লি পদ হইবার কোন বাধা দেখা যায় না, কোনো কষ্টকল্পনা করিতে হয় না। কোনো টীকাকার বলিতেছেন যে, পঙ্‌ক্তি হইতে পা লি হইয়াছে। অতএব এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া পা লি র মূল অনুসন্ধানের জন্য প ঙ্ ক্তি শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন শব্দের নিকট আমরা যাইতে পারি না।

প ঙ্ ক্তি শব্দ কিপ্রকারে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পা লি হইয়াছে, তাহাই আমরা অতঃপর সপ্রমাণ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

পঙ্‌ক্তি শব্দের ক্রমপরিবর্ত্তন ও পালি শব্দের উৎপত্তি

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমরা পালি বা প্রাকৃতের মধ্যে প ঙ্ ক্তি শব্দ জাত প ন্তি ও প ত্তি উভয় শব্দই পাই। এই উভয় শব্দ হইতেই পালি-পদ হইতে পারে; এবং তাহাদের পরিবর্ত্তনক্রম এইরূপ অসঙ্গত মনে হয় না:—প ঙ্ ক্তি অথবা পং ক্তি = প ন্তি অথবা পং তি (১·§ ৫১ ; ৩·§৩৮, টীকা) = প ণ্টি অথবা পং টি (ত = ট, ১·§৮৫· ক) = পংলি (ট = ল, ১·§৮৩, ক) = প ল্লি (২·§১৩) = পা লি (১১ পৃ. টীকা)। অথবা প ঙ্ ক্তি = (ঙকার-লোপে) প ত্তি (১·§৫১) = প ট্টি (১·§৮৫, ক) = প ল্লি (১·§৮৩, ক) = পা লি (১১ পৃ. টীকা)।

পা লি শব্দের উচ্চারণভেদ

উচ্চারণভেদে পা লি শব্দ সিংহলে পা লি় (পা ঠি) উচ্চারিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পালি-শব্দ বৌদ্ধসাহিত্যে শাস্ত্রের পঙ্‌ক্তি বা মূল বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত; কিন্তু ইহা কতদিন হইতে ঐ অর্থে প্রযুক্ত

হইতেছে, তাহা এখন আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। পূর্ব্বে যে সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই বুদ্ধঘোষ (৫ম শতাব্দী) ও তৎপরবর্ত্তী লেখকের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। Childers মনে করেন সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর পর হইতে ঐ ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

পা লি শব্দ মূলশাস্ত্র-অর্থে কত দিন হইতে ব্যবহৃত হইতেছে

ঐ অর্থে পা লি শব্দ প্রযুক্ত হইল কেন?

পা লি শব্দ কিজন্য ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা অমরা অল্পক্ষণ পরেই ত স্তি শব্দের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিব।

বুদ্ধবচন পূর্ব্বে ধ র্ম্ম ও বি ন য় নামে অভিহিত হইত

ত্রি পি ট ক নাম ধারণের পূর্ব্বে[২১] বুদ্ধবচনসমূহের সাধারণ নাম ছিল ধ র্ম্ম ও বি ন য়।[২২] পরবর্ত্তী কালে যাহা বিনয়পিটক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই তখন বি ন য় বলিয়া প্রচলিত ছিল; ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট বুদ্ধবচনসমূহ ধ র্ম্ম নামে অভিহিত হইত।[২৩]

পালি ভাষার অপর নাম ত স্তি, বা ত স্তি ভা ষা

পালিভাষার অপর একটি নাম ত স্তি, বা ত স্তি ভা ষা। ত স্তি (সংস্কৃত ত স্ত্রি অথবা ত স্ত্রী) শব্দ প্রথমাবস্থায় পূর্ব্বোক্তরূপে ঠিক পা লি শব্দের ন্যায় মূলশাস্ত্র বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইত। সংস্কৃত ত ন্ত্র ও ত ন্ত্রী

২১। এতৎসম্বন্ধে পরে সবিশেষ উক্ত হইবে।

২২। "যো বো আনন্দ, ময়া ধ ম্মো চ বি ন য়ো চ দেসিতো"—ম. নি. সু.৬. ১ (D. XVI. 6. 1); "কথ নু খো ময়ং ধ ম্ম ঞ্চ বি ন য় ঞ্চ সঙ্গায়েয্যাম"—সু. বি. ৫, ৮, ১৩ পৃ. ইত্যাদি।

২৩। "সব্বমেব চেদং ধ ম্মো চেব বি ন য়ো চেতি সংখং গচ্ছতি। তত্থ বি ন য় পি ট কং বি ন য়ো, অ ব সে সং বু দ্ধ ব চ নং ধ ম্মো"—সু. বি. ১৩পৃ.; দ্রঃ—চু.ব. ১১. ১. ১. ৭, ৮।

উভয় শব্দই রজ্জু বা সূত্র বুঝায়। ব্যাসাদি[illegible]ত ব্রহ্মপ্রভৃতিবিষয়ক বাক্যাবলী সূত্র নামে সংস্কৃতসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ; যথা, ব্রহ্মসূত্র, ন্যায়সূত্র, ইত্যাদি। আবার ঐ পৃথক্-পৃথক্ সূত্রসমূহ যে গ্রন্থে একত্র গ্রথিত হয়, তাহাও সূত্র নামেই পরিগণিত; যে গ্রন্থে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্রসমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মসূত্র নামে খ্যাত। এইরূপই বুদ্ধদেবের স্বল্পাক্ষর অসন্দিগ্ধ সারবৎ বিশ্বতোমুখ গ্রন্থিহীন অনবদ্য বাক্যসমূহ[২৪] প্রথমে তন্তি ও সূত্র এই উভয় নামেই কথিত হইত। আমার মনে হয় পালিতে প্রথমে তন্তি শব্দই প্রচলিত হয়, এবং তাহার পর ব্রাহ্মণগণের তত্তদ্ গ্রন্থের ন্যায় সূত্র শব্দেরই বহুল ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এই জন্যই ত্রিপিটকের অনেক অংশ এখনো সূত্র (সুত্ত) বা সূত্রান্ত (সুত্তন্ত) নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, নতুবা ইহার অপর কোন কারণ দেখা যায় না।

তন্ত্র, তন্ত্রী ও সূত্র

সূত্র ও সূত্রান্ত

প্রচীন মূল উপজীব্য বাক্যসমূহ যে অতিপ্রামাণিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইত, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ প্রাচীন বাক্যসমূহ যখন পূর্ব্বোক্ত রূপে তন্ত বা তন্তি আখ্যা ধারণ করিল, তখন তাহাদের মুখ্য সিদ্ধান্ত এই নূতন অর্থের সৃষ্টি হইল; এবং সেই জন্যই অভিধানসমূহে তন্ত ও তন্তি অর্থ সিদ্ধান্ত অথবা মুখ্য সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে।[২৫]

তন্তি শব্দের অর্থ-পরিবর্ত্তন

২৪। ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থে সূত্রের লক্ষণ এইরূপ:—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখং। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥"

২৫। "তন্ত্রং প্রধানে সিদ্ধান্তে সূত্রবাপে পরিচ্ছদে"—অমর, নানার্থ ১৮৩; "তন্তি বীণাগুণে তন্তং মুখ্য সিদ্ধন্ত তন্ত সু"—অ. প. ৮৮২।

উভয় শব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রথমটি (অর্থাৎ তন্ত্র = তন্ত্র),[২৬] এবং বৌদ্ধগণ দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ তন্তি) বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়।

তন্ত্র ও তন্তি শব্দের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের সাহিত্যে প্রয়োগ

পালিসাহিত্যে দেখা যায় তন্তি পালি-শব্দের অন্যতম প্রতিশব্দ;[২৭] এবং পালি বুঝাইতে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[২৮] পালি শব্দে পঙ্ক্তি বুঝায়, ও সেই জন্যই বুদ্ধবচনের অক্ষরপঙ্ক্তি বা বচনপঙ্ক্তিকে অর্থাৎ মূলশাস্ত্র বুঝাইতে পালি শব্দ প্রযুক্ত হইত, ইহা বলা হইয়াছে। তন্তি শব্দেও এইরূপ পঙ্ক্তি বুঝায়;[২৯] এবং তজ্জন্যই পালি শব্দের ন্যায় ইহাও বুদ্ধবচনের অক্ষরপঙ্ক্তি বা বচনপঙ্ক্তি অর্থাৎ মূল শাস্ত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত।

তন্তি ও পালি একার্থক, উভয়ই পঙ্ক্তি-বাচি; এবং উভয়ই মূল শাস্ত্র অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে

ব্রাহ্মণেরা বেদের শ্রুতিসমূহকে যেমন ঠিক একই ভাবে রাখিতেন, তাহার পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমকে কিছুতেই নষ্ট হইতে দিতেন না, বৌদ্ধগণও সেইরূপ বুদ্ধবচনকে রক্ষা করিতেন, তাহার ক্রমভঙ্গ হইতে দিতেন না।

মূল শাস্ত্রকে তন্তি ও পালি বলিবার প্রধান কারণ

২৬। লক্ষণীয়—তন্ত্রবার্ত্তিক, তন্ত্রশাস্ত্র, পঞ্চতন্ত্র, ইত্যাদি।

২৭। "সেতুস্মিং তন্তি পন্তী সু নারিয়ং পালি কথ্যতে"—অ. প. ৯৯৬।

২৮। "সুখুমঞাণগোচরং তন্তিং সঙ্গায়িত্ব"—সু. বি. ১৫ পৃ.; থেরথেরীগাথাতি ইমং তন্তিং সঙ্গায়িত্বা"—ঐ; "তন্তি নয়ানুচ্ছবিকং আরোপেন্তো"—ঐ ১ পৃ.; "তথ ধম্মোতি তন্তি"—অ. সা. ২২; "তন্তিয়া মাতিকং ঠপেসি," "তন্তি বসেন মাতিকা ঠপিতা," "তন্তি বসেনেব বিভত্তা"—ক. ব. অ. ২. ৭ পৃ.।

২৯। তন্ত্র, ও তন্ত্রি অথবা তন্ত্রী শব্দ মূলত একই; Prof. V. Apte তন্ত্র শব্দের অন্যতম অর্থ দিয়াছেন—"An interrupted series;"—Sauskrit-English Dictionary, p. 529.

এবং এই স্থির-সমান রচনাক্রম থাকাতেই সমক্রমে অবস্থিত বৃক্ষাদির ন্যায় বুদ্ধবচনকেও তাঁহারা প ঙ্ ক্তি, বা পা লি, বা ত ন্তি বলিতেন, ইহা অনুমান করিতে পারা যায়।[৩০]

পালিভাষার আর একটি নাম মা গ ধী ভা ষা;[৩১] ইহা তাহার ভৌগোলিক নাম। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে পালি ম গ ধ দেশের ভাষা ছিল।

পালির অপর নাম মা গ ধী ভা ষা, কেননা ইহা মগধের ভাষা ছিল

কেহ বলেন গৌতম বুদ্ধ ম গ ধে উৎপন্ন হন বলিয়া তাঁহার নাম মা গ ধ; এবং তাঁহার ভাষা বলিয়া পালির নাম মা গ ধী।[৩২] এই ব্যাখ্যা যে কেবল বৈয়াকরণিকের শক্তিকল্পিত, তাহা না বলিলেও চলে; কেননা, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে ভাষার নাম হয় না, ইহা নিতান্তই অপ্রসিদ্ধ ও অস্বাভাবিক; দেশের নামেই ভাষার নাম হয়। প্রচলিত যে কোন ভাষার নামই এস্থলে উদাহরণ-রূপে উল্লিখিত করিতে পারা যায়।

মা গ ধী নি রু ক্তি

কখন কখন এই ভাষা মা গ ধী নি রু ক্তি[৩৩] নামেও কথিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে মা গ ধী নামে প্রসিদ্ধ

৩০। "So called from the regularity of its structure"—W. Subhuti, অ. প. ৯৯৬।

৩১। যথা, "মাগধ ভা সা ক্ থ রে ন লিখাহি"—সা. ব. ৩১.পৃ.। কখন কখন মা গ ধা বলা হইয়া থাকে—ধম্মকিত্তি সিরিধম্মারাম, ক. বু. (সিংহল), বিঞ্ঞাপন, p. I.

৩২। "সো চ ভগবা মা গ ধো ম গ ধে ভবত্তা, সা চ ভাসা মা গ ধা, মা গ ধ স্ স তথাগতস্সায়ং ভাসাতি চ কত্বা সম্পচ্চেন্তি পকতিপচ্চয়ঞ্ঞনো বিঞ্ঞুনো।"ঐ।

৩৩। "নি রু ত্তি য়া মাগ ধি কা য় বুদ্ধিয়া। করোমি দীপন্তরবাসিনাং অপি।" দা. ব. ১.১০।

একরূপ প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ; কিন্তু আলোচ্য পালি হইতে ঐ ভাষা যে অত্যন্ত বিভিন্ন, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। নবীন পাঠকগণের ঐ উভয় মাগধীর ভেদাবধারণ আবশ্যক, এই জন্য তৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পালি বা বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধী পরস্পর ভিন্ন

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এস্থলে পালিকে বৌ দ্ধ মা গ ধী, এবং মাগধী প্রাকৃতকে প্রা কৃ ত মা গ ধী নামে নির্দ্দেশ করিব।

আলোচনার জন্য মাগধী-দ্বয়ের সংজ্ঞা

প্রাকৃতলক্ষণকার চণ্ড প্রাকৃতমাগধীর এই মাত্র বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন যে, ইহাতে র স্থানে ল, এবং স (ও ষ) স্থানে শ হয়।[৩৪] যথা সংস্কৃত নি র্ঝ র প্রাকৃতমাগধীতে নি ঝ ল হইবে ; এই রূপ মা ষ=মা শ, বি লা স=বি লা শ। কিন্তু বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে নি ঝ র (১০.§১২), মা স, বি লা স (১০.§৬)।

উভয় মাগধীর পরস্পর ভেদপ্রদর্শন

প্রাকৃতমাগধীতে অকারান্ত প্রাতিপাদকের পুংলিঙ্গে প্রথমা বিভক্তির একবচনে একার হইয়া থাকে।[৩৫] যথা—মা ষঃ=মা শে, বি লা সঃ= বি লা শে, নি র্ঝ রঃ = নি ঝ লে। বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে মা সো; বি লা সো, নি ঝ রো (১০.§৯১)।

প্রাকৃতমাগধীতে অস্মদ্-শব্দের প্রথমার এক ও বহু বচনে হ কে

৩৪। "মা গ ধি কা যাং র স য়ো র্ল শৌ"—প্রা. ল. ৩. ৩৯ ; হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮ ; প্রা. প্র. ১১. ৩ ; স. সা. ৫.৮৬—৮৭।

৩৫। হে. চ, ৮. ৪. ২৮৭ ; হেমচন্দ্রের মতে অর্দ্ধমাগধী ও আর্ষ প্রাকৃতে এই নিয়ম বৈকল্পিক ; প্রাকৃতমাগধীতে বিকল্পে ইকারও হইয়া থাকে, "অ ত ই দে তৌ লু ক্ চ"—প্রা. প্র. ১১.১০।

ও হ গে পদ হইয়া থাকে।[৩৬] যথা "চে ড়ে হ গে"[৩৭] = চেটঃ অ হ ম্। বৌদ্ধমাগধীতে ইহার রূপ চে টো অ হং।

৮। প্রাকৃতমাগধীতে অবর্ণান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে বিকল্পে আ হ হয়।[৩৮] যথা, পু লি শা হ অথবা পু লি শ শ্‌ শ = পু রু ষ স্য। বৌদ্ধমাগধীতে ইহার রূপ পু রি স স্‌ স। যথা বা "হগে ন এ লি শা হ ক ম্মা হ কালী" = অহং ন এ তা দৃ শ স্য ক র্ম্ম ণঃ কারী (শকুন্তলা, ৫ম অঙ্ক); "ভগদত্ত শো ণি দা হ কুম্ভে" = ভগদত্ত শো ণি ত স্য কুম্ভঃ (বেণীসংহার, ৩য় অঙ্ক)।

এস্থানে আর একটি বিশুদ্ধপ্রাকৃতমাগধী-রচিত গাথা উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা দ্বারাও পাঠকগণ উভয়ের ভেদ অনেকটা জানিতে পারিবেন:—

"লহশবশনমিলশুলশিল-
বিঅলিদমন্দাললাযিদংহিযুগে।
বীলযিণে পক্‌খালদু[৩৯]
মম শয়লমবযাযশ্বালং॥" হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮।

৩৬। হে. চ. ৮. ৪. ৩০১: স. সা. ৫. ৯৭; প্রা. প্র. ১১. ৯, ঐখানে কোনো কোনো হস্তলিখিত পুস্তকে অ হ কে পদও দেখা যায়। আবার হ গে স্থানে হ গ্‌ গে পদও দৃষ্ট হয়; যথা—"লাজশিয়ালে হ গ্‌ গে" = রাজশ্যালঃ অহম্, মৃ. ক. ৮ম, ৯ম অঙ্ক।

৩৭। মৃ. ক. ১ম অঙ্ক।

৩৮। হে. চ. ৮. ৪. ২৯৯; প্রা. প্র. ১১. ১২; ক্রমদীশ্বর হ-স্থানে হং করিয়াছেন, যথা—ব ম্‌ হ ণা হং = ব্রা হ্ম ণ স্য, স. সা. ৫. ৯৪।

৩৯। হেমচন্দ্রের মতে এখানে প꠸কালদু (দ্র:—হে. চ. ৮. ৪. ২৯৬), এবং বররুচির মতে প্র ক্ষা ল দু (প্রা. প্র. ১১. ৮; তুল:—হে. চ. ৮. ৪. ২৯৭) হওয়া উচিত ছিল। প্র খা ল য় তু সংস্কৃত ধরিলে ঠিকই হইতে পারে।

বৌদ্ধমাগধীতে ইহা এইরূপ হইবে :—

"রভসবসনম্মসুরসির-
বিগলিতমন্দাররাজিতঙ্ঘিযুগো।
বীরজিনো পক্খালেতু
মম সকলমবজ্জজম্বালং॥"

সংস্কৃতে তাহার অনুবাদ এই প্রকার :—

"রভসবশনম্রসুরশিরো-
বিগলিতমন্দাররাজিতাঙ্ঘ্রিযুগঃ।
বীরজিনঃ প্রক্ষালয়তু
মম সকলমবদ্যজম্বালম্॥"

মৃচ্ছকটিকে (১ম অঙ্কে) শকারের "শূরে বিক্কন্তে পণ্ডবে শেদকেদূ" ইত্যাদি শ্লোক বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধীতে রচিত।

বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর পরস্পর আরো অনেক ভেদ আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় সম্পূর্ণভাবে এখানে প্রদর্শিত হইল না; কিন্তু যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা যাইবে যে, উভয় ভাষা পরস্পর দূরবিভিন্ন।

অ র্দ্ধ মা গ ধী নামে আর এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রসিদ্ধ আছে।

অর্দ্ধমাগধী

অ র্দ্ধ মা গ ধী শব্দটি দ্বারাই জানিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ ভাষার শব্দপ্রভৃতির অর্দ্ধ অংশ ঠিক মা গ ধী অর্থাৎ প্রা কৃ ত মা গ ধী। তবে তাহার অপর অর্দ্ধ অংশ কি? ক্রমদীশ্বর বলিয়াছেন তাহা ম হা রা ষ্ট্রী; প্রাকৃতমাগধী ম হা রা ষ্ট্রী র সহিত মিশ্রিত হইয়া অ র্দ্ধ মা গ ধী নাম ধারণ করে।[৪০]

৪০। "ম হা রা ষ্ট্রী মি শ্রা র্দ্ধ মা গ ধী—স. সা. ৫. ৯৮। মার্কণ্ডেয় বলেন—"শৌ র সে ন্যা অবিদূরত্বাদ্ ইয়ম্ (মাগধী) এব অ র্দ্ধ মা গ ধী তি ভরতঃ।"

পূর্ব্বোক্ত গাথাটি অ র্দ্ধ মা গ ধী তে এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে :—

তাহার উদাহরণ

"লভশবশনমিলশুলশিল-
বিঅলিদমন্দাললাজিদংহিজুগে।
বীলজিণে পক্খালদু
মম শয়লমবজ্জজম্বালং ॥"[৪১]

মৃচ্ছকটিকে শকারের অনেক কথা বিশুদ্ধপ্রাকৃতমাগধীরচিত। প্রাকৃতমাগধীর মূল শৌরসেনী, এজন্য তাহাতে শৌরসেনী ত দেখা যায়ই, আবার স্থানে স্থানে ম হা রা ষ্ট্রী শব্দও দৃষ্ট হয়। এই জন্য কোনো কোনো স্থলে শকারের ভাষাকে অ র্দ্ধ মা গ ধী নাম দিতে

সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে প্রাকৃতমাগধী ও অর্দ্ধ-মাগধীর ব্যবহার

৪১। প্রাকৃতলক্ষণের (৫০ পৃ.) কোনো হস্তলিখিত পুস্তকে মা গ ধী প্রকরণে উদাহরণপ্রসঙ্গে এইরূপ পাঠেই এই গাথাটি লিখিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রও প্রাকৃতমাগধীর উদাহরণস্বরূপ এই গাথাটিই ধরিয়াছেন, কিন্তু এখানকার পাঠ হইতে তাঁহার পাঠ ভিন্ন এবং প্রাকৃতমাগধীর নিয়মানুগত। এখানে যে পাঠ ধৃত হইয়াছে তাহা বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধীর বলিতে পারা যায় না। কারণ, প্রাকৃতমাগধীতে জ, দ্য, ও য-স্থানে য হইয়া থাকে (হে. চ. ৮. ৪. ২৯২); তদনুসারে এখানে লা জি দ=লা য়ি দ, জু গে=যু গে, জি ণে=যি ণে, অ ব জ্জ=অ ব য্য, এবং জ ম্বা লং=য ম্বা লং হওয়া উচিত ছিল, এবং হেমচন্দ্রের পাঠে তাহাই আছে। অপর পক্ষে ম হা রা ষ্ট্রী তে আদিস্থিত যকার স্থানে জকার হয় (হে. চ. ৮. ১. ২৪৫); তদনুসারেই সংস্কৃত যুগ=জুগ হইয়াছে; আবার দ্য=জ্জ (হে. চ. ৮. ১. ২৪৮.), তদনুসারে এখানে অ ব দ্য=অ ব জ্জ হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীতে ক্ষ=ক্খ হয়, ইহাতে প ক্ খা ল দু পদের সমাধান করিতে পারা যায়। অতএব এখানে যে ম হা রা ষ্ট্রী প্রাকৃত রহিয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আবার ল ভ শ প্রভৃতি পদে স্পষ্টই প্রাকৃত-মাগধী দেখা যাইতেছে। অতএব ঐ উভয় প্রাকৃত এখানে মিশ্রিত হওয়ায় এই গাথাটিকে অ র্দ্ধ মা গ ধী বলিতে পারা যায়।

পারা যায়। অভিজ্ঞানশকুন্তলে রক্ষিপুরুষ ও ধীবরের ভাষা প্রাকৃত-মাগধী। বেণীসংহার ও উদাত্তরাঘবের রাক্ষসের ভাষাও প্রাকৃতমাগধী। মুদ্রারাক্ষসপ্রভৃতিতেও ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু প্রায়ই ইহার সহিত ভিন্ন জাতীয় প্রাকৃতের সম্মিলন দেখা যায়।[৪২]

মা গ ধী এই অভিন্ননামে প্রসিদ্ধ হইলেও বৌদ্ধ-মাগধী ও প্রাকৃত-মাগধীর ভেদের কারণ কি?

এখন সহজেই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মা গ ধী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও পালি বা বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর পরস্পর এত ভেদ কেন? ইহারা যে একই স্থানের ভাষা, তাহা ইহাদের মা গ ধী এই সাধরণ নামই সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে। তবে কি এই উভয় ভাষা পরস্পর বিভিন্ন প্রদেশের? অথবা উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ কালব্যবধান থাকায় একই অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? কিংবা একই বিপুল ম গ ধ দেশের অংশবিশেষে একটি, এবং অপর অংশে আর একটি প্রচলিত ছিল? ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি?

৪২। সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে স্থানে স্থানে প্রাকৃত অংশ বিভিন্ন-বিভিন্ন পাঠে এত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা বলিবার নহে। দৃষ্টান্তরূপে আমরা বেণীসংহার ধরিতে পারি। ইহার তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে রাক্ষস ও রাক্ষসীর ভাষা বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধী, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কেননা বহুপ্রাকৃতবিদ্ হেমচন্দ্র মাগধীপ্রসঙ্গে অনেক স্থলে তাহা ধরিয়াছেন (যথা—"কহিং নু গদে লুহিলপ্পিয়ে ভবিস্সিদি" হে. চ. ৮. ৪. ৩০২, ইত্যাদি)। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের কোন কোন সংস্করণে বিভিন্নজাতীয় প্রাকৃত দেখা যায়। একখানি সংস্করণে মা গ ধী রচনাই আছে দেখিয়াছি। আবার জীবানন্দের সংস্করণে সেই স্থানে অন্যবিধ প্রাকৃত যোজিত হইয়াছে। আবার ইহারও মধ্যে ভিন্নভিন্নজাতীয় প্রাকৃতের পদাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত পাঠকগণের প্রাকৃতের দিকে অনাদরই এই পাঠবিপর্য্যয়ের অন্যতম প্রধান হেতু। ইহার সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

এই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে প্রাকৃত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে; কেননা, পালি বা বৌদ্ধমাগধীও প্রাকৃতের বহু শাখার মধ্যে অন্যতম; এবং তজ্জন্যই প্রাকৃতকে ছাড়িয়া দিলে বৌদ্ধমাগধীর আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না।

বৌদ্ধমাগধীও এক প্রকার প্রাকৃত

প্রাকৃত আলোচনার আবশ্যকতা

প্রাকৃতের মূল কোথায়? কোথা হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইল? এই বিষয়ে দুই মত প্রচলিত আছে। এবং তাহা প্রাকৃত শব্দের মূলভূত প্রকৃতি শব্দের দ্বিবিধ অর্থ ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাকৃতের মূল

(ক) প্রকৃতিতে যাহা জাত, বা প্রকৃতি হইতে যাহা আগত, তাহার নাম প্রাকৃত। এই প্রকৃতি কি? কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত; কেননা, সংস্কৃত হইতেই তাহার উৎপত্তি; অতএব সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃতের প্রকৃতি বা উপাদান-স্বরূপ, এবং প্রাকৃত তাহারি বিকৃতি। হেমচন্দ্র ও প্রাকৃতচন্দ্রিকাকারপ্রভৃতি এই মতাবলম্বী;[১] এবং এই মতই সাধারণত প্রচলিত, বিশেষত ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রাকৃত শব্দের নিরুক্তি ও অর্থ

কেহ কেহ বলেন প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন

(খ) অপরেরা বলেন, প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাবে যে ভাষা জাত হইয়াছে, অথবা প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব হইতে যে ভাষা আগত হইয়াছে, তাহার নাম প্রাকৃত; অপর কথায়

মতান্তরে তাহা প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব হইতে উৎপন্ন

১। "অথ প্রাকৃতং।...প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং, তত্র ভবং, তত আগতং বা প্রাকৃতং।" হেমচন্দ্র, ৮.১.১।

"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং, তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং স্মৃতম্"—প্রাকৃতচন্দ্রিকা।

"প্রাকৃতস্য তু সর্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ"—প্রাকৃতসঞ্জীবনী।

প্রাকৃতিক অর্থাৎ নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক ভাষার নাম প্রাকৃত। যাহার সংস্কার অর্থাৎ দোষাপনয়ন বা গুণাধান করা হইয়াছে, তাহার নাম সংস্কৃত; এবং যাহার তাহা হয় নাই, যাহা প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব হইতে যেরূপ জাত হইয়াছে, বা যেরূপ ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপই আছে, তাহা প্রাকৃত। এইজন্য ঐ দুই শব্দ পরস্পর বিপরীতার্থবাচী।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই উভয়ের ব্যুৎপত্তি-লভ্য ভেদ

উহারা পরস্পর বিপরীতার্থ-বাচী

আমরা সাধারণ মনুষ্যকে প্রাকৃত বলিয়া থাকি; এবং তাহার একমাত্র এই কারণ যে, সাধারণ মনুষ্যেরা প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবে অবস্থিত;[২] তাহারা প্রকৃতি দেবীকেই প্রধান-ভাবে অনুসরণ করিয়া চলে, কৃত্রিম উপায়ে সুখ-স্বচ্ছন্দতা বা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিপ্রভৃতির সহিত সংসৃষ্ট নহে; প্রকৃতি তাহাদিগকে যেরূপ পরিচালিত করে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সেইরূপেই তাহারা চলিয়া থাকে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া গমন করে না। অপর পক্ষে যাঁহারা উচ্চ, তাঁহারা ঠিক প্রকৃতির অনুসরণে চলেন না, তাঁহারা নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সংস্কারে অর্থাৎ দোষাপনয়ন বা গুণাধানে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহা দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উঠেন।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে সাধারণ-মনুষ্যবাচী প্রাকৃত শব্দের দৃষ্টান্ত

২। শব্দকল্পদ্রুমের এই অর্থে প্রাকৃত শব্দের নির্ব্বচনটি বড় চমৎকার। উক্ত হইয়াছে—প্রাকৃতঃ প্রকৃষ্টম্ অকৃতম্ অকার্য্যং যস্য।" খাঁটি বৈয়াকরণিকগণের নিকট ইহার অধিক আশা করা যায় না, ইঁহাদের নির্ব্বচনপটুতার পরিচয় পরে আরো পাওয়া যাইবে।

মানুষের সম্বন্ধে প্রা কৃ ত শব্দটি যেরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, আলোচনীয় ভাষাসম্বন্ধেও তাহা সেইরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে স্বয়ং প্র কৃ তি হইতে যে ভাষা জাত হইয়াছে,—সাধারণ প্রা কৃ ত লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার নাম প্রা কৃ ত। বর্ত্তমান ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে এই মতই সমধিক আদৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ লোকের ব্যবহার্য্য ভাষাই প্রা কৃ ত, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে এই মত প্রচলিত

আমরা ক্রমশ এই উভয় মতই পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যাঁহারা প্রথম মত পোষণ করেন, যাঁহারা বলেন যে, প্র কৃ তি অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম প্রা কৃ ত, তাঁহারা প্র কৃ তি শব্দের অর্থ "সংস্কৃত" ধরেন কেন, তাহার বিশেষ যুক্তি নাই। আলোচ্য ভাষায় সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়াই হয়ত তাঁহারা ঐ গৌণ অর্থ ধরিয়া থাকিবেন। কিন্তু যাঁহারা এই ভাষাকে বুঝাইবার জন্য প্রথমে প্রা কৃ ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ঐ অভিপ্রায়ই মনে পোষণ করিতেন,—তাঁহারা যদি স্থির করিয়া থাকিতেন যে, সংস্কৃত হইতেই ঐ ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে, তাঁহারা ঐ ভাষার নাম প্রা কৃ ত না করিয়া, খুব সম্ভব, "সাং স্কৃ ত" অথবা অপর কোন এতাদৃশ শব্দ প্রয়োগ করিতেন। বিশেষত এরূপ অবস্থায় বরং ইহার নাম বি কৃ ত অথবা বৈ কৃ ত, কিংবা অপর কিছু এইরূপ করা উচিত ছিল; যাহা বি কৃ ত, তাহার এই নামই সোজা-সরল, প্রা কৃ ত নাম তাহার পক্ষে অত্যন্ত ঘুরান। প্র কৃ তি শব্দে সং স্কৃ ত বুঝায়, ইহা ত কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃত শব্দ সাক্ষাৎ-পরম্পরা সম্বন্ধে বহুলভাবে রহিয়াছে বলিয়াও ইহাকে সংস্কৃতজাত

পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের পরীক্ষা

প্রথম মতের যুক্তিহীনতা

প্র কৃ তি শব্দের অর্থ সং স্কৃ ত বলিবার কারণ নাই

বলিতে পারা যায় না, সংস্কৃতের সহিত ইহা অতিঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ইহাই বলা সঙ্গত। কোন ব্যক্তি কোন ধনবানের অনুগ্রহে পরমসমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেই তাহাকে সেই ধনবানের বংশে উৎপন্ন বলিয়া কেহ মনে করিলে তাহা ঠিক হয় না।

বাঙ্লা ভাষায়, বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সাধু বাঙ্লায় সংস্কৃত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিয়া কেহ যদি তাহাকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তবে তাহা ভুল করা হয়; কেননা, তাহার অন্যান্য মূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিপুণদৃষ্টিতে দেখিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তাহা প্রাকৃতমূলক। রঙ্গালয়ের অভিনেতার বস্তুত মূলস্বরূপ কি, তাহা তাহার বর্ণ-চিত্র পোষক-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া থাকে; ঐ সমস্ত অপনয়ন করিলে তাহার যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহাই তাহার স্বকীয় রূপ বলিতে হইবে। কোন ভাষার মূলস্বরূপ জানিতে হইলে এই প্রণালীই অবলম্বন করা উচিত। আলোচ্য প্রাকৃত সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহা সংস্কৃতের বিপুল সমৃদ্ধিতে সুসমৃদ্ধ, কিন্তু তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই; ইহার স্থূলসূক্ষ্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি, এবং সংস্কৃতের পরিবর্ত্তন-সহিষ্ণুতা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

প্রাকৃত সংস্কৃতের সম্পদে সমৃদ্ধ, তাহা হইতে উৎপন্ন নহে

ধরা যাউক প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে হইয়াছে; কিন্তু এই সংস্কৃত বলিতে আমরা কোন ভাষাকে বুঝিব? বেদভাষা, না রামায়ণাদির ভাষা? অপর কথায় বৈদিক সংস্কৃত, না লৌকিক সংস্কৃত? যাঁহারা বলেন যে, প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, তাঁহারা লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার মূল বলিয়া মত প্রকাশ করেন, বৈদিক সংস্কৃতের কথা তাঁহারা কিছু বলেন না। বস্তুতঃ সংস্কৃত বলিতে লৌকিক সংস্কৃতকেই মুখ্যভাবে বুঝা যায়, কেননা, পাণিনিপ্রভৃতি পদপ্রভৃতির

সংস্কৃত শব্দ মুখ্যভাবে লৌকিক সংস্কৃতকে, এবং গৌণভাবে বৈদিক সংস্কৃতকে বুঝায়

নিয়মরূপ সংস্কারের দ্বারা এই ভাষাকেই সংস্কৃত করিয়াছেন। বেদভাষা হইতে এই সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া গৌণভাবে পরবর্ত্তিকালে বেদভাষাকেও বুঝাইতে সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বেদভাষাকে সংস্কৃত বলিয়া গণ্য করিবার অপর কোন কারণ নাই। পাণিনি-

তদ্বিষয়ে প্রমাণ

প্রভৃতির সংস্কারেই যে লৌকিক সংস্কৃতের নাম সংস্কৃত হইয়াছে, তাহা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ বাচনিক প্রমাণেও সমর্থিত।

ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাকার লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—

"ভাষা দ্বিধা সংস্কৃতা চ প্রাকৃতী চেতি ভেদতঃ।
কৌমারপাণিনীয়াদি সংস্কৃতা সংস্কৃতা মতা॥"[৩]

ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাকার সংস্কৃত ভাষার ঐরূপ লক্ষণ করিয়াও বলিতেছেন যে, সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে:—"প্রকৃতেঃ সংস্কৃতায়াস্তু বিকৃতিঃ প্রাকৃতা মতা"—(ঐ)। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা প্রাকৃতকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তাঁহারা লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার মূল বলিতে ইচ্ছা করেন।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শে (১.৩৩) সংস্কৃতের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এবং সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক পণ্ডিত প্রেমচাঁদতর্কবাগীশ মহাশয় তাহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাতেও ঐ কথাই বলা হইয়াছে—

"সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগ্ অন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।
তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ॥"

৩। এই গ্রন্থ এখনো মুদ্রিত হয় নাই, কেবল বিবরণমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। See A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manucripts in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. III, p. 1992.

তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—"দৈবী···বাক্ মহর্ষিভিঃ পাণিন্যাদিভিঃ, নামেতি প্রসিদ্ধৌ, সংস্কারসম্পন্নত্বাৎ সংস্কৃতম্ অ ন্বা-খ্যা য় তে সংস্কৃতেত্যখ্যয়া পশ্চাদ্ ব্যবহৃতা।···পাণিন্যাদয়ো (-দিভিঃ) হি তত্তদ্‌ব্যাকরণসূত্রৈঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগ-প রি ক ল্প ন য়া নি ত্যা য়াঃ সংস্কৃতবাচঃ প্রতিপত্ত্যর্থং শিষ্যাণাং সংস্কারোপায়ঃ প্রদর্শিতঃ, ন তু বাক্ সম্পাদিতা, স্থিতায়া এবান্বাখ্যানসম্ভবাৎ।"

কিন্তু মূল ও টীকাকার উভয়েই সংস্কৃতের তাদৃশ লক্ষণ স্বীকার করিয়াও বলিতেছেন যে, ঐ সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে।

সংস্কৃতের স্বরূপপরীক্ষা ও বৈদিকভাষার আলোচনার আবশ্যকতা

এখন সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাকৃত হইতে পারে কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আমাদিগকে সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি বা স্বরূপ বা স্বভাবকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার পরিবর্ত্তন আদৌ সম্ভব কি না। এবং তাহা করিতে হইলে আমাদিগকে বৈদিকভাষা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

বৈদিকভাষা লেখ্য ও কথ্য উভয়ই ছিল

বৈদিকভাষা লিখিতে ও বলিতে উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইত। বৈদিকভাষা পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া যখন লৌকিক সংস্কৃতের নিকট ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহার উচ্চারণ নিশ্চয়ই বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল; মূল বৈদিকভাষা যেরূপ স্বরে উচ্চারিত হইত, পরিবর্ত্তমান অবস্থায় তখন আর সেরূপভাবে উচ্চারিত হইত না।

বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্য অবস্থায় বৈদিক ভাষার পরিবর্ত্তন

মূল স্বরের স্থানে বিভিন্ন-বিভিন্ন স্বর দেখা যাইত। ইহা নৈসর্গিক। আজকালও একটি শব্দ বিভিন্ন-বিভিন্ন দেশ-প্রদেশে বিভিন্ন-বিভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে শব্দের আদি মধ্য ও অন্তস্থিত স্বরসমূহকে মৃদু-তীব্র, হ্রস্ব-দীর্ঘ, লঘু-গুরু ও সানু-

নাসিক-নিরনুনাসিক ইত্যাদি বহুবিধ স্বরে উচ্চারিত করিয়া থাকেন।[৪] ইহাতে একই শব্দ বিভিন্ন-বিভিন্ন আকার ধারণ করে। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্য অবস্থাতেও অবশ্য এইরূপ পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছিল।

মূলত এক হইলেও উচ্চারণ ভেদে শব্দের ভেদপ্রতীতি

মূল ও আকৃতিতে শব্দ এক হইলেও কেবল উচ্চারণের ভেদে এত পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় যে, বিভিন্ন-বিভিন্ন শব্দ বলিয়া মনে হয়। এইজন্য চট্টগ্রামবাসী ও পশ্চিমবঙ্গবাসী উভয়ে একই শব্দ লইয়া আলাপ আরম্ভ করিলেও পরস্পর বুঝিতে পারেন না। অথচ পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান না করিলেও সংসারযাত্রা চলে না। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্যবর্ত্তী সময়েও ভাষার এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল।

ভাবের আদান-প্রদানের তজ্জনিত অসৌকার্য্য

একই কথা একপ্রদেশবাসী যেরূপভাবে উচ্চারণ করিতেন অপরদেশবাসী তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারে উচ্চারণ করিতেন ; তাঁহারা পরস্পরকে বুঝিতে বা বুঝাইতেই পারিতেন না, এবং এইরূপে লোকব্যবহার বা লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

৪। পাতঞ্জলিকৃত ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে (পস্পশাহ্নিক) এই সমস্ত স্বরদোষ উক্ত হইয়াছে ঃ—সংবৃত, কল, ধ্মাত, এণীকৃত (যে উচ্চারণে ইহা ওকার বা ঊকার বলিয়া সন্দেহ হয়), অম্বূকৃত (ব্যক্ত হইলেও যেন মুখমধ্যেই আছে বলিয়া বোধ হয়), অর্দ্ধক (দীর্ঘ হইলেও হ্রস্ব বলিয়া বোধ হয়), গ্রস্ত (জিহ্বামূলে নিগৃহীত বা অব্যক্ত), নিরস্ত (নিষ্ঠুর), প্রগীত (সামের ন্যায় উচ্চারিত), উপগীত (সমীপস্থ বর্ণান্তরের সহিত গীতিযুক্ত), ক্ষ্বিণ্ণ (কম্পমান) ও রোমশ (গম্ভীর) অবিলম্বিত (বর্ণান্তরমিশ্রিত), নির্হত (রূক্ষ), সন্দষ্ট (বার্দ্ধিতের ন্যায়), ও বিকীর্ণ (বর্ণান্তরে প্রচলিত)। এ সম্বন্ধে সেখানে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে—"গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্বিতং নির্হতমম্বূকৃতং ধ্মাতমথো বিকম্পিতং। সন্দষ্টমেণীকৃতমর্দ্ধকং দ্রুতং বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ।"

সেই সময়ে বৈদিক ভাষায় কেবল বিবিধ উচ্চারণভেদেই যে ঐ অসুবিধা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নহে; দেশী বা অন্যান্য শব্দের সংমিশ্রণও তাহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। সেই সময়ে লৌকিক ব্যবহারে বেদভাষার সহিত অনার্য্যগণের ভাষাও অনেকটা মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা পরে আরো স্পষ্ট করিয়া আলোচিত হইবে। এই সমস্ত কারণেই বেদভাষা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ঐ অসৌকর্য্যের কারণান্তর অনার্য্যশব্দের সংমিশ্রণ

এইজন্য সকলেই যাহাতে একরূপে শব্দ ব্যবহার করিতে পারে তদ্বিষয়ে তখন এক নিয়মের আবশ্যকতা বোধ হইল ও নিয়মসমূহ উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। স্বচ্ছন্দ বিহারিণী ভাষাকে তখন চারিদিক হইতে শৃঙ্খলিত হইতে হইল। শৃঙ্খলের মধ্যে আসিয়া পরতন্ত্র হইয়া ভাষার রূপান্তর উপস্থিত হইল। স্বাধীন অবস্থায় বিচরণ করিবার সময় তাহার যে ভাব, যে স্ফূর্ত্তি ছিল, আবদ্ধ হইয়া তাহার সে ভাব, সে স্ফূর্ত্তি ক্রমশই বিলীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ভাষা ক্রমশই তখন জড় হইয়া উঠিল, নিজের চেষ্টায় তাহার আর নড়িবার চরিবার সামর্থ্য থাকিল না। পূর্ব্বে ইহাতে যে সকল পদ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারা যাইত, পদসমূহের কোন পৌর্ব্বাপর্য্য বিবেচনা না করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে তৎসমুদয়কে যেরূপ প্রয়োগ করিতে পারা যাইত, আর তাহা পরে থাকিল না; ইহা তখন সম্পূর্ণরূপে নিয়ামকের হস্তে, সাহিত্যকের হস্তে; ইহা আদিষ্ট হইয়া কেবল ঐ নিয়ামক সাহিত্যিকগণকেই উপাসনা করিতে লাগিল; সাধারণের সহিত ইহার সম্বন্ধ সুদূর হইয়া পড়িল।

লোক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য ভাষার নিয়মের আবশ্যকতা ও উদ্ভাবন

তাহার ফলে ভাষার বন্ধন

বেদভাষা এইরূপেই লৌকিকসংস্কৃতরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহার

অন্য কোন কারণ নাই। বেদভাষাই যে ঐ প্রকার পরিবর্ত্তনপ্রাপ্ত হইয়া লৌকিক সংস্কৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং সেই জন্যই ইহাতে কাহারো বিরুদ্ধ মত দেখা যায় না। পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাই যদি ঐ পরিবর্ত্তনের কারণ না হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধবাদীকে অবশ্য অপর কোন কারণ দেখাইতে হইবে; কিন্তু তিনি তাহা দেখাইতে পারিবেন না। কৌতুকবশবর্ত্তী হইয়া কোন বৈয়াকরণিক নব-নব নিয়মের দ্বারা প্রচলিত ভাষাকে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন নাই। যদি তাহাই হয়, তবুও স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে ভাষাকে তিনি আ ব দ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তখন মু ক্ত ছিল, চ ঞ্চ ল ছিল, প রি ব র্ত্ত ন শী ল ছিল; ইহার এই মুক্ততা, চঞ্চলতা ও পরিবর্ত্তনশীলতাই তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, কেননা, তাহার ঐ মুক্ততাপ্রভৃতি লোকব্যবহারে বিষম অস্তুবিধায় উপস্থিত করিয়াছিল।

তাহাতেই লৌকিক সংস্কৃতের উৎপত্তি

তাহার অপর কোন কারণ নাই

তখন বিভিন্ন-বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন-বিভিন্ন প্রকারে বাক্য প্রয়োগ করিতেন। কেহ বলিতেন ক্ষু দ্র ক, অপরে বলিতেন ক্ষু ল্ল ক; একজন বলিতেন যু বাং, অন্যে বলিতেন যু বং, আবার অপরে বলিতেন বাং; কেহ বলিতেন প শ্চা ৎ, কেহ বা বলিতেন প শ্চা; কেহ বলিতেন যু ষ্মা সু, কেহ বা বলিতেন যু ষ্মে; এইরূপ দে বাঃ, দে বা সঃ; শ্র ব ণা, শ্রো ণা; অ ব দ্যো ত য় তি, অ ব জ্যো ত য় তি; ইত্যাদি ব্যবহার চলিত। কেহ কোন কোন স্থানে মোটেই প্রতিপদিকের উত্তর বিভক্তি যোগ করিতেন না (যথা, "পরমে ব্যো ম ন্"), অন্যে করিতেন; কেহ বা কোন শব্দের কোন অংশ লোপ করিয়া পাঠ করিতেন (যথা, "ত্ম না"),

বন্ধনের পূর্ব্বে ভাষার অবস্থা ও অসংযত প্রয়োগ

কেহ করিতেন না; কেহ বিশেষ্য-অনুসারে বিশেষণেরও লিঙ্গাদি ঠিক করিয়া ব্যবহার করিতেন, অন্যে তাহা করিতেন না, যেরূপ সুবিধা হইত সেইরূপই বলিয়া চলিতেন (যথা, "ব র্হ্ম সীব্যধ্বং ব হু লা পৃ নি;" "ভু ব না নি বি শ্বা")। কখন কেহ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্থিত দীর্ঘ স্বরকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করিতেন ("রো দ সি প্রাং"), আবার অনেক সময়ে সেরূপ করিতেন না। একজন কোন অক্ষরকে একরূপে উচ্চারণ করিতেন, অন্যেরা আর একরূপে উচ্চারণ করিতেন (যথা, একই ড কোন কোন স্থলে ল, কিংবা ল় (ळ), বা ঢ, অথবা ল্হ উচ্চারিত হইত; দ্রষ্টব্য—ঋ. প্রা. ১.১০-১১)। কেহ কেহ পদান্তে বর্গের তৃতীয় বর্ণ, কেহ কেহ বা প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিতেন। এইরূপ ভাষার মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের বৈদিক ভাষার সহিত স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, ইহাতে এই প্রকার কত পার্থক্য রহিয়াছে।

বৈদিকভাষা যে কথ্য ছিল, তাহার প্রমাণ

বৈদিকভাষা যে বলিবার ভাষা ছিল, তাহা এই ঘটনাই সুচারুরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে।

কথ্যভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী

তাহাকে সংযত করিবার ইচ্ছা মানবের স্বাভাবিক, তাহার কারণ

যে ভাষা বলিবার, তাহার পরিবর্ত্তন হওয়াই স্বভাব; তাহা চিরকাল একভাবে থাকিতে পারে না; দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার মধ্যে ইহা ভিন্ন-ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে ইহাকে সংযত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তিও মানবের স্বাভাবিক; কেননা, তাহা না হইলে সাহিত্য হয় না, এবং সাহিত্য না হইলে দূরদেশান্তরস্থিত লোকের সহিত ব্যবহার চলে না।

ভাষা যখন সংযত হইয়া সাহিত্যে স্থানলাভ করে, তখন তাহার

আর পরিবর্ত্তন হয় না ; কারণ, তাহার পরিবর্ত্তনের কারণই থাকে না।

ভাষা সাহিত্যে আবদ্ধ হইলে তাহার পরিবর্ত্তন হয় না

কথোপকথনে উচ্চারণভেদেই ভাষা পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সাহিত্যাবদ্ধ ভাষার সে আশঙ্কা নাই। সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণরূপে লেখার উপর নির্ভর করে, উচ্চারণের উপর নহে। উচ্চারণ করিতে না পারিলেও সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাতই হয় না ; অপর পক্ষে ঠিক উচ্চারণ করিতে না পারিলে বলিবার ভাষাকে মোটেই বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের উচ্চারিত সংস্কৃত মহারাষ্ট্রীয়প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনেক সময় বুঝিতে পারেন না ; অথচ বঙ্গীয় পণ্ডিতের লিখিত সংস্কৃত বুঝিতে তাঁহাদের কোন কষ্টই হয় না। ইহার কারণ কি ? এইমাত্র কারণ যে, লিখিত অংশে সেই ভাষা অবিকৃত অপরিবর্ত্তিত থাকে, আর কথিত অংশে বিকৃত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

সাহিত্যের ভাষা লেখাকে অপেক্ষা করে, উচ্চারণকে নহে

ব্যাকরণোক্ত সংস্কারের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইয়া বৈদিকভাষা যখন সংস্কৃত হইল, এবং যখন সকলে সেই সংস্কারকে স্বীকার করিয়া লইল, তখন যে-কোনরূপেই হউক, কেহ সেই সংস্কার বা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন শব্দ উচ্চারণ বা রচনা করিলেই তাহা উপেক্ষিত হইয়া যাইত। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, এবং সেইজন্যই সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণপ্রদর্শিত পথ অবলম্বনে ঠিক চলিয়া আসিতেছে, এবং আসিবেও। ইহার কোন বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পুরুষের অজ্ঞতাপ্রভৃতি দোষে সহসা কোন অসাধু পদ উৎপন্ন হইতে পারে, এবং কালক্রমে তাহা সেই ভাষার মধ্যে চলিয়াও যাইতে পারে।

বৈদিক ভাষা সংস্কৃত হওয়ার পর আর তাহা ব্যাকরণকে লঙ্ঘন করিতে পারে না, এবং তজ্জন্যই তাহার পরিবর্ত্তন হয় না

ভাষান্তরেরও কোন কোন শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ভাষাকে পরিবর্ত্তিত বলা চলে না; ভাষায় ইহা অলঙ্কার, নব-নব শব্দে ভাষা সমৃদ্ধ হয়।

ইচ্ছা করিলেই ভাষার পরিবর্ত্তন হয় না

ইচ্ছা করিলেই কোন ভাষাকে পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত করিতে পারা যায় না। সংস্কৃত ভাষা সুব্যবস্থিতভাবে রহিয়াছে, কি প্রকারে ইহার বিকার সম্ভব হইতে পারে, দেখা যাউক। কেহ মনে করিতে পারেন দেশভেদে উচ্চারণভেদে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। দেশভাষাসম্বন্ধে এ কথা সত্য হইলেও সংস্কৃতের পক্ষে ইহা খাটে না। আজকাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ হইলেও কৈ, মূল সংস্কৃতের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? উচ্চারণভেদে এবং প্রমাদ, বিস্মৃতি ও বুদ্ধিমান্দ্যপ্রভৃতিতে কোন গ্রন্থের পাঠভেদ হইতে পারে এবং ফলেও তাহা হইয়াছে। কিন্তু মূল সংস্কৃত ভাষা একই রহিয়াছে, এবং থাকিবে।

উচ্চারণভেদে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে

প্রাকৃত ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া নানাবিধ প্রাদেশিকভাষায় (dialect) পরিণত হইয়াছে, ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে; কিন্তু সংস্কৃতের পরিবর্ত্তন অসম্ভব, ইহার যুক্তি কি? ইহার এইমাত্র যুক্তি যে, প্রাকৃত বলিবার ভাষা, আর সংস্কৃত লিখিবার ভাষা, সাহিত্যের ভাষা, ইহা বলিবার ভাষা নহে। যে ভাষায় সর্ব্বদাই কথাবার্ত্তা করা হয়, তাহা নানা কারণে উচ্চারণের ভেদে নানা আকার ধারণ করে। যেমন এক মু কু ল শব্দ উচ্চারণভেদে কেহ মু উ ল, কেহ বা ম উ ল, আবার কেহ মো ল বলে; এইরূপ ম য়ূ র শব্দ কেহ ম উ র, কেহ বা মো র বলে। কিন্তু এই শব্দ দুইটি যখন লিখিবার জন্য প্রযুক্ত হয়, সাহিত্যের অন্তর্গত হয়, তখন সকলেই মু কু ল

তাহার যুক্তি

ও ম য়ূ র ভিন্ন অপর কিছু লিখিতে পারে না। লিখিলেও বিবক্ষিত অর্থ প্রকাশ করিবে না। হয়ত উচ্চারণে কাহারো ইহাতে ভেদ দেখা যাইবে, কিন্তু লিখিতে ঠিক তাহাই লিখিবে। ইংরাজেরা তবর্গ উচ্চারণ করিতে পারে না, তথাপি আমাদের তবর্গযুক্ত সাহিত্য তাহারা বুঝে; তবর্গীয় অক্ষর দিয়া কোন শব্দ লিখিতে হইলে তাহারা লিখিবে। আমরা বাংলায় উচ্চারণ করি দ ক্ খি ন, লিখি দ ক্ষি ণ; বলি শা গ র, লিখি সা গ র। ইহার কারণ কি? এই কারণ যে, দ ক্ খি ন ও শা গ র আমাদের বলিবার ভাষা, আর দ ক্ষি ণ ও সা গ র লিখিবার বা সাহিত্যের ভাষা। আবার আমাদের দ ক্ খি ণ অন্তের উচ্চারণে দ চ্ছি ণ অথবা দা খি ণ, দ খি ণ; কিংবা দা হি ণ, ডা হি ন, ডা ই ন, বা ডা ন হইবে। শা গ র হইবে সা অ র, বা সা য় ল, অথবা শা অ ল। সাহিত্য নিজের শব্দ বা ভাষাকে ঠিক রাখিতে পারে, উচ্চারণে তাহার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে ঐ সব বিভিন্ন শব্দ দৃষ্ট হইত না।

লৌকিক সংস্কৃত কথন কথ্য ছিল না

লৌকিক সংস্কৃত কখন বলিবার ভাষা ছিল, ইহা কল্পনা করা সেই কল্পনাকারীর সংস্কৃতের প্রতি অত্যন্ত আদর বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাষাতত্ত্বের নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আরো ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যখন ব্যাকরণোক্ত নিয়মসংস্কারযুক্ত না হইলে আমরা সংস্কৃত ভাষাকে সং স্কৃ ত বলি না, তখনো সেই সংস্কৃতকে সাধারণের বলিবার ভাষা বলিতে পারা যায় কি? সকলেরই কি ঐ সংস্কৃত বলিবার, ঐ সংস্কৃতে সমস্ত কথাবার্ত্তা কহিবার কখন যোগ্যতা

তাহার যুক্তি

থাকিতে পারে? সাধারণ লোকেরাও কি কোন সময়ে পাণিনিপ্রভৃতিপ্রদর্শিত নিয়মসংস্কারজ্ঞানের সহিত এতই ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিল যে, আজকালকার মাতৃভাষার

স্থায় সেই সময়ে তাহারা সংস্কৃত ব্যবহার করিতে পারিত? আজকাল ত কোন কোন ম হা ম হো পা ধ্যা য় মহাশয়কেও দুই এক পঙ্‌ক্তি সংস্কৃত বলিতে অস্থির হইতে দেখা যায়; তখন কি তবে পাংশুলপাদ কৃষীবলও বর্ত্তমান মহামহোপাধ্যায় হইতে অধিকতর সংস্কৃতজ্ঞ ছিল? তাহা হইলে সেই সময়ে এক সংস্কৃতই ভাষা ছিল, অপর কোন ভাষা ছিল না? তাহাই যদি হয়, তবে তাহা হইতে আবার সহসা প্রাকৃত কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল? একটিও বিকৃত শব্দ উচ্চারণ করিলে ত, সে সময় তাহাকে লজ্জিত হইয়া, নিগৃহীত হইয়া তখনই সংশোধন করিয়া লইতে হইত; অন্যেরাও তাহা আর প্রয়োগ করিতে পারিত না। ব্যাকরণোক্ত নিয়মে সঙ্গত না হইলেও দুই-চার-দশটি কথা প্রচলিত হওয়া গণ্য নহে, এবং তাহা স্বতন্ত্র কথা। অতএব সং স্কৃ ত হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি একবারে অসম্ভব।

উল্লিখিত যুক্তিতে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি অসম্ভব

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসে যে সাধু বঙ্গভাষা রহিয়াছে, তাহার কি কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব? কখনই নহে। কি প্রকারে তাহা হইবে? তাহার কারণ কোথায়? তাহা লিখিবার ভাষা, এবং বরাবর ঐরূপ লিখিত হইবে, চিরকালই ঐরূপ থাকিবে। সাহিত্যিকগণের ঐ ভাষায় অনুরাগ না আসিলে তাঁহারা তাহা লিখিতভাবে আর ব্যবহার না করিতে পারেন, তাহা ভিন্ন কথা; কিন্তু করিলে ঐরূপই করিবেন। ভাষার রচনারীতি ভিন্ন-ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু রীতি ভিন্ন বলিয়া ভাষা ভিন্ন হয় না। সংস্কৃতের বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির অনেক ভেদ, কিন্তু তাহা হইলেও কালিদাস ও বাণভট্টের কাব্যের ভাষা এক সংস্কৃত ভিন্ন কিছু নহে।

তদ্বিষয়ে অন্যান্য যুক্তি ও দৃষ্টান্ত

রীতির ভেদে ভাষার ভেদ হয় না

বঙ্গদেশে আজকাল বলিবার যে ভাষা আছে, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার-বনবাসের বিশুদ্ধ সংস্কৃত-বাঙ্‌লা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিতে পারেন কি ? ইহা যেমন অসম্ভব, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তিকল্পনাও সেইরূপ অসম্ভব। আবার সীতার-বনবাসের ভাষা যেমন বঙ্গদেশের কোনো স্থলে কথিত হয় নাই, সংস্কৃতও সেইরূপ কোনো দিন কোথাও কথিত হয় নাই। অথচ বঙ্গদেশের কথিত ভাষা হইতেই যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই বিশুদ্ধ বাঙ্‌লা ক্রমশ সমুদ্ভূত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ তৎকালের কথ্য বৈদিক ভাষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। সীতার-বনবাসের ভাষা যেমন অপরিবর্ত্তনীয়, সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয়। অতএব ইহা হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি হইতে পারে না।

সংস্কৃত ও সাধু বাঙ্‌লার তুলনা

আরও এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত সাধু বাঙ্‌লায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে যেমন বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, তাহা চলিত বাঙ্‌লা হইতেই হইয়াছে, সংস্কৃত হইতে হয় নাই, প্রাকৃত সম্বন্ধেও সেইরূপ ; ইহাতে যদিও প্রচুর সংস্কৃত শব্দাবলী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে রহিয়াছে, এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে সংস্কৃতের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে, তথাপি ইহার যাহা বিশেষত্ব, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, ইহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে। ইহা সংস্কৃতেরও প্রাচীন ভাষা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

যদি ইহা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য দোষের মধ্যে আরও একটি অসামঞ্জস্য দোষ লক্ষিত হইত। তাহা হইলে ইহাতে সংস্কৃতেরই ধর্ম্ম সংক্রান্ত হইতে দেখিতে পাইতাম, বৈদিভাষার

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলে প্রাকৃতে বৈদিক ভাষার সাদৃশ্য আসিতে পারিত না

ধর্ম্ম ইহাতে আসিতে পারিত না ; কেননা, প্রাচীরপ্রতিরুদ্ধ আলোকের ন্যায় বৈদিক ভাষার প্রভাব সংস্কৃতকে ভেদ করিয়া ইহার নিকট আসিতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাকৃত ভাষায় বৈদিক ভাষার প্রভাব ন্যূতানুস্যূত রহিয়াছে, এবং সেই প্রভাবই প্রাকৃতের বিশেষত্ব সম্পাদন করিয়াছে। ইহা আমরা পরে অনতি-বিলম্বেই বিশদরূপে আলোচনা করিব।

বৈদিক ভাষার সংস্কৃতে পরিণত হইতে বহুকাল লাগিয়াছে

কথ্য বৈদিক ভাষা বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যে কিরূপে নিয়মিত হইয়া সংস্কৃতের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেহ কোন এক দিনে একাসনে বসিয়া যে ঐ ভাষাকে নিয়মিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা নহে ; তাহা শনৈঃ শনৈঃ হইয়াছিল। অপর পক্ষে,

বৈদিকভাষা ও সংস্কৃত, এই সময়ের মধ্যে অন্য এক ভাষা কথিত হইত

সকলেই কোন এক দিন ইচ্ছা করিয়া যে, বৈদিক ভাষায় কথা-বার্ত্তা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন, তাহাও নহে ; তাহা নৈসর্গিক প্রভাবে ধীরে ধীরে হইয়াছিল। সেই সময়ে অর্থাৎ বৈদিকভাষার কথ্যরূপে অব্যবহারের আরম্ভ ও তাহার লৌকিক সংস্কৃতে ব্যবস্থাপিত হওয়া, এই সময়ের মধ্যে বৈদিকভাষার পরিবর্ত্তে অপর কোনো ভাষা নিশ্চয়ই বলিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছিল। বৈদিক ভাষা এই সময়ের মধ্যে কথিত হইত না ; হইলে বরাবরই তাহাই চলিত, এবং তাহা হইতে পরবর্ত্তী কথ্য ভাষার (যাহা বৈদিকভাষার স্থানে কথিত হইতেছিল বলা হইতেছে, তাহার) অস্তিত্ব কোথায় ? নিতান্তই আকাশ হইতে ইহা পতিত হইয়া থাকিবে, ইহাই না বলিলে অপর উত্তর এখানে সম্ভবপর নহে।

ঐ ভাষার নাম প্রাকৃত

বৈদিকভাষার পরিবর্ত্তে সেই সময় যে ভাষা কথিত হইত আমরা বলিতেছি, তাহাই প্রাকৃত। বৈদিক ভাষা

যখন কথ্য ছিল তখনই প্রাকৃতের বীজ, অঙ্কুর ও নবপত্র দেখা দিয়াছিল। বৈদিক ভাষা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ। আমরা পরে তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব।

বৈদিক ভাষার সময়েই প্রাকৃত জন্মলাভ করিয়াছিল

আর্য্যবংশের বিস্তার এখন যেরূপ হইয়াছে, প্রথমাবস্থায় অতি-প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না; তখন আর্য্য-বংশের বাস পরিমিত স্থানেই ছিল, পরে ক্রমশ সিন্ধু, পঞ্চনদ, সরস্বতী-দৃশদ্বতী, ও গঙ্গা-যমুনার কূল এবং সমগ্র আর্য্যা-বর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমাবস্থায় ভারতে আর্য্যগণ যতদিন একস্থানে অল্প পরিমিত স্থানে ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের বেদভাষা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পর যখন চারিদিকে তাঁহাদের বিপুল প্রসার হইতে লাগিল, অনার্য্যগণের সহিত দস্যু দাসপ্রভৃতিগণের সহিত সম্বন্ধ-ব্যবহার আরম্ভ হইয়া উঠিল, দূরতর-দূরবর্ত্তী নানাবিধ আদিম-নিবাসিপ্রভৃতির সহিত তাঁহাদের একটা সংযোগ উপস্থিত হইল, তখন সেই বেদভাষা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তনের স্রোতে আসিয়া পড়িল। আর্য্য ও অনার্য্যগণের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ছিল; এইজন্য পরস্পর পরস্পরকে স্বস্ব মনোভাব বুঝাইবার জন্য উভয় পক্ষই সেই সময়ে স্বস্ব ভাষার মধ্যে কিছু কিছু করিয়া অন্যতর ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। অনার্য্যগণ যখন বশ্যতা স্বীকার করিয়া দাস-রূপে শূদ্ররূপে আর্য্যগণের সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিল, তখন সেই দাসশূদ্রগণের সহিত আর্য্যপরিবারকে সর্ব্বদাই কথাবার্ত্তা করিতে হইত। ঐ দাসশূদ্রগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না; বরং অত্যধিক বেশী ছিল। আর্য্যগণ চারিদিকেই তাহাদের দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন।

আর্য্যবংশের ক্রম বিস্তার

আর্য্যবংশের বিপুল বিস্তার ও অনার্য্যসংসর্গে বৈদিক-ভাষার পরিবর্ত্তন

আর্য্যগণ অনুসরণীয় বলিয়া অনার্য্যেরা যেরূপ তাঁহাদের ভাষা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিত, আর্য্যগণও সেইরূপ অনার্য্যগণের সহিত নানাবিধ লৌকিক ব্যবহারে তাহাদিগকে স্বকীয় মনোভাব বুঝাইবার জন্য তাহাদেরও ভাষা ব্যবহার করিতেন। ইহার ফলে আর্য্যগণের বেদভাষা এবং দাসশূদ্রভূত অনার্য্যগণের আদিম ভাষার মধ্যে একটি গাঢ় সংমিশ্রণ উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে বহু অনার্য্য শব্দ পরিবর্ত্তমান কথ্য বেদভাষার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে, এবং ঐ সংমিশ্রণজাত ভাষার নামই প্রা কৃ ত ভাষা। এইজন্যই প্রাকৃত বৈয়াকরণিকগণ প্রাকৃত ভাষাকে তিনভাগে বিভক্ত করেন। যথা, (ক) সংস্কৃতমূলক, (খ) সংস্কৃতসম, (গ) ও দেশী বা দেশীয় বা দেশ্য।[৫] আমরা যেরূপ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই স্থানে সংস্কৃত শব্দটি সর্ব্বপ্রথমাবস্থায় বৈদিক সংস্কৃত, এবং পরবর্ত্তী কালে লৌকিক সংস্কৃত বলিয়া ধরিতে হইবে। (ক) যে সকল প্রাকৃত শব্দ পরিবর্ত্তনের নিয়মে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃতই যাহার মূল, তাহারা সংস্কৃতমূলক; যথা, নি চ্চ (নিত্য), ম ত্তা (মাত্রা) ইত্যাদি। (খ) যে সকল শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় স্থানেই একইরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহারা সংস্কৃতসম; যথা, ক ন্দ ল, সো ম ইত্যাদি। (গ) আর যে সকল শব্দ কোন কোন প্রদেশবিশেষে প্রসিদ্ধ, তাহারা দেশী; যথা, বেল্ল (অবিদগ্ধ),

আর্য্য-অনার্য্যভাষার মিশ্রণে প্রাকৃতের উৎপত্তি

প্রাকৃতের মূল ভাগত্রয় ঐ মতের সমর্থক

ত্রিবিধ প্রাকৃতের উদাহরণ

৫। "সিদ্ধং প্রাকৃতং ত্রেধা। সংস্কৃতযোনি,...সংস্কৃতসমং,...দেশীপ্রসিদ্ধং।" প্রা. ল. ১. ১.। "তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ"—কা. দ. ১.৩৩। "তদ্ভবং তৎসমং দেশীত্যেবমেতৎ ত্রিধা মতম্"—প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার।

"ত্রিবিধং তচ্চ বিজ্ঞেয়ং নাট্যযোগেসমাসতঃ।
সমানশব্দৈর্বিভ্রষ্টৈং দেশীমতমথাপি বা॥" না. শা. ১৭.৩।

—ছ ই ল্ল (বিদগ্ধ), হ ল্ল বো ল (গোলমাল) "হে পরপুত্ত বি ট্টা লিণি (-ভ্রংশিকে), রচ্ছা লো ট্ট ণি (-নিয়তসঞ্চরণশীলে), ভমর টে ণ্ট (কুচেষ্টা-বতি), টে ণ্টা করালে (ব্যর্থপ্রলাপি)" ইত্যাদি (ক॰ ম॰ ১৭ পৃ॰)।

এই ত্রিবিধ প্রাকৃতের মধ্যে দেশী প্রাকৃতগুলি ঐ অনার্য্যভাষা হইতে আগত। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে দেশীপ্রাকৃতের শ্রেণীতে অন্যান্য জাতির ভাষারও স্থানলাভ সম্ভব।

দেশী প্রাকৃত অনার্য্যভাষা হইতে আগত

বশীভূত অনার্য্যগণ যখন আর্য্যসমাজের মধ্যে দাসাদিরূপে প্রবিষ্ট হইল, তখন যে সকল দস্যুরাক্ষসরূপ অনার্য্যেরা আর্য্যগণের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, এবং আর্য্যগণের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া দূর-দূরতর স্থানে চলিয়া যায়, তাহাদিগের সহিত আর্য্যবশীভূত অনার্য্যগণের সম্বন্ধ ক্রমশ ছিন্ন হইয়া গেল; এবং কালক্রমে ইহারা আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি-প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই আর্য্যগণের এত অনুকরণ করিল যে, অনার্য্যগণের সহিত ইহাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ একবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এবং ভাষাও তাহাদের বিভিন্ন হইয়া পড়িল। এই জন্যই আর্য্যভাষার সহিত সম্বন্ধ থাকায় প্রাকৃত আর্য্যভাষা এবং তাহা না থাকায় অনার্য্যগণের ভাষা অনার্য্যভাষা বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

আর্য্যগণের বশীভূত ও অবশীভূত অনার্য্যগণের পরস্পর সম্বন্ধের ক্রমশ লোপ ও ভাষাভেদ

প্রাকৃতের আর্য্যভাষা-মধ্যে গণ্য হইবার কারণ

প্রাকৃতের মধ্যে যে, আমরা অনার্য্য অপেক্ষা আর্য্য-গণের ভাষার অধিকতর প্রভাব দেখিতে পাই, তাহার ইহাই একমাত্র কারণ যে, তখন আর্য্যগণের ভাষার বিবিধ কারণে প্রাধান্য ছিল; অনার্য্যভাষা অপেক্ষা বহুরূপে তাহা সমৃদ্ধ ছিল। সেইজন্য আর্য্যভাষাই তখন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় ছিল।

প্রাকৃতের মধ্যে অনার্য্য অপেক্ষা আর্য্যভাষার প্রভাবাধিক্য থাকিবার কারণ

বস্তুত এ সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা চলে না যে, ঐ আদিম কালে উৎপন্ন প্রাকৃতে কোন ভাষার প্রভাব অধিকতর ছিল। কেননা, আমরা আজ কাল যে প্রাকৃত পাইতেছি, তাহা অনেক পরবর্ত্তী কালের। আমরা সাহিত্যনিবদ্ধ প্রাকৃতকে দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু তাহা যখন কথিত হইত তখন তাহার কি স্বরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। আবার যাঁহাদের রচিত প্রাকৃত গ্রন্থসমূহ আমরা পাইতেছি, তাঁহাদের অনেকেই সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।[৬] অতিসমৃদ্ধ সংস্কৃতের পার্শ্বে অবস্থান করিয়া তাঁহারা লিখিবার সময় প্রাকৃতকেও সংস্কৃতের প্রভাবে উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

সর্ব্ব প্রাচীন প্রাকৃতে আর্য্য-অনার্য্যের কোন ভাষার প্রভাব অধিক ছিল বলা যায় না

প্রাকৃতে সংস্কৃতপ্রভাব অধিক হইবার কারণ

আর্য্য ও অনার্য্য-গণের সংমিশ্রণে প্রাকৃত উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইল, কিন্তু এই উৎপত্তি দুই-চারি দশ-বিশ বৎসরে হয় নাই, সুবহু কাল ইহাতে অতীত হইয়াছে। আবার উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লিখিত হইতে আরব্ধ হয় নাই, লিখিত হইবার পূর্ব্বেই ইহার অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। সমগ্র আর্য্যসমাজে বিস্তৃতি লাভ করিতেও ইহার অল্প সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। ইহা বহুকাল ধরিয়া কথ্যরূপে মুখে মুখে আসিতে আসিতে শেষে বুদ্ধদেব ও অন্তিম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের আবির্ভাবের পর সাহিত্যরূপে আসিয়া দর্শন প্রদান করিয়াছে।

প্রাকৃতের উৎপত্তি ও সাহিত্যে প্রয়োগ এই উভয়ের মধ্যে বহু কালের ব্যবধান

৬। See W. Subhuti's Preface to his *Námamála*, pp. 1-2, i-ii.

আর্য্য-অনার্য্যের সংমিশ্রণ আজকালকার কথা নহে, তাহা বৈদিক সময়েই ঘটিয়াছে, অতএব ঐ সংমিশ্রণজাত প্রাকৃতভাষাও সেই সময়ের। এই জন্যই প্রাকৃত ও বৈদিক ভাষার মধ্যে আমরা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। বৈদিক ভাষায় যেরূপ ভাবে শব্দাদি প্রযুক্ত হইত, প্রাকৃতের বহুস্থনে সেইরূপ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। নিম্নে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উভয় ভাষার কতিপয় সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে :—

প্রাকৃত বৈদিককালে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়াই বৈদিক ভাষার সহিত প্রাকৃতের সুবহু সাদৃশ্য দেখা যায়

ঐ সাদৃশ্যের কতিপয় উদাহরণ

১। প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের মোটে প্রয়োগ নাই; সংস্কৃত ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রাকৃতে ঐ শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি লুপ্ত হইয়া থাকে (দ্র :—১৬পৃ., ১.§২৭)। যথা, সংস্কৃত তা ব ৎ প্রাকৃতে হইতে তা ব; এইরূপ স্যা ৎ হইবে সি য়া, ক র্ম্ম ন্ হইবে ক ম্ম, ইত্যাদি। এই নিয়মের ব্যভিচার নাই।

বৈদিক ভাষায় আমরা উভয়রূপই দেখিতে পাই; দেখিতে পাই ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি কখনো লুপ্ত হইয়াছে, আবার কখনো হয় নাই। একই শব্দ এক স্থানে ব্যঞ্জনান্তভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে, আবার অপর স্থানে তাহার সেই ব্যঞ্জনটি লোপ করা হইয়াছে। যথা, দে ব ক র্ম ন্‌ হইতে দে ব ক মে ভিঃ (ঋ. স. ১০. ১৩০. ১)। প শ্চা ৎ (অথ. স. ৪. ১০. ৩), আবার প শ্চা (ঐ ১০.৪.১১, শত. ব্রা. ১.১.২.৫); ইহা হইতেই প্রাকৃতে হইল প চ্ছা (বাঙলায় পা ছ, অথবা পা ছা)। লৌকিক সংস্কৃতে ইহা হইতেই প শ্চা র্দ্ধ শব্দ চলিয়া গিয়াছে, এবং কাত্যায়নকে আর একটি বার্ত্তিক সূত্র বাড়াইতে হইয়াছে (পা. ৫.৩.৩২-৩৩)। এইরূপ যু ষ্মা ন্ (ঋ. স. ১. ১৬১. ১৪; তৈ. স. ১. ১. ৫) শব্দ-স্থানে যু ষ্মা (বা. স. ১. ১৩. ১; শত. ব্রা. ১. ২. ৯); উ চ্চা ৎ স্থানে

উ চ্চা (তৈ. স. ২. ৩. ১৪); নী চা ৎ স্থানে নী চা (তৈ. স. ১. ২. ১৪ ; দ্র :—তৈ. প্রা. ৫. ৮.)।

২। প্রাকৃতে পদের আদিবর্ণগত রফলা ও যফলার প্রায় লোপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, সংস্কৃত গ্রা ম প্রাকৃতে গা ম; এইরূপ ব্য ব স্থি ত হইবে ব ব থি ত। বৈদিক ভাষাতেও এই প্রকার প্রয়োগ আছে; যথা, অ-প্র গ ল্ভ স্থানে অ-প গ ল্ভ (তৈ. স. ৪.৫.৬.১);[৭] ত্রি+ ঋ চ্ (চ) হইতে ত্র্য চ পদ না হইয়া ত্রি চ (শত. ব্রা. ১. ৩. ৩. ৩৩; কা. শ্রৌ-সূত্রেও এই প্রকার), এবং তৃ চ হয়।[৮] লক্ষণীয় শ্রা ত ও শৃ ত।

৩। বর্গীয় বর্ণের সহিত অবর্গীয় বর্ণের সংযোগ হইলে প্রাকৃতে প্রায়ই ঐ পরবর্ত্তী অবর্গীয় বর্ণের লোপ হয়, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বর্গীয় বর্ণের দ্বিত্ব হইয়া যথোচিত সন্ধিকার্য্য হইয়া থাকে (প্রা. প্র. ৩.৫) যথা, ব্যা খ্যা ন=ব ক্ খা ণ; স ভ্য=স ব্ ভ; শ ক্র=স ক্ ক; বি ধ্বং সি ত=বি দ্ধং সি ত; ইত্যাদি।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল এইমাত্র ভেদ যে, শেষের অবর্গীয় বর্ণটি লুপ্ত না হইয়া ঐরূপই থাকিয়া যায়।[৯] যথা, বি খ্যা য়=বি ক্ খা য় (তৈ. স. ৪. ১. ২);[১০] অ খ্য ৎ=অ ক্ খ্য ৎ (ঋ. স. ৪. ১৪. ১);[১১] মে ঘ্যা=মে গ্ ঘ্যা (তৈ. স. ৫. ২. ১১);

৭। মূল মন্ত্রটি এই :—"নমো মধ্যমায় চা প গ ল্ ভা য়।" "অ প গ ল্ভ: অপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ো বালঃ"—সায়ণ।

৮। এস্থলে যাস্ক বলিয়াছেন—"অথাপি দ্বিবর্ণলোপস্তৃচঃ"—নি. ২. ১. ২; অর্থাৎ এখানে ত্রি শব্দের রকার ও ইকার এই উভয়ের লোপ হইয়াছে। পা. ৬. ১. ৩৪ (বার্ত্তিক)

৯। প্রাকৃতে এই লোপের কারণ কেবল উচ্চারণসৌকর্য্য।

১০। তৈ. প্রা. ১৪. ৫; শু. প্রা. ৪.১০৮।

১১। ঋ. প্রা. ৬. ২১; ভাষ্যকার উব্বট লিখিয়াছেন ইহা শাকল্য-মতে।

আ জি ঘ্র=আ জিং গ্ ঘ্র (বা. স. ৮.৪২); অ ধ্ব নঃ=অ দ্ ধ্ব নঃ (বা.স. ৪. ১৯)।[১২]

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি লক্ষণীয়:

লৌকিক	বৈদিক	প্রাকৃত
প্র গ ল্ ভ	প্র গ ল্ ব্ ভ[১৩]	প গ ব্ ভ
ব ল্মী ক	ব ল্ ম্মী ক[১৪]	ব ম্মী ক
শ ল্ক	শ ল্ ক্ক[১৫]	শ ক্ক

এতাদৃশ স্থলে প্রাকৃতে কেবল লকারের লোপ হইয়াছে, এবং তাহার একমাত্র কারণ উচ্চারণের সৌকর্য্য।

৫। প্রাকৃতে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর প্রায়ই হ্রস্ব হয়। যথা, মা ত্রা=ম ত্তা, ইত্যাদি (১০.§১১)।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দেখা যায়। যথা, রো দ সী প্রা =রো দ সি প্রা (ঋ. স. ১০. ৮৮. ১০); অ মা ত্র=অ ম ত্র (ঋ. স. ৩. ৩৬. ৪)।[১৬]

১২। এস্থলে তৈ. প্রা. ১৪ অধ্যায়, শু. প্রা. ৪. ১০০ ইত্যাদি, এবং পাণিনিপ্রভৃতি লৌকিক ব্যাকরণের দ্বিত্ববিষয়ক নিয়মগুলি আলোচনীয়। একটি কথা এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, মুদ্রিত বহু বৈদিক গ্রন্থেই এইরূপ দ্বিত্ববিশিষ্ট পদ সাধারণত দেখা যায় না; কিন্তু ঐরূপ পদই যে প্রযোজ্য তাহা প্রাতিশাখ্যসমূহই বলিয়া দিতেছে। মহীশূরে মুদ্রিত তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে যথোচিত পাঠই দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য মুদ্রিত পুস্তকে কেন ঐরূপ পদ দেওয়া হয় নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে কাশীর বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভুদত্তজী আমায় বলিয়াছিলেন যে, দ্বিত্ববিশিষ্ট পাঠ দেওয়াই উচিত ছিল। বৈদিকসমাজে ঠিক প্রাতিশাখ্যকে অনুসরণ করিয়াই যথোচিত দ্বিত্ব করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারিত হয়।

১৩। তৈ স. ২.২.৫; তৈ. প্রা. ১৪.৭।

১৪। তৈ স.৫. ১.২; তৈ. প্রা. ১৪.২।

১৫। তৈ. স. ৫.৪.২; তৈ. প্রা. ১৪.২।

১৬। দ্রষ্টব্য—নি. ৬. ৫. ১।

৬। প্রাকৃতে অনেক স্থানে সংযুক্তবর্ণস্থলে একটি ব্যঞ্জন লোপ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ করা হয় [১১ পৃ. * টীকা ; ১.§১৪ ; ৫.§১ দু (দুর্) উপসর্গ]। যথা, ক র্ত্ত ব্য = কা ত ব্ ব, নি শ্বা স = নী সা স, দু র্ হা র = দূ হা র।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা, দু র্ দ ভ = দূ ড ভ (বা. স.৩. ৩৬ ; ঋ স. ৪. ৯.৮) ;[১৭] দু র্ না শ = দূ ণা শ (শু.প্রা. ৩.৪৩)।

৭। প্রাকৃতে বহুস্থলে ঋকার-স্থানে উকার হইয়া থাকে। যথা, ঋ তু = উ তু, অথবা উ দু, ইত্যাদি।

বৈদিক সাহিত্যে ত্রতাদৃশ প্রয়োগ একবারে অলভ্য নহে। যথা, বৃ ন্দ = বু ন্দ (দ্রষ্টব্য—নি. ৬.৬.৪.৬)।

৮। প্রাকৃতে বহুস্থলে দকার ডকার হইয়া থাকে (১. § ৮৭, খ, ঙ)। যথা, দ হ তি = ড হ তি, দ ণ্ড = ড ণ্ড।

বৈদিক সাহিত্যেও এইরূপ আছে। যথা, দু র্ দ ভ = দূ ড ভ (বা. স. ৩. ৩৬) ; পু রো দা শ = পু রো ডা শ (শু. প্রা. ৩. ৪৪ ; শত. ব্রা. ১. ৫. ১. ৫)।[১৮]

৯। প্রাকৃতে অ ব স্থানে ওকার, এবং অ য় স্থানে একার হয়, প্রায়ই দেখা যায় (১০.§৫৭। যথা, অ ব হ সি ত = ও হ সি ত, ন য় তি = নে তি।

বৈদিক সাহিত্যেও ইহার বহুল প্রয়োগ আছে। যথা, শ্র ব ণা =

১৭। ঋগ্বেদের পাঠ দূ ণ ভ (দূ ঊ ভ) ; সায়ণ অন্যত্র (ঋ.স.১.১৫.৬) ইহার অর্থ করিয়াছেন দু র্ হ ; এখানে দু র্ল ভ অর্থও হইতে আরে। প্রাকৃতে দু র্ল ভ শব্দ হইতে দু ল্ল হ = দূ ল হ হইতে পারে।

১৮। এ সম্বন্ধে এখানে লিখিত হইয়াছে—"স বা এভ্যস্তৎ পু রো হ দা শ য় ৎ… তস্মাৎ পু রো দা শঃ। পু রো দা শো হ বৈ নামৈতদ্ যৎ পু রো ডা শ ইতি।"

শ্রো ণা (তৈ. ব্রা. ১. ৫. ১. ৪ ; ৫. ২. ৯), অ স্থ র য় তি=অ স্থ রে তি (শত. ব্রা. ১. ২. ২. ১৮ ; ৪. ২০ ; ৩. ১. ১৬)।[১৯]

১০। প্রাকৃতে দ্য স্থানে জ হয়, এবং প্রাকৃত নিয়মানুসারে (১. §২২) স্থানবিশেষে ঐ জকারের দ্বিত্ব হয়। যথা, দ্যু তি=জু তি, বি দ্যা=বিজ্জা।

বৈদিকভাষায় এতাদৃশ ভূরি প্রয়োগ পাওয়া যায়, তবে প্রভেদ এই যে, এখানে যফলাটার লোপ হয় না। যথা, দ্যো তি স্=জ্যো তি স্,[২০] দ্যো ত তে=জ্যো ত তে ;[২১] জ্যো ৎ স্না পদটিও চিন্তনীয়; দ্যো ত য়= জ্যো ত য় (অথ.স. ৪. ৩৭. ১০) ; অ ব দ্যো ত য় তি=অ ব জ্যো ত য় তি (শত. ব্রা. ১. ২. ৩. ১৬); অ ব দ্যো ত্য=অ ব জ্যো ত্য (কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ৫)।

১১। প্রাকৃতে হকার স্থানে ঘকার ও ভকার দেখা যায় (১. §১০০, খ ; হে. চ. ৮. ১. ২৬৪)। ঘকার যথা, দা হ=দা ঘ ; ভকার যথা, জি হ্বা=জি ব্ ভা।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা ঘকার, মে হ=মে ঘ (নি. ২.১.২—৩) ; আ হৃ ণি=আ ঘৃ ণি (ঋ. স. ৬. ৫৫. ১ ; নি. ১৫. ২. ৪)। আবার শতপথব্রাহ্মণে কয়েক স্থানে (১. ৩. ৩. ১০,১১,১২, ইত্যাদি) আমরা বি দে ঘ শব্দ দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরই এবং ঐ ব্রাহ্মণেরই অপর স্থলে ও অন্যত্র বি দে হ দেখা যায় (১. ৩. ৩. ১৭ ;

১৯। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে এতাদৃশ ভূরি প্রয়োগ আছে ; বঙ্গীয়-আসিয়াটিক-সোহাইটি-সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২০। "অথাপি আদিবিপর্য্যয়ো জ্যোতিঃ"—নি.২.১.৩।

২১। "...দ্যো ত তে জ্যো ত তে জ্বলতিকর্ম্মাণঃ"—নিঘ. ১.১৬ ; দ্রঃ—ঐ দেবরাজযজ্বা টীকা ; তুল :—উণাদিসূত্র ২.১০৩। এ স্থানে লক্ষণীয় যে, নিঘণ্টুতে দ্যো ত তে জ্যো ত তে উভয় ধাতুই পঠিত হইয়াছে।

১৪. ৫. ৯. ১, ৬; ৬. ১. ১; ইত্যাদি)। ভকার যথা, গৃ হী ত =গৃ ভীত (ঋ. স. ৬. ৪৬. ১৪); ইত্যাদি অনেক।

১২। প্রাকৃতে কখনো কখনো হকার-স্থানে ধকার দৃষ্ট হয় (১.§ ১০০)। যথা, ই হ=ই ধ।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা, স হ=স ধ (ঋ. স. ১. ১২১.১৫, ইত্যাদি; পা. ৬. ৩. ৯৬); গা হা=গা ধা (নি. ২.১.৩-৪); ব হূ=ব ধূ (ঋ. স. ৫. ৩৭. ৩.)।[২২]

১৩। ধ-স্থানে হকারও উভয়ত্র দেখা যায়। যথা, প্রাকৃতে ব ধ =ব হ (প্রা. প্র. ২.২৭; পা. প্র. ১. § ৮৮, গ); বৈদিকভাষায় প্র তি স ন্ধা য়=প্র তি সং হা য় (গো. ব্রা. ২.৪)।

১৪। শতপথব্রাহ্মণে (১. ৩. ৩. ১০, ১১, ১৭) মা থ ব শব্দ দৃষ্ট হয়;[২৩] সায়ণাচার্য্য এখানে মা ধ ব পাঠ করিয়াছেন। প্রাকৃতে দেখিতে পাই থকার স্থানে ধকার হয়; যথা, ম থু রা=ম ধু রা, না থ =না ধ (প্রা. প্র. ৩. ১১, তুলঃ—নি. ২.১.২-৭)। আবার শৌ র- সে নী প্রাকৃতে দেখা যায় যে, ধ-স্থানে থ হয়; এবং ভামহ প্রাকৃত-প্রকাশে (১০.৩) উদাহরণরূপে মা থ ব পদই ধরিয়াছেন।

১৫। পদান্তস্থিত যকারের উভত্রই দ্বিত্ব দেখা যায়। যথা, দে য়

২২। প্রাকৃতে ব ধূ স্থানে ব হূ, এবং মে ঘ স্থানে মে হ হয়। যাস্কের মন্তব্য দেখিয়া মনে হয় যে, প্রাকৃতরূপটিই প্রাচীন; "অথাপ্যন্তব্যাপত্তির্ভবতি. ও ঘো, মে ঘো, না ধো, গা ধো, ব ধূ র্ম ধু"—নি. ২.১.২.৩। অথবা প্রথমে মে হ ও ব হূ হইতে মে ঘ ও ব ধূ হইয়া প্রাকৃতের নিয়মানুসারে (প্রা. প্র. ২. ২৭) আবার মে হ ও ব হূ হইয়াছে।

২৩। আচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় যতগুলি হস্তলিপি পুস্তক দেখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল একখানিতে মা ধ ব আছে। Weber সাহেব সর্ব্বত্র মা থ ব পাঠই দেখিয়াছেন।

=দে যা (হে. চ. ৮.১.২৪৮ ; পা. প্র. ১.§৫০) ; পৌ রু ষে য়= পৌ রু ষে য্য (বা. স. ২১.৪৩, শু. প্রা. ৪. ১৫১)।

১৫। স্বরভক্তির[২৪] প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই প্রচুর। প্রাকৃতে যথা, ক্লি ন্ন=কি লি ন্ন, স্ব=সু ব ; বৈদিক যথা, ত ন্বঃ=ত নু বঃ (তৈ. আ. ৭. ২২. ১), স্বঃ=সু বঃ (ঐ ৬. ২. ৭), স্ব র্গঃ=সু ব র্গঃ (তৈ. স. ৪. ২. ৩ ; তৈ. ব্রা. ১.১.১). রা জ্যা=রা জি য়া, স হ স্রাঃ=স হ স্রি য়ঃ ; ইত্যাদি। যজুর্ব্বেদে এতাদৃশ প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায়।

১৭। উভয় ভাষাতেই কোন কোন স্থলে পদান্তর্গত বর্ণবিশেষের লোপে ঐ পদটিকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়া থাকে। প্রাকৃতে যথা, রা জ কু ল=রা উ ল, কা লা য় স=কা লা স (হে. চ. ৮. ১. ২৬৭—২৭১) ; বৈদিক ভাষায় যথা, শ ত ক্র ত বঃ=শ ত ক্র ত্বঃ, প শ বে =প শ্বে (পা. ৭.৫.৯৭) ; নি বি বি শি রে=নি বি বি শ্রে (ঋ. স. ৮. ১০১. ১৪ ; শত. ব্রা. ২. ৪. ২. ৪ ; দ্রঃ—পা. ৬. ৪. ৭৬)।

১৮। উভয় ভাষাতেই পদান্তর্গত বকারের লোপ ও তাহার স্থানে যকার দেখা যায়। যথা প্রাকৃতে, জী ব=জী অ, অথবা জী য় (আর্ষ-প্রাকৃত, প্রা. প্র. ২. ২ ; প্রা. ল. ৩. ৫ ; হে. চ. ৮. ১. ১৮০) ; বৈদিক ভাষায় যথা, পৃ থু জ বঃ=পৃ থু জ্র য়াঃ (ঋ. স. ৩. ৪৯. ২; নি. ৫. ২. ৪)।[২৫]

২৪। স্ব র ভ ক্তি র ব্যুৎপত্তি ও অর্থ—"ভক্তাত ইতি ভক্তিঃ ধর্ম্মঃ, স্বরস্যেব ভক্তি-র্যস্য স তথোক্তঃ, স্বরধর্ম্মো ভবতীতি যাবৎ"—তৈ. প্রা. ভাষ্যে (১১.৫) গোপালযজ্বা। এখানে এই শব্দটিকে আমরা আরো ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছি।

২৫। দ্রু ব অংশে রফলার জন্য তুলনীয়ঃ—ব্যা স=ব্রা স (কু. পা. চ. ৮. ৪৮ ; "অভূতোঽপি কচিৎ। অ প ভ্র ং শে কচিদবিদ্যমানোঽপি রেফো ভবতি।"—হে. চ. ৮. ৪. ৩৯৯), ভা ষ্য=ভ্রা স (স. সা. ৫.৫) ; অ ধি গু=অ ধ্রি গু (ঐ. ব্রা. ২.১ ; নি. ৪. ২.৬, ভাষ্য)।

১৯। প্রাকৃতে অনুস্বারযোগে পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ স্বর প্রায়ই[২৬] হ্রস্ব থাকে। যথা, মা লা ং=মা ল ং। বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ পাওয়া যায়; যথা, যু বাং=যু বং (ঋ. স. ১. ১৫. ৬, ইত্যাদি)।

২০। প্রাকৃতে বহু স্থলে ক্ষ-স্থানে চ্ছ হইয়া থাকে (প্রা. ল. ৩. ৩০; পা. প্র. ১০.§২১)। যথা, অ ক্ষি=অ চ্ছি। বৈদিক ভাষাতেও ইহার একান্ত অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। যথা, অ ক্ষ=অ চ্ছ।[২৭]

২১। প্রাকৃতে পদান্তর্গত যকারের প্রায়ই লোপ হইয়া থাকে (হে. চ. ৮.১.১৭৭)। যথা, বা যু না=বা উ ণা; ইত্যাদি। বৈদিক ভাষা-তেও এতাদৃশ প্রয়োগ আছে। যথা, প্র যু গং=প্র উ গং (বা. স. ১৫. ৯; এই পদটি বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থানে আছে)।[২৮]

পদের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জন-অনাশ্রিত স্বর কেবল প্রাকৃতেই প্রসিদ্ধ। লৌকিক সংস্কৃতে ইহা নাই, বৈদিক সংস্কৃতে ঐ একটি, এবং তি ত উ (ঋ. স. ১০. ৭১. ২) এই একটি, মোট দুইটি মাত্র পদ লক্ষ্য করিয়াছি। শেষোক্ত পদটি লৌকিক সংস্কৃতেও চলিয়া আসিতেছে।[২৯]

২২। ঋগ্বেদ (১.৪১.৪ ইত্যাদি) ও অথর্ব্ববেদে (৮. ৪.৭, ইত্যাদি) সু গ বলিয়া একটি শব্দ পাওয়া যায়। ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন সু খ। সম্ভবত ইহা প্রথমে সু ঘ হইয়া (হে. চ. ৮. ৪. ৩৯৬) তদনন্তর সু গ হইয়া থাকিবে। শতপথব্রাহ্মণে (১. ১. ৪. ৪.) প্রতি-

---

২৬। দ্রঃ—প্রা. ল. ১. ৩, "গ হ্রাং"।

২৭। অথ. স. ৩. ৪. ৩. ইত্যাদি সর্ব্ব বেদেই এই শব্দটির প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ আ ভি মু খ্য, সা মু খ্য; আমার মনে হয় ইহা অ ক্ষ হইতেই হইয়াছে। তুলঃ—সা ক্ষা ৎ, প্র ত্য ক্ষ, ইত্যাদি; দ্রঃ—মি. ৫.৪.১০।

২৮। "প্র উ গ মিতি যকারলোপঃ"—শু. প্রা. ৪.১২৮।

২৯। যাস্ক লিখিয়াছেন—"তি ত উ পরিবপনং (চালনী) ভবতি, ত ত ব দ্ বা, তু ন্ন ব দ্ বা"—নি. ৪, ২, ১।

পাদিত হইয়াছে যে, শ র্ম হইতে চ র্ম হইয়াছে।[৩০] ব ক্র স্থলে পালি ও প্রাকৃতে ব ঙ্ক হয় (প্রা.প্র. ৫.১৫ ; হে. চ. ৮.১.২৬)। ইহা হইতেই বাঙ্লায় বাঁ কা হইয়াছে। আবার আমরা বাঙ্লায় ব ঙ্কু কথাও ব্যবহার করি। কিন্তু এই ব ঙ্কু শব্দটি বেদে বহুস্থানে পাওয়া যায় (ঋ. স. ১.৫১ .১১, ১১৪..৪ ; ৫.৪৫.৬)।[৩১] এই সকল স্থানে প্রাকৃতসম্বন্ধই বোধ হয়।

২৩। প্রাকৃতে দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই, তাহার স্থানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয় ; বৈদিক ভাষাতেও স্থানে স্থানে এইরূপ দেখা যায়। যথা, ই ন্দ্রা ব রু ণৌ স্থলে ই ন্দ্রা ব রু ণা (এখানে প্রাকৃতের ন্যায় অন্তে বিসর্গও প্রযুক্ত হয় না, ঋ. স.৭.৮২.১—৫)। আবার ই ন্দ্রা ব রু ণৌ পদও আছে। এইরূপ মি ত্রা ব রু ণা এবং মি ত্রা ব রু ণৌ, অ শ্বি না এবং অ শ্বি নৌ, ইত্যাদি বহুল প্রয়োগ আছে।

২৪। অকারান্ত শব্দের পর বিসর্গ থাকিলে প্রাকৃতে বহুস্থলে ঐ শব্দ ওকারান্ত হয় (১.§৯)। যথা, দেবঃ=দেবো, সঃ=সো, ইত্যাদি। বৈদিকভাষাতেও এইরূপ আছে।[৩২] যথা, সঃ+চি ৎ=সো চিৎ (ঋ. স. ১.১৯১. ১০-১১) সং বৎ স রঃ + অ জা য় ত=সং বৎ স রো অ জা য় ত (ঋ.স. ১০. ১৯০. ২)।

তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আর আমরা উদ্ধৃত করিব না ; অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ কিঞ্চিৎ মনোযোগে ঐ উভয় ভাষা দেখিলেই অবলীলাক্রমে বহু সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

পাঠকগণ এখন ভাবিয়া দেখিবেন, প্রাকৃতকে যদি লৌকিক সংস্কৃত

৩০। "চ র্ম বা এতৎ কৃষ্ণস্য, তন্মানুষং, শ র্ম দেবত্রা।"

৩১। বাঙ্লার ব ঙ্কি ম শব্দে প্রকৃত ও সংস্কৃতের অপূর্ব্ব সম্মিলন। এই শব্দটির বিশেষণরূপে প্রয়োগও বিচিত্র!

৩২। ঋক্প্রাতিশাখ্যে (৪.৬৮) জানা যায় যে, অ গ স্ত্য ঋষির দৃষ্ট মন্ত্রে ও দশম-মণ্ডলীর মন্ত্রে এইরূপ দেখা যায়।

হইতেই উৎপন্ন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বৈদিক সাহিত্যের সহিত প্রাকৃতের এই সমস্ত সাদৃশ্য থাকিতে পারে কি? পরে যখন আমরা দেখাইব যে, প্রাকৃতের মধ্যে পালিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং সংস্কৃতের উপর প্রাকৃত কতদূর স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তখনও ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলে বৈদিকভাষার সহিত তাহার ঐ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না

ইহার আরো প্রমাণ পরে উক্ত হইবে

মূল প্রাকৃত যখন এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহারই অন্যতম ভেদ পালিরও উৎপত্তির যে ইহাই কারণ, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু কোন কোন ভাষা-তত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, পালি গা থা ভা ষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এ কথাটি একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

পূর্ব্ববর্ণিত কারণে প্রাকৃত-বিশেষ পালিও সংস্কৃত হইতে হয় নাই

পালি গা থা হইতে উৎপন্ন এই মতের উল্লেখ

গা থা ভা ষা সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ[১] প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদ্বিষয়ে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, অধ্যাপক মোক্ষ-মূলর ও ডাক্তার বেবর-প্রমুখ বিদ্বানেরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহার কথার যে এ বিষয়ে গুরুত্ব আছে, তাহা বলা তাহা বাহুল্য। তাঁহার গাথাভাষা-বিষয়ক আলোচনায়[২] অনেক সুন্দর কথা আছে,

গাথার আলোচনা ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র

তাঁহার সহিত লেখকের অনৈক্য

১। মোক্ষমূলর গাথা-আলোচনাপ্রসঙ্গে ডাক্তার মিত্রের মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। See Chips from a German Workshop. Vol. I. p. 300.

২। See Indo-Aryan, Vol. II, pp. 276-296.

কিন্তু প্রধান বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই। অন্যান্য পণ্ডিতেরাও যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমার ভাল বোধ হয় নাই। এইজন্য, এবং আমার নবীন পাঠকগণের নিকট গাথার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য, এই মনে করিয়া এ স্থলে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাযান বা উদীচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে ম হা বৈ পু ল্য সূ ত্র বলিয়া একশ্রেণীর গ্রন্থ আছে। ললিতবিস্তর, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, রত্নোল্কাধারণী, আর্য্যসিংহ-পরিপৃচ্ছা, আর্য্যসাগরমতিসূত্র, আর্য্যগগনগঞ্জসূত্র, চন্দ্রপ্রদীপসূত্র, বিমলকীর্ত্তিনির্দ্দেশ, ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ ঐ শ্রেণীর মধ্যে। ইহাদের মধ্যে পদ্য অংশ গা থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই ঐ সকল গ্রন্থের পদ্যের ভাষাকে গা থা ভা ষা বলা হয়। এই নাম আধুনিক পণ্ডিতগণের উদ্ভাবিত; প্রাচীন কোনো গ্রন্থে ঐ নাম এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। তৎতৎ গ্রন্থে গা থা শব্দটি শ্লোকমাত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়।

(ম হা বৈ পু ল্য সূ ত্র)

(গাথা ও গাথাভাষা)

(ঐ নাম আধুনিক)

এই সমস্ত গাথার ভাষা খাঁটি সংস্কৃতও নহে, প্রকৃতও নহে; কিন্তু ইহাতে উভয়েরই বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

(গাথায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বিচিত্র সংমিশ্রণ)

(গাথার উদাহরণ)

"অধ্রুবং ত্রিভবং শরদভ্রনিভং
নটরঙ্গসমা জগি জন্মি চ্যুতি।[৩]

৩। শুদ্ধ সংস্কৃত—নটরঙ্গসমং জগতি জন্ম চ্যুতিঃ; ছন্দের অনুরোধে গাথার মূল অংশে "চুতি" পাঠ করা উচিত।

গিরিনদ্যসমং[৪] লঘুশীঘ্রজবং
ব্রজতায়ু জগে যথ বিদ্যু নভে ॥১॥[৫]
উদকচন্দ্রসমা ইমি[৬] কামগুণাঃ
প্রতিবিম্ব ইবা গিরিঘোষ যথা[৭]
প্রতিভাসসমা নটরঙ্গসমা-
স্তথ স্বপ্নসমা বিদিতার্য্যজনৈঃ ॥১॥[৮]

ল. বি. ২০৪, ২০৬ পৃঃ।

Burnouf এর মতে গাথা সংস্কৃত ও পালির মধ্যাবস্থা, গাথা প্রাদেশিক ভাষা ছিল, গাথা হইতেই পালির উৎপত্তি

M. Burnouf বলেন যে, গাথা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও পালির মধ্যবর্ত্তী ভাষা। ডাক্তার মিত্রের ইহা সম্মত,[১] এবং তিনি মনে করেন যে, এই গাথা শাক্যসিংহের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে দেশভাষাই ছিল।[৯] সংস্কৃত হইতে গাথা, এবং গাথা হইতে পালি হইয়াছে। এই মত কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। পালির সহিত গাথার এবং গাথার সহিত বিভিন্ন দেশভাষার

৪। গিরিনদীসমং।

৫। ব্রজত্যায়ুর্জগতি যথা বিদ্যুদ্ নভসি।

৬। ইমে।

৭। ইব গিরিঘোষো।

৮। স্তথা.....বিদিতা আর্য্যজনৈঃ।

৯। "Burnouf, the first who instituted a critical inquary into the history and literature of Buddhism, supposed that there was, besides the canon fixed by the three convocations, another digest of Buddhist doctrines composed in the popular style, which my have developed itself, as he says, subsequently to the preaching of Sákya, and which would thus be intermediate between the regular Sanskrit and Páli."—Chips, I. p. 299.

(dialect) সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সমস্ত বুঝা যাইবে। অতএব গাথার মূল স্বরূপ বা বিশেষত্ব কি তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

গাথার প্রকৃতি

১। দেখিতে পাওয়া যায় গাথায় অনেক স্থানে প্রাতিপদিকের উত্তর প্রযোজ্য বিভক্তির মোটেই প্রয়োগ হয় না। যথা—

"সর্ব্বেষাং গৃ হ (গৃ হে) ভুঞ্জন্তি।" বি. কী., শি.স. ৩২৪।
"যেন তে স ত্ব (স ত্বা) মুচ্যন্তে।" ঐ ৩২৫।
"সং স্কা র (রাঃ) অ নি ত্য (ত্যা) অধ্রুবাঃ।" ল. বি. ২০৯।
"যাবন্তো লো ক (লো কাঃ) পাষণ্ডাঃ।" বি. কী., শি.স. ঐ ৩২৫।
"শ স্ত্র (শ স্ত্র ম্) অন্তরকল্পেষু।" ঐ ৩২৫।
"স ন্ধি সা ম গ্রি (সা ম গ্রীং) রোচেন্তি।" ঐ ৩২৫।
"তে জি ন পূ জ (পূ জাং) করোন্তি।" উ. ধা., শি. স. ৩২৭।
"র শ্মি (র শ্মিং) প্রমুঞ্চিয়।" ঐ ৩২৭।
"ছ ত্র (ছ ত্রং) ধরেন্তি তথাগত মূর্দ্ধে।" ঐ ৩২৭।
"পুরবরস্য নি রী ক্ষ মা ণ (নি রী ক্ষ মা ণা) রূপং।" ঐ ৩৯৯.।
"ন র গ ণ (গ ণঃ) তথ নারী।" ঐ ২৯৮।

ইত্যাদি।

"The language of the Gáthá is believed, by M. Burnouf, to be intermediate between ihe Páli and the pure Sanskit. Now as the Páli was the vernacular language of India from Cuttack to Kapurdagiri within three hundred years after the death of Sákya, it would not be unreasonable to suppose that the Gáthá, which preceded it, was the deialect of the mellions at the time of Sákya's advent and for some time before it."—Indo-Aryan, Vol II. p 295.

পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী এই তিন বিভক্তির প্রয়োগ নাই। আমি যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে ইহা ভিন্ন অপর বিভক্তির অপ্রয়োগ লক্ষ্য করিতে পারি নাই।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যদি এই গাথা হইতেই পালি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পালিতে এতাদৃশ প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি, বরং গাথা অপেক্ষাও পালিতে এইরূপ প্রয়োগের প্রাচুর্য্য থাকাই সম্ভবপর। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, পালিতে কেবল সপ্তমীতে এতাদৃশ প্রয়োগ ক্বচিৎ দুই এক স্থানে লক্ষিত হয়।[১০] কিন্তু ইহা যে গাথা হইতে আসিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না, কেননা, বৈদিকভাষায় সপ্তমীতে এরূপ প্রয়োগের অভাব নাই।[১১] বরং এতাদৃশ প্রয়োগে গাথাকে সাধারণ প্রাকৃত অপেক্ষাও পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়; এবং প্রাকৃত অপেক্ষা পালি যখন প্রাচীন, তখন পালি অপেক্ষা গাথা আরও অধিক পরবর্ত্তী। পরিবর্ত্তনের স্রোতে বিভক্তির প্রয়োগ ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্লা ও হিন্দী আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, বহুস্থানে বিভক্তির মোটে ব্যবহার করা হয় না। গাথার ন্যায় বাঙ্লাতেও কখন কখন প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তির লোপ দেখা যায়। যথা, লো ক (অর্থাৎ লো কে) বলে, সে বা ঘ (অর্থাৎ বা ঘ কে) দেখিয়াছে, সে বা জা র (অর্থাৎ বা জা রে) গিয়াছে। হিন্দীতে

১০। "এবং তি বি ধ গ্ গি বিজ্জন্তে;" "জা তি বিজ্জন্তে"—জা.১ ভা.৪পৃ.।

১১। "দৃতিং ন শুষ্কং স র সী (স র স্যা ম্)"—ঋ, স. ৭. ১০৩.২.২; "সোমমিন্দ্র চ মূ (চ ম্বাং) সুতং"—ঋ. স. ৮. ৭৬. ১০; দ্রষ্টব্য—"সাপ্তমিকৌ চ পূর্ব্বে"—ঋ. প্রা. ১পটল, ৪৯ পৃষ্ঠা; পা. ৪. ১. ৩৯, ঐ কাশিকা বৃত্তি।

আবার ইহা ছাড়া তৃতীয়া বিভক্তিরও লোপ দেখা যায়। অপভ্রংশ প্রাকৃতে আমরা প্রথমা, দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ দেখিতে পাই।[১২] পরে অ প ভ্রং শে র সহিত গাথার আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাইব। অতএব আমার মনে হয়, অপভ্রংশ হইতেই গাথায় এইরূপ প্রয়োগ আসিয়াছে।

২। গাথায় প্রায়ই পদের অন্তে কখন কখন (ক) ইকার, অথবা (খ) উকার দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে সংক্ষেপে কয়টি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

(ক)

"উদকচন্দ্রসমা[১৩] ই মি (ইমে)[১৪] কামগুণাঃ।" ল. বি. ২০৬।
"বিপশ্য ধর্ম্মং ইমি (ইমং)।" স. পু. ৮. ২৪ ; শি. স. ৩৫২।
"তে স র্বি (সর্বে) বোধায়। সু. ভা., শি. স. ২১৯।
"ত্যজি স্বয় স্ব কি (স্বকাং) তনু।" ল. বি. ১৯২।
"ত্বং স র্বি (সর্বং) কুর্ব্বন্।"
প্রিয়ক রি ক্র ম ব রি (ক্র ম ব র)।" ল. বি. ১৯৩।
"তৃ ণ ব রি (তৃ ণ ব র) ঔষধয়ঃ।" ল. বি. ১৭২।
"দুর্লভা জ গি (জ গ তি) সদেবমানুষে।" আ. গ., শি. স. ১০৩।
"নৈব লো কি (লো কে) কচিদেব।" ল. বি. ৬১।
"জ ম্বু দ্বী পি (-দ্বী পে) পু রি (পু রা)।" ঐ ৬১।

১২। হে. চ. ৮.৪. ৩৪৪-৫ ; "তুচ্ছই ত রু গ ণ (ত রু গ ণঃ) জিঘং দবাগ্গিণ ;" "বিহ জিঘং বি স য (বি ষ য়া ন্) পমিল্লিউ ;" "বি স য় (বি ষ য়া ণাং) ম পসরু ;" —কু. চ. ৮. ২১-২২।

১৩। দ্রঃ—শি. স. ২০৪, ২১৫।

১৪। আবার ই মু পদও হয়, (খ) উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

(খ)

"কুশলং ই মু (ইদং) সর্ব্বং।" ভ. চ., শি. স. ২৯৭।

"ন র ম রু (ন রা ম র)[১৫] পূজিতঃ।" আ. ক., শি. স. ৩০৭।

"লোকে গু রু কু তু (গু রু কু তঃ)।" ঐ ৩০৭।

"প রি চা রু (প রি চা রঃ) তস্য।" আ. ক., শি. স. ৩০৭।

"ধ্যানে প্রজ্ঞে ন তু স মু (স মঃ)।" ল. বি. ১৮৫।

"দা ণু (দা নং) দদস্তি বিচিত্রমানকং।" উ. ধা., শি. স. ৩৩৫।

"স দে ব কু (সদেবকে) লোক।" ল. বি. ১৭৫।

কিন্তু পালিতে সাধারণতঃ এইরূপ শব্দ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; যদি বা থাকে, তথাপি তাহা এত অল্প হইবে যে, এ বিষয়ে তাহা গণনীয়ই নহে। গাথায় যে প্রয়োগ এত অধিক, গাথা হইতে উৎপন্ন হইলে পালিতেও তাহার প্রয়োগ আমরা অবশ্য দেখিতে পাইতাম, এবং তাহা নিতান্ত কম হইত না। আবার গাথা অপেক্ষা অনেক অর্ব্বাচীন হিন্দী ও বাঙ্লাতে এতাদৃশ প্রয়োগের বিশেষ প্রচলন আছে। হিন্দী ও বাঙ্লায় যে মূল হইতে এই প্রয়োগ প্রচলিত হইয়াছে, গাথাতেও তাহা হইতেই আসিয়াছে। এই মূল কি? আমরা বলি অ প ভ্রং শ প্রাকৃত; ইহা পালির পরবর্ত্তী।

গাথা অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন

অপভ্রংশ প্রাকৃত আলোচনা করিলে গাথায় এতাদৃশ প্রয়োগের মূল জানিতে পারা যাইবে। অপভ্রংশে এক স্বরের স্থানে অপর স্বর অনেক স্থানেই হইয়া থাকে।[১৬] যেমন, সংস্কৃত বা হু অপভ্রংশে বা হ, বা হা, বা হু এই তিনই হইতে পারে। এইরূপ পৃ ষ্ঠ স্থানে পি ট্ ঠ, প ট্ ঠি, পি ট্ ঠি, অথবা পু ট্ ঠি; তৃ ণ স্থানে তৃ ণু, তিণু, অথবা ত ণু; এইরূপ।

১৫। এই পদটি জাতকেও দেখা যায়; যথা, "আমোদিতা ন র ম রু"—জা. ১ ভাগ, ১৭ পৃ.।

১৬। হে. চ. ৮.৪. ৩২৯—৩৩০।

া ণা, বী ণ, বে ণ ; সু কৃ ত স্থানে সু কৃ দু, সু কি দু, অথবা
সু কি অ ; লে খ স্থানে লে হ, লী হ অথবা লি হ।

আবার অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিয়মই এই যে, অকারান্ত শব্দের প্রথমা
ও দ্বিতীয়ার এক বচনে উকার হইয়া থাকে[১৭] যথা—

"দহমুহু ভুবণভয়ঙ্করু তোসিঅসঙ্করু নিগগ্উ রহবরি চড়িঅউ।"

ছায়াসংস্কৃত যথা—

দশমুখো ভুবনভয়ঙ্করস্তোষিতশঙ্করো নির্গতো রথোপরি আরূঢ়ঃ।"

আবার—

"উব্ভিয় বাহু, অসারউ সব্বু-বি, মা ভমি কুতিত্থিয়পট্ঠে মুহিয়া।
পরিহরি তৃণ্ জিম্ব সব্ব-বি ভবসুক্খ, পুত্তা তুহ মউ এউ কহিয়া।"

কু. চ. ৮. ১৪।

ছায়াসংস্কৃত—

উদ্ধৃতবাহু—অসারং সর্ব্বমেব মা ভ্রম কুতীর্থিকপথে মুধা।
পরিহর তৃণং যথা সর্ব্বমেব ভবসুখং, পুত্র, ত্বং ময়া এবং কথিতঃ॥

অপভ্রংশে সপ্তমীরও এক বচনে বিকল্পে একার ও ইকার হইয়া
থাকে (হে. চ. ৮.৪.৩৩৪)। যথা, "ঘ রি রু দ্ধে" (গৃহে রুদ্ধে)—কু. চ.
৮.১৬। গাথাভাষাও এইরূপ প্রয়োগে পরিপূর্ণ।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে গাথায় ই দং স্থানে বহু স্থলে ই মু দেখা
যায়।[১৮] ইহা খাঁটি অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ। বৈয়াকরণিকগণ বলেন
তিন লিঙ্গেই প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে ইদম্ শব্দের ই মু রূপ হয়।[১৯]
যথা, ই মু কু লু দে ক্ খু ; ই দং কু লং পশ্য—ইতি ছায়া।

১৭। হে. চ. ৮.৪. ৩৩১।

১৮। বাহুল্যভয়ে বেশী উদ্ধৃত করিতে পারা যাইতেছে না।

১৯। হে. চ. ৮.৪.৩৬১ ; সংক্ষিপ্তসারে (৫.১০) কেবল ক্লীবলিঙ্গেই ঐরূপ হয়
লিখিত হইয়াছে।

পদের কোমলতাসম্পাদনের জন্য শেষে ইকার- ও উকার-যোগ বাঙ্‌লায় অতিপ্রসিদ্ধ। যথা, ইকারযোগ, বে লা স্থলে বে লি, "ষব গোধূলিসময় বে লি (বে লা)"—"বিদ্যাপতি; কেশরী জিনিয়া মা ঝা রি খিনি (খি ন=ক্ষী ণ)"—ঐ; "হা স নি (হা স ন) সনে"—ঐ। উকারযোগ যথা, "দশনমুকুতাপাঁতি, অ ধ রু (অ ধ রে) মিলায়ত"—ঐ; আ জু ম ঝু শুভদিন ভেলা"—ঐ। আবার ক ল ক ল স্থলে কু লু কু লু, ঝন্ ঝন্ স্থলে ঝু নু ঝু নু; এইরূপ রু ণু ঝু নু, গু ড়ু গু ড়ু, দু রু দু রু, ইত্যাদি।

হিন্দীতেও এইরূপ—"পু নি ফিরি রাম নিকট সো আঈ।"

"জি মি জি মি ভাগত শক্রসুত...তি মি তি মি ধাবত রাম শর।"

"মাঁগু মাঁগু তুম কবহুঁ পিয়, কহহু ন দে হু লে হু।

দেন কহেউ বরদান দুই সোউ পাবত স ন্দে হু।" তুলসীদাস।

গাথায় উকারপ্রয়োগে অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যায়। যথা—ত্ব য়ি=ত্ব য়ু (ল. বি. ২১৪), আবার ঐ স্থানেই ত্ব য়ি পদও আছে; অ য়ং=অ য়ু (ঐ ২০৯, ইত্যাদি)। বলা বাহুল্য পালিতে এরূপ দেখা যায় না।

৩। গাথায় অনেক স্থানে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব, এবং হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ দেখা যায়। ইহাও অপভ্রংশের লক্ষণ (হে. চ. ৮.৪.৩৩০)।

৪। গাথায় ব্যঞ্জনান্ত শব্দ কখনো কখনো স্বরসংযুক্ত দেখা যায়। যথা, যা ব ৎ=যা ব ত, (উ. ধা. শি. স. ৩৩২-৩৩), মু খা ৎ=মু খা ত (ঐ ৩৩৪)। প্রাকৃতেই কোন কোন স্থলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে স্বরযোগ করা হইয়া থাকে; যথা, স রি ৎ=স রি য়া, প্র তি প ৎ=প ড়ি ব আ, বা চ্=বা আ (প্রা. ল. ৩.৩২)। পালিতে এরূপ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বাঙ্‌লাপ্রভৃতিতে ঐরূপ দৃষ্ট হয়; যথা, "ত ড়ি ত লতা জনু"—বিদ্যাপতি। পালির পরে অন্যান্য প্রাকৃত হইয়াছে। অতএব গাথায় যখন সেই প্রাকৃতের প্রভাব দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে,

এতাদৃশ প্রয়োগ গাথা হইতে পালির উৎপত্তি সমর্থন না করিয়া বরং গাথারই বহু-অর্ব্বাচীনতা প্রতিপাদন করিতেছে।

৫। কখনো কখনো সংস্কৃত পদের অন্তস্থিত অকারস্থানে গাথায় ওকার দেখা যায়। যথা, ই হ মহাযানে = ই হো মহযানে (উ. ধা., শি. স. ৪); সং বৃ ত স্য বহুগুণঃ = সং বৃ ত স্যো বহুগুণঃ (চ. প্র, শি. স. ১৯৫)। পালিতে এরূপ কোথাও দেখা যায় না।[২০]

৬। গাথায় স্থানে স্থানে অতিবিচিত্র সন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ম ক রঃ + ই ব = ম ক রে ব (ল. বি. ২০৮); এইরূপ জ্ব ল নঃ + ই ব = জ্ব ল নে ব (ঐ); স ক লঃ + ই ব = স ক লে ব (ঐ ২০৬), ন ভঃ + ই ব = ন ভে ব, ধ র্ম্মাঃ + ই মে = ধ র্ম্মি মে (শি. স. ২৩৯)। এতাদৃশ স্থানে কেবল প্রাতিপদিক অংশ গ্রহণ করিয়া, অথবা দুইবার সন্ধি করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। পালিতে এরূপ মোটেই নাই।

৭। গাথায় অনেক স্থলে গুরুতর লিঙ্গব্যত্যয় দেখা যায়। যথা "যে কে চি ৎ ম ন্ত্র বি দ্যাঃ শি ল্প স্থা না ব হু বি ধা" (?); "ব স্ত্রা ন্ বিশিষ্টান্ লভতে সু ব র্ণা ন্ "(আ. ক., শি. স. ৩০৬,৩০১); "জী র্ণ পু ষ্পা ন প নে তি চৈত্যে" (ঐ ৩০৭)। এতাদৃশ লিঙ্গবিপর্য্যয় অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ;[২১] পালিতে এরূপ দৃষ্ট হয় না।

৮। "তস্যেহ পূজাং ক রি অ ন র রি ষ ভ স্য" (আ. ক., শি. স. ২৮৯); এখানে প্রাকৃত ক রি য় হইতে ক রি অ, এবং সংস্কৃত ঋ ষ ভ হইতে রি ষ ভ হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদের ন্যায় একটি পদও পালিতে দেখা যায় না। দ্বিতীয় পদটি পালিতে উ স ভ রূপে প্রযুক্ত হয় (প্রকৃতেও উ স হ পদ দেখা যায়)। আদিস্থিত ঋকারকে কেবল একস্থানে পালিতে রি হইতে দেখা যায়। যথা, ঋতে = রি তে; (পা. প্র. ৩পৃ.

২০। কিন্তু "অ গ্রো সা সম্পৎ"—শত. ব্রা. ১.২.১.৭ ; দ্রঃ—নি. ১.২.৪. ; ৩.৫।

২১। "লিঙ্গমতন্ত্রং"—হে. চ. ৮.৪.৪৪৫।

টীকা)। অপর পক্ষে প্রাকৃতে এতাদৃশ বহুল পদের প্রয়োগ ও তৎসমর্থক সূত্র আছে ; (প্রা. প্র. ১.৬ ; স. সা. ১.২৮, তুলঃ=ঐ ৩২, ঋষ্যাদিগণ)।

৯। সংস্কৃতের বু দ্ধা নাং প্রভৃতি ষষ্ঠীর বহুবচনান্ত পদগুলি পালিতে ঐরূপই প্রযুক্ত হয়, কেবল দীর্ঘস্বর অনুস্বারযুক্ত হইলে হ্রস্ব হয় বলিয়া আকার স্থানে অকার হইয়া যায় ; অর্থাৎ বু দ্ধা নাং স্থানে বু দ্ধা নং হইবে। পালির ইহাই সাধারণ নিয়ম। পালির ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি নং, ন নহে।[২২] তবে কচিৎ কখন ছন্দের অনুরোধে অনুস্বারের লোপ হয় (পা. প্র. ২. § ২৫)। কিন্তু প্রাকৃতে নং বিভক্তি না করিয়া (ন, অথবা) ণ বিভক্তি করা হইয়াছে।[২৩] কিন্তু ছন্দোনুরোধে কখন অনুস্বার আগম হয়।[২৪] কিন্তু বস্তুত প্রাকৃতে পদ্যের ন্যায় গদ্য অংশেও দে বা ণং, দে বা ণ, ইত্যাদি উভয় রূপই দৃষ্ট হয়। পালিতে অনুস্বার-লোপে প্রয়োগ অল্প, অনুস্বারযুক্ত প্রয়োগই বেশী। গাথায় আমরা উভয়বিধ প্রয়োগই প্রচুর দেখিতে পাই। গাথা হইতে পালি উৎপন্ন হইলে পালিতে উভয়বিধ প্রয়োগই প্রচুর থাকিত।

১০। গাথার মধ্যে কোথাও কোথাও এক একটি পদ বিচিত্র প্রকারের ; যথা, "ক্রমপত্র ফ লা ন দি শ্রো তু যথা" (লি. বি., শি. স. ২০৬)।[২৫] এখানে সংস্কৃত, মাগধী ও অপভ্রংশ এই ত্রিবিধ ভাষার একত্র সমাবেশ দেখা যায়।[২৬]

২২। দ্রঃ—পা. প্র. ৩. §২। ম. সি. ২৮পৃ. ৬৩সূ., এবং ৩২পৃ. ৪৭ সূ.।

২৩। প্রা. প্র. ৫.৪; হে. চ. ৮.৩.৬ ; স. সা. ৩.১৩।

২৪। "যত্র কচিদ্ বৃত্তভঙ্গভয়াৎ ত্যজ্যমানঃ ক্রিয়মাণশ্চ বিন্দুর্ভবতি, স মাংসাদিষু দ্রষ্টব্যঃ;"—ভামহ, প্রা. প্র. ৪.১৬ ; মাংসাদি আকৃতিগণ।

২৫। মুদ্রিত পুস্তকে ন দি শ্রো ত পাঠ আছে, কিন্তু শিক্ষাসমুচ্চয়-ধৃত পাঠ আরো অধিক গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া মুদ্রিত বলিয়া তাহাই লওয়া হইয়াছে।

২৬। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলা যাইতেছে। সংস্কৃত ত্বা-প্রত্যয়ান্ত পদের

গাথার লক্ষণীয় অন্যান্য আরো প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে, বাহুল্য-বোধে তৎসমুদয় এখানে প্রদর্শিত হইল না। কিন্তু যাহা আলোচনা করা গেল, ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গাথা হইতে পালির উৎপত্তি সম্ভবপর নহে।

গাথা কথ্য ভাষা ছিল না

কেহ কেহ বলিয়াছেন গাথা প্রাদেশিক কথ্য ভাষা (dialect) ছিল, কিন্তু আমার বোধ হয় ইহা কখনই কথ্য ছিল না, ইহা কেবল লেখ্যরূপেই ব্যবহৃত হইত। প্রাকৃত যখন চারিদিকে বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সাধারণ সকলেই যখন প্রাকৃত ব্যবহার করিতেন, সেই সময় সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশে প্রচলিত প্রাকৃতের সহিত সম্মিশ্রিত করিয়া এইরূপে কবিতা রচিত হইয়াছে।

গাথার উৎপত্তির কারণ

গাথা যে কথ্য ভাষা ছিল না, তাহার যুক্তি

গাথা প্রাকৃতের সহিত সম্মিলিত রহিয়াছে দেখিয়াই তাহাকে কথ্যরূপে মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহাই যদি হয়, তবে বাঙ্‌লা ও হিন্দীর মধ্যে সংস্কৃত পদের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়ায় মনে করিতে হইবে যে, ঐরূপ ভাষা কথ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। যথা—

সংস্কৃতমিশ্রিত বাঙ্‌লা

"না ছাড় সংহারশূল, সং হ র· সং হ র।"
"অপরাধ ক্ষ ম অগো অ ব গো অব্যয়া।"

অন্নদামঙ্গল।

অর্থ বাঙ্‌লায় ই য়া প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশিত হয়; যথা, ক রি য়া ইত্যাদি। বাঙ্‌লায় ই য়া প্রাকৃতের ই য় (হে. চ. ৮.৪.২৭১. ৩১২) হইতে আগত। হিন্দীতে ই য় ব্যবহার আছে, যথা—"চ লি য় ক রি য় বিশ্রাম"—তুলসীদাস। গাথায় বৃদ্ধির নিয়মে আমরা ই য়া দেখিতে পাই, যথা, ক রি য়া (ল. বি. ১৯৪.১৯৫.৩৭৪, ইত্যাদি)।

"জয় চামুণ্ডে, জয় চামুণ্ডে,
করকলিতাসিবরাভয়মুণ্ডে।
লকলকরসনে, কড়মড়দশনে,
রণভুবি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে॥
অট-অট-হাসে, কটমটভাষে,
নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে।
লটপটকেশে, সুবিকটবেশে,
হুতদনুজাহুতিমুখশিখিকুণ্ডে॥
কলিমলমথনং হরিগুণকথনং
বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে॥"

বিদ্যাসুন্দর।

হিন্দী যথা—

"রো দ তি ব দ তি বহু ভাতি।"* তুলসীদাস।

এই রচনা দেখিয়া কেহ স্থির করিতে পারেন কি যে, এইরূপ ভাষা কখনো কথ্যরূপে প্রচলিত ছিল? ভারতচন্দ্রের সময় বঙ্গদেশে ঐরূপ ভাষা কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হইত, ইহা কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন না।

বাঙ্‌লা রচনায় আজকালও বিভক্ত্যন্ত অনেক সংস্কৃত পদ ব্যবহার করা হয়। প্র সী দ, র ক্ষ, কু রু, চি ন্ত য়, ভা ব য়, ত ব, ম ম, য ত্র, ত ত্র, অ ত্র, ইত্যাদি বিবিধ পদ এখনো লেখকেরা ব্যবহার করেন; সংস্কৃত ও বাঙ্‌লায় মিশাইয়া কবিরা কবিতা রচনা করেন, এবং এই সকল কবি নিকৃষ্ট শ্রেণীর বা কুপণ্ডিত নহেন। বঙ্কিমচন্দ্রই "বন্দে মাতরম্" রচনা করিয়াছেন। আধুনিক পুরাণকথকেরা বহু গীত এইরূপ ভাবে রচনা করেন; ইঁহারা সকলেই মূর্খ নহেন।

কেন তাঁহারা এইরূপ রচনা করেন? তাহার কারণ ঐ রচনাকে সকলের বোধগম্য করা, উচ্চভাষার সম্বন্ধে তাহাতে সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোরম মাধুর্য্য সম্পাদন করা। প্রাকৃত ভাষা কত মধুর তাহা আমরা পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

তাদৃশ রচনার কারণ

গাথাও এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। গাথার কবিরা যখন মনে করিয়াছেন, তখন এইরূপে প্রাকৃতের সম্মিশ্রণে মধুর কবিতা রচনা করিয়াছেন; আবার যখন তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন, একবারে অতিশুদ্ধ সংস্কৃতে গা থা ই রচনা করিয়াছেন। অনেক স্থানে বিশুদ্ধসংস্কৃতনিবদ্ধ গাথা দেখা যায়।[২৭]

ঐ কারণেই গাথার উৎপত্তি

এই গাথাগুলি যে অতিপ্রাচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই, এবং উহাদের যে বিশিষ্ট প্রামাণ্য আছে, তাহাও ঠিক। আমরা বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, স্থানে-স্থানে কোন বিষয়ের সমর্থনের জন্য "তদেতদ্ গা থ য়া ভি গী তং" বলিয়া গাথার প্রামাণ্য গ্রহণ করা হয়। ললিতবিস্তরপ্রভৃতিতে যে-যে স্থানে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানেও গাথার এই রূপেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গাথার প্রাচীনত্ব ও প্রমাণ

এই সমস্ত গাথা প্রথমাবস্থায় লোকের মুখে-মুখে প্রবাদবাক্যের ন্যায় গীত হইয়া আসিত, এবং পরে তাহা আসিয়া সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

গাথা প্রথমে লোকের মুখে-মুখে গীত হইত

২৭। যথা প্রাকৃতমিশ্রিত অন্যান্য গাথার মধ্যেই উক্ত হইয়াছে—

"অর্থো যেষাত্ত পুণ্যেন তানেবং বক্তুমর্হসি।
নৈবাহং মরণং মন্যে, মরণান্তং হি জীবিতম্।"

ল. বি. ১২৮।

দ্রঃ—শি. স. ১৩২, ১৬০, ইত্যাদি অনেক স্থলে।

বৈদিক সাহিত্যের গাথা

বৈদিক সাহিত্যের গাথার[২৮] কথা আলোচনা করিলেই আমরা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মণে বহু স্থানে গাথার কথা বলা হইয়াছে, অতএব এই সকল গাথা যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গাথা-শব্দের ব্যুৎপত্তি

সায়ণাচার্য্য গাথা শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ দেখাইয়াছেন :—"গা থা স র্বৈ র্গী তুং যো গ্যা গী তিঃ" (ঐ. ব্রা. ৫.৫.৫); "সু ভা ষি ত ত্বে ন স র্বৈ র্গী য় মা না গা থা" (ঐ)। যাহা সকলের গা নে র যোগ্য, অথবা সুভাষিত বলিয়া যাহা সকলেই গা ন করিয়া থাকে তাহাই গাথা।

গাথার প্রয়োগ

ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, কথনো কথনো কোন বিবাদগ্রস্ত বিষয়ের মীমাংসায় স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষের স্তুতি-নিন্দার জন্য "ত দে ষা ভি য জ্ঞ গা থা গী য় তে" ইত্যাদিরূপে এক-একটি গাথা উদ্ধৃত হয়।[২৯] ইহা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, ঐ বিবাদ তত্তদ্ ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। আবার কথনো কথনো কোন প্রাচীন ঘটনা সমর্থনের জন্যও গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়।[৩০] আবার এক-এক সঙ্গে কতকগুলি

২৮। গা থা শব্দে এখানে মহাযানগ্রন্থে ধৃত প্রাকৃতমিশ্রিত প্রদর্শিত শ্লোক নহে। ব্রাহ্মণপ্রভৃতিতে গা থা বলিয়া উদ্ধৃত কতকগুলি অতিপ্রাচীন শ্লোকের কথা এখন বলা হইয়াছে।

২৯। যথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৫.৫.৬) উদিতহোমের প্রশংসা করিয়া অনুদিতহোমকে নিন্দা করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে—'ত দে ষা ভি য জ্ঞ গা থা গী য় তে—"প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি, পুরোদয়াজ্জুহ্বতি যেঽগ্নিহোত্রম্। দিবা কীর্ত্ত্যমদিবা কীর্ত্তয়ন্তঃ, সূর্য্যো জ্যোতির্ন তদা জ্যোতিরেষাম্॥"'

৩০। যথা শতপথব্রাহ্মণে (১৩.৩.৬.১. ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) অশ্বমেধের প্রশংসাপ্রসঙ্গে পরিক্ষিৎ যে তাহার দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"...শৌনকঃ

গাথা বিশেষ-বিশেষ নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়। যথা, ই ন্দ্র গা থা।[৩১]

বৈদিক ও বৌদ্ধ গাথা

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে[৩২] যেরূপ ভাবে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং যেরূপ তাহার অর্থ ও প্রাচীনতা বুঝিতে পারা যায়, মহাবৈপুল্যসূত্রে সেইরূপই হইয়াছে, অন্য প্রকার মনে করিবার কোনো কারণ নাই। জাতকে (১ম খণ্ড, ৩-৪ পৃষ্ঠা প্রভৃতি) "তেন বুত্তং" বলিয়া যে গাথাগুলি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও এই শ্রেণীর।

ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী গ্রন্থে গাথার প্রয়োগ

শুদ্ধ শ্লোক-অর্থে গাথা-শব্দের প্রয়োগ

গাথা-শব্দের বিভিন্ন অর্থ

ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও ঐ শব্দটি আসিয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে তাহার প্রাচীন অর্থ লুপ্ত হইতে দেখা যায়। বহু স্থানে শ্লোকমাত্র বুঝাইতেই গাথা-শব্দ প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃত ও পালি সাহিত্যেও এইরূপ হইয়াছে। শাতবাহন নরপতির প্রাকৃত কাব্য গা থা স প্ত শ তী নামে প্রসিদ্ধ; এস্থলে গাথা-শব্দের প্রাচীন অর্থ অনুসরণ করা হয় নাই, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। প্রাকৃতপিঙ্গলে গা থা অথবা গা হা নামে এক ছন্দেরই লক্ষণ উক্ত

জনমেজয়ং পরিক্ষিতং যাজয়াঞ্চকার...তদেতদ্ গা থ য়া ভি গী তং—আসন্দীবতি ধান্যাদং রুক্মিণং হরিতস্রজং। অবধ্নাদশ্বং সারঙ্গং দেবেভ্যো জনমেজয়ঃ॥" এই স্থানে এইরূপ বহুবার উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ কু ন্ত লা, দৌঃ ষ ন্তি, ভ র ত ও অন্যান্য অনেক রাজার নাম উক্ত হইয়াছে।

৩১। ঋ. প. ২. ৭. ১-৫।

৩২। মূল সংহিতার মধ্যেও গা থা, গা থী শব্দ পাওয়া যায় (ঋ. স. ৯.৯৯ ৪ ; অথ. স.

হইয়াছে ; গাথাসপ্তশতীতে তাহাই অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। অভিধান-সমূহে গাথা-শব্দ শ্লোক-অর্থে দেখা যায়। পালি-অভিধানেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে।[৩৩]

ডাঃ মিত্রের অপর মতদ্বয়ের খণ্ডন

অতএব বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র গা থা য় রচিত ছিল জানিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র-লাল মিত্র যে মনে করিয়াছেন, ঐ গা থা মহা-যানীয় প্রাকৃতসংস্কৃতময় গা থা, তাহা কিছুতেই সঙ্গত নহে। ঐ গাথাকে পালি-গাথা বলিয়া মনে করিবার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই। বুদ্ধঘোষকে পরীক্ষা করিবার জন্য যে গাথাদ্বয় প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাকে প্রাকৃতমিশ্র মহাযানীয় গাথা বলিবারও কোনো কারণ দেখা যায় না।[৩৪]

পালি প্রাকৃত হইতে প্রাচীন

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে পালিই প্রাচীনতম। সম্প্রতি তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিতে পারা যায়, কিন্তু বাহুল্যভয় ও স্থানাভাব হেতু কয়েকটি-মাত্র স্থান প্রদর্শিত হইবে।

তৎসম্বন্ধে যুক্তি।

১। সাধারণ প্রাকৃতের নিয়ম এই যে,[১] অসংযুক্ত ও অনাদিস্থিত ক, গ, চ, জ, ত, দ, এবং প, য, ব, এই সকল বর্ণের প্রায় সর্ব্বত্র একবারে লোপ হয়, এবং তাহাদের স্বরমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যথা, যথা মু কু ল=মু উ ল, ন গ র=

---

১১. ১১. ২০; ২০. ৩৮. ৪, ইত্যাদি)। নিঘণ্টুতে গা থা শব্দ বাক্যের নামের মধ্যে উক্ত হইয়াছে।

৩৩। "পজ্জে গাথা"—অভি. প. ১০৯০।

৩৪। See Indo-Aryan, Vol II. p 290.

১। প্রা. প্র ২. ১; হে. চ. ৮.১.১৭৭।

ন অ র, বি পু ল=বি উ ল, ইত্যাদি। কিন্তু পালিতে এরূপ পরিবর্ত্তন হয় না; সেই সেই অক্ষর পূর্ব্বে যেরূপে প্রযুক্ত হইত, পালি তাহাই রক্ষা করিয়াছে, পরিবর্ত্তন তাহাতে প্রবেশ করে নাই। এক-একজাতীয় শব্দের পরিবর্ত্তনে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হয়। অতএব বলিতে হইবে পালির অনেক পরে প্রাকৃতে ঐরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে।

২। প্রাকৃতে আদিস্থিত যকার স্থানে জকার হয়।[২] আবার মাগধীতে জকার স্থানে যকার হয়।[৩] যথা, য শঃ= জসো, য মঃ= জ মো জা য় তে=যা য় দে। পালিতে পূর্ব্বরূপই রহিয়াছে; পালির সময় এ পরিবর্ত্তন আরব্ধ হয় নাই, তাহার পরে হইয়াছে।

৩। প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই নকার স্থানে ণকার হইয়া থাকে।[৪] যথা, ক ন ক=ক ণ অ, ন দী=ণ ঈ, ইত্যাদি। পালিতে এরূপ নহে, ণকার ও নকার উভয়েরই প্রয়োগ ইহাতে রহিয়াছে। পালির সময় উভয়েরই স্থান ছিল, পরে তাহা ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

৪। পালির ন্যায় প্রাকৃতেও ঐকার ও ঔকার স্থানে যথাক্রমে একার ও ওকার হয়, কিন্তু প্রাকৃতে ঐ দুই স্থানে যথাক্রমে আবার অ ই ও অ উ হইয়াও থাকে।[৫] যথা, ভৈ র ব=ভ ই র ব, বৈ র= ব ই র; পৌ র=প উ রা, কৌ র ব=ক উ র অ। পালিতে ভে র ব, পো র ইত্যাদি হয়। অ+ই=এ। অ+উ=ও। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে ঐ হইতে এ, এবং তাহার পর এ হইতে অ ই;

২। প্র. প্র. ২. ৩১. ; হে. চ. ৮. ১. ২৪৫।

৩। প্রা. প্র. ১১. ৪. ; হে. চ. ৮. ৪. ২৯২।

৪। প্রা. প্র. ২. ৪২; তুল :—হে. চ. ৮. ১. ২২৮—২২৯।

৫। প্রা প্র. ১. ৩৫—৩৬, ৪১—৪২; হে. চ. ৮.১. ১৪৮, ১৫১, ১৬২; প্রা. ল. ২.৬—৯।

এইরূপ ঔ—ও—অউ। পালিতে এরূপ প্রয়োগ নাই; ইহা তাহার পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৫। পালিতে স্থানবিপর্য্যয়ে হ্ব-স্থানে ব্হ হইয়া থাকে (১.§৪১), এবং তাহার পর আর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা, জিহ্বা=জিব্হা। কিন্তু প্রাকৃতে ইহার পরেও পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এখানে হ স্থানে ভ, এবং ভ'র সম্বন্ধে ব-স্থানে ব হইয়া প্রাকৃতে জিব্ভা হইয়াছে।[৬] এইরূপ সংস্কৃতে হ্য, পালিতে য্হ, প্রাকৃতে ঝ; যথা, মুহ্যতে পালিতে মুয্হতে, প্রকৃতে মুঝতে।[৭]

৬। শব্দরূপে বৈদিক প্রয়োগের সহিত প্রাকৃত অপেক্ষা পালিরই অধিক সম্বন্ধ দেখা যায়।

অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে পালিতে কেবল বিসর্গ মাত্র বাদ দিয়া বৈদিক প্রয়োগই রক্ষিত হইয়াছে। যথা, দেবেভিঃ এই বৈদিকপ্রয়োগ স্থানে পালিতে দেবেভি, এবং বিকল্পে ভ স্থানে হ করিয়া দেবেহি পদ হইয়া থাকে। প্রাকৃতে ভ-প্রয়োগ একবারে লুপ্ত হইয়াছে; তাই দেবেভি আর হয় না, দেবেহি হয়। আবার ক্রমে দেবেহিং ও দেবেহিঁ হইয়াছে। আবার কখন কখন (অপভ্রংশ) দেবহি, দেবেহিং, দেবেহিঁ হয়।[৮]

দেব-শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনে প্রাচীন দেবাৎ হইতে পালিতে দেবা, দেবতঃ হইতে দেবতো, এবং সর্ব্বনামের অনুকরণে স্মাৎ-যোগে দেবস্মা, ও স-স্থানে হ করিয়া পরিবর্ত্তনের নিয়মে

৬। প্রা. ল. ৩. ১, ২১; হে চ. ৮. ২.৫৭—৫৮।

৭। প্রথমে য স্থানে জ, এবং তাহার পর ঐ জকারের সংসর্গে হ স্থানে ঝ হইয়াছে।

৮। হে. চ. ৮. ৩. ১৫; ৪. ৩৩৫।

দে ব ম্ হা পদ হয়। কিন্তু প্রাকৃতে রূপ হইবে দে বা, দে ব ত্তো, দে বা দো (দে বা ও), দে বা হু (দে বা উ), দে বা হি, এবং দে বা হি ন্তো; আবার (অপভ্রংশে) দে ব হে, দে ব হু; (পৈশাচীতে) দে বা তো, দে বা তু।[৯] প্রাকৃতের এই এতগুলি পদের মধ্যে কেবল প্রথমটি (দে বা) প্রাচীন পদের (দে বা ৎ) অনেকটা নিকটে রহিয়াছে, আর সবই পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতেই বুঝা যাইতেছে পালি হইতে এই প্রাকৃত পদগুলি অনেক পরবর্ত্তী।

আবার পঞ্চমীর বহুবচনে প্রাকৃতে দে ব ত্তো, দে বা দো (দে বা ও) দে বা হু (দে বা উ), দে বা হি, দে বা হি ন্তো, এই পদগুলি হয়।[১০] উভয় বচনের পদের মধ্যে এতদূর অভেদ অল্প কালে হয় নাই। ইহাও প্রাকৃতকে পালি অপেক্ষা পরবর্ত্তী বলিয়াই প্রকাশ করিতেছে।

অকারান্ত দেব-শব্দের সপ্তমীর একবচনে পালিতে দে বে, এবং সর্ব্বনাম পদের সাদৃশ্যে দে ব স্মিং, ও ইহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া দে ব ম্ হি হয়। প্রাকৃতে হয় দে বে এবং দেবম্মি। প্রথম পদটি পালি ও প্রাকৃত উভয় স্থানেই মূল রূপ হইতে অবিকৃত আছে। প্রাকৃতে দ্বিতীয় রূপটি

৯। হে. চ. ৮. ৩. ৮ ; ৪. ২৭৬, ৩২২, ৩৩৬ ; স. সা. ৩. ৮ ; প্রা. প্র. ৫. ৬।

১০। হে. চ. ৮. ৩. ৯। এস্থানে একটু বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। প্রাকৃত প্রকাশে (৫. ৬—৭) ও সংক্ষিপ্তসারে (৩. ৮, ১১) উভয় বচনেই অর্থাৎ ঙস্ ও ভ্যস্ বিভক্তিতে বিভিন্ন আদেশের দ্বারা উভয় বচনের মধ্যে পার্থক্য ঠিক রাখা হইয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্র একবচনের শেষে আ (যথা, দে বা) এবং বহুবচনের সু ন্তো (যথা, দে বা সু ন্তো) এই দুইটি ভিন্ন উভয় বচনেই একরূপ আদেশ বিধান করিয়াছেন। দ্রঃ—হে. চ. ৮. ৩. ৮—৯। বররুচি হেমচন্দ্রের অনেক প্রাচীন, অতএব বলিতে হয় তাঁহার সময় বস্তুত ভেদ ছিল, কিন্তু পরে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

(দে ব স্মি) পালিরই দে ব ম্ হি পদ হইতে হইয়াছে, তাদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য শব্দের রূপাবলী দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃতের অনেকগুলি রূপ পালি হইতে সাধারণপরিবর্ত্তননিয়মানুসারে গৃহীত হইয়াছে। যথা পালিতে গঙ্গা-শব্দের প্রথমার বহুবচনে গ ঙ্গা, গ ঙ্গা য়ো এই পদ হয়; আর প্রাকৃতে গ ঙ্গা, গ ঙ্গা ও, গ ঙ্গা উ এই তিন পদ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শেষোক্ত পদ দুইটি পালির গ ঙ্গা য়ো শব্দ হইতেই সাধারণনিয়মানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া (অর্থাৎ যকারের লোপ করিয়া, প্রা. প্র. ২.২) উৎপন্ন হইয়াছে।

ক্লীবলিঙ্গ চিত্ত-শব্দের প্রথমার বহুবচনে পালিতে চি ত্তা ও চি ত্তা নি উভয়ই হয়, এবং এই উভয় পদই বেদমূলক। যথা—"বি শ্বা (= বিশ্বানি) রূপাণি," (ঋ. স. ১০. ১৬৯. ৩)। প্রাকৃতে আমরা প্রথম প্রকারের রূপ দেখিতে পাইনা, তাহা ব্যবহৃত হয় না। প্রাকৃতে চিত্ত-শব্দের বহুবচনের রূপ চি ত্তা নি, চি ত্তা ইঁ, চি ত্তা ইং। এই প্রকার পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ হইয়াছে।

যুষ্মদ্, অস্মদ্ ও অন্যান্য শব্দের রূপও তুলনীয়।[১১]

৭। ধাতুরূপেও পালি ও প্রাকৃতে অনেক ভেদ আছে। সংস্কৃতের লকার ও গণের সহিত পালির অনেক নিকট সম্বন্ধ দেখা যায়; সংস্কৃতের যে একটি বিশেষ প্রণালী আছে, পালিতে অনেকটা সেই প্রণালী অনুসৃত

১১। প্রাকৃতে যুষ্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচনে তং, তুং, তুবং, তুহ ও তুমং এই কয়টি পদ হয়; পালিতে ত্বং, তুবং এই দুইটি মাত্র হয়। ষষ্ঠীর একবচনে প্রাকৃতে তুই তু, তে, তুম্হং, তুহ, তুহং, তুব, তুম, তুমে, তুমো, তুমাই, দি, দে, ই, এ, তুব্ভ, উব্ভ উয্হ; পালিতে হয়—তব, তুয্হং, তুব্ভং। বলা বাহুল্য প্রাকৃতের রূপগুলি ক্রমশ পরে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইতে হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে. চ. ৮.৩. ৯০—১০৩। অস্মদ্-শব্দেরও এই প্রকার বিবিধ রূপ হইয়া থাকে।

হইয়াছে। পালিতে লুট্‌ ও আশীর্লিঙের প্রয়োগ নাই, আর সবই আছে। লঙ্‌, লিট্‌ ও লুঙ্‌, অতীত কালের এই তিন লকারের বিভিন্ন-বিভিন্ন পদের দ্বারা পালিতে তাহাদের পার্থক্য স্পষ্ট রক্ষিত হইয়াছে। এবং ঐ সকল পদ অনেকটা সংস্কৃতের অনুরূপ। কিন্তু প্রাকৃতে তাহা নাই। সাধারণত অতীত কাল বুঝাইতেই সমস্ত পুরুষ ও সমস্ত বচনেই স্বরান্ত ধাতুর উত্তর সী, হী, হী অ, এবং ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর ঈ অ বিভক্তি হয়। যথা, √কৃ হইতে কা সী, কা হী, কা হী য় এই তিন পদ সংস্কৃতের লঙ্‌, লিট্‌ ও লুটের সমস্ত পুরুষের সমস্ত বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ √স্থা হইতে ঠা সী, ঠা হী, ঠা হী অ। ব্যঞ্জনান্ত √গ্রহ্‌ হইতে গে ণ্‌ হী অ পদ ঐ তিন লকারের সমস্ত পুরুষে প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃতে প্রায়ই অতীত কালে ক্ত-প্রত্যয়ের পদ প্রয়োগ করা হয়।

বৈদিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কখন কখন লুঙের প্রথম পুরুষের একবচনে ই-বিভক্তি হইয়াছে। যথা, নি র পা দি (শত. ব্রা. ১. ৩. ৩. ১৯)। পালিতে ইহা সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হইয়াছে (দ্রঃ—২১৬ প্রভৃতি পৃষ্ঠা)। লৌকিক সংস্কৃতেও এতাদৃশ কতকগুলি পদ প্রথমাবস্থায় স্থান লাভ করিয়াছে, এবং তজ্জন্য পাণিনিকে আর দুইটি সূত্র (৩.১. ৬০-৬১) বাড়াইতে হইয়াছে।

লঙ্‌ ও লুঙ্‌ লকারে ধাতুর পূর্ব্বে অকারাগম বৈদিক ভাষায় বৈকল্পিক দেখা যায়, ইহা পালিতেও সেইরূপ রহিয়াছে।

এই সব সম্বন্ধে প্রাকৃত একবারই নীরব এবং তাহাতেই তাহার পালি অপেক্ষা অর্ব্বাচীনত্ব বুঝা যাইতেছে।

লট্‌ লকারে পালিতে সংস্কৃতের সমস্ত রূপ রক্ষিত হইয়াছে। উত্তম পুরুষের বহুবচনে পালির দ দা ম সে (৪-§ ৮৮৯, ‡ টীকা) প্রভৃতি পদ দেখিলে বৈদিক চ রা ম সি (ঋ. স. ১০. ১৬৪.৪) প্রভৃতি পদ মনে হয়। পালিতে পরস্মৈপদে লটের উত্তমপুরুষের বহুবচনে কেবল ম বিভক্তি

হয়; যথা, √হস্ হইতে হ সা ম। কিন্তু প্রাকৃতে ঐ স্থানে মো, মা, মু, এই তিন বিভক্তি হয় ও অনেকগুলি পদ হইয়া থাকে। যথা, হ সা মো, হ সা মা, হ সা মু; হ সি মো, হ সি মা, হ সি মু। এই পদসমূহের অধিকাংশই পালি হইতে নিজেদের পরবর্ত্তিতা প্রকাশ করিতেছে।

ধাতুসম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিবার বহু স্থান রহিয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে এখনে তৎসমুদয় প্রদর্শিত হইল না।

শানচ্প্রত্যয়-স্থলে পালিতে প্রাচীন বৈদিক ভাষার অনুসারে আ ন ও মা ন উভয় প্রত্যয়ই প্রযুক্ত হয় (৫.§১৪)। যথা, পালিতে √ভুঞ্জ্ হইতে ভু ঞ্জা ন, ভু ঞ্জ মা ন উভয়ই হইবে। কিন্তু প্রাকৃতে কেবল মা ন (বা মাণ) মাত্র প্রযুক্ত হয় (প্রা. প্র. ৭. ১০)। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, প্রাকৃত মূল ভাষা হইতে পালি অপেক্ষা অনেক দূরে চলিয়া আসায় আর সেই সমস্ত রূপ রাখিতে পারে নাই।

পালিতে পা র গূ (=পা র গ) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে (৫.§৩০), তৎসমুদয় বৈদিক ভাষা হইতেই আসিয়াছে। যথা, অ গ্র গ অর্থে অ গ্রে গূ (দ্রঃ—বার্ত্তিক, পাণিনি ৬. ৪. ৪০')।

বৈদিক ভাষায় তু ম্-অর্থে ত বৈ, ত বে ঙ্ প্রত্যয় বহুল ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (পা. ৩. ৪. ৯)। যথা পা তুং অর্থে পা ত বৈ, ইত্যাদি। পালিতেও ইহা একবারে লুপ্ত হয় নাই (৫.§২৯)।

এই সমস্ত এবং এতাদৃশ অন্যান্য প্রয়োগসমূহ আলোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, প্রাকৃত অপেক্ষা পালি প্রাচীন।

প্রাকৃতের অনাদর

আজকাল কালের প্রভাবে প্রাকৃত হতাদর হইয়া গিয়াছে; সংস্কৃতের নিকটে প্রাকৃতের সমস্ত গৌরব মলিন হইয়া পড়িয়াছে; প্রাকৃত সাহিত্যের মধ্যে যে

বিশেষ কিছু উপভোগ্য আছে, তাহা অনেকেরই মনে আজকাল উদিত হয় না। কিন্তু সব সময়ে এইরূপ অবস্থা ছিল না। একদিন প্রাকৃত ভাষার মাধুর্য্যে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মহা-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও প্রাকৃত না জানিলে নিজের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনে করিতেন না।[১] সংস্কৃতে মহাকবি হইতে হইলে সেই সময়ে প্রাকৃত না জানিলে চলিত না। ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতকবিগণ বহুপ্রকার প্রাকৃতের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। প্রাচীন যে-কোন দৃশ্য কাব্য দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

প্রাকৃতের মাধুর্য্য

এই সংস্কৃতমহাকবিগণ কিজন্য প্রাকৃত ভাষাকে নিজ নিজ কাব্যে স্থান দিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রধানত দুইটি কারণ দেখিতে পাই। প্রথমত, প্রাকৃত ভাষা সাধারণ লোকসমাজে কথিত হইত; এবং দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত মধুরতর। সংস্কৃতের "মধুরকোমলকান্তপদাবলী"-রচয়িতা "সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা" ইত্যাদি বলিয়া নিজ কবিতার মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে পারেন, এবং তিনি যে অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাকৃতের মাধুর্য্য তাহা অপেক্ষাও অধিক ও বিলক্ষণপ্রকার। আমাদের বঙ্গদেশের বর্ত্তমান

সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত মধুর

প্রাকৃত বাঙ্‌লা ভাষার যে মাধুর্য্য আছে, সংস্কৃতের ক্ষমতাও নাই যে তাহার নিকটে বসিতে পারে। সংস্কৃত যতই সমৃদ্ধ হউক না, বিদ্যাপতির কবিতার

১। গরুড়পুরাণে (পূর্ব্বখণ্ড, ৯৮,১৭) প্রাকৃত ভাষাকে অনধ্যেয় বলা হইয়াছে—

"লোকায়তং কুতর্কঞ্চ প্রাকৃতং ম্লেচ্ছভাষিতম্।
ন শ্রোতব্যং দ্বিজেনৈতদধো নয়তি তদ্ দ্বিজম্॥"

আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি এখানে কটাক্ষ করা হইয়াছে।

সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে তাহার শক্তি হইবে না। "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্ত মন্দির মোর" ইত্যাদি কবিতাকে কোনো সংস্কৃতকবি ঐ মাধুর্য্য অক্ষত রাখিয়া সংস্কৃতে প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মাধুর্য্যের প্রভেদ

মাধুর্য্যসম্বন্ধে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কি প্রভেদ তাহা "সর্ব্বভাষাচতুর" রাজশেখর কর্পূরমঞ্জরীতে যেরূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর ভাল করিয়া বলা যায় না। তিনি তাঁহার ঐ দৃশ্যকাব্যখানির প্রস্তাবনার মধ্যে সংস্কৃত ছাড়িয়া কেন তাহা প্রাকৃতে রচনা করিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, সংস্কৃতরচনা পরুষ, এবং প্রাকৃতরচনা সুকুমার; পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যেও তাহাই।[২] যে-কোন পদ লইয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। ন ব মা লি কা অপেক্ষা নো মা লি আ, মু কু ল অপেক্ষা ম উ ল, ন দী অপেক্ষা ণ ঈ পদ যে অধিক মধুর তাহা যে-কেহ বলিবেন। আবার নি শ্বা স

২। "সূত্রধারঃ—তা কিন্তি সকয়ং পরিহরিয় পাউঅবন্ধে পউট্টো কঈ?
পারিপার্শ্বিকঃ—সব্বভাসাচউরেণ তেণ ভণিতং জ্জেব। জহা—

পরুসা সকঅবন্ধা, পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরুসমহিলাণং জেত্তিয়মিহন্তরং তেত্তিয়মিমাণং॥"

কর্পূরমঞ্জরী, ৮-৯ পৃষ্ঠা।

গউড়বহ (গৌড়বধ) নামক প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা বাক্‌পতিও বলিয়াছেন যে, নবীন অর্থ ও রচনামধুর সমৃদ্ধ বন্ধন জগতে অবিরলভাবে কেবল প্রাকৃতেই পাওয়া যায় (৯২)। সময়ে সময়ে সংস্কৃত যে কত কঠোর হয়, তাহা গউড়বহের টীকাকার একটি শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন (৬৫)—

"দংষ্ট্রাগ্রর্দ্ধ্যা প্রাগ্‌ যো ত্রাক্‌ ক্ষ্মামব্রুহ্বামুচ্চিক্ষেপ।
দেবঞ্রুগ্‌ভিদ্‌দৃপ্বিকৃত্তত্যাঃ সোঽব্যাদ্বোঽহঙ্কঃ সর্পাৎ কেতুঃ॥"

অপেক্ষা নীসাস, দুর্লভ অপেক্ষা দুলহ, ক্লেশ অপেক্ষা কিলেস পদ যে মধুরতর তাহা কে না স্বীকার করিবেন ?

প্রাকৃতব্যাকরণ

এই মাধুর্য্যেই আকৃষ্ট হইয়া একদিন ভারত প্রবল ভাবে প্রাকৃত আলোচনা করিয়াছিল। এবং সেই প্রাকৃতকে শিষ্যগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য কত কত পণ্ডিত কত কত প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন ; কালের গতিতে আজ সেই সমস্ত ব্যাকরণের কোনকোনখানির কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।[৩] সাহিত্যদর্পণকার সাহিত্যার্ণবকর্ণধার বিশ্বনাথ "অষ্টাদশ-ভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গ" ছিলেন ; এই অষ্টাদশ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত একটি, এবং অন্য সতেরটি প্রাকৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার পিতা ভাষার্ণব নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং পুত্রের কথায় জানিতে পারা যায়, তাহাতে বিবিধ প্রাকৃত ভাষার লক্ষণ লিখিত হইয়াছিল।[৪]

প্রাকৃতকাব্যের প্রশংসা

আমরা আজকাল প্রাকৃত জানি না বলিয়াই তাহার আদর করিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা তাহা জানিতেন, তাঁহারা মুক্ত-কণ্ঠে তাহার যশ গাহিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই বাণভট্টের ন্যায় সংস্কৃতকবিও প্রবরসেনের সেতুবন্ধ ও সাতবাহন নরপতির গাথাসপ্তশতীর প্রশংসা না করিয়া নিজের প্রথম কাব্য (হর্ষচরিত) আরম্ভ করিতে পারেন নাই।[৫]

৩। শাকল্য, ভরত, কোহল ও বসন্তরাজ-প্রভৃতির প্রাকৃতব্যাকরণ দেখা যায় না ; প্রাকৃতসর্ব্বস্বকার মার্কাণ্ডেয় গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিয়া নিজের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৪। সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৫। "অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥

সংস্কৃত ভাষা অতিসমৃদ্ধ ইহা কোন মূর্খ স্বীকার না করিবে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির জন্য সংস্কৃতকে যে প্রাকৃতের নিকট গিয়া কতক সম্পৎ অর্জ্জন করিয়া লইতে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রাকৃত কাব্যের সমৃদ্ধি

গুণাঢ্যের বৃ হ ৎ ক থা আজকাল বিলুপ্ত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার সার অংশ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যত দিন সংস্কৃতসাহিত্য জীবিত থাকিবে, অতি-আদরের সহিত তাহা পূজিত ও আদৃত হইবে।

পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত বৃ হ ৎ ক থা র গৌরব

গুণাঢ্যের বৃহৎকথা পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। ইহার মধুর রস পান করিয়া সংস্কৃতকবিগণ স্বস্ব কাব্যে ভূয়সী প্রসংশা করিয়া গিয়াছেন।[৬] বৃহৎকথা অতিমধুর ছিল বলিয়াই ব্যাসদাস মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র তাহা সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বৃ হ ৎ ক থা ম ঞ্জ রী নামে প্রচার করেন। কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সোমদেবভট্ট আবার তাহা দ্বিতীয় বার সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া ক থা স রি ৎ সা গ র নামে প্রচার করেন। তাঁহার এই অনুবাদে মূল হইতে কোন ব্যত্যয় হয় নাই।[৭]

বাণভট্টের কাদম্বরীর যে কথাভাগ অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ সমাজ মুগ্ধচিত্ত হন, তাহা বাণভট্টের নিজের উদ্ভাবিত নহে; গুণাঢ্যের পৈশাচী ভাষায় রচিত ঐ বৃহৎকথাই তাহার মূল, বৃহৎকথা হইতেই তিনি এই

বৃহৎকথা হইতে সংস্কৃতে বিবিধ কাব্যের উৎপত্তি

কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।

সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥" হর্ষচরিত, ১ম উচ্ছ্বাস, ১৩-১৪।

৬। বাসবদত্তায় সুবন্ধু, হর্ষচরিতে বাণ, কাব্যাদর্শে দণ্ডী, দশরূপকে ধনঞ্জয়, এবং অন্যান্য আরো অনেক কবি ইহার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

৭। "যথা মূলং তথৈবৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রমঃ।"

কথাভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীহর্ষের নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা, বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, ভবভূতির মালতীমাধব, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, এবং বেতালপঞ্চবিংশতি-প্রভৃতি ঐ বৃহৎকথারই অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রাকৃতভাষা পূর্ব্বে এইরূপই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

সংস্কৃত শব্দে প্রাকৃতের প্রভাব

বেদভাষায় সহিত প্রাকৃতের সম্বন্ধ পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে, এবং দেখা গিয়াছে যে, ঐ উভয় ভাষায় কিরূপ সাদৃশ্য আছে। লৌকিক সংস্কৃত আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, এবং কত শব্দ প্রাকৃতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

তাহার উদাহরণাবলী

প্রাকৃতে বহুস্থলে সংস্কৃতের দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হইয়া থাকে।[৮] আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে তাহার অভাব নাই। যথা, না ম স্থলে ণা ম (১০.১৪.১); এ ন ম্ স্থলে এ ণ ম্ (১৪.২৭.৭); অ নূ ক স্থলে অ ণূ ক (১৬.১৩.৬)।[৯]

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, অ মু-লে প ন স্থলে অ মু লে প ণ (১.৩.১১.১৩. ; ১১.৩২.৫)।

প্রাকৃত ও পালিতে বহুস্থলে সমাসে, এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী

৮। মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃতে নকার স্থানে সর্ব্বত্র ণকার হয় (প্রা. প্র. ২.৪২ ; হে. চ. ৮. ১. ২২৮) ; আবার পৈশাচী প্রাকৃতে ণকার-স্থানে সর্ব্বত্র নকার হয় (প্রা. প্র. ১০. ৫ ; হে. চ. ৮. ৪. ৩১৬)। ইহা হইতেই "ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ" এই বচনের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বাভাবিক-ণত্ববিধির মূলও ইহাই বলিয়া বোধ হয়।

৯। See Dr. Richard Garb's Preface to the A'pastamba Shrauta-sútra (A. S. B.), Vol, III, pp. vi—xi.

হইলে ঈকার স্থানে ইকার হইয়া থাকে (১. § ১১ ; ৫.§৩৫)। এ উদাহরণও সংস্কৃতের মধ্যে বিরল নহে। যথা, আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে স্ত্রি-ব্য ঞ্জ ন (৮.৬.১); গ র্ভি ণি-প্রা য় শ্চি ত্ত (৯.১৯.১৪), ন দি-দ্বী প (১৫.১৬.২,৩)। আবার প ত্ন য়ঃ (২১.১৭.১৫); প ত্নি ভিঃ (১৪. ১৫.২)। প ত্নি ও গ র্ভি ণি এই দুই শব্দ তৈত্তিরীয়সংহিতা ও তৈত্তি-রীয় ব্রাহ্মণেও স্থানে স্থানে হ্রস্ব-ইকারান্ত দেখা যায়।[১০] আবার রামায়ণেও (৭.৪৯.১৪) মু নি প ত্ন য়ঃ লিখিত হইয়াছে। আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্রে (৯.১) চ তু র্থি-প্র ভৃ তি পদ দৃষ্ট হয়। দ্রষ্টব্য—গোপথ ব্রাহ্মণে (পূর্ব্ব. ২.৮) ম হ র্ষ য়েঃ।

রামায়ণে বহুস্থলে এইরূপ অপর প্রয়োগও আছে। যথা, ল ক্ষ্মি-স ম্প ন্ন (১.১৮.৩০ ; ৬.১৪.১০); ল ক্ষ্মি-ব র্দ্ধ ন (১.১৮.২৮ ; ৬.১০১.-২৪); কে ত কি-পু ষ্প (৪.২৮.২৮)।[১১]

লৌকিক সংস্কৃতের শব্দাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে অবিজ্ঞাতভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি-প্রভৃতি মহাকবিগণও ঐরূপ অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

সংস্কৃতে পশুর খুর (শফ) বুঝাইতে ক্ষু র ও খু র এই উভয় শব্দই পাওয়া যায়। 'যেমন ক্ষী র হইতে প্রাকৃতে খী র হয়, সেইরূপ ক্ষু র হইতে খু র হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। একই অর্থ বুঝাইতে এতাদৃশ দুইটি শব্দ যুগপৎ উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। আমরা দেখিতে পাই কালিদাস নির্বাধে খু র শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যথা—"তস্যাঃ খু র ন্যাসপবিত্রপাংশুম্"

১০। যথা, প ত্নি—তৈ. ব্রা. ২. ৭. ১০. ২ ; গ র্ভি ণি—তৈ. স. ২. ১. ২. ৬ ; আপ. শ্রৌ. ১৯. ১৬. ১০।

১১। আবার স্রু হ বে ত্র জিৎ (৬. ৮০. ৫), গৃ হ গৃ ধ্নু নাং (৬. ৭৫. ১৪)।

(রঘু, ১.৮৫.২.২, ; দ্রঃ—মনু. ৪.৬৭)। নাপিতের ক্ষৌরকর্ম্মের অস্ত্র বুঝাইতেও অবিশেষে ক্ষু র ও খু র উভয় শব্দই প্রযুক্ত হয়। আবার ক্ষু র প্র ও খু র প্র উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে গো ক্ষু র এবং গো খু র (শব্দরত্নাবলী) দুইই দেখিতে পাই। আবার ক্ষু রী ও ছু রী, এবং ক্ষু রি কা ও ছু রি কা উভয় রূপই প্রযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য ক্ষু রী হইতে ছু রী, এবং ক্ষু রি কা হইতে ছু রি কা হইয়াছে (১.§২০)।

সংস্কৃত ঋ ক্ষ হইতে পালিতে অ চ্ছ হয় (১.§২)।[১২] কিন্তু ভল্লুকার্থে ঋ ক্ষ শব্দের ন্যায় অ চ্ছ শব্দও সংস্কৃতে চলিয়া গিয়াছে। জল-প্রান্ত-অর্থে ক চ্ছ শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা প্রাকৃতের নিয়মানুসারে ক ক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ক ক্ষ হইতে ক চ্ছ, এবং ক চ্ছ হইতে বাঙলায় কা ছ (নিকটার্থক) হইয়াছে। য মু না ক চ্ছ, ন দী ক চ্ছ ইত্যাদি শব্দের অর্থ যমুনার কাছ, নদীর কাছ, ইত্যাদি।[১৩]

সংস্কৃতে প্রি য়া ল শব্দ সুপ্রসিদ্ধ; আবার তাহা হইতেই উৎপন্ন প্রাকৃত পি য়া ল শব্দও সংস্কৃতে বেশ চলিয়া গিয়াছে। কালিদাস লিখিয়াছেন :—

"মৃগাঃ পি য়া ল দ্রুমমঞ্জরীণাম্।" কু. স. ৩. ৩১।[১৪]

সংস্কৃত গ ণ্ড হইতে প্রাকৃতে গ ল্ল, এবং তাহা হইতে আমাদের গা ল হইয়াছে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গ ল্ল শব্দটি সংস্কৃতের মধ্যে বেশ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভবভূতিও এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন :—

"পাতলপ্রতিলল্ল গ ল্ল বিবরপ্রক্ষিপ্ত সপ্তার্ণবম্।" মাল. মা. ৫. ২২।

১২। প্রাকৃতে রি চ্ছ, প্রা. প্র. ১. ৩০, ৩. ৩১ ; কু. পা. ২. ৯০।

১৩। দ্রঃ—নিরুক্ত ৪. ৩. ২।

১৪। রাজনির্ঘণ্টে প্রি য় সা ল বৃক্ষের কথা দেখিয়াছি। এই প্রি য় সা ল হইতেই প্রাকৃত নিয়মানুসারে প্রি য়া ল ও পি য়া ল শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। দ্রঃ—হে. চ. ৮. ১. ২৬৭—২৭১।

গ ল্ল শব্দটি যে গ্রাম্য (অর্থাৎ প্রাকৃত) কাব্যপ্রকাশকার (৭ উল্লাসে) তাহা বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন ;[১৫] এবং বামনও স্বকীয় কাব্যলঙ্কার-সূত্রে (২.১.৭) তাহা বলিয়াছেন।

ব জ্র হইতে পালিতে যেমন ব জি র হইয়াছে, সেইরূপ চ ন্দ্র হইতে চ ন্দি র (ভা.বি.১.১১৩ ; ৪.১), এবং ই ন্দ্র হইতে ই ন্দি র (স্ত্রীলিঙ্গ ই ন্দি রা) শব্দ বস্তুত প্রাকৃত হইলেও সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ব র্ষ হইতে যেমন প্রাকৃতে ব রি স, স র্ষ প হইতে স রি স প ইত্যাদি হইয়া থাকে,[১৬] সংস্কৃতেও সেইরূপ মা র্ষ (√মৃ ষ হইতে) শব্দকে মা রি স, বা মা রি ষ করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ; এবং ঐ উভয় শব্দই সংস্কৃতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।[১৭] বৈচিত্র্যের বিষয় এই যে, মা ষ অপেক্ষা মা রি ষ শব্দেরই প্রযোগ সংস্কৃতে অধিক দেখা যায়। "সাহিত্যার্ণবকর্ণধার" কবিরাজ বিশ্বনাথ প্রাকৃতজ্ঞ এবং "অষ্টাদশভাষা-বারবিলাসিনীভুজঙ্গ" হইলেও মা রি ষ শব্দই লিখিয়া গিয়াছেন।[১৮] কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এই প্রসঙ্গে ম র্ষ (=মা র্ষ) লিখিয়াছেন। অমর-সিংহ কেবল মা রি ষ ধরিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র উভয়েরই উল্লেখ করিয়া-ছেন। এই নিয়মেই মূল শ্ল থ হইতে শি থি ল হইয়াছে।[১৯]

১৫। "তাম্বূলভৃত গ ল্লো হয়ং ভ ল্লং জল্পতি মানুষঃ। করোতি খাদনং পা নং সদৈব তু যথা তথা॥" ভ দ্র হইতে ভ ল্ল, এবং তাহা হইতে ভা ল হইয়াছে। এইরূপ প র্ণ হইতে প ণ্ণ, এবং তাহা হইতে পা ণ বা পা ন শব্দের উৎপত্তি।

১৬ প্রা. ল. ৩. ৩০ ; প্রা. প্র. ৩, ৫৯—৬৬।

১৭। যথা, মা র্ষ—"অদ্য মা র্ষা বোধিসত্ত্বোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি," ল. বি. ২৪৮ ; অ. চি. ২. ২৪ ; ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আবার ম র্ষ (এবং ম র্ষ ক) দেখা যায়, ১৭. ৭৩। মা রি ষ যথা, দে. ভা. ১. ১১. ৬৫ ; মহা, ভা. ৭. ২৬. ১২ ; অমর. ১. ৭. ১৪ ; ম, পু. ৫. ৪৯ ; বি. পু. ১. ১৫. ৫০ ; ভা. ৯. ২৪. ২৭।

১৮। সা. দ. ৬. ১৪৮।

১৯। শ্ল থ—শি লি থ—শি থি ল ; এইরূপ বর্ণবিপর্যায় প্রাকৃতে অনেক পদে দেখা

শিক্ষাকারগণের মতে উষ্ম বর্ণে সংযুক্ত রেফকে "রে" করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। যথা, দ র্শ তং (বা. স. ১৮.১৭) স্থলে দ রে শ তং ইত্যাদি উচ্চারণীয়।[২০] এই উচ্চারণের মূল পূর্ব্ববর্ণিত প্রাকৃতপ্রভাবই মনে আসে; প্রাকৃতনিয়মেই এই বিশ্লেষণ বৈদিক মন্ত্রেরও উচ্চারণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যদিও সেই উচ্চারণ অনুসারে ঐ মন্ত্রগুলি পরবর্ত্তী কালে রূপান্তরে লিখিত হয় নাই। উচ্চারণ অনুসারে ভাষা যে সব সময় লিখিত হয় না, তাহা বাঙ্লা ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ।

শিক্ষা ও প্রতিশাখ্য-সমূহে যে স্বরভক্তির কথা অলোচিত হইয়াছে, তাহাও এখানে প্রণিধানের বিষয়।[২১]

পূর্ব্বোক্ত উহাহরণে সংশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরসংযোগে যেমন বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে সেইরূপ বিশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরবিয়োগে সংশ্লিষ্ট করার উদাহরণও সংস্কৃতে বিরল নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের কাব্যে মধু-অর্থে ম র ন্দ শব্দ প্রচলিত আছে;[২২] কিন্তু ইহা প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত ম ক র ন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়ছে। এইরূপ কি স ল য় হইতে কি স ল[২৩] শব্দও আছে।[২৪] ঐতরেয়োপনিষদের (৫.৩) জা রু জ শব্দও এইরূপে জ রা যু জ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাকৃতে

যায়; যথা, ল ঘু ক হইতে হইল হ লু ক (অ), ইহা হইতে বাঙ্লার হা ল কা; দীর্ঘ হইতে দী হ র (অথবা দী ঘ র, বাঙ্লা দী ঘ ল)। হে. চ. ৮.২.১২১—১২৪ দ্রষ্টব্য।

২০। প্রতিজ্ঞাসূত্র. ২; কেশবীশিক্ষা. শি. সং, ১৪১, প্রতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি, সং, ১৯২; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

২১। তৈ. পা. ২১. ১৫; প্রতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শিং সং, ২৯৩; অমরেশনির্ম্মিতা বর্ণরত্নপ্রদীপিকা শিক্ষা. শি. সং, ১২১; যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শি. সং, ১৭।

২২। ভা. বি. ১. ৫, ১০. ১৫।

২৩। Apte's Sanskrit-English Dictionary.

২৪। 'লক্ষণীয়—কু সু ম হইতে সু ম, ভা. বি. ১. ৮৪।

দে ব কু ল হইতে দে উ ল, রা জ কু ল হইতে রা উ ল প্রভৃতির শব্দ দ্রষ্টব্য। এই নিয়মানুসারেই পু রা ত ন হইতে প্রাকৃতে পু রা ণ হইয়াছে; কিন্তু বৈদিককাল হইতেই ইহা সংস্কৃতে চলিতেছে। সংস্কৃত মা তা হইতে এইরূপেই প্রাকৃতে মা আ (অথবা মা য়া), এবং তাহার পর মা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মী-অর্থে মা শব্দ সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে। লক্ষ্মী মাতার ন্যায় লোকগণকে পোষণ করেন বলিয়াই তিনি লো ক মা তা এবং সেই জন্যই তিনি মা; অন্যথা লক্ষ্মীর মা-নাম হইবার অপর কোন কারণ নাই। বাঙ্‌লায় আমাদের মা য়া অথবা মে য়া, বা মে য়ে শব্দ চলিত আছে। ইহার সহিত পালির স্ত্রীজাতিবাচক মা তু গা ম শব্দ তুলনীয়। মা তু গা ম শব্দের সংস্কৃত মা তৃ গ্রা ম অর্থাৎ মা তৃ-শ্রে ণী—মা তৃ জা তি। বাঙ্‌লাভাষীরাও এইরূপে সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মা য়া (অথবা মে য়া, বা মেয়ে) অর্থাৎ মা তা বলিয়া সম্মান করিয়াছে।

বাঙ্‌লায় না রা য় ণ স্থানে না রা ণ বলিবার মূলেও ইহাই। এবং এইরূপেই অ ন্ধ কা র (=অ ন্ধ আ র=) হইতে আ ন্ধা র, কু ম্ভ কা র (=কু ম্ভ আ র=) হইতে কু ম্ভা র বা কু ম্হা র বা কু মা র; এবং উ প বা স হইতে উ পা স, ইত্যাদি হইয়াছে।

বিশ্লিষ্টকে সংশ্লিষ্ট করিবার পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই চ রি তু ং হইতে চ র্ত্তুং (মহা. ভা. ২. ১১২. ১৮-২১.), প রি ষ ৎ হইতে প র্ষ ৎ,[২৫] পা রি ষ দ হইতে পা র্ষ দ,[২৬] নূ ত ন[২৭] হইতে নূ ত্ন, এবং প্র ত ন হইতে প্র ত্ন

২৫। বৌ. ধ. সূ. ১. ১. ৮; বা. স. ১.৯।

২৬। ভা. ৩.১৬.২।

২৭। নূ ত ন শব্দের নূ হইয়াছে ন ব শব্দ হইতে; দ্রষ্টব্য—"ন ব স্য নূ-আদেশঃ;" —পাণিনি ৫.৪.২৫, বার্ত্তিক।

হইয়াছে।[২৮] প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে ব্যো ম নী-ব্যো ম্নী, এবং সপ্তমীর এক বচনে ব্যো ম নি-ব্যো ম্নি প্রভৃতি পদও এইরূপে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অমরেশশিক্ষায় (শি. সং. ১২৮) তৈ ত্তি রী য়া পাং স্থলে তৈ ত্রা পাং পদেরও পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অপর কারণ দেখা যায় না।

বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ প চ্ছঃ পদটিও এই নিয়মেই প দ শঃ অথবা পা দ শ হইতে সংশ্লিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে॥

আবার যাস্কের মত ধরিলে বলিতে হয় যে, এই নিয়মেই অ গ্র ণী (নী) হইতে অ গ্নি পদ হইয়াছে (অ গ্র ণী=অ গ্‌গ নী=অগ্নি)।[২৯]

স্বরবিয়োগাদির দ্বারা শব্দকে এইরূপ সংশ্লিষ্ট করিবার একমাত্র কারণ দ্রুত উচ্চারণ, ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। সমস্ত ভাষাতেই এইরূপ আছে। বাঙ্‌লায় প ড়ি তে স্থানে প ড়্‌ তে, ব লি তে স্থানে ব ল্‌ তে, ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ।

দন্ত্য স স্থানে তালব্য শ, অথবা তালব্য শ স্থানে দন্ত্য স সংস্কৃতে এত হইয়াছে যে, সামান্য লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। মাগধীপ্রাকৃতে সাধারণত সর্ব্বত্রই তালব্য শকার, এবং অন্যান্য প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই দন্ত্য সকার প্রযুক্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃতের মধ্যে যে এই

২৮। দ্রষ্টব্য—বার্ত্তিক, পাণিনি, ৫. ৪. ২৫.। রত্ন হইতে প্রাকৃতে র ত ন হয়, এইরূপ নূ ত্ন হইতেই নূ ত ন, এবং প্র ত্ন হইতেই প্র ত ন হইয়াছে বলিতে পারা যায়; কিন্তু স দা ত ন, অ দ্য ত ন ইত্যাদি বহু স্থলে ত ন দেখা যাওয়ায় ইহাকেই আদিম বলিয়া ধরিতে হয়।

২৯। "অগ্নিঃ কস্মাৎ? অ গ্র ণী র্ভবতি. অ গ্রং হি যজ্ঞেষু প্রণীয়তে।" অপর নির্ব্বচন—"অঙ্গং নয়তি সন্নমমানঃ, অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, ন ক্নোপয়তি স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ; ইতাদ, অক্তাদ্ দগ্ধাদ্ বা, নীতাৎ; স খল্বেতেরকারমাদত্তে, গকারমনক্তের্ব্বা দহতের্ব্বা, নীঃ পরঃ।" নি. ৭. ৪. ১।

বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ প্রাকৃতপ্রভাব ভিন্ন কিছুই নহে।

বৈদিক সাহিত্যে √স দ্ ও √শ দ্[৩০] উভয় ধাতুরই প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু যদিও তাহারা ধাতুপাঠে পৃথক্-পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, তাহারা সর্ব্বপ্রথমে একই ছিল। বৈদিক সাহিত্য হইতেই এইরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কন্যার ভ্রাতা-অর্থে আমরা শ্যা ল শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু ঋগ্বেদের (১. ১০৯. ২) প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বে তাহা স্যা ল ছিল, পরে প্রাকৃত উচ্চারণে শ্যা ল হইয়াছে। যাস্কের সময়েও স্যা ল ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩১]

বাঙ্লার কুলো-অর্থে সংস্কৃতে শূ র্প, সূ র্প উভয় পদই দেখা যায়। কিন্তু আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বে শূ র্প ছিল, তাহার পর সূ র্প হইয়াছে; সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও নিরুক্তে আমরা শূ র্প শব্দই দেখিতে পাই।[৩২]

বৈদিক সংস্কৃতে আমরা সর্ব্বত্রই ব সি ষ্ঠ দেখিতেছিলাম, কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে তাহার অর একটি রূপ হইয়াছে ব শি ষ্ঠ।

বক্ষ্যমাণ শব্দযুগ্মকগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সর্ব্বপ্রথমে একটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং কালক্রমে তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে:—বি কা স তে, বি কা শ তে; বি ক স তি, বি ক শ তি; কি স ল য়, কি স ল য়; ইত্যাদি। আবার কো ষ, কো শ; পরিচ্ছদার্থে বে ষ, বে শ। বৈদিক কালে সূ ক র (ঋ. স. ৭.

৩০। দ্র:—"অগ্নির্ব্বা ব শ শা দ, অগ্নে র্ব্বা ব শা দ মন্বহুরা ব্য ব শে হুঃ"—শত. ব্রা. ২, ১. ২. ১৬।

৩১। "স্যা ল আসন্নঃ সংযোগেনেতি নৈদানাঃ, স্যাল্লাজানাবপতীতি বা"—নি. ৬.২.৬।

৩২। অথ. স ৯. ৬. ১৬, ইত্যাদি; শত. ব্রা. ১. ১. ১. ২২, ইত্যাদি; নি. ৬. ২. ৬।

৫৫. ৪,. অথ. স. ২. ২৭. ২) ছিল, পরে শূক র হইয়াছে। এইরূপ স র ল (বৃক্ষ), শ র ল ; ইত্যাদি। এই সকল শব্দ কথনই যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই, প্রাকৃতসংসর্গে উচ্চারণের ভেদেই ইহারা মূলত এক হইলেও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নলিখিত ধাতুগুলি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, মূল এক-একটি ধাতু প্রাকৃতপ্রভাবে কিরূপ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাধারণ প্রাকৃতের নিয়মে আদি যকারস্থানে জকার হয়।[৩৩] এবং সেই নিয়মেই বর্জ্জনার্থক √যু গি হইতে √জু গি, এবং √যু তৃ হইতে √ জু তৃ হইয়াছে। অথবা মাগধীপ্রাকৃতের নিয়মে[৩৪] √জু গি হইতেই √যু গি হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অন্যত্রও এইরূপ।

প্রাকৃতের নিয়মেই (১.§৩৮) √ত্ব গি হইতে √ত গি, √ত্ব ঞ্চ্ হইতে √ত ঞ্চ্, এবং √স্মৃ হইতে √স্থ হইয়াছে।[৩৫]

√চ র্ এবং √চ ল্ ধাতু একই।[৩৬] আবার, √রি, √লি এবং √ই, এই তিনটিও এক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ √ম্রু ঞ্চ্-√ম্লু ঞ্চ্, ও √ম্রু চ্-√ম্লু চ্ এই চারিটি ধাতু বস্তুত এক।

প্রাকৃত প্রভাবেই √ক্রু ঞ্চ্ হইতে √কু ঞ্চ্ ধাতু হইয়াছে। এইরূপ ক্রীড়ার্থক √কে ল্ ও √ খে ল্,[৩৭] গত্যর্থক √পে ল্ ও √ ফে ল্,[৩৮] সেচনার্থক √ঘৃ ও √ঘৃ, ভোজনার্থক √চ ম্, √ছ ম্, √জ ম্, ও √ঝম্

৩৩। প্রা. প্র. ২. ৩১।

৩৪। "জ-দ্য-যাং যঃ"—হে. চ. ৮-৪. ২৯২।

৩৫। ধাতুপাঠে √স্মৃ অর্থ শব্দ ও উপতাপ লিখিত হইলেও ঋগ্বেদে (২. ৩. ১৮. ১) তাহা গতি-অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়, এবং যাস্কও তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (নি. ৩. ২. ৬)।

৩৬। মাগধীপ্রাকৃতে রকার স্থানে লকার হইয়া থাকে, হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮।

৩৭। ক=খ, যথা, কী ল=খী ল।

৩৮। প=ফ, যথা, প রু ষ=ফ রু স।

ধাতু মূলত এক। এইরূপ √কা স্ ও √কা শ্, √ভ্র ন্ স্ ও √ভ্র ন্ শ্। √বা স্ ও √ বা শ্, √স্র ন্ ভ্ ও √শ্র ন্ ভ্ এবং √স্তু ও √স্তৃ ইত্যাদি। ধাতুপাঠে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই এতাদৃশ ভূরি-ভূরি ধাতু পাওয়া যাইবে। উচ্চারণের বৈচিত্র্যে এইরূপেই এক-একটি ধাতু ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে; এবং যদিও তাহারা মূলত এক, তথাপি সংস্কৃত বৈয়াকরণিকগণ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ধাতুগণ যে ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।[৩৯]

প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রযুক্ত হয় না, এই জন্য প্রাকৃতে সকারান্ত শব্দগুলির সকারের লোপ হইয়া থাকে। যথা, ম ন স্ শব্দ প্রাকৃতে হইবে ম ন। সংস্কৃতও মধ্যে মধ্যে অনেক স্থলে এই পদ্ধতি অজ্ঞাতে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে (১. ১. ২. ২১) অ ধ স্ শব্দকে অ ধ করা হইয়াছে;[৪০] আবার তাহাতেই স র্ব তঃ স্থলে স র্ব ত পঠিত হইয়াছে।[৪১] সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা, "পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়া শি রে;"[৪২] এখানে শি র স্ শব্দকে শি র বলিয়া ধরা হইয়াছে। মহাভারতে (১. ৯১. ৫) অ নো কঃ শা য়ী স্থলে অ নো ক শা য়ী পদ দেখা যায়। এতাদৃশ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াই বৈয়াকরণিকগণ বলিয়াছেন যে, সমস্ত সকারান্ত শব্দই বিকল্পে অকারান্ত

৩৯। "রিলি-ক্লবি-ক্ষপি-প্রভৃতীনাং ধাতুত্বং, ধাতুগণস্যাপরিসমাপ্তেঃ। বর্দ্ধত এব ধাতুগণ ইতি হি শব্দবিদ আচক্ষতে।" কা. সূ. ৫.২.২।

৪০। "অ ধা স ন শা য়ী;" টীকাকার হরদত্ত এখানে লিখিয়াছেন—"অধঃশব্দস্য সবর্ণদীর্ঘশ্ছান্দসঃ, অপপাঠো বা (!)।"

৪১। "স র্ব তো পে তং বার্ষাহৃণীয়ম্"—আ. ধ. সূ. ১. ৬. ১৯. ৮। হরদত্ত এখানে "ছান্দসো গুণঃ" লিখিয়াছেন।

৪২। বায়ুপুরাণ (?)।

হয়। এইরূপেই আকাশবাচী বি হা য় স্ হইতে বি হা য় হইয়াছে, আবার বি হা য় স;[৪৩] এবং ব্যো ম ন্ হইতে ব্যো ম ন শব্দও সংস্কৃতে পাওয়া যায়।[৪৪] ভাগবতে (৩. ২৫. ৫) বি ন্দু স রে (=স র সি), আবার জ লৌ কাঃ (১০. ১. ৪০) স্থলে জ লু কা লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে (৩. ৪৯. ৩৮, ৫০. ১) জ টা যু স্ এবং জ টা যু এই উভয় শব্দেরই অসকৃৎ প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ পা পী য়া নি (গো. ব্রা. পূর্ব্ব. ২.৩)।

প্রাকৃতে সন্ধির কি প্রণালী তাহা মূল গ্রন্থের স ন্ধি ক ল্প দেখিলেই বুঝা যাইবে। ঐ নিয়মে প্রাকৃতে হি+এ ত ৎ=হে তং হইবে। সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগ বহুল আছে। যথা কু ল টা, শ ক ন্ধু, ক র্ক ন্ধু, সা র ঙ্গ,[৪৫] ইত্যাদি। এতাদৃশ সন্ধিকে নিয়মিত করিবার জন্যই বার্ত্তিক-কার কাত্যায়নকে একটি সূত্র করিতে হইয়াছে।[৪৬] স্থূ লো ঠ, স্থূ লো তু প্রভৃতি পদের জন্যও তিনি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।[৪৭] এবং পাণিনিকেও শি বা য়ো ম্, শি বে হি প্রভৃতি পদের জন্য সূত্র করিতে হইয়াছে।[৪৮] প্রাকৃতে যাহা অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, বৈয়াকরণগণের চেষ্টায় সংস্কৃতে প্রতিরুদ্ধ হইলেও তাহা মধ্যে মধ্যে নিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে বিরত হয় নাই। এইজন্য এতাদৃশ বহু পদ প্রাচীন বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে আমরা দেখিতে পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১. ৪.৪. ৩) কা+ই তি=কা তি দেখা যায়। গোপথ-

---

৪৩। তুলনীয়—আ চা র্য্য ব চ স (শত. ব্রা. ১১. ২. ৬. ৬)। এইরূপেই ব্যাকরণোক্ত ব্ৰ হ্ম ব র্চ স প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

৪৪। "গগনং পুষ্করং স্বর্গং খমভ্রং ব্যো ম নং হরং। ব্যো ম নী রং বি হা য় শ্চ বিহায়শ্চ বি হা য় স ম্ ॥" মহেশ্বরমিশ্রকৃত পর্য্যায়রত্নমালা, MS. p. 1178.

৪৫। অথ. স. ২. ৩২. ২, ৫. ২৩. ৯ ; শত. ব্রা. ১৩. ৩. ৬. ২।

৪৬। পা. ৬.১.৯৪। ৪৭। পা. ৬. ১. ৯৩।

৪৮। পা. ৬. ১. ৯৫।

ব্রাহ্মণে (পূর্ব্ব. ২. ৬) মে+আ যুঃ=মে যুঃ করা হইয়াছে। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে (১. ১. ২. ১৩) পা দো ন (পা দ+উ ন) স্থানে পা দূ ন পদ দৃষ্ট হয়।[৪৯] ভাগবতে (৮.২২.২) মে+ঈ রি তং=মে রি তং লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতেও আমরা এরূপ প্রাকৃত প্রয়োগ অনেক দেখিতে পাই। মহাভারতে মে+আ স্তং সন্ধি করিয়া মে স্তং করা হইয়াছে।[৫০] ভগবদগীতায় (১১. ৪১) স খে+ই তি সন্ধি করিয়া স খে তি লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে তূ ণাঃ+অ স্ত=তূ ণা স্ত (৬. ৭১. ২০), ল ক্ষ ণঃ+উ বা চ=ল ক্ষ ণো বা চ (৬. ৮৪. ৬), ত তঃ+উ বা চ=ত তো বা চ (৩. ১৩. ১২ ; ৬. ৯৫. ৯), এ ষঃ+আ হি তা গ্নিঃ=এ ষো হি তা গ্নিঃ (৬. ১০৯. ২৩)। এইরূপ অ শ্ব রঃ+উ র গঃ=অ শ্ব রো গ (৭. ৪২. ২১)। কঠোপনিষদের (১. ৩. ১২) গূ ঢ়ো ত্মা শব্দও এই প্রকার। ভাগবতে (২. ৬. ১৫) ন ভঃ+ও ক স্ =ন ভৌ ক স্, এবং সঃ+উ প বি বে শ=সো প বি বে শ (১. ১৯. ২৯) দৃষ্ট হয়।

ইহা ছাড়া রামায়ণে আরো অনেক প্রাকৃত প্রয়োগ পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, সাধারণত সর্ব্বত্র বি চ্যু ত্ জি হ্ব পদ প্রযুক্ত হইলেও (৬. ৩১. ৬, ৯ ; ইত্যাদি) প্রাকৃতের নিয়মে অন্তস্থিত তকারের লোপে আবার বি চ্যু জি হ্ব লিখিত হইয়াছে (৬. ৩২. ৪১)।[৫১] ভাগবতে (২. ৬. ১৫) ত ড়ি ত পদ দেখা যায়।

৪৯। ব্যাখ্যাকার হরদত্ত লিখিয়াছেন, "পররূপং ক ত ভ (কৃতান্ত ?)-স্য চ।" এইরূপেই পা দূ ন অথবা প দূ ন হইতে প উ ন, এবং শেষে পৌ নে কথা বাঙলায় আসিয়াছে।

৫০। "বিবৃতশ্চ ততো মে স্তং প্রবিষ্টা চ সরস্বতী"—মহা. শান্তি, ৩১৮.৭।

৫১। এখানে বি চ্যু ত্ জি হ্ব পাঠ স্বীকার করিলে ছন্দোরক্ষা হয় না; "স বিচ্যু-জিহ্বেন সহৈব তচ্ছিরঃ।" নির্ণয়সাগরের মুদ্রিত পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত পাঠই আছে।

প্রাকৃতে ৎ+স=চ্ছ হয়; যথা, ব ৎ স—ব চ্ছ, (বাঙলায় বা ছা, ১. §৩৫)। রামায়ণেও (৬. ৪. ৬৩) উ ৎ সে ক স্থানে উ চ্ছে ক পদ রহিয়াছে।

পালি ও প্রাকৃতে গ্ন স্থানে গ্‌গ হয় (১.§৩৬); যথা, ফ ল্গু= ফ গ্‌ গু। সংস্কৃতের গু গ্‌ গু লু শব্দ এইরূপেই উৎপন্ন; কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৫.৪.১৭) উহার মূল গু ল্‌ গু লু পাওয়া যায়।

কতকগুলি ক্রিয়াপদও রামায়ণে প্রাকৃতের নিয়মে প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা, ব্র বী মি স্থলে ব্রু মি (৬. ৯. ২০);[৫২] ক রো মি স্থলে কু র্মি (২. ১২. ৩৬);[৫৩] এইরূপ হা স্য সি স্থলে জ হি ষ্য সি (৬. ১০৬ ২৭)।[৫৪]

সংস্কৃতের ণিচ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে আ প য় এবং আ পে,[৫৫] এবং প্রাকৃতে আ বে প্রত্যয়ও হয়।[৫৬] রামায়ণের বক্ষ্যমাণ পদগুলির সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়। যথা, জী বা পি ত (৭. ২৬. ২৭), তর্জা প য় তি এবং ভ র্ৎ সা প য় তি (৬. ৩৪. ৯)। ভাগবতে (৩. ৩০. ২৭) ভি দা প ন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার আশ্বলায়নগৃহ্য-সূত্রেও (১. ২৪. ৯) প্র ক্ষা লা প য়ী ত[৫৭] পদ দৃষ্ট হয়।[৫৮]

আবার শানচ্ প্রত্যয় করিয়া উৎপন্ন রামায়ণের চি স্ত য়া ন (৬. ৪৬.

৫২। দ্র:—৪.§৭১।

৫৩। পালিতে কু ম্মি পদ হয়; ৪. §৮৭।

৫৪। ৪. §১৪৯, §টীকা।

৫৫। ৪. §২১৩, ২১৫।

৫৬। প্র. প্র. ৭. ২৩।

৫৭। পালির আ প য় প্রত্যয়ের সম্বন্ধ ধরিলেও প্র ক্ষা লা প য়ে ত পদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত প্রাকৃতসন্ধিপ্রভাবে তাহা হয় নাই। প্রাচীন সংস্কৃতে এরূপ বহু পদ পাওয়া যায়, যথা—আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে অ ভি বা দ য়ী ত (১. ৫. ১২; ১৩; ১৪. ১৬; ২২); প্র সা র য়ী ত (১. ৬. ৩; ১. ৩১. ৮); প্র ক্ষা ল য়ী ত (১. ২. ২৪, ২৯; ৩. ৩৩); আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে বে দ য়ী ত (১-২২. ৯, ১১)। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রেও এইরূপ আছে।

৫৮। সংস্কৃতব্যাকরণের স্থা প য় তি, অ র্পা প য় তি, প্রভৃতি পদ তুলনীয়।

১৪, ৭. ৩৭. ৯), বে দ য়া ন (?), বি স্ম য়া ন (৬. ৫৯. ৯৫), প্রা র্থ য়া ন (৬. ৯৪. ১৩), ইত্যাদি পদগুলি পালির খা দা ন, চা রা ন ইত্যাদি পদেরই ন্যায় (৫. § ১৫)। অন্যত্রও এইরূপ পদ দেখা যায়; যথা, মহাভারতে (১.১.১৭৬, ১৮১) দ র্শ য়া ন; বৌধায়নধর্ম্মসূত্রে (১১. ৯. ৯) অ ধি গ চ্ছা ন; শ্রীমদ্ভাগবতে (৩. ১. ১৬) মা ন য়া ন, ইত্যাদি। আবার গোপথ ব্রাহ্মণে (পূর্ব্ব. ২.৪) ই চ্ছ য়া ন।

আবার অ ভি ষে চ ন স্থানে রামায়ণে অ ভি ষি ঞ্চ ন (২. ১০৭. ৯), এবং ক র্ত্ত ন স্থলে ঔশনসস্মৃতিতে কৃ ন্ত ন পদ (আনন্দাশ্রমের স্মৃতি-সমুচ্চয় ৪৭ পৃঃ) প্রাকৃতভাবেই উৎপন্ন। ভাগবতেও (৩. ৩০. ২৭; ৬. ২. ৪৬) ইহার প্রয়োগ আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের (৬. ১. ৫) ন খ নি কৃ ন্ত ন শব্দসম্বন্ধেও এই কথা।

প্রাকৃতে প স্থানে ব হইয়া থাকে;[৫৯] যথা, শা প স্থানে সা ব, ইত্যাদি। এই নিয়মেই সংস্কৃতে ত্রি পি ষ্ট প এবং ত্রি বি ষ্ট প, জ পা এবং জ বা, ও লি পি এবং লি বি,।[৬০] এই উভয়বিধ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।[৬১]

সংস্কৃতব্যাকরণানুসারে √ব্রূ ধাতুর বর্ত্তমান কালেই আ হ, আ হুঃ প্রভৃতি পদ হয়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে অতীত কালে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। পালি ব্যাকরণে দেখা যায় যে, ঐ সকল পদ উভয় কালেই হইতে পারে।[৬২] অতএব আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পালি হইতেই এতাদৃশ প্রয়োগ

৫৯। প্রা. প্র. ২. ১৫; হে. চ. ৮. ১. ২২১।

৬০। এখানে বর্গীয় ব গণনীয় নহে। পাণিনি (৩. ২. ২১) উভয় শব্দই ধরিয়াছেন।

৬১। চূলিকা ও পৈশাচী প্রাকৃত-মতে (হে. চ. ৮. ৪. ৩২৫) জ বা প্রভৃতি হইতেই জ পা প্রভৃতি হইতে পারে।

৬২। দ্রঃ—৪, §§৩২, ১২৯; ম. সি. ১৮৩ পৃ. ৪৪৫ সূ, ২০০ পৃ. ৪৭৮ সূ.।

আসিয়াছে। কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিকার বামনও লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ পদগুলি সংস্কৃতে অতীতকালেও ব্যবহৃত হয়।[৬৩]

দেশী প্রাকৃতেরও অনেক শব্দ ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুরাবিশেষবাচী হা লা শব্দ খাঁটি দেশী প্রাকৃত। কিন্তু "হিত্বা হা লা-মভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং" (মেঘদূত, ১.৫০) বলিয়া কালিদাস ও মাঘপ্রভৃতি অন্যান্য কবিগণ তাহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।[৬৪] এইরূপ আগ্রহ বা নির্বন্ধ-অর্থে হে বা ক (মা. ম. ৬, বিক্রমা. ১৮. ১০১), এবং সুন্দর বা লাবণ্য-অর্থে ল ট ভ (বিক্রমা. ৮. ৬; ভর্ত্তৃহরি-বৈরাগ্য-শতক, ৩২) ।

হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি একটুমাত্র দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, এতাদৃশ কত শব্দ তিনি সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্‌লার খি ড় কী (দরজা) অর্থে তিনি সংস্কৃত পাইয়াছেন খ ড় ক্কি কা।[৬৫] সংস্কৃত দং ষ্ট্রা হইতে পালিতে দা ঠা, ও প্রাকৃতে দা ঢা হয়; কিন্তু হেমচন্দ্র ইহাকেও সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন—"দা ঢি কা দং ষ্ট্রি কা দা ঢা।"

বাঙ্‌লায় আমরা কোন ব্যবসায়ে টাকা খা টা ন বলি। হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্রে একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ঐ খা টা ন পদের মূল খ ট্ট ধাতুর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি; সেখানে খ ট্ট য়ে ৎ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা, "পদমায়ান্নিধিং কুর্য্যাৎ পদং বিত্তায়

৬৩। কা. সূ. ৫. ২. ৪৪।

৬৪। এস্থলে বামনের ক্যাব্যালঙ্কারসূত্র (৫. ১. ১৩) হইতে এই কয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইতেছে:—"অতিপ্রযুক্তং দেশভাষাপদম্। অতীব কবিভিঃ প্রযুক্তং দেশভাষাপদং প্রয়োজ্যং; যথা—'যোষিদিত্যভিললাষ ন হা লা ম্' (মাঘ. ১০. ২১) ইত্যত্র হা লে তি দেশভাষাপদম্।" কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমের বৈয়াকরণিক লেখক লিখিতেছেন—'হা লা হ ল্য তে কৃষ্যত ইব চিত্তমনেনেতি হল্ + ঘঞ্, টাপ্।" অদ্ভুত নির্ব্বচন!

৬৫। "পক্ষদ্বারে খ ড় ক্কি কা"—অভিধানচিন্তামণি।

ধ ট্টি য়ে ৎ" (যো. শা. ১ম প্রকাশ, ১৫১ পৃ.)। ইহা অপেক্ষা আর কি কৌতুকাবহ পদ হইতে পারে ?

বর্ত্তমান সংস্কৃতে এরূপ পদও দেখা যায়, যাহা মূল সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত রূপ ধারণ করিবার পর আবার নূতনরূপে সংস্কৃতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। সংস্কৃত ত ন্দ্র হইতে পালিতে দ ন্ধ হয়, দ ন্ধ হইতে ধ ন্ধ, এবং এই ধ ন্ধ হইতে সংস্কৃতে ধ ন্ধি ত পদ (ন্যায়কুসুমাঞ্জলির হরিদাস টীকা) প্রযুক্ত হইয়াছে।[৬৬]

সংস্কৃতে ভ ল্লূ ক[৬৭] শব্দ আছে, আবার উহা হইতে মাত্রানুসারে প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন ভা ল্লূ ক শব্দও সংস্কৃতে চলে।[৬৮] দ্বিরূপ, ত্রিরূপ কোষসমূহে যে সকল শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাকৃত প্রভাবে স্বরমাত্রাদিভেদ ও উচ্চারণাদিভেদ হওয়ায় উৎপন্ন।[৬৯] যথা অ গা র, আ গা র; আ প গা, অ প গা; অঙ্কুর, অ ঙ্কূ র; পু রু ষ, পূ রু ষ; অ গ স্ত্য, অ গ স্তি; প্র তি শ্যা য়, প্র তি শ্যা ব। আবার—

"বিরিঞ্চিনো বিরিচিনো বিরিঞ্চী চ বিরিঞ্চনঃ।
বিরিঞ্চিশ্চ বিরিঞ্চশ্চ বিরিঞ্চীরপি কথ্যতে॥ *

* * *

পিতা পিতামহঃ পীতা বিধাতা বিধতা ধতা॥"[৭০]

৬৬। ত ন্দ্রা হইতে দ ন্ধা, দ ন্ধা হইতে ধ ন্ধা, এবং ধ ন্ধা হইতে ধাঁ ধা; বাঙ্লায় ধ ন্ধ কথায়ও প্রয়োগ আছে।

৬৭। ভ ল্লূ ক শব্দও আছে।

৬৮। "ভা লূ কো ভল্লূকোঽপি চ"—ভট্টোজিদীক্ষিতকৃত শব্দভেদপ্রকাশ, MS. p 1204.

৬৯। "কচিন্মাত্রাকৃতো ভেদঃ কচিদ্বর্ণকৃতোঽত্র চ"—শ্রীহর্ষ ও ভট্টোজিদীক্ষিত, MS. pp. 1112, 1204.

৭০। অম্বিকামিশ্র-কৃত বিশেষামৃত, MS. p. 1196.

আবার আকারান্ত দু হি তা,[১১] মা তা,[১২] ও সী মা শব্দের সম্ভাবও চিন্তনীয়।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলকেই বলিতে হইবে যে, প্রাকৃত সংস্কৃতের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই।

পূর্ব্বে যেরূপ আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে পালি ও প্রাকৃতের কতদূর গুরুত্ব আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

ভারতের প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পালি ও প্রাকৃত-জ্ঞান আবশ্যক

বাঙ্‌লা, মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি আর্য্যভাষামূলক প্রাদেশিক ভাষা-সমূহকে যদি কেহ বিশেষরূপে জানিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে পালি-প্রাকৃত বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হইবে। সংস্কৃতের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ, তাহা অপেক্ষা পালি-প্রাকৃতের সম্বন্ধ অনেক ঘনিষ্ঠ। এই

সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের সহিতই ঐ সকল ভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ

জন্য বাঙ্‌লাপ্রভৃতির কোন শব্দের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে ইহাদেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার পর সংস্কৃতের নিকট। যথা, বাঙ্‌লার বাঁ ঝা শব্দের মূল পালি বা প্রাকৃত ব ঞ্ঝা, এবং তাহার মূল সংস্কৃত ব ন্ধ্যা। বাঙ্‌লা হা ত শব্দের মূল পালি বা প্রাকৃত হ ত্থ, এবং ইহার মূল সংস্কৃত হ স্ত।

প্রাদেশিক ভাষায় দেশী প্রাকৃত শব্দ এবং তাহার সম্বন্ধ

ইহা কেবল সংস্কৃতমূলক ও সংস্কৃতসম বাঙ্‌লাশব্দের কথা, কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক বা সংস্কৃতসম নহে, খাঁটি দেশীপ্রাকৃতজ, তাহাদের বেলা কখনো সংস্কৃতের নিকট গেলে চলিবে না;

১১। "দু হি তাং মনুজাধিপঃ"—মহাভারত, বিরাট. ১২. ৫; নীলকণ্ঠটীকা দ্রষ্টব্য; "দু হি তাং তথা"—বৃহদ্‌যমসংহিতা, ৩. ৭।

১২। "বিশ্বেশ্বরীং বি শ্ব মা তাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্‌"—শিবরহস্য (শব্দকল্পদ্রুম)।

কেননা, কামদুঘা সংস্কৃতভাষা ব্যাকরণের বলে একটা ধাতু ধরিয়া ক
কল্পনা করিয়া "ধাতূনাম্ অনেকার্থত্বাৎ" বলিয়া একটা ব্যুৎপত্তি বাহির
করিয়া দিতে পারেন,[১] কিন্তু শব্দতত্ত্বকে প্রকাশ করা দূরে থাকুক,
বরং একটা বিষম ভ্রান্তির আবরণে তাহা আচ্ছন্ন করা হয়। প্রাকৃতের
দেশী শব্দগুলির মূল সম্বন্ধে প্রাকৃতই যে ঠিক কিছু বলিয়া দিতে
পারে, তাহা নহে; কিন্তু তাহা ভ্রমের আবরণ আনিয়া উপস্থিত করে
না। দেশী প্রাকৃত বলিয়াই আমরা বিশ্রাম করিতে পারি; এবং
যতটুকু ইহাতে অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই
সত্য। যেমন বাঙলায় বে ল্লি ক শব্দের মূল
দেশী প্রাকৃত বে ল্ল।[২] এখানে ইহার সংস্কৃত
মূল অন্বেষণ করিতে হইলে আমাদের ভুল করা হইবে। এইরূপ
উৎসুক বা ঔৎসুক্য-অর্থে বাঙলায় হ ল ফ ল[৩] শব্দের মূল দেশী প্রাকৃত
হ ল্ল প্ফ ল;[৪] ইহার সংস্কৃত মূল নাই, এবং ব্যাকরণের বলে উদ্ভাবিত
করিতে গেলে তাহা অপকারের জন্যই হইবে।

দেশী প্রাকৃত শব্দের মূল সংস্কৃতের মধ্যে পাওয়া যায় না

বাঙলা শব্দের মূল- ও ব্যুৎপত্তি-বোধক একখানি অভিধানের অভাব
সাহিত্যিকগণ অনেক দিন হইতেই অনুভব
করিয়াছেন, কিন্তু যতক্ষণ বিশেষরূপে প্রাকৃতের
আলোচনা না হইবে, তত দিন তাহাতে হস্তক্ষেপ
করায় বিশেষ কোনো ফল হইবে না। বাঙলায়

বাঙলা শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদ-অভিধান-রচনায় প্রাকৃতজ্ঞানের আবশ্যকতা

১। যেমন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দেশীপ্রাকৃত হা লা শব্দের ব্যুৎপত্তি শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত হইয়াছে:—"হ ল্যা তে কুষ্যতে ইব চিত্তমনেনেতি, হল+ঘঞ্, টাপ্।" ইহা ইংলিশ পিররীতি ইষ্টপিট্=stupid! অথবা মজান্ হুষ্টাম্ ট তাড়য়তীতি ট্রন্ মাজিষ্ট্রে=magistrate! কোনো সংস্কৃতবিদ্যার্থী এইরূপই বলিতেন শুনিয়াছি।

২। "বেল্ল অবিদগ্ধে"— স. সা. ৫. ৯৯।

৩। মালদহে প্রসিদ্ধ আছে—সে শুনিয়া হ ল ফ ল করিতে লাগিল।

৪। কু. চ. ৫. ৭৪; হে. চ. ৮. ২. ১৭৪।

প্রবিষ্ট ভাষান্তরের শব্দের জন্য তত্তৎ ভাষারও আবশ্যকতা আছে বলা যাইতে পারে না।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ জগতের জন্ম-জরা ও রোগ-মরণে বিচলিত হইয়া সমস্ত সম্পৎ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া মহাভি-নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা ও অদম্য অধ্যবসায়ে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যে ধর্ম্মের প্রচারে জগৎকে এক অভিনব শান্তি-নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, যে ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এক দিন ভারতবর্ষে বহুদিকে বহুবিধ উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক পরিচলিত হইতেছে, এবং সেই জন্যই যাহা কাহারো উপেক্ষাভাজন হইবার যোগ্য নহে, তৎসম্বন্ধে যদি যথার্থ ভাবে কিছু জানিতে হয়, তবে পালি অধ্যয়ন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মহাযান বা উদীচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গাথা বা সংস্কৃতনিবদ্ধ গ্রন্থ পড়িলেই চলিবে না, জিজ্ঞাসুকে তথাকথিত হীনযান বা অবাচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পালি-রচিত শাস্ত্র পড়িতেই হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্ম জানিতে হইলে পালি-অধ্যয়ন আবশ্যক

অপর দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই পাশা-পাশি আর যে একটি ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া নিজের দিকে জনগণকে আকর্ষণ করিয়াছিল, পার্শ্বনাথের পরেই অন্তিম তীর্থঙ্কর মহাবীর যে ধর্ম্মপ্রচারে দীক্ষিত হইয়া নরগণের ক্লেশগ্রন্থিমোচনপূর্ব্বক নি গ্র´ ন্থ না থ নাম ধারণ করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আজিও বহুসংখ্যক লোক পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন, যে ধর্ম্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই ন্যায় ভারতে এক সময়ে বহু বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও জানিতে হইলে প্রাকৃত অধ্যয়ন ভিন্ন গতি নাই। প্রধান প্রধান জৈন গ্রন্থ অধিকাংশই প্রাকৃতে নিবদ্ধ। পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃতেও অনেক হইয়াছে।

জৈন ধর্ম্ম জানিবার জন্য প্রাকৃত জ্ঞান আবশ্যক

বৌদ্ধ বা জৈনগণের ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানই পালিভাষা বা প্রাকৃতভাষা শিখিবার একমাত্র কারণ নহে। পালি-প্রাকৃতে সাহিত্যসেবীর উপাদেয় বহু সম্পৎ রহিয়াছে; দার্শনিকের উপভোগ্য বহুবিধ প্রসন্ন ও গম্ভীর বিষয়সমূহ রহিয়াছে। ভারতের পুরাকালের সমস্ত দার্শনিক মতই ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থে সূত্র বা অপর কোনরূপে গ্রথিত হয় নাই; পালি-প্রাকৃত সাহিত্যে এরূপ দার্শমিক তত্ত্ব আমরা পাইয়া থাকি।[৫] ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক মতগুলি যদিও সুবহু পূর্ব্বকালে চিন্তিত হইয়াছিল, তথাপি বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম্মের অভ্যুদয়সময় হইতেই তৎসমুদয় দার্শনিক গ্রন্থে লিখিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। ব্রাহ্মণমতের কোন কোন অংশের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম সেই সময়ে দার্শনিক চিন্তার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিল। অতএব এই সমুদয় যদি সবিশেষ জানিত হয়, তবে বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র পর্য্যালোচনা না করিলে চলিবে না; এবং তাহা করিতে হইলে পালি-প্রাকৃত অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক।

পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যে আলোচনীয় বিষয়, প্রাচীন দার্শনিক মত

বৌদ্ধজৈনযুগের ভারতীয় ইতিবৃত্ত যথাযথ জানিতে হইলে ঐতিহাসিককে ঐ দুই ধর্ম্মের ঐ দুই ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিতে হইবে, অন্যথা তাঁহার অধ্যবসায় সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইবে না।

বৌদ্ধ-ও জৈন-যুগের ইতিবৃত্তসংগ্রহ

৫। দৃষ্টান্তস্বরূপ কু টা স ক প্রভৃতি চতুস্ত্রিংশৎ, ও দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসূত্রোক্ত দ্বাষষ্টি, এই ষন্নবতি (৯৬) অবৌদ্ধ দার্শনিক মত উল্লেখ করিতে পারা যায়। [অত্রত্য উচ্ছেদবাদ ও শাশ্বতবাদের কথা মহাভারতে (শান্তি, ২১৯. ২. ইত্যাদি, ৪১; দ্রঃ—শি. স. ২২৪ পৃ.) পাওয়া যায়।] এইরূপ ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের (২) টীকায় ক্রি য়া বা দী, অ ক্রি য়া বা দী, ইত্যাদি ৩৬৩ প্রকার পা ষ ণ্ডি ক (অর্থাৎ অজৈন) দার্শনিক মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"অ সি য় স য়ং কিরিয়াণং...।"

ইহা ভিন্ন সাহিত্যিকের উপভোগ্য কাব্য-ব্যাকরণ কথা-ইতিহাস্ ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থই এই দুই ভাষায় আছে, এবং বহুস্থানে ঐ সকল গ্রন্থ সুপরিপুষ্ট ইহা বলিতে পারা যায়।

বৌদ্ধ ও জৈনগণের কাব্য ব্যাকরণাদি

বঙ্গদেশে বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনার কিঞ্চিৎ উৎসাহ দেখা যাইতেছে, কিন্তু জৈন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি এখনো পতিত হয় নাই। সাহিত্যিকগণ এবিষয়ে সচেষ্ট হউন।

বঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের আলোচনা

সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে পালিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃত সংস্কৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব সিংহলীয় পালি-বৈয়াকরণিকগণের পালির প্রাচীনত্বসম্বন্ধে যে ধারণা রহিয়াছে, তাহার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন[১]—

পালিভাষার প্রাচীনত্বসম্বন্ধে সিংহলীয় মত

"সা মাগধী মূলভাসা নরা যায়াদিকপ্পিকা।
ব্রহ্মাণো চ-স্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥"

আদিকল্পোৎপন্ন মনুষ্যগণ, ব্রহ্মগণ, সম্বুদ্ধগণ, এবং যাহারা (কখন) কোন বাক্যালাপ শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহা দ্বারা কথা বলিয়া থাকেন, সেই মাগধীভাষা মূলভাষা।[২]

১। "...there is scarcely a Buddhist Pali scholar in Ceylone who, in discussion of this question, will not quote, with an air of triumph, their favorite verse—," G. Turnour, Mahavanso, Intro. p. xii.

২। এই কবিতাটি পয়োগসিদ্ধি, মহারূপসিদ্ধি (২৭ পৃ.) প্রভৃতি বহু পালিব্যাকরণে

তাঁহারা এই মাগধী ভাষাকে স্বা ভা বি ক ভাষা বলেন[৩], এবং দেশ ভাষার মধ্যেও ইহাকে তাঁহারা গণ্য করেন না।[৪]

পালি তাৎকালিক লোকের স্বাভাবিক ভাষা ছিল

মাগধী যে স্বাভাবিক ভাষা তদ্বিষয়ে বৌদ্ধের আরো বলিয়া থাকেন যে, যদি কোন বালক অন্ধ্রদেশীয় পিতার ঔরসে ও দ্রবিড়দেশীয় মাতার গর্ভে জন্মলাভ করে, তবে সেই বালক পিতা-মাতার মধ্যে যাহার কথা আগে শুনিবে, তদনুসারে আন্ধ্রী বা দ্রাবিড়ী ভাষা বলিবে। কিন্তু সে যদি পিতা বা মাতা কাহারও কথা না শুনে তবে সে মা গ ধী ভাষা বলিবে। আবার, যদি কোন নির্জনারণ্যবাসী ব্যক্তি সহজবুদ্ধিতে কিছু উচ্চারণ করিতে যায়, তবে সে মা গ ধী ই উচ্চারণ করিবে। সমস্ত ভাষা পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়, কেবল পালিই হয় না, এবং এই পালি ভাষাকে ব্রহ্মগণ ও আর্য্যগণ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।[৫]

বুদ্ধদেব যে মাগধী ভাষাতেই নিজের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন

উদ্ধৃত দেখা যায়। মহারূপসিদ্ধির টীকাকার (১৯ পৃ.)তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন :—"আদিকপ্পে নিযুত্তা আ দি ক প্পি কা নরা চ ব্রহ্মাণো চ, অসুত্থতং আলাপং যেহি তে অ সু ত্থ তা লা পা নাম, মনুস্সবচনালাভত্তা দেসভাসাদিরহিতায় অত্তনো ধম্মতায় ভাসমানা সা ভা সা, স ম্বু দ্ধা চা-তি সব্বঞ্ঞূ বুদ্ধা ধম্মং দেসেন্তো যায় অবিপরিবত্তনসভাবায় সাৎকানং নিরুত্তিপটিসম্ভিদোপকারায় ভাসন্তি, সা মা গ ধী নাম মূ ল ভা সা সব্বভাসানম্পি সত্তানং একভাসা যেব অত্থাববোধনতো, সকতদেসভাসাদীহি বুদ্ধা ধম্মং ন দেসেন্তি নিরত্থকভাবতো অতিপসঙ্গতো চা-তি বেদিতব্বম্।"

৩। মহারূপসিদ্ধিকার লিখিয়াছেন—"মাগধিকায় স ভা ব নি রু ত্তি য়া"—(২৭৭পৃ.)।

৪। পূর্ব্বোল্লিখিত মহারূপসিদ্ধিটীকা দ্রষ্টব্য।

৫। "Even Buddhaghosa (reminding one of Herodotu's story) says that a child brought up without hearing the human voice would instinctively speak Māgadhī (Alw. I. cvii)"—Childers, Dic-

বুদ্ধদেব যে মা গ ধী ভাষাতেই নিজের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বুদ্ধঘোষের মতে বিনয়পিটকেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে এক স্থলে উক্ত হইয়াছে,[৬] য মে ল—উ তে কু ল[৭] নামে দুই ব্রাহ্মণভ্রাতা ভিক্ষু হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক দিন বুদ্ধদেবের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, "ভগবন্, সম্প্রতি ভিন্ন-ভিন্ন নাম-গোত্র ও জাতি-কুলের প্রব্রজিতগণ নিজের ভাষায় বুদ্ধবচনকে দূষিত করিতেছে। আমরা তাহা ছ ন্দে (=বেদভাষায়=সংস্কৃতে)[৮] আরোপিত করিতে চাহি।" বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, বুদ্ধবচনকে ছন্দে আরোপিত করিতে হইবে না, যে করিবে তাহার দু ষ্ক ত নামক অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুকগণ, বুদ্ধ-বচনকে নিজের ভাষাতেই ("স কা য় নি রু ত্তি য়া") গ্রহণ করিবার জন্ম আমি এই অনুজ্ঞা করিতেছি।" "নিজের ভাষা" অর্থে বুদ্ধঘোষ এখানে মাগধী ভাষা বলিয়াছেন।[৯]

বুদ্ধঘোষের মতে বুদ্ধদেব পালি বা মাগধীভাষাতেই ধর্ম্ম প্রচার করেন

---

tionary of the Pali Panguage, p. xiii. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পালিব্যাকরণ, p. xxx.

৬। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, ৩.৩৩; Vinaya Texts, Part III, pp. 149-150; Pat XLII.

৭। মূল "যমেলুতেকুলা;" কেহ সন্ধিবিচ্ছেদ করেন য মে লু—তে কু ল।

৮। See Rhys Davids' note, Vinya Texts, Part. III. p. 150.

৯। উল্লিখিত অংশের মূল যথা—"যমেলুতেকুলা নাম ভিক্খু হোন্তি ভাতুকা...এতরহি ভন্তে ভিক্খূ নানানামা নানাগোত্তা নানাজচ্চা নানাকুলা পব্বজিতা, তে সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং দূসেন্তি, হন্দ মযং ভন্তে বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেমি (বুদ্ধঘোষ—"বেদং বিয় সক্কতভাসায় বাচানমগ্গং আরোপেম") ।...ন ভিক্খবে বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেতব্বং, যো আরোপেয্য আপত্তি দুক্কটস্সা-তি। অনুজানামি ভিক্খবে, সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং

কিন্তু এখানে পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধদেবের "স কা য় নি রু ত্তি য়া" শব্দে পূর্ব্বোক্ত নানাজাতীয় প্রব্রজিতগণের স্ব-স্ব ভাষার কথাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছেন, সকলেই তাহা নিজ নিজ ভাষাতেই গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাই এ স্থানে তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

পালি কৃত্রিম ভাষা নহে

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পালিকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষা (artificial language) বলিয়া মনে করিয়াছেন দেখিতে পাই, কিন্তু ইহা যে একবারে অসঙ্গত, তাহা আর এখানে বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্যমাত্র, পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

পালি ও বৌদ্ধমাগধী পৃথক্ নহে

কেহ কেহ মনে করেন যে, পালি ও বৌদ্ধমাগধী পরস্পর ভিন্ন, এবং এই মত সমর্থন করিবার জন্য একই অর্থে পালি ও মাগধীর বিভিন্ন বিভিন্ন কয়েকটী শব্দ দেখাইয়া থাকেন; যথা, সংস্কৃত শশ, পালিতে সস, কিন্তু মাগধীতে মো, ইত্যাদি। ইহারা যে গল্পের প্রামাণ্যে (Vidyabhusana's Pali Grammar, pp. xxxi-xxxii) এই মত প্রচার করেন, তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকবর্গ একবার পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ গল্পের মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তবে তাহা গ্রহণ করিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যে, পালি ও মাগধীর পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন যে শব্দগুলি পরস্পর উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মা গ ধী র দে শী প্রা কৃ ত শব্দ হইতে পারে।

পূর্ব্বে আমরা বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর স্থান ও কাল-সম্বন্ধে

পরিয়াপুণিতুং।" বুদ্ধঘোষ—"সকায় নিরুত্তিয়াতি এথ সকা নিরুত্তি নাম সম্মাসম্বুদ্ধেন -বুত্তপ্পকারো মাগধিকো বোহারো।"

প্রশ্ন তুলিয়াছি। ঐ প্রশ্ন পাঠকবর্গের নিকটে ঐরূপেই থাকিল। বিষয়টি এত গুরুতর যে, সম্প্রতি আমি তৎসম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহা প্রকাশযোগ্য নহে। সময়ান্তরে ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করি-বেন কি?

পালির স্থান-কাল-সম্বন্ধে প্রশ্ন

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গভাষার ন্যায় পালিভাষাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে দেখিতে দেখিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এবং ক্রমে ক্রমে ঐ ভাষায় বিপুল গ্রন্থরাশি রচিত হইতে আরব্ধ হয়। আবার যখন কালের প্রভাবে অন্যান্য ভাষার ন্যায় পালিভাষাও শনৈঃ শনৈঃ পুস্তকের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িল, তখন তাহার সুগমতার জন্য বিবিধ ব্যাকরণগ্রন্থও রচিত হইতে লাগিল।

পালি ভাষার অভ্যুদয়

পালির ব্যাকরণ সংখ্যা অল্প নহে। এ সম্বন্ধে পালিভাষা সংস্কৃতের অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিবার সাহস করিতে পারে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পালি ব্যাকরণের অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

পালিব্যাকরণ ও তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পালিভাষায় তিনখানি ব্যাকরণ প্রধান; যথা, কচ্চায়ন, মোগ্গল্লায়ন, ও সদ্দনীতি। কচ্চায়ন অবলম্বন করিয়া রূপসিদ্ধি, মহানিরুত্তি, চুল্লনিরুত্তি, নিরুত্তিপিটক ও বালাবতার প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। এই-রূপ মোগ্গল্লায়ন অবলম্বনে পয়োগসিদ্ধি, মোগ্গল্লান বুত্তি, সুসদ্দসিদ্ধি, ও পদসাধনী-প্রভৃতি, এবং সদ্দনীতি-অবলম্বনে এক চুলসদ্দনীতি লিখিত হইয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে কচ্চায়নই প্রাচীনতম। কিন্তু কচ্চায়ন সর্ব্বপ্রাচীন হইলেও তাহা অপেক্ষা রূপসিদ্ধি, মোগ্গল্লায়নবুত্তি,

পদসাধনী ও পয়োগসিদ্ধি অধিকতর উপযোগী। সদ্দনীতি আবার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গ্রন্থ অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ।

কচ্চায়ন ব্যাকরণই সর্ব্বপ্রাচীন

সুত্তনিদ্দেশ, কচ্চায়নবণ্ণনা ও অন্ধুত্তর টীকা প্রভৃতিতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের সামসময়িক কচ্চায়নথের কচ্চায়ন ব্যাকরণ রচনা করেন।[১১]

আবার কোন একখানি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, কচ্চায়ন যোগ (অর্থাৎ সূত্র), সঙ্ঘনন্দী বৃত্তি, ব্রহ্মদত্ত প্রয়োগ (উদাহরণ), ও বিমলবুদ্ধি ন্যাস (বিস্তৃত ব্যাখ্যা) রচনা করিয়াছেন।[১২]

কিন্তু কচ্চায়নভেদটীকাকার লিখিয়াছেন যে, সূত্র-বৃত্তি ও উদাহরণ-যুক্ত কচ্চায়ন-নামক গ্রন্থ কচ্চায়নই রচনা করিয়াছেন।

কচ্চায়ন ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রবাদ

পাণিনিব্যাকরণসম্বন্ধে যেমন প্রবাদ আছে যে, মহাদেবের চতুর্দ্দশ বার ঢক্কাশব্দের অনুসরণেই "অইউণ্" ইত্যাদি চতুর্দ্দশ সূত্র প্রণীত হয়, এবং তাহা হইতেই অষ্টাধ্যায়ী রচিত হইয়াছে; কচ্চায়নসম্বন্ধেও সেইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কচ্চায়নভেদটীকায় উক্ত হইয়াছে যে, কোন এক বৌদ্ধ প্রব্রজিত ভগবানের নিকট কর্ম্মস্থান (ধ্যানবিশেষ) গ্রহণপূর্ব্বক অ নো ত ত্তা হ্রদের তীরে শালতরুমূলে উপবিষ্ট হইয়া উ দ য় ব্য য় (উৎপত্তি-বিনাশ) সম্বন্ধে ধ্যান করিতেছিলেন। তিনি ঐ হ্রদের উ দ কে (জলে) একটি ব ক বিচরণ করিতেছে দেখিয়া উ দ য় ব্য য় শব্দের পরিবর্ত্তে উ দ ক ব ক শব্দ উচ্চারণ করিয়া

১১। "কচ্চায়নত্থেরো পুব্বপত্থনাবসেন কচ্চায়নপ্পকরণং মহানিরুত্তিপ্পকরণং নেত্তিপ্পকরণঞ্চাতি পকরণত্তয়ং সঙ্ঘমজ্ঝে পকাসেসি"—অঙ্গুত্তরটীকা।

১২। "কচ্চায়নকতো যোগো বুত্তি চ সঙ্ঘনন্দিনা।
পয়োগো ব্রহ্মদত্তেন ন্যাসো বিমলবুদ্ধিনা॥"

ধ্যান করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে "অত্থো অক্খরসঞ্ঞাতো," অর্থাৎ অক্ষরেরই দ্বারা অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। কচ্চায়ন থেরও ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঐ বাক্যকেই প্রথমসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাকরণ রচনা করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সূত্রটিও কাত্যায়নেরই রচিত।[১৩]

ঐতিহাসিকগণ বলেন কচ্চায়ন-ব্যাকরণে উদাহরণের মধ্যে উ প গু প্ত ও দে বা নং পি য় তি স্ স এই দুইটি নাম পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া কচ্চায়নকে বুদ্ধদেবের সামসময়িক বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ আবার কথাসরিৎসাগরের প্রমাণ্যে কত্যায়ন ও বররুচিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

কাচ্চায়নব্যাকরণের রচয়িতা যিনিই হউন, বা যে কোন সময়েই তাঁহার উৎপত্তি হউক, তাহা যে প্রচলিত ব্যাকরণসমূহের মধ্যে প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পালিব্যাকরণসমূহের পদ্ধতি

পালিব্যাকরণসমূহ সমস্তই সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। কচ্চায়ন্-ব্যাকরণের অনেক সূত্র কাতন্ত্রব্যাকরণের সূত্রের সহিত অক্ষরানুপূর্ব্বীতেও একরূপ।[১৪] আবার পাণিনি হইতে অনেক সূত্র গৃহীত হইয়াছে

১৩। "একো বুদ্ধপব্বজিতো ভগবতো সন্তিকে কম্মট্ঠানং গহেত্বা অনোতত্তত্তারে সাল-রুক্খমূলে নিসিন্নো উদয়ব্বয়কম্মট্ঠানং করোতি। সো উ দ কে চরন্তং ব কং দিস্বা উ দ ক ব ক ন্তি কম্মট্ঠানং করোতি। ভগবা তং বিতথভাবং দিস্বা বুদ্ধপব্বজিতং পক্কোসাপেত্বা অত্থো অক্খরসঞ্ঞাতো-তি বাক্যমাহ। কচ্চায়নথেরেনাপি ভগবতো অধিপ্পায়ং জানেত্বা অত্থো অক্খরসঞ্ঞাতো-তি বাক্যং পুব্বে ঠপেত্বা ইদং পকরণং কতন্তি। কচ্চায়নেন কতসুত্তন্তিপি বদন্তি।"

১৪। See Subhuti's Introduction to his Nāmsmalā, pp. V-VIII.

বলিয়াও বোধ হয়। কেহ বলিয়াছেন যে, কচ্চায়ন ও কাতন্ত্র উভয়ই ঐন্দ্র ব্যাকরণ হইতে সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কচ্চায়ন-ব্যাকরণের অনেক টীকা ও অনুটীকা আছে।

মোগ্‌গল্লান ও চান্দ্র ব্যাকরণ

মোগ্‌গল্লানব্যাকরণ ও চান্দ্রব্যাকরণের সুবহু সূত্র একই; মোগ্‌গল্লানে কেবল পালির নিয়মানুসারে শব্দাদির যাহা পরিবর্ত্তন সম্ভব, তদ্ভিন্ন ঐ সকল সূত্রে আর কোন ভেদ নাই। এ সম্বন্ধে Prof. A. Otto Franke উভয় ব্যাকরণের সমান সূত্রগুলি পাশা-পাশি উদ্ধৃত করিয়া ও তদ্বিষয়ক পাণিনিসূত্রেরও উল্লেখ করিয়া বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।[১৫]

পালিব্যাকরণাবলী

সুভূতি স্বকীয় নামমালার ভূমিকায় সিংহলে প্রচলিত অনেকগুলি পালিব্যাকরণসম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম ও পরিচয় দিয়াছেন।[১৬]

পালিব্যাকরণ মহারূপসিদ্ধির উপাদেয়তা

যাঁহারা মূল পালি ব্যাকরণ দেখিয়া পালি শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে রূপসিদ্ধি অর্থাৎ মহারূপসিদ্ধি বিশেষ উপযোগী। ইহা অতিবৃহৎ নহে, এবং ক্ষুদ্রও নহে, সমস্ত বিষয়ই ইহাতে উপযুক্ত মত আলোচিত হইয়াছে। কচ্চায়ন বা কচ্চায়নবৃত্তি অপেক্ষা মহারূ সিদ্ধি

১৫। See Journal of the Pali Text Society. 19c2-1903. pp. 70-95

১৬। ১ কচ্চায়ন, ২ ন্যাস, ৩ নিরুত্তিসারমঞ্জুসা, ৪ ন্যাসপ্পদীপ, ৫ সুত্তনিদ্দেশ, ৬ কচ্চায়নবণ্ণনা, ৭ রূপসিদ্ধি, ৮ বালাবতার, ৯ চুলনিরুত্তি, ১০ অভিনবচুলনিরুত্তি, ১১ মোগ্‌গল্লান সবুত্তি, ১২ মোগ্‌গল্লায়নপঞ্চিকা, ১৩ পঞ্চিকাপদীপ, ১৪ পদসাধন, ১৫ পদসাধনটীকা, ১৬ পয়োগসিদ্ধি, ১৭ সদ্দনীতি, ১৮ সম্বন্ধচিন্তা, ১৯ সদ্দসারত্থজালিনী, ২০ সদ্দসারত্থজালিনী টীকা, ২১ কচ্চায়নভেদ, ২২ কচ্চায়নভেদটীকা, ২৩ সারত্থবিকাসিনী ২৪ সদ্দত্থভেদচিন্তা, ২৫ কারিকা, ২৬ বিভত্যত্থ, ২৭ বাচকোপদেস, ২৮ গন্ধাভরণ ২৯ গন্ধাভরণ টীকা, ৩০ নিরুত্তিসংগহ, ৩১ কচ্চায়নসার, ৩২ কচ্চায়নসার-অভিনবটীকা

সর্ব্ব বিষয়েই ভাল। সিংহলে বালাবতার সাধারণত পঠিত হইয়া থাকে; ইহা অতিক্ষুদ্র বলিয়া পাঠার্থীরা সাধারণ জ্ঞানের জন্য ইহা বেশ মুখস্থ করিতে পারে। মহারূপসিদ্ধি ও বালাবতার উভয়ই কচ্চায়নের সূত্র লইয়া রচিত। ইহা ভিন্ন সদ্দনীতি প্রভৃতিও বেশ উপাদেয়।

পালিসাহিত্যসম্বন্ধে অনেক কথা আলোচ্য থাকিলেও স্থান সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠায় অতিসংক্ষেপেই নবীন পাঠকগণের নিকট কেবল তাহার প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

বুদ্ধবচন

ত্রিপিটক

প্রাচীন সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রকে এক কথায় বু দ্ধ ব চ ন বলা হইয়া থাকে। এই বু দ্ধ ব চ ন তিন অংশে বিভক্ত, বি ন য় পি ট ক, সূ ত্র (অথবা সূ ত্রা ন্ত) পি ট ক, ও অ ভি ধ র্ম্ম পি ট ক। এই পিটক-ত্রয় ত্রি পি ট ক নামে প্রসিদ্ধ। পি ট ক শব্দের অর্থ বাঙ্লার প্যাটরা বা বাক্স। এক একটি পিটকের মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থ অন্তর্ভূত আছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বিনয়পিটকের অন্তর্গত:—

বিনয়পিটক

১ পারাজিক কণ্ড,
২ পাচিত্তিয় কণ্ড,
৩ মহাবগ্‌গ কণ্ড,

---

৩৩ কচ্চায়নসার-পুরাণটীকা, ৩৪ বিভত্যাথদীপনী, ৩৫ সংবন্ধনানয়দীপনী, ৩৬ বাচ্চবাচক, ৩৭ বাচ্চবাচকটীকা, ৩৮ সদ্দবুত্তি, ৩৯ সদ্দবুত্তিটীকা, ৪০ বালপ্পবোধন, ৪১ বালপ্পবোধন-টীকা, ৪২ সদ্দবিন্দু, ৪৩ সদ্দবিন্দুটীকা, ৪৪ কারকপুপ্‌ফমঞ্জরী, ৪৫ সুধীরমুখমণ্ডন, ইত্যাদি।

৪ চুলবগ্‌গ কণ্ড, ও
৫ পরিবার কণ্ড।[১]

নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলির সুত্রপিটকেরঅন্তর্গত :—

সুত্রপিটক
১ দীঘনিকায়,
২ মজ্ঝিমনিকায়,
৩ সংযুত্তনিকায়,
৪ অঙ্গুত্তরনিকার, ও
৫ খুদ্দকনিকায়।

খুদ্দকনিকায়ে এই সকল গ্রন্থ অন্তর্নিবিষ্ট :—(ক) খুদ্দকপাঠ, (খ) ধম্মপদ, (গ) উদান, (ঘ) ইতিবুত্তক, (ঙ) সুত্তনিপাত, (চ) বিমানবত্থু, (ছ) পেতবত্থু, (জ) থেরগাথা, (ঝ) থেরীগাথা, (ঞ) জাতক, (ট) নিদ্দেশ, (ঠ) পটিসম্ভিদা, (ড) অপদান, (ঢ) বুদ্ধবংস, ও (ণ) চরিয়াপিটক।[২]

নিম্ন লিখিত গ্রহগুলি অভিধর্ম্ম পিটকের অন্তর্গত :—

অভিধর্ম্মপিটক
১ ধম্মসঙ্গণি,
২ বিভঙ্গ,
৩ ধাতুকথা,
৪ পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি,
৫ কথাবত্থু,
৬ যমক, ও
৭ পট্‌ঠান বা মহাপকরণ।

১। গন্ধবংসে (৫৫ পৃ.) এইরূপই উক্ত হইয়াছে। অত্থসালিনীতে (১৮ পৃ.) উক্ত হইয়াছে—১ উভয় (অর্থাৎ ভিক্‌খু ও ভিক্‌খুনী) পাতিমোক্‌খ, ২ দুই বিভঙ্গ (পারাজিক ও পাচিত্তিয়), ৩ দ্বাবিংশতি খন্ধক, ও ৪ ষোড়শ পরিবার, ইহাদের নাম বিনয়পিটক।

২। গন্ধবংসে (৫৭ পৃ.) নিকায়ভেদে সমস্ত বুদ্ধবচনকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটককেও খুদ্দকনিকায়ের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

বিনয়পিটককে আ্যা ণা দে স না (আজ্ঞাদেশনা) বলা হইয় থাকে,

আজ্ঞাদেশনা

কেননা, ইহাতে আজ্ঞা প্রদান করিবার যোগ্য ভগবান্ বহুলভাবে আজ্ঞা করিয়া বিনয় উপদেশ করিয়াছেন।

ব্যবহারদেশনা

সূত্রপিটককে বো হা র দে স না (ব্যবহারদেশনা) বলা হয়, কেননা ব্যবহারকুশল ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহারবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পরমার্থদেশনা

এইরূপ অভিধর্ম্মপিটকে পরমার্থকুশল ভগবান্ বহুলভাবে পরমার্থের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাহা প র ম ত্থ দে স না (পরমার্থদেশনা) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।[৩]

ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত প্রধান প্রতিপাদ্য

বিনয়পিটকে প্রধানভাবে শীলবিষয়ক শিক্ষা, সূত্রপিটকে প্রধান-ভাবে চিত্ত-(অর্থাৎ ধ্যানসমাধি-) বিষয়ক শিক্ষা, এবং অভিধর্ম্মপিটকে প্রধান ভাবে প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে।[৪]

ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা

এই পিটকত্রয়ের অনেক টীকা বা ভাষ্য আছে। এইগুলি বৌদ্ধ-সাহিত্যে অ ত্থ ক থা (অর্থকথা) নামে প্রসিদ্ধ।

বুদ্ধঘোষ ও অর্থকথা

অর্থকথার রচয়িতৃগণের মধ্যে বুদ্ধঘোষই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অর্থকথাসমূহ অতি-উপাদেয়

৩। "এত্থ হি বিনয়পিটকং আণারহেণ ভগবতা আণাবাহুল্লতো দেসিতত্তা আণাদেসনা, সুত্তপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহারবাহুল্লতো দেসিতত্তা বোহারদেসনা, অভিধম্ম-পিটকং পরমত্থকুসলেন ভগবতা পরমত্থবাহুল্লতো দেসিতত্তা পরমত্থদেশনাতি বুচ্চতি।" অ. সা. ২১।

৪। "বিনয়পিটকে বিসেসেন অসীধিলসিক্খা বুত্তা, সুত্তপিটকে অধিচিত্তসিক্খা অভিধম্মপিটকে অধিপঞ্ঞাসিক্খা—" অ. সা. ২১।

ও প্রামাণিক। তিনি দীঘনিকায়ের সু ম ঙ্গ ল বি লা সি নী, মজ্ঝিমনিকায়ের প প ঞ্চ সূ দ নী, সংযুত্তনিকায়ের সা র ত্থ প কা স নী,[৫] অঙ্গুত্তরনিকায়ের ম নো র থ পূ র ণী, বিনয়পিটকের স ম ন্ত পা সা দি কা, পাতিমোক্খের ক ঙ্খা বি ত র ণী, অভিধম্মপিটকের প র ম ত্থ ক থা, ধম্মসঙ্গণির অ ত্থ সা লি নী, এবং ধম্মপদ, জাতক, ও অপদানের অন্যান্য অর্থকথা রচনা করিয়াছেন।[৬] ইহা ভিন্ন বুদ্ধঘোষ বি সু দ্ধি ম গ্গ (বিশুদ্ধিমার্গ) নামে এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; ত্রিপিটকের পরেই এই গ্রন্থখানির নাম করিতে পারা যায়।

ত্রিপিটকের অর্থকতা-সমূহের নাম

বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমার্গ

পালিগ্রন্থের বিবরণ মূলপালি হইতে জানিতে হইলে অত্থসালিনী, সুমঙ্গলবিলাসিনী, ও সমন্তপাসাদিকা-প্রভৃতি বুদ্ধঘোষের অর্থকথার ভূমিকা, এবং সাসনবংস ও গন্ধবংস (গ্রন্থবংশ) বিশেষভাবে আলোচ্য।[১]

৫। গন্ধবংসে ধম্মসঙ্গণির অর্থকথা অত্থসালিনীর নাম ধরা হয় নাই।

৬। ইংরাজীপাঠকেরা ত্রিপিটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে হইলে George L. Hurt's Sacred Literature (The Temple Primers) pp. 46—92 দেখিতে পারেন।

পালিপ্রকাশ

সাধারণ কল্প

১। পালিতে স্বরের মধ্যে ঋ, ৯, ঐ, ঔ, এই চারিটি বর্ণের প্রয়োগ নাই; অতএব পালিতে স্বরবর্ণ আটটি; যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও। *

২। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঋকার প্রযুক্ত হয়, পালিতে তাহাদের ঐ ঋকার স্থানে সাধারণত স্থান-বিশেষে অকার, ইকার, বা উকার দেখা যায়। যথা—

ऋ = अ †

कृतं	कतं	ऋच्छ:	अच्छो
गृहं	गहं ‡	भृत्य:	भच्चो
घृतं	घतं	नृत्यं	नच्चं
कृष्ण:	कण्हो	वृषल:	वसलो

---

* প্রাকৃতেও এইরূপ, প্রা. প্র., ১. ৩৩, ভামহ-বৃত্তি।

† "ऋतोऽत्," प्रा. प्र. १.२७

‡ পালিত গৃহে-শব্দ স্থানে घरं ও হয়।

मृष्टः	मट्ठो	मृत्युः	मच्चु
मृष्टः	मट्ठो	गृह्णाति	गण्हाति
व्रतं	वतं	विजृम्भते	विजम्भति
	वृद्धिः	वड्ढि (वद्धि)	

ऋ = इ *

ऋणं	इणं	कृत्यं	किच्चं
ऋषिः	इसि	√दृष्टं	दिट्ठं
तृणं	तिणं	कृतकं	कितकं
तृप्तिः	तित्ति	शृङ्गं	सिङ्गं
√भृङ्गारः	भिङ्गारो	यदृच्छा	यदिच्छा
	मृगः	मिगो (मगो)	

ऋ = उ †

ऋतुः	उतु	पृष्टः	पुट्ठो
ऋजुः	उजु	√वृद्धः	वुड्ढो
ऋषभः	उसभो	वृष्टिः	वुट्ठि
√वृत्तान्तः	वुत्तन्तो	कृत्रिमं	कुत्तिमं ‡

৩। ৯ কারের প্রয়োগ সংস্কৃতেও অতি বিরল; কৢপ্ ধাতুর প্রয়োগে ৯ দেখা যায়। 'কল্পতে' প্রভৃতি

---

* "इदृ ऋष्यादिषु" प्रा. प्र. १, २८।

† "उदृ ऋत्वादिषु," प्रा. प्र. १.२९।

‡ এতদ্ভিন্ন পালিতে আরও কয়েকটী বিলক্ষণ প্রয়োগ দেখিতে

দ এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কল্পতে' প্রভৃতির 'ল্প' পালিতে 'প্প' হয়; ইহার নিয়ম পরে বলা হইবে (১,§৩৬)।

৪। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঐকার আছে, পালিতে তাহাদের সেই ঐকার স্থানে প্রায়ই একার, * কখন কখন ইকার, এবং ক্বচিৎ ঈকার হয়। যথা—

ऐ=ए

ऐरावण:	**एरावणो**	**ऐतिह्य**	**एतियह्य**
ऐकागारिक:	**एकागारिको**	**वैमानिक:**	**वेमानिको**

পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত শব্দ কয়েকটি ভিন্ন তজ্জাতীয় অপর শব্দ সচরাচর দেখা যায় না—

ऋ=इरि

ऋत्विज् (क्) इरित्विजो

ऋ=ए

बृहत्फल: वेहप्फलो

ऋ=रि

ऋते रते

(প্রাকৃতে অসংযুক্ত ঋ-স্থানে সামান্যত 'রি' বিহিত হইয়াছে, যথা—ऋणं=रिणं ইত্যাদি; "असंयुक्तस्य रि:" প্রা. প্র. ১.৩)

ऋ=रु

बृंहयति ब्रूहेति

ऋक् শব্দ স্থানে পালিতে रुक्ख হয়।

* "ऐत एत्," প্রা. প্র. ১.৩৫।

वैयाकरण:	वेय्याकरणो	✓नैगम:	नेगमो
नैयायिक:	नेय्यायिको	✓कैवर्त्त:	केवट्टो
	तैलं	तेलं	

ऐ = इ *

चैत्र:	चित्तो	सैन्धव:	सिन्धवो
पैत्तिकं	पित्तिकं	ऐश्वर्यं	इस्सरियं,
			(इस्सेरं) †

ऐ = ई ‡

ग्रैवेयं गीवेय्यं

৫। সংস্কৃত শব্দের ঔকার স্থানে পালিতে প্রায়ই ওকার, এবং কখন কখন উকার হয়। যথা—

औ = ओ §

औपम्यं	ओपम्मं
औरभ्रिक:	ओरब्भिको
औदरिक:	ओदरिको

---

* तुल:—प्रा. प्र. १. ३६—३८।

† तुल:—अच्छेरं, आश्चर्यं = अच्छरियं = अच्छयिरं = अच्छेरं; এইরূপ ऐश्वर्यं = इस्सरियं = इस्सयिरं = इस्सेरं; मात्सर्यं = मच्छरियं = मच्छयिरं = मच्छेरं।

‡ तुल:—प्रा. प्र. १. ३८।

§ "औत ओत्" प्रा. प्र. १. ४१।

औदुम्बरं	ओदुम्बरं
सौगन्धिकं	सोगन्धिकं
दौवारिकः	दोवारिको
पौरः	पोरो
मौद्गलायनः	मोग्गलायनो, (मोग्गलानो)

औ=उ *

औत्सुक्यं	उस्सुक्कं
औद्रं	खुद्दं
मौञ्जायनः	मुञ्जायनो, (मुञ्जानो)
मौक्तिकं	मुत्तिकं
सौक्तिकं	सुत्तिकं
औद्धत्यं	उद्धच्चं
औद्देशिकः	उद्देसिको
औद्देहिकं	उद्देहिकं †

* তুল:—প্রা. প্র. ১.৪২,৪৪ ; এই সূত্রদ্বয়-অনুসারে প্রাকৃতে স্থল-বিশেষে ঔ-স্থানে 'অউ' ও 'উ' হয়।

আবার কখন কখন ঔ-স্থানে অকার ও আকারও দেখা যায়। যথা—

औ=अ

(ই) सौम्य सम्म

সংস্কৃতে सोम्य শব্দও আছে।

औ=आ

गौरवं	गारवं

প্রাকৃতেও এইরূপ ; "আচ্চ गौरवे" প্রা. প্র. ১.৪৩।

৬। পালিতে শকার ও ষকারের মোটে প্রয়োগ নাই ; তাহাদের স্থানে সকার প্রযুক্ত হয়, যথা—

श = स, ष = स *

श्रमणः	समणो
शिष्यः	सिस्सो

৭। পালিতে পদের অন্তে হসন্ত বর্ণের প্রয়োগ হয় না। সংস্কৃতে যে সকল শব্দের শেষে হসন্ত বর্ণ আছে, পালিতে তাহাদের ঐ হসন্ত বর্ণের লোপ হয়। † যথা—

गुणवान्	गुणवा	कश्चित्	कोचि
द्युतिमान्	जुतिमा	समन्तात्	समन्ता
धनवान्	धनवा	पश्चात्	पच्छा
स्मृतिमान्	सतिमा	ईषत्	ईसं
ह्यरित्	ह्यरि	यावत्	याव
विद्युत्	विज्जु	तावत्	ताव
	पुनर्	पुन	

পালিতে নাহেন্ শব্দ প্রায়ই পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল (জাতক, ১খ, ৩৬১ পৃঃ)।

* প্রাকৃতেও এই প্রকার ; शषोः सः, प्रा. प्र. २.४३। মাগধী প্রাকৃতে স ও ষ স্থানে শকার হয় ; "षसोः शः, प्रा. प्र. ११'३। মৃচ্ছকটিকে শকারের ভাষা মাগধী প্রাকৃত।

† "अन्त्यस्य हलः", प्रा. प्र. ४. ४६।

৮। সংস্কৃতে পদের অন্তে হসন্ত ম (ম্) বা, অনুস্বার (ং) উভয়ই থাকিতে পারে, কিন্তু পালিতে নিত্য অনুস্বারই হয়। যথা—'चित्तम्' পালিতে সর্ব্বদা 'चित्तं' হইবে 'चित्तम्' হইবে না। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এই নিয়ম বৈকল্পিক (সন্ধিকল্প দ্রষ্টব্য)। *

৯। পালিতে বিসর্গের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতের অকারান্ত পদের অন্তস্থিত বিসর্গ স্থানে পালিতে ওকার, ও অন্যত্র তাহার লোপ হয়। যথা—

देव:	देवो	मन:	मनो
धर्म्म:	धम्मो	भिक्षु:	भिक्खु
क:	को	अग्नि:	अग्गि
स:	सो	रात्रि:	रत्ति
एष:	एसो	धेनु:	धेनु

১০। পদের মধ্যস্থিত বিসর্গ সম্বন্ধে নিয়ম এই :—†

(ক) বিসর্গের পর শ, ষ, বা স থাকিলে, বিসর্গ স্থানে স হয়। যথা—

दु:सह:	दुस्सहो
नि:सरति	निस्सरति

* প্রাকৃতেও এই নিয়ম; "मो बिन्दु:, "अचि मश्च," প্রা. প্র. ৪.১২-১৩।

† অন্যান্য কতকগুলি বর্ণের পূর্ব্বস্থিত বিসর্গ বর্ণান্তরে পরিণত হয়, অতএব তাহার নিয়ম তত্তৎ স্থানে বলা হইবে।

निःशोकः निस्सोको

दुःशीलः दुस्सीलो

(খ) বিসর্গের পর কোন বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে বিসর্গের লোপ হয়, এবং সেই স্থানে ঐ বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

पुनःपुनर् पुनप्पुन

दुःखं दुक्खं

(গ) সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। যথা—

वयःस्थः वयट्ठो

दुःस्थः दुट्ठो

১১। সংস্কৃতের সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর পালিতে প্রায়ই * হ্রস্ব হয়। যথা—

दीर्घस्वर = ह्रस्वस्वर

तार्किकः	तक्किको	उत्तीर्णः	उत्तिण्णो
माक्षिकः	मक्खिको	वात्स्यायनः	वच्छायनो, (वच्छानो)
मार्दवं	मद्दवं	पराक्रमः	परक्कमो

---

* নিম্নলিখিত স্থলে হয় নাই—

दान्तं	दान्तं	आर्जवं	आज्जवं
माध्यं	माध्यं	भाष्यं	भाष्यं

तीर्थं	तित्थं	धार्मिकः	धम्मिको
प्रक्रान्तः	पक्कन्तो	मार्जारः	मज्जारो
धान्यं	धञ्ञं	जीर्णः	जिण्णो
शून्यं	सुञ्ञं	दीव्यति	दिब्बति
	काय्यं	कय्यं	

সমাস-স্থলে এই নিয়মানুসারে কখন কখন কার্য্য হয় না। যথা—

तथाक्रमः	तथाक्कमो
वेदनास्कन्धः	वेदनाक्खन्धो
संज्ञास्कन्धः	सञ्ञाक्खन्धो

উপসর্গের সহিত ধাতুর যোগে অতিবিরল স্থলে ঐ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। যথা—

आस्फोटयति	आप्फोटेति
आस्तरति	आत्थरति
आच्छादयति	आच्छादेति
आख्यातः	आक्खातो

কখন কখন ছন্দোরক্ষার জন্য দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়। যথা—

"यिट्ठं व (वा) हुतं व (वा) लोके ;"

"यदि व (वा) सावके ;"

"भोवादि (दी) नामको होति ;"

"यथाभावि (वी) गुणेन सो।"

मह्वारूपसिद्धि, १६ पृः।

"संयोगपूर्वो ह्रस्वः," "दीर्घादिसु वा,"—प्रा. प्र. (Appendix A)३,४।

১২।· পালিতে রেফের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতে
শব্দের কোন অবয়বে রেফ থাকিলে, পালিতে—

(ক) ঐ রেফের লোপ হয় ;

(খ) যে বর্ণে রেফ থাকে, প্রায়ই তাহার দ্বিত্ব
হয় ; *

(গ) দ্বিত্ব হইলে সন্ধির নিয়মানুসারে সন্ধি হয়; † ও

(ঘ) অন্তস্থ ব স্থানে বর্গীয় ৰ হয়। যথা—

कर्म	कम्मं	निर्जल:	निज्जलो
सर्व:	सब्बो	मार्जार:	मज्जारो
वर्त्तमान:	वत्तमानो	निर्वाणं	निब्बानं
अर्क	अक्को	गर्भ:	गब्भो
विचर्चिका	विचच्चिका	अर्थ:	अत्थो ‡
वर्षणं	वस्सनं	तीर्थं	तित्थं
निर्लज्ज:	निल्लज्जो	निर्यातनं	निय्यातनं §

---

* সংস্কৃত শব্দটি পূর্ব্বেই দ্বিত্ববিশিষ্ট হইয়া থাকিলে আর দ্বি
হয় না।

† বর্গের চতুর্থ বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত চতুর্থ বর্ণস্থানে ঐ বর্গে
তৃতীয় বর্ণ, এবং দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে
ঐ বর্গের প্রথম বর্ণ হইবে।

‡ अट्टो ও अट्ठो পদও হয়।

§ ১.§১৯ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

নির্জন:	নিজ্জনো	নির্ঝর:	নিজ্ঝরো
বর্গ:	বগ্গো	নির্নাদ:	নিন্নাদো
নির্ঘোষো	নিগ্ঘোসো	জীর্ণ:	জিণ্ণো *

১৩। রেফ যদি হকারে থাকে, তবে ঐ রেফ স্থানে প্রায়ই র (অকারান্ত), এবং ক্বচিৎ রি হয়। † যথা—

নর্হি	নরহি	মহার্হ:	মহারহো
এতর্হি	এতরহি	গর্হণং	গরহণং

* প্রাকৃতেও এই নিয়ম, প্রা. প্র. ৩. ২।

নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায় :—

শর্করা = সক্খরা, এখানে র্ক = ক্খ হইয়াছে। গর্দভ: = গদ্রভো, এখানে রেফ রফলায় পরিণত। পরামর্শ: = পরামাসো, এখানে রেফ লোপ হইলেও সকারের দ্বিত্ব হয় নাই; কিন্তু সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মকারে যে গুরুস্বর ছিল, আকার প্রদান করিয়া তাহা রক্ষিত হইয়াছে; এরূপ বহু প্রয়োগ আছে, যথা—কর্ত্তব্যং = কাতব্বং, এখানেও রেফ লোপ করিয়া ও আকার প্রদান করিয়া ককার-স্থিত গুরুস্বরকে রক্ষা করা হইয়াছে। এইরূপ, আবিষ্কর্ত্তব্যং = আবীকাতব্বং, ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য-১.§১৪) আর্ষভ: = আসভো, এখানে কেবল রেফের লোপ করা হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী আকার গুরু স্বর বলিয়া অপর কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় নাই। এইরূপ ঊর্মি: = ঊমি, ইত্যাদি। নিম্নলিখিত প্রয়োগ কয়টি লক্ষণীয়—

অর্শ: অরিসো, আর্ষং আরিস্সং, আবর্ত্তিকং বেয্যাবটিকং।

† সংস্কৃত পদ সমূহ পালিতে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, 'সাধারণ কল্পে' তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে, অতএব সূত্রে বা নিয়মে ঐ শব্দদ্বয়ের

गर्हति	गरहति	अर्हति	अरहति
अन्तर्हित:	अन्तरहितो	बर्हं	बरिहं
अर्हित:	अरहितो	बर्ही	बरिही

১৪। নির্-উপসর্গের রকারের সহিত হকারের সংযোগ থাকিলে, ঐ রকারের লোপ হয় ও নি-স্থানে নী হয়। যথা—

निर्हरणं	नीहरणं	निर्हार:	नीहारो
निर्हत:	नीहतो	निर्हारक:	नीहारको

১৫। পালিতে পদের আদিবর্ণ-গত রফলার প্রায়ই লোপ হয়। * যথা—

क्रीत:	कीतो	क्रुध्यति	कुज्झति
ग्रहणं	गहणं	त्रिपिटकं	तिपिटकं
त्रिफलं	तिफलं	ग्राम:	गामो
व्रीहि:	वीहि:	व्रतं	वतं
स्रव:	सवो	स्रोत:	सोतो (सोतं)
द्रव:	दवो	द्रुम:	दुमो

উল্লেখ না থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে, সংস্কৃত শব্দেরই পালিতে পরিবর্ত্তন বিষয়ে তত্তৎ নিয়ম বলা হইতেছে।

* ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দের হয় না; যথা—ब्रह्मा, ब्राह्मणो, ইত্যাদি। তুলঃ—क्रूर:=कुरूरो।

प्रेत:	पेतो	प्राय:	पायो
भ्रमर:	भमरो	भ्रान्त:	भन्तो
श्रुतं	सुतं	✓श्रावक:	सावको
श्रेय:	सेय्यो	श्वश्रू	सस्सू
म्रक्षणं	मक्खणं	क्लेषा	हेसा *

১৬। পদের মধ্যে রফলা থাকিলে, তাহার লোপ হয়, এবং যে বর্ণে রফলা থাকে, তাহার দ্বিত্ব হইয়া যথোচিত সন্ধিকার্য্য (১.§১২) হয়। † যথা—

प्रक्रम:	पक्कमो	✓प्रक्रान्त:	पक्कन्तो
समग्र:	समग्गो	✓निद्रा	निद्दा
निग्रह:	निग्गहो	चप्रत्यय:	चप्पच्चयो
आघ्रात:	अग्घातो	अप्रधान:	अप्पधानो
छत्रं	छत्तं	अप्रमाणं	अप्पमाणं
✓सूत्रं	सुत्तं	अभ्रं	अब्भं
✓समुद्र:	समुद्दो	परिभ्रमणं	परिब्भमणं

* কিন্তু, ह्री:=हिरी, श्री:=सिरी; এখানে রফলা স্থানে 'ইর্' হইয়াছে। वज्र:=वजिरो, এখানেও ঐরূপ হইয়াছে। তুল:—ह्रस्व:=रस्सो।

† "ह्रदादिह्नि त-लय्" ৪.৪ ৩৩, কাত্যায়নের এই সূত্রানুসারে নিম্ন-

बहुव्रीहिः	**बहुब्बीहि**	**श्वस्त्र :**	**श्वस्सो**
वैश्रवणः	**वेस्सवणो**	**विश्राम:**	**विस्सामो** *

১৭। পদের মধ্যে বা অন্তে একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণের পরে রফলা থাকিলে, ঐ রফলার লোপ হয়, এবং অপর কোন কার্য্য হয় না। যথা—†

লিখিত পদগুলি পালিতে উভয়রূপেই প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু 'ত্রণ্' -প্রত্যয়ান্ত পদগুলি সচরাচর দেখা যায় না। যথা—

	छत्रं	छत्तं	छत्रं		
चित्रं	चित्तं	चित्रं	योक्त्रं	योत्तं	योत्रं
सूत्रं	सुत्तं	सूत्रं	वक्त्रं	वत्तं	वत्रं
नेत्रं	नेत्तं	नेत्रं	मित्रं	मित्तं	मित्रं
पवित्रं	पवित्तं	पवित्रं	मात्रं	मत्तं	मत्रं
पात्रं	पत्तं	पत्रं	पुत्रः	पुत्तो	पुत्रो
तन्त्रं	तन्तं	तन्त्रं	कलत्रं	कलत्तं	कलत्रं
यन्त्रं	यन्तं	यन्त्रं	वरत्रं	वरत्तं	वरत्रं
अत्त्रं (?)	अत्तं	अत्रं	वेत्रं	वेत्तं	वेत्रं
मत्त्रं (?)	मत्तं	मत्रं	गुप्त्रं (?)	गुत्तं	गुत्रं
गोत्रं	गोत्तं	गोत्रं	दात्रं	दत्तं	दात्रं

(?) চিহ্নিত পদ কয়টি যথাক্রমে √অদ্, √মদ্, ও √গুপ্ হইতে নিষ্পন্ন।

* কিন্তু **धात्री=धाती** ; ১§১২ টীকা (১১ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

† কিন্তু **उष्ट्र:=उष्ट्रो**, এখানে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

चन्द्रः	चन्दो	मन्त्रं	मन्तं
तन्त्रं	तन्तं	मन्त्रयति	मन्तयति
उत्त्रासः	उत्तासो	भस्त्रा	भस्ता
वक्त्रं	वत्तं *	उत्क्रमः	उक्कमः †

১৮। পালিতে আম্র ও তাম্র শব্দের স্থানে যথাক্রমে অম্ব ও তম্ব হয়। ‡ যথা—

आम्रः	अम्बो	ताम्रः	तम्बो
	आम्रातकः	अम्बातको	

১৯। রেফ যকারে থাকিলে তাহাদের উভয়ের স্থানে পালিতে প্রায়ই 'রিয়' হয়; অথবা পূর্ব্ব নিয়মানুসারে (১০§১২) ঐ রেফের লোপ হয়। § যথা—

कार्यं	करियं	कय्यं	पर्यङ्कः	परियङ्को
आर्यः	अरियो	अय्यो	कदर्यं	कदरियं

* क्त=त्त, १, §५१ । † त्क=क्क, १.§३० ।

‡ "आम्रताम्रयोर्वः", प्रा. प्र. १.५३ । तुल:—अम्लं=अम्बिलं, १.§३७ टीका ।

§ নির্-উপসর্গের রকারের সহিত যকারের সংযোগ থাকিলে প্রায়ই দ্বিতীয় নিয়মানুসারে কার্য্য হইতে দেখা যায়। যথা—

निर्याणं	निय्यानं	निर्याणिकः	निय्यानिको
निर्याति	निय्याति	निर्यातयति	निय्यादेति
निर्यासः	निय्यासो	निर्यातनं	निय्यातनं

भार्या	भरिया	भय्या	पर्यादानं	परियादानं
चर्या	चरिया		पर्यायः	परियायो *
सूर्यः	सुरियो		तिर्यक्	तिरियो

২০। পদের আদিস্থিত ক্ষকার স্থানে প্রায়ই 'খ', এবং কখন কখন 'চ' বা 'ছ' হয়। যথা—†

---

* কিন্তু—

पर्युदाहार्षुः	पयिरुदाहंसु
पर्युपासति (उपास्ते)	पयिरुपासति
पर्यस्तः	पयिरत्तो

এতাদৃশ স্থলে 'র্য' 'রিয়্' হইয়া পরে বর্ণবিপর্য্যয় বশত 'য়ির' হইয়াছে। ১§৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

পরি-উপসর্গের যোগে 'র্য' কেবল নিম্নলিখিত স্থলে 'য্য' হইতে দেখা যায়; যথা—पर्येषणा = पय्येसना।

নিম্নলিখিত স্থলে রকার লকার হইয়া দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (১.§২৬)—

पर्यस्तिका	पल्लत्थिका
पर्यङ्कः	पल्लङ्को
विपर्यासः	विपल्लासो

† সংস্কৃতের √ ক্ষৈ ও √ ক্ষপ-মূলক পালি পদগুলির আদিস্থিত ক্ষকার স্থানে ঝকার, এবং মধ্য বা অন্তস্থিত ক্ষকার স্থানে ঝকার হয়। যথা—

क्ष = झ

क्षामः	झामो	क्षापनं	झापनं
	क्षापयति	झापयति	

क्ष = ख, क्ष = घ, क्ष = छ

क्षीरं	खीरं	क्षय:	खयो
क्षत्रिय:	खत्तियो	क्षिपति	खिपति
क्षान्ति:	खन्ति	क्षेम:	खेमो
क्षण:	खणो	छणो	
क्षुल्ल:	चुल्लो	चूलो	चुलो
क्षुद्र:	खुद्दो	छुद्दो	(खुड्डो)

২১। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ক্ষ'-স্থানে পালিতে কখন কখন 'ক্খ,' বা 'চ্ছ' হয়। যথা—

क्ष = क्ख

दक्षिण:	दक्खिणो	वक्ष्यामि	वक्खामि
रक्षणं	रक्खणं	विचक्षण:	विचक्खणो
लक्षण	लक्खणं	अन्तरीक्षं	अन्तरिक्खं
विक्षेप:	विक्खेपो	मक्षिका	मक्खिका
तितिक्षा	तितिक्खा	मोक्ष:	मोक्खो

क्ष = च्छ

पक्ष:	पच्छो	पक्खो

ध्म = ज्झ

विध्मायति	विज्झायति	विध्मापयति	विज्झापयति
विध्मपयेत्	विज्झपेय्य	विध्मपयितुं	विज्झापेतुं

अक्षि	**अच्छि**	**अक्खि**
ऋक्ष:	**अच्छो**	**इक्को** *

तक्षक:	**तच्छको**
तरक्षु:	**तरच्छु**
इक्षु:	**उच्छु**

২২। পালিতে পদের আদিস্থিত 'দ্য'-স্থানে 'জ', এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'দ্য'-স্থানে 'জ্জ' হয়। যথা—

द्य = ज

द्युति:	**जुति**
द्युतिमान्	**जुतिमा**
द्योतकं	**जोतकं**

द्य = ज्ज

अद्य	**अज्ज**	**अनवद्यं**	**अनवज्जं**
आपद्यते	**आपज्जते**	**विद्यते**	**विज्जते**

---

* এস্থানে **क्ष = क्क** হইয়াছে ; আবার স্থলবিশেষে **क्ष = क** হয়, যথা- **ध्वांक्ष: = धङ्को** ।

কখন কখন পদমধ্যগত ক্ষকার স্থানেও খকার হয়। যথা—**लाक्षा लाखा** ; **सूक्ष्मं = सुखुमं** (১. § ৬৭) ; **पक्ष्म = पखुमं = पम्हं** (১. § টীকা)। **पम्हं**, এস্থলে ক্ষকারের একবারে লোপ হইয়াছে।

মধ্যং	মজ্জং	বিদ্যা	বিজ্জা
মধ্যুঃ	মজ্জু	অপরেদ্যুঃ	অপরেজ্জু *

২৩। পালিতে পদের আদিস্থিত 'ধ্য'-স্থানে 'ঝ', এবং মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ধ্য'-স্থানে 'জ্ঝ' হয়। † যথা—

ধ্য = ঝ

ধ্যানং	ঝানং
ধ্যায়তি	ঝায়তি
ধ্যায়ী	ঝায়ী

ধ্য = জ্ঝ

বুধ্যতে	বুজ্ঝতে	সিধ্যতি	সিজ্ঝতি

---

* উৎ-উপসর্গের তকার ও পরবর্তী যকার লইয়া যে 'দ্য' হয়, তাহার স্থানে 'জ্জ' না হইয়া 'য্য' হয়। যথা—

দ্য = য্য

উদ্যানং	উয্যানং	উদ্যাতি	উয্যাতি
উদ্যোগঃ	উয্যোগো	উদ্যুঞ্জন্তি	উয্যুঞ্জন্তি
উদ্যুতঃ	উয্যুতো	উদ্যুক্তঃ	উয্যুক্তো
উদ্যানং	উয্যানং	উদ্যামঃ	উয্যামো
	উদ্যোধিকং	উয্যোধিকং	

† পদের মধ্যে বা অন্তে বর্ণান্তরের সহিত সংযুক্ত ধকারের পর যফলা থাকিলে, ঐ 'ধ্য'-স্থানে 'জ্ঝ' না হইয়া 'ঝ' হয়। যথা—

সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	বন্ধ্যঃ	বঞ্ঝো

विध्यति	विज्झति	क्रुध्यति	कुज्झति
युध्यति	युज्झति	विराध्यति	विरज्झति
मध्यमं	मज्झिमं	वध्यः	वज्झो

২৪। পালিতে প্রায়ই পদের আদিস্থিত 'ত্য'-স্থানে 'চ', এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'ত্য'-স্থানে 'চ্চ' হয়।* যথা—

त्य = च

त्यागः	चागो	त्यजति	चजति
	त्यागवान्	चागवा	

त्य = च्च

प्रत्ययः	पच्चयो	नृत्यं	नच्चं
मृत्युः	मच्चु	नृत्यनेन	नच्चनेन
अपत्यं	अपच्चं	सत्यं	सच्चं
जात्या	जच्चा	कृत्यं	कच्चं
अत्ययः	अच्चयो	अमात्यः	अमच्चो
	अत्यवदातः	अच्चोदातो †	

* মহারূপসিদ্ধি, ১৮পৃ. ৪১ সূ. দ্রষ্টব্য।

† কিন্তু अत्यन्तः = अन्तन्तो, (২.§১); दात्यूहः = दात्यूहो ; এরূপ প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল।

২৫। পালিতে পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত ‘থ্য’-স্থানে ‘চ্ছ’ হয়। * যথা—

थ्य = च्छ

नेपथ्यं	नेपच्छं
तथ्यं	तच्छं
मिथ्या	मिच्छा

২৬। তবর্গ, ণ, হ ও র ভিন্ন অপর কোন ব্যঞ্জন বর্ণের পর যকার থাকিলে, পালিতে প্রায়ই ঐ যকারের লোপ হয়, তৎসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হয়, সম্ভাবিত হইলে যথানিয়মে (১.§১২, টী.) সন্ধি হয় এবং অন্তস্থ ব-স্থানে বর্গীয় ব হয়। যথা—

शक्यते	सक्कते	सभ्यः	सब्भो
शक्यः	सक्को	क्षुभ्यः	क्षुब्भो
आख्यातं	अक्खातं	दम्यते	दम्मते
योग्यं	योग्गं	रम्यते	रम्मते
पच्यते	पच्चते	वैपुल्यं	वेपुल्लं
मुच्यते	मुच्चते	कौशल्यं	कोसल्लं
भोज्यं	भोज्जं	विशल्यं	विसल्लं †

* মহারূপ সিদ্ধি ১৮ পৃ., ৪১ সূ. দ্রষ্টব্য।

† ‘ল্য’-স্থানে পালিতে কথন কথন বিকল্পে ‘ল্ল’ দেখা যায়। যথা—

शल्यं सल्लं सल्यं

राज्यं	रज्जं	दृश्यते	दिस्सते
अप्येवं	अप्पेवं	विश्यते	विस्सते
काव्यं	कब्बं *	शिष्य:	सिस्सो
भव्यं	भब्बं	करिष्यते	करिस्सते
दातव्यं	दातब्बं	तस्य	तस्स
दीव्यति	दिब्बति	घटस्य	घटस्स

২৭। 'হ্য'-স্থানে পালিতে 'য্ হ্' হয়।† যথা—

ह्य = य्ह

असह्य:	असय्हो	मह्यं	मय्हं
गुह्यं	गुय्हं	मुह्यति	मुय्हति
दह्यते	दय्हते	असह्यं	असय्हं
अविवाह्य:	अविवाय्हो	वुह्यति (उह्यते)	वुय्हति §

कल्याणं	कल्लाणं	कल्याणं
साल्यक:	सल्लको	सल्यको
कल्यं	कल्लं	कल्यं

* काव्यं ও পালিতে হয়; এইরূপ—अपसव्यं = अपसव्यं; वाक्यं = वाक्यं; माघ्यं = माघ्यं। এস্থলে ঐ নিয়ম খাটে নাই।

† কিন্তু পদের আদিস্থিত 'হ্য'-স্থানে 'হীয়' হয়। যথা— ह्य: = हीयो = हिय्यो (১. § ১১); ह्यस्तनी = हीयत्तनी। কখন কখন 'হ্য'-স্থানে 'য্য' দেখা যায়, যথা—लेह्यं = लेय्यं।

§ বিকল্পে 'বুহ্যতি' হয়; "হবিপরিয়যে লো বা," (২. ৪. ৬)

২৮। পালিতে পদের আদিস্থিত 'ন্য' প্রায়ই 'ঞ', এবং পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ন্য' ও 'ণ্য' 'ঞ্ঞ' হয়। যথা—

ন্য = ঞ

ন্যায়: ঞায়ো *

ন্য = ঞ্ঞ

ধান্যং	ধঞ্ঞং	শূন্যং	সুঞ্ঞং
কন্যা	কঞ্ঞা	অন্যঃ	অঞ্ঞো
কৌণ্ডিন্যঃ	কোণ্ডঞ্ঞো	বিহন্যতে	বিহঞ্ঞতে
	মন্যতে	মঞ্ঞতে	

ণ্য = ঞ্ঞ

হিরণ্যং	হিরঞ্ঞং	অরণ্যং	অরঞ্ঞং
	কারুণ্যং	কারুঞ্ঞং	

২৯। পদের আদিস্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞ', এবং মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞ্ঞ' হয়। যথা—

কাত্যায়নের এই সূত্রানুসারে য প্রত্যয় হইলে হকারের স্থান বিপর্য্যয় হয়, (তুলঃ—১. § ৪১), ও বিকল্পে 'য'-স্থানে 'ল' হয়। এতদনুসারে **'অমহ্যঃ'** এই পদস্থানে পালিতে **'অমযহো,'** **'অমল্হো'** এই উভয় পদই হইতে পারে। স্থানান্তরেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের পদ সাধারণত দেখা যায় না।

* কিন্তু, **ন্যাসঃ = ন্যাসো ; ন্যগ্রোধঃ = নিগ্রোধো** (১.§ ৬০)।

ম্ন=ঞ

ম্লানিঃ	ঞানি	ম্লানং	ঞাণং
ম্লানকঃ	ঞানকো	ম্লানঃ	ঞানো

ম্ন=ঞ্ঞ

সংজ্ঞা	সঞ্ঞা	অভিজ্ঞা	অভিঞ্ঞা
প্রজ্ঞা	পঞ্ঞা	বিজ্ঞানং	বিঞ্ঞাণং
বিজ্ঞপ্তিঃ	বিঞ্ঞত্তি	বিজ্ঞঃ	বিঞ্ঞো
	আজ্ঞা	অঞ্ঞা *	

৩০। টকার ও তকারের পর কোন বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে, তাহাদের স্থানে সেই বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

ষট্কর্ণঃ	ছক্কণ্ণো †	ষট্পদঃ	ছপ্পদো
ষট্পঞ্চাশৎ	ছপ্পঞ্ঞাস	ষট্ত্রিংশঃ	ছত্তিংসো

---

* কখন কখন পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ণ' দেখা যায়; 'জ্ঞ' ভিন্ন অন্যত্র এ নিয়ম দেখা যায় না। যথা—

ম্ন=ণ্ণ

আজ্ঞা	আণা	আজ্ঞপ্তং	আণত্তং
আজ্ঞপ্তিঃ	আণত্তি	প্রজ্ঞপ্তিঃ	পণ্ণত্তি, পঞ্ঞত্তি

তুলনীয়—রাজ্ঞী=রাণী। আবার কখন 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞ' দেখা যায়, যথা—প্রজ্ঞাপ্তং=পঞাত্তং।

† কিন্তু, ষট্ত্বচঃ (ষট্কর্ণ)=ছক্কন্নু; তদ্ধিতকল্পের দ্বিতীয় নিয়ম দ্রষ্টব্য।

सत्कार:	सक्कारो	ईषत्करं	ईसक्करं
उत्कृष्टं	उक्कट्ठं	उत्क्षेपणं	उक्खेपणं
तत्पुरुष:	तप्पुरिसो	उत्पलं	उप्पलं
	सत्फलं	सप्फलं *	

৩১। গকার, ডকার, ও দকারের সহিত কোন বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণের যোগ থাকিলে, তাহাদিগের স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়।† যথা—

प्राग्भार:	पब्भारो	षड्दन्त:	छद्दन्तो
स्निग्ध:	सिनिद्धो	खड्ग:	खग्गो
दुग्धं	दुद्धं	षड्दिश:	छद्दिसो
दिग्धं	दिद्धं	षड्धा	छद्धा
मुग्ध:	मुद्धो ‡	षड्वर्ण:	छब्बण्णो §
षड्ज:	छज्जो	षड्विध:	छब्बिधो §

---

* ককার সম্বন্ধেও এই নিয়ম; যথা—वल्मिकप्पथ:=वल्मिप्पथो; प्रा. प्र. ३.१।

† प्रा. प्र. ३. १।

‡ কিন্তু, दग्धं=दड्ढं। দ্রষ্টব্য—১.§৫৪।

§ 'বর্ণ' ও 'বিধ' শব্দের বকার অন্তস্থ হইলেও, এখানে তাহা বর্গীয় বলিয়া গণ্য গিয়াছে। পালিতে বকার ও বকারের বিপর্যায় ভূরি-ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

उद्गति:	उग्गति	मद्भयं	मब्भयं
उद्घोष:	उग्घोसो	अद्भुतं	अब्भुतं
मद्घन:	मग्घनो	उद्भूत:	उब्भूतो
मौद्गरिक:	मोग्गरिको	मद्बलं	मब्बलं
मौद्गलायन:	मोग्गलायनो	बुद्बुदं	बुब्बुलं *

৩২। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ষ্ট' ও 'ষ্ঠ'-স্থানে পালিতে 'ট্‌ঠ' হয়।† যথা—

ष्ट = ट्ठ

तुष्ट:	तुट्ठो	कष्टं	कट्ठं
पुष्ट:	पुट्ठो	अष्ट	अट्ठ
पृष्ट:	पुट्ठो	द्रष्टव्यं	दट्ठब्बं
नष्ट:	नट्ठो	दुष्टकं	दुट्ठकं ‡

ष्ठ = ट्ठ

षष्ठ:	छट्ठो	श्रेष्ठ:	सेट्ठो
वासिष्ठ:	वासिट्ठो	ज्येष्ठ:	जेट्ठो
कनिष्ठ:	कनिट्ठो	नेदिष्ठ:	नेदिट्ठो

৩৩। পদের আদিস্থিত 'স্ত'-স্থানে 'থ', এবং মধ্য

---

* Cf. *Bubble.*

† प्रा. प्र ३. १।

‡ কখন কখন 'ষ্ট' স্থানে 'ট্ট' দেখা যায়; যথা—अवकृष्टं=ओवट्टं।

ও অন্ত-স্থিত 'স্ত'-স্থানে 'থ', ও কখন কখন 'ত্ত' হয়।* যথা—

स्त=थ †

स्तम्भः	थम्भो	स्तूपः	थूपो
स्तब्धः	थद्धो	स्तोकं	थोकं
स्थिरः	थिरो	स्थितिः	थिति
स्तेनः	थेनो	स्तनयति	थनयति

स्त=त्थ ‡

हस्तिनः	हत्थिनो	वस्तीयति	वत्थीयति
प्रस्तरः	पत्थरो	हस्तः	हत्थो
प्रस्तावना	पत्थावना	स्वस्ति	सोत्थि
विस्तृतो	वित्थतो	अस्ति	अत्थि
श्रावस्तिकः	सावत्थिको	वस्त्रं	वत्थं
प्रस्तारयति	पत्थारयति	कपिलवास्तुः	कपिलवत्थु
पर्यस्तिका	पल्लत्थिका	प्रास्तः	पत्थो

* प्रा. प्र. ३. १२।

† কখন কখন আদিস্থিত 'স্ত'-স্থানে 'ছ' দেখা যায়; যথা—
स्तम्भितत्वं=छम्भितत्तं।

‡ কিন্তু उत्त्रस्तः=उत्तस्तो, এখানে একটী তকারের লোপ ভিন্ন অপর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আবার 'স্ত'-স্থানে কখন কখন 'ট্ঠ' দেখা যায়; যথা—परिवस्तव्यः =परिवट्ठब्बो।

स्त = त्त

अस्तः अत्तो हस्तं हत्तं

भद्रमुस्तं भद्दमुत्तं ह्यस्तनी हीयत्तनी

৩৪। পদের আদিস্থিত ‘স্থ’-স্থানে ‘থ’, ও কখন কখন ‘ঠ’, * এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত ‘স্থ’-স্থানে ‘ত্থ’, ও ‘ট্‌ঠ’ * হয়। যথা—

स्थ = थ

स्थगनं थगनं स्थविरः थेरो

स्थूलः थूलो स्थावरः थावरो

स्थ = ठ

स्थानं ठानं स्थानी ठानी

स्थितिः ठिति स्थानास्थानं ठानाठानं

स्थानान्तरं ठानन्तरं स्थानीयः ठानीयो

स्थ = त्थ

वानप्रस्थः वानपत्थो अवस्था अवत्था

अवस्थापनं अवत्थापनं अवस्थानं अवत्थानं†

---

* সাধারণত √स्था নিষ্পন্ন পদসম্বন্ধেই এই নিয়ম দেখা যায়।

† प्रा. प्र. ३. ११। কোন কোন স্থলে আবার ‘স্থ-স্থানে ‘ত্ত’ দেখা যায়; যথা—

स्थ = त्त

इन्द्रप्रस्थं इन्दपत्तं मध्यस्थः मज्झत्तो

স্থ = ট্ঠ

उपस्थापयति	उपट्ठापयति	प्रस्थाय	पट्ठाय
प्रमादस्थानं	पमादट्ठानं	वयःस्थः	वयट्ठो
	अस्थि	अट्ठि	

৩৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ৎস'-স্থানে প্রায়ই 'চ্ছ' হয়। * যথা—

त्स = च्छ

मत्स्यः	मच्छो	वत्सः	वच्छो
वत्सरः	वच्छरो	कुत्सा	कुच्छा
दित्सति	दिच्छति	जिघत्सा	जिघच्छा
चिकित्सति	चिकिच्छति	बीभत्सः	बीभच्छो
	मत्सरी	मच्छरी †	

৩৬। লকারের পর বর্গের (ক) প্রথম বা দ্বিতীয়

---

* প্রা. প্র. ৩. ৪০। পদের আদিস্থিত 'ৎস' স্থানে 'থ' হয়; যথা—त्सरुः = थरु।

† 'উৎ'-উপসর্গের তকারের পর সকার থাকিলে, ঐ 'ৎস'-স্থানে প্রায়ই 'স্স' হয়, এবং অতি অল্প স্থানে 'চ্ছ' হইতে দেখা যায়। যথা—

त्स = स्स

उत्सवः	उस्सवो	उत्सुकः	उस्सुको
औत्सुक्यं	उस्सुक्कं	उत्सारयं	उस्सारयं
उत्सिञ्चति	उस्सिञ्चति	उत्सहति	उस्सहति

বর্ণ থাকিলে, লকার-স্থানে ঐ বর্গের প্রথম বর্ণ হয়; (খ) তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, লকার-স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়; (গ) এবং এতদ্ভিন্ন লকার যে বর্ণের পূর্ব্বে থাকে, লকার-স্থানে সেই বর্ণই হয়, ও তাহা হইলে অন্তস্থ ব-স্থানে বর্গীয় ব হয়। * যথা—

(क)

उल्का उक्का वल्कलं वक्कलं †
किञ्जल्कः किञ्जक्को शिल्पं सिप्पं
कल्कः कक्को अल्पः अप्पो
जल्पः जप्पो

(ख)

फल्गु फग्गु फल्गुनी फग्गुनी
वल्गति वग्गति प्रगल्भः पगब्भो

उत्सवः उस्सवो उत्साहः उस्साहो
उत्सोढि उस्सोळ्हि

নিম্নলিখিত স্থানে 'চ্ছ' হইয়াছে :—

उत्सुकः उच्छुक्को उत्सादनं उच्छादनं

तुल :—"नोत्सुकोत्सवयोः" प्रा. प्र. ३. ४२।

* प्रा. प्र. ३. ३।

† কিন্তু, वल्कं = वाकं (वल्कं = वक्कं = वाकं ১.§১৩. টীকা); शुल्कं = सुङ्कं।

(গ)

वल्मीकः	वम्मीको	उल्मुकं	उम्मुकं*
जाल्मः	जम्मो	किल्बिषं	किब्बिसं †

৩৭। লকার ল-ভিন্ন ‡ যে বর্ণের শেষে থাকে, পালিতে ঐ বর্ণে প্রায়ই ইকার যোগ হয়, এবং ঐ বর্ণস্থিত স্বর লকারে যুক্ত হয়। যথা—

क्लिन्नः	किलिन्नो	ग्लानः	गिलानो
क्लेशः	किलेसो	क्लाम्यति	किलामति
क्लिश्यति	किलिस्सति	श्लाघा	सिलाघा

---

* কখন কখন 'ल्म'-স্থানে 'म्म' দেখা যায়; যথা—

ल्म = म्मो

गुल्मः	गुम्मो
निर्गुल्मः	निग्गुम्मो
श्याल्मली	सिम्मली

† 'ल्व'-স্থানে অনেক সময়ে 'ल्ल' দেখা যায়; যথা—(১.§৩৯)

ल्व = ल्ल

	बिल्वः	बिल्लो
	पल्वलं	पल्ललं
	खल्वाटः	खल्लाटो
কিন্তু	बैल्वः	बेलुवो
	उरुविल्वा	उरुवेला

‡ पल्लवं, उल्लासो, भल्लूको, मल्लिका, मल्लिको, मल्लो ইত্যাদি পদে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

श्लोकः	सिलोको	श्लेष्मा	सिलेसुमा, (सेम्हा)
श्लिष्टं	सिलिट्ठं	अश्लेषा	असिलेसा
ह्लादति	हिलादति	ह्लादः	हिलादो
प्लक्षः	पिलक्खो	प्लवः	पिलवो, (प्लवो) *

৩৮। পদের আদি বর্ণে বকার যুক্ত থাকিলে পালিতে প্রায়ই † তাহার লোপ হয়। ‡ যথা—

ज्वलति	जलति	त्वरति (ते)	तरति
क्वथितं	कथितं	द्वीपः	दीपो
ध्वजः	धजो	ध्वनिः	धनि

---

* এইরূপ—প্লবङ्गमो, प्लवगो, प्लवति ; এখানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাজ হয় নাই। নিম্নলিখিত পদগুলি দ্রষ্টব্য :—

अम्लं	अम्बिलं	(তুলঃ—৩১পৃ.*টীকা)
म्लीहा	पिहकं	
म्लेच्छः	मिलक्खो	
म्लवति (ते)	पिलवति, म्लवति	
म्रक्षः	मक्खो	

† নিম্নলিখিত প্রভৃতি স্থানে এই নিয়মে কার্য্য হয় নাই :—

द्वापरं	द्वापरं
द्वारं	द्वारं, (दुवारं)

‡ 'দ্বি'-সংযুক্ত শব্দসমূহের অধিকাংশ স্থানেই সংযুক্ত বকারের লোপ হয় না, অতি অল্প স্থানেই হয় ; আবার স্থল বিশেষে ব-স্থানে 'উ,' বা 'উব' হয় ; যথা—

द्विगुणं	द्विगुणं	द्विजः	द्विजो, दिजो

ध्वंसति (ते)	धंसति	त्वया	तया
त्वयि	तयि	त्वच: (क्)	तचो
श्वा	सा *	स्वामी	सामी
	ध्वाङ्क्षः	धङ्खो	

৩৯। পদের মধ্যে বা অন্তে কোন বর্ণে বকার যুক্ত থাকিলে, পালিতে তাহার লোপ হয়, এবং যে বর্ণে ঐ বকার যুক্ত থাকে, তাহার দ্বিত্ব হয়, ও সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি হয় (১.§১২ টীকা)। † যথা—

द्विरद:	द्विरदो	द्विगुण:	दिगुणो
द्विप:	द्विपो	द्वितीय:	दुतियो
द्विजिह्व:	दिजिव्हो	द्विविध:	दुविधो
द्वे	द्वे, दुवे	द्विरात्र:	दुरत्तो

* পদের আদিস্থিত শ ও সকারের পর বকার থাকিলে স্থানে স্থানে তাহার লোপ, ও স্থলবিশেষে তাহার স্থানে 'উব' বা 'অব' প্রভৃতি (১.§৫৭ দ্রষ্টব্য) হয়। নিম্নপ্রদর্শিত উদাহরণে তাহা কতকটা বুঝা যাইবে :—

श्वा	सा, सुनो, सानो, स्वानो, सुवानो	
श्व:	सुवे,	स्वे
स्वामी	सामी,	सुवामी
स्वस्ति	सोत्थि,	सुवत्थि
स्वर्गिक:	सोवग्गिको	
स्वर्णं	सोण्णं,	स्वण्णं

† प्रा. प्र. ३.३।

पक्वं	पक्कं	पल्वलं	पल्ललं
किण्व:	किण्णो	वैश्वानर:	वेस्सानरो
सापेक्षत्वं	सापेक्खत्तं	विश्वास:	विस्सासो
एकत्वं	एकत्तं	तपस्वी	तपस्सी
गमकत्वं	गमकत्तं	तेजस्वी	तेजस्सी
याद्वलं	सद्दलं	अश्व:	अस्सो
विद्वेष:	विद्देसो	विश्वं	विस्सं
विध्वंस:	विद्धंसो	मनस्वी	मनस्सी
अध्वा	अद्धा	ह्रस्व:	रस्सो*

৪০। সন্ধিজাত বকারের বহু স্থলে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। † যথা—

---

* কিন্তু নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই:—

सरस्वती	सरस्वती
विद्वान्	विद्वा
द्वन्द्वं	द्वन्द्वं

লক্ষণীয়:—चत्वरं = चच्चरं। मध्यद्वीप: = मध्यद्वीपो; वरद्वीप: = वरद्वीपो; ইত্যাদি স্থলে 'द्व' প্রভৃতি বস্তুত পদমধ্যবর্ত্তী হইলেও উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য হয় নাই; এখানে প্রথমে 'द्वीप' স্থানে 'दीप' করিয়া তাহারপর সমাস করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অন্যত্রও এইরূপ। পিতৃষ্বসা শব্দ পালিতে পিতুচ্ছা হয়।

† 'त्व' ও 'त्वान' (क्त्वा) প্রত্যয়ের বকারেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না; যথা—श्रुत्वा = सुत्वा, सुत्वान ইত্যাদি।

स्वल्प:	स्वप्पो	स्वागतं	स्वागतं, (सागतं)
अन्वेति	अन्वेति	स्वाख्यात:	स्वाक्खातो
धात्वन्तस्य	धात्वन्तस्स	अन्वाचय:	अन्वाचयो
	अन्वेषणा	अन्वेसणा *	

৪১। হকারের পরবর্ত্তী বকার পালিতে প্রায়ই স্বরহীন হইয়া হকারের পূর্ব্বে গমন করে, এবং হকার পরবর্ত্তী স্বর-যুক্ত হইয়া তাহার পরে থাকে। † যথা—

ह्व = व्ह

जिह्वा	जिव्हा	आह्वानं	आव्हानं
साह्वय:	साव्हयो	आह्वा	आव्हा
	समाह्वय:	समाव्हयो ‡	

৪২। বর্গীয় ৰকারের পর কোন বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, ৰকার-স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। § যথা—

---

* কিন্তু, समन्वित: समन्नितो
समन्वागत: समन्नागतो
समन्वेषति (इष्यति) समन्नेसति

† তুলঃ—১.§২৭।

‡ কিন্তু गह्वरं = गब्भरं ; गह्वरं = गव्हरं = गब्भरं ;
ह्व = भ, (১.§ ১০০. খ)।

§ प्रा. प्र. ३. ३।

মুগ্ধ:	মুদ্ধো	ক্রুদ্ধ:	ক্রুদ্ধো
লুব্ধ:	লুদ্ধো	লব্ধ:	লদ্ধো
স্তব্ধ:	থদ্ধো	আরব্ধ:	আরদ্ধো

৪৩। পদের আদিস্থিত 'স্ক' ও 'স্খ' এর সকারের লোপ হয়, এবং 'ক'-স্থানে 'খ' হয়। যথা—

স্ক = খ

স্কন্ধ:	খন্ধো
স্কন্দ:	খন্দো *
স্কন্ধাবার:	খন্ধাবারো

স্খ = খ

স্খলতি	খলতি	স্খলিতং	খলিতং

৪৪। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'স্ক'-স্থানে প্রায়ই 'ক্খ', এবং কখন কখন 'ক্ক', ও 'খ' হয়। যথা—

স্ক = ক্খ

পুরস্কার:	পুরক্খারো	তিরস্কার:	তিরক্খারো
উপস্কার:	উপক্খারো	প্রস্কন্দতি	পক্খন্দতি

---

* স্কন্দ শব্দের পালিতে খন্দ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত; হয় ত প্রাচীন ভুলক্রমে খন্ধ হইয়া গিয়াছে। অভিধানপ্পদীপিকা-প্রভৃতি সর্ব্বত্র খন্ধ শব্দই দেখা যায়। (Cf. Childers).

प्रस्कन्दनं	पक्खन्दनं	प्रस्कन्दिका	पक्खन्दिका
वेदनास्कन्धः	वेदनाक्खन्धो	रूपस्कन्धः	रूपक्खन्धो

स्क = क्क

मनस्कारः	मनक्कारो	नमस्कारः	नमक्कारो
	संस्कृतं	सक्कतं, (संखतं)	

स्क = ख

संस्कारः	संखारो	संस्कृतं	संखतं, (सक्कतं) *

৪৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ষ্ক' স্থানে স্থল-বিশেষে 'ক্ক', বা 'ক্খ' হয়। যথা—

ष्क = क्क

निष्क्रेशः	निक्केसो	निष्कामी	निक्कामी
दुष्करं	दुक्करं	निष्काङ्क्षः	निक्कङ्खो
निष्कषायः	निक्कसायो	निष्क्लेशः	निक्किलेसो
चतुष्कं	चतुक्कं	निष्क्रमः (१)	निक्कमो

ष्क = क्ख

निष्क्रमः	निक्खमो	परिष्कारः	परिक्खारो
पुष्करं	पुक्खरं	शुष्कं	सुक्खं
	नैष्क्रिकः	निक्खिको †	

---

* किन्तु, भास्करः=भाकरो।

† प्रा. प्र. ३. २ तु।

৪৬। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'শ্চ' ও 'শ্ছ'-স্থানে প্রায়ই * 'চ্ছ' হয়। † যথা—

श्च = च्छ

आश्चर्य्यं	अच्छुरियं	पश्चात्	पच्छा
वृश्चिक:	विच्छिको	तिरश्च: (तिर्यंक्)	तिरच्छो
निश्चय:	निच्छयो	दुश्चरित:	दुच्छरितो
	निश्चरति	निच्छरति	

श्छ = च्छ

निश्छल:	निच्छलो	निश्छन्द:	निच्छन्दो

৪৭। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'প্স' স্থানে 'চ্ছ' হয়। ‡ যথা—

प्स = च्छ

अप्सरा:	अच्छरा	लिप्सति	लिच्छति
जुगुप्सति	जिगुच्छति	वीप्सा	विच्छा §

---

* निश्चिन्त:=निच्चिन्तो; निश्चल: निच्चलो; এখানে श्च=च्च হইয়াছে।

† তুল:—"श्च-त्स-प्सां छ:;" प्रा· प्र· ३· ४०।

‡ प्रा· प्र· ३.४०।

§ পদের আদিস্থিত 'प्स' স্থানে 'छ' হয়। যথা—प्सात:=छातो।

৪৮। পদের আদিস্থিত 'স্প' ও 'স্ফ' প্রায়ই * 'ফ' হয়; এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'স্প,' 'স্ফ' ও 'ষ্প' স্থলবিশেষে 'প্প' ও 'প্ফ' হয়।† যথা—

स्प = फ

	स्पर्शः	फस्सो	
स्पृशति	फसति	स्पृष्टः	फट्ठो
स्पन्दः	फन्दो	स्पन्दनं	फन्दनं

स्फ = फ

स्फटिकः	फटिको	स्फुलिङ्गं	फुलिङ्गं
स्फोटः	फोटो	स्फुटनं	फुटनं

स्प = प्प ; ष्प = प्प

वनस्पतिः	वनप्पति ‡	चतुष्पदः	चतुप्पदो
	बाष्पः	बप्पो	

स्फ = प्फ ; ष्प = प्फ

विस्फुरति	विप्फुरति	विस्फुलिङ्गं	विप्फुलिङ्गं
पुष्पं	पुप्फं	शष्पं	सप्फं

* स्पृहा = पिहा ; स्पृहयति = पिहेति ; এখানে কেবল সকারের লোপ হইয়াছে।

† प्रा. प्र ३. ३६।

‡ পদের মধ্যস্থিত 'स्प' স্থানে 'प्फ' দেখা যায় না।

पुष्पित: पुप्फित: *

৪৯। পদের আদিস্থিত 'প' কখন কখন 'ফ' হয়।†
যথা—

प = फ

परशु:	फरसु	पुष्पित:	फुस्सितो (पुप्फितो)
पुष्प:	फुस्सो	पशुका	फस्सुका
परुष:	फरुसो	पलित:	फलितो

৫০। পদান্তর্গত অসংযুক্ত ‡ 'য' কখন কখন 'য্য' হয়। যথা—

कार्त्तिकेय:	कत्तिकेय्यो	कत्तिकेयो
वैनतेय:	वेनतेय्यो	वेनतेयो
रौहिणेय:	रोहिणेय्यो	रोहिणेयो
गाङ्गेय:	गङ्गेय्यो	गङ्गेयो
कापेय:	कापेय्यो	कापेयो

देयं	देय्यं	हेयं	हेय्यं
ज्ञेयं	ञेय्यं	चेयं	चेय्यं
नेयं	नेय्यं	श्रेय:	सेय्यो

* प्रा. प्र. २. ३५।

† "परुष-परिघ-परिखासु फ: ;" "पनसेऽपि ;" प्रा. प्र. २.३६-३७।

‡ সংযুক্ত 'য' স্থানে হয় না; যথা—आलस्यं = आलस्सं, ইত্যাদি। কিন্তু "प्रसार्य = पसारेय्य ; प्रसार्य = पसारिय = पसारेय्य।

मेयं	मेय्यं	ज्याय:	जेय्यो
स्तेयं	थेय्यं	भूय:	भिय्यो, (भीयो)
नैयायिक:	नेय्यायिको	वैयाकरण:	वेय्याकरणो

৫১। পদান্তর্গত 'ক্ত'-স্থানে 'ত্ত' হয়। যথা—

भुक्तं	भुत्तं	सिक्तं	सित्तं
रक्तं	रत्तं	युक्तं	युत्तं
भक्ति:	भत्ति	वक्ति	वत्ति
भक्तं	भत्तं	उक्तं	वुत्तं
व्युक्ति:	वुत्ति	मुक्ति:	मुत्ति
विविक्तं	विवित्तं	विभक्तं	विभत्तं *

৫২। পদান্তর্গত 'ক্‌থ'-স্থানে 'থ' হয়। † যথা—

क्थ = त्थ

सिक्थं	सित्थं
सक्थि	सत्थि

৫৩। পদান্তর্গত 'প্ত'-স্থানে 'ত্ত' হয়। যথা—

प्त = त्त

सप्त	सत्त	तप्तं	तत्तं

---

* কিন্তু, ग्रक्त:=सक्को ; प्रतिमुक्त: पतिमुक्को (Cf. Childers).
তুল :—प्रा· प· ३· १।

† प्रा· प· ३· १।

क्षिप्तं	खित्तं	दीप्तं	दित्तं
सुप्तं	सुत्तं	गुप्तं	गुत्तं

৫৪। পদান্তর্গত 'দ্ধ' 'র্ধ' ও 'গ্ধ'-স্থানে কখন কখন 'ড্ঢ' দেখা যায়। * যথা—

द्ध = ड्ढ, र्ध = ड्ढ, ग्ध = ड्ढ

वृद्धिः	वुड्ढि, वड्ढि	वृद्धः	वुड्ढो
वृधः	वड्ढो	वर्धमानो	वड्ढमानो
वर्धयति	वड्ढेति	विदग्धता	विदड्ढता
	दग्धं	दड्ढं	

৫৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ঢ' অধিকাংশ স্থলেই 'ল্হ' (ळ्ह) হয়। যথা—

ढ = ळ्ह

दृढः	दळ्हो	वाढं	बाळ्हं
आरूढः	आरूळ्हो	परिवृढः	परिवुळ्हो
उपोढिः	उपोळ्हि	विरूढिः	विरूळ्हि

---

* তুলঃ—১.§৩১। √বৃধ্-নিষ্পন্ন পদ ভিন্ন অন্যত্র এরূপ প্রয়োগ অতি অল্পই দেখা যায়, যথা—

वृद्धः	वुद्धो	बद्धः	बद्धो
ऊर्ध्वं	उद्धं	मुग्धः	मुद्धो

ইত্যাদি।

विरूढ:	**विरूळ्हो**	**दृढयति**	**दळ्हयति** *

৫৬। পদান্তর্গত 'ড' প্রায় সর্ব্বত্রেই ল্ (ळ) হয় দেখা যায়। যথা—

ड = ळ

वडभि:	**वळभि**	**वडवा**	**वळवा**
एडक:	**एळको**	**एडमूक:**	**एळमूको**
गुडूची	**गोळोची**	**गरूड:**	**गरुळो**
जड:	**जळो**	**कडार:**	**कळारो** †

৫৭। পদান্তর্গত 'অয়'-স্থানে বিকল্পে 'এ,' এবং 'অব' স্থানে বিকল্পে 'ও' হয়। যথা—

अय = ए

कारयति	**कारेति**	**चिन्तयति**	**चिन्तेति**
जयति	**जेति**	**नयति**	**नेति**

---

* মিলিন্দপ্রশ্নের (১।৪৪) সিংহল-সংস্করণে "**बाळवनमनुष्यविट्ठो**" স্থানে "**बाल°**" আছে; এখানে **बाळ** বা **बाल** শব্দের সংস্কৃত বাঢ, অতএব **ढ**=**ळ**, বা **ल** হইয়াছে বলিতে হইবে।

† নিম্নলিখিত স্থানে 'ড'কারই পঠিত হয়। যথা—**कुडव:**=**कुडवो**; **कुड्मल:**=**कुडुमलो**।

পদের আদিস্থিত 'ড' কথন কথন 'দ' হয়, যথা—**डिण्डिम:**=**देण्डिमो** (আ. ২. ২৫৫); **डुण्डुभ:**=**देड्डुभो** (১. § ৮৭,)

गणयति **गणेति**

বিকল্পে **कारयति** প্রভৃতি হয়।*

अव=ओ (১.§৯৭)

लवणं	**लोणं**	**यवनकः**	**योनको**
अवनतः	**ओणतो**	**अवहरति**	**वोहरति**
	व्यावहारिकः	**वोहारिको** †	

৫৮। পদান্তর্গত ‘য’ কখন কখন লুপ্ত হয়। যথা—

मौद्गलायनः	**मोग्गलानो**	**मोग्गलायनो**
कात्यायनः	**कच्चानो**	**कच्चायनो**
उपस्थायकः	**उपट्ठाको**	**उपट्ठायको**

৫৯। পদান্তর্গত ‘য’ স্থানে কখন কখন ‘ইয়’ হয়। যথা—

य=इय

सामर्थ्यं	**समत्थियं**	**सौम्यं**	**सोमियं**
कल्पयः	**कप्पियो**	**दुष्भृयः**	**दुब्भियो**

---

* **कारेति** প্রভৃতি স্থলে যেমন **अय** স্থানে **ए** হইয়াছে, সেইরূপ কখন কখন **अयि** স্থানেও **ए** হয়। যথা—**आश्चर्यं=अच्छरियं=अच्छयिरं** (১.§১৯)=**अच्छेरं** (১.§৪. টীকা দ্রষ্টব্য)।

† এখানে প্রথমে **ववहार** শব্দ স্থানে **वोहार** করিয়া তাহার পর তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

मत्या	मतिया	रात्र्या	रत्तिया
ज्या	जिया	महार्घ्यं:	महग्घियो
	पिण्ड्यालोप:	पिण्डियालोपो	

৬০। পদের আদিস্থিত 'ব্য' ও 'ন্য' এর যকার-স্থানে কখন কখন ইকার হয়; এবং স্থলবিশেষে ঐ ইকার দীর্ঘ হয়। যথা —

व्य = वी

व्यवदान:	वीवदानो	व्यतिक्रम:	वीतिक्कमो
व्यतिहार:	वीतिहारो	व्यतिपतति	वीतिपतति
	व्यतिवृत्त:	वीतिवत्तो	

न्य = नि

न्यग्रोध: निग्गोधो (১.§২৮),

৬১। পদের আদিস্থিত 'ব্য'এর 'য' কখন কখন লুপ্ত হয়। যথা—

व्य = व

व्याल:	वाळो	व्यङ्ग:	वङ्गो
व्यायाम:	वायामो	व्यवक्रष्ट:	ववकट्ठो
	व्यवस्थापनं	ववट्ठापनं	

নিম্নলিখিত স্থলসমূহে লোপ হয় নাই ঃ—

व्याकुल:	व्याकुलो	व्यापार:	व्यापारो

ব্যাপক: **ব্যাপকো** **ব্যঞ্জনং** **ব্যঞ্জনং**

৬২। পদান্তর্গত ‘গ্ম’ ও ‘ন্ম’ স্থানে ‘ম্ম’ হয়। যথা—

ণ্ম = ম্ম

ষণ্মাস: **ছম্মাসো**

ন্ম = ম্ম

উন্মার্গ: **উম্মগ্গো** **উম্মত্তো** **উম্মত্তো**

উন্মুখ: **উম্মুখো** **উন্মাদ:** **উম্মাদো**

উন্মূলয়তি **উম্মূলয়তি** *

৬৩। সকারের পর নকার থাকিলে, কোন কোন স্থলে ‘স’ স্থানে ‘সি’ হয়, এবং নকার পরস্থিত স্বরকে গ্রহণ করে। আবার কখন কখন সকার-স্থানে হকার হয়, এবং নকার হকারের পূর্ব্বে গমন করে; এবং ‘স’-স্থানে ‘হ’ হইলে ‘ন’-স্থানে ‘ণ’ হয়। নিম্নলিখিত পদগুলি লক্ষণীয়—

স্নেহ: **সিনেহো,** (**স্নেহো, সেনহো**)

নিস্নেহ: **নিসিনেহো**

স্নানং **সিনানং,** **নহানং**

স্নিগ্ধ: **সিনিদ্ধো,** (**নিদ্ধো**)

---

* প্রা. প্র. ৩. ৪২।

স্নুষা	সুণিসা, সুণ্হা,	(হুসা)
জ্যোৎস্না	জণ্হা,	(দোসিনা)
কৃৎস্ন:	কিণ্হো,	(সিস্ণো, কসিণো) *

৬৪। পদান্তর্গত 'শ্ন' এর শকার স্থানে হকার, ও ন-স্থানে ণকার বা ঞকার হয়; এবং উভয়ের স্থান-বিপর্য্যয় হয়। যথা—

স্ন = ণ্হ, অথবা ঞ্হ

পৃশ্নি: পণ্হি প্রশ্ন: পঞ্হো

৬৫। পদান্তর্গত 'ষ্ণ' এর ষকার প্রায়ই হকার হয়, এবং হকারের সহিত ণকারের স্থান-বিপর্য্যয় হয়; আবার কখন কখন 'ষ্ণ' স্থানে 'সিণ' বা 'সাণ' হয়। যথা—

ষ্ণ = ণ্হ

ষ্ণ = সিণ, বা সাণ

উষ্ণ:	উণ্হো
তূষ্ণীং	তুণ্হী
উষ্ণীষং	উণ্হীসং

তৃষ্ণা	তণ্হা	তসিণা

* কিন্তু স্নায়ু: = সিনেহু। প্রাকৃতে স্ন, ষ্ণ, স্ন, হ্ন, ও হ্ন স্থানে ণ্হ হয়। প্র. প্র. ৩. ৩২।

কৃষ্ণ: কণ্হো কসিণো

পার্ষ্ণি: পণ্হি পাসণ্হি *

৬৬। বর্গের কোন বর্ণ † পূর্ব্বে থাকিলে, পরবর্ত্তী 'ন'-স্থানে প্রায়ই পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের আদেশ হয়, সন্ধির সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি হয়, এবং কখন কখন বা উভয় বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন স্বর গ্রহণ করে। যথা—

শক্নোতি সক্কোতি সক্কুনতি

---

* নিম্নলিখিত পদ কয়টি দ্রষ্টব্য ঃ—

সূক্ষ্মং সণ্হং

তীক্ষ্ণ: তিক্খিণো, তিক্খো, তিণ্হো

অভীক্ষ্ণং অভিক্খণং, অভিণ্হং

১. §§ ৬৩, ৬৪, ৬৫ ও ৬৮ সূত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্ন, ষ্ণ, স্ন এবং স্ম এর যথাক্রমে শ, ষ ও স স্থানে হ হইয়াছে, এবং ন বা ণকারাদির সহিত তাহার স্থানবিপর্য্যয় হইয়াছে। যথা— পৃষ্ণি:= পষ্ণি=পণ্হি ; উষ্ণ:=উষ্ণো=উণ্হো ; জ্যোৎস্না=জুস্না=জুণ্হা ; অস্মি=অষ্মি=অম্হি ইত্যাদি। স্নুষা=সুণ্হা, এখানে পরবর্ত্তী ষ-স্থানে হ হইয়াছে, ও পূর্ব্ববর্ত্তী স্নু বিশ্লিষ্ট হইয়াছে মাত্র। শকারাদির স্থানে হকার হওয়া জেন্দপ্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাতে সুপ্রসিদ্ধ।

† 'ম'-ভিন্ন ; যথা—

নিম্ন: নিম্নো নিম্নগা নিন্নগা

ম্ন প্রাকৃতে ম্ম হয় ; প্র. প্র. ৩. ৪৪।

नग्नः	नग्गो*	अग्निः	अग्गि, अग्गिनि, गिनि
भग्नः	भग्गो	विघ्नः	विग्घो*
विलग्नः	विलग्गो	सपत्नः	सपत्तो*
उद्विग्नः	उब्बिग्गो	रत्नं	रतनं
निमग्नः	निमुग्गो	गृहपत्नी	गहपतानी
	प्राप्नोति	पप्पोति, पापुणोति †	

৬৭। পদস্থিত মফলা-স্থানে প্রায়ই 'উম্' হইতে দেখা যায়। যথা—

म = उम्

रुक्मं	रुकुमं, रुक्कं	सद्म	सदुमं
कुड्मलं	कुटुमलं	धूम्रं	धूधुमं
वर्त्म	वटुमं	श्लेष्मा	सिलेसुमा,
			सेम्हो (১.§৬৮)

---

* प्रा. प्र. ३. २।

† ग्ण স্থানেও ग्ग হয়; যথা—रुग्णः = लुग्गो।

হকারের পর 'ন' বা 'ণ' থাকিলে তাহাদের স্থান-বিপর্য্যয় হয়, ও কখন কখন 'হ্' স্থানে 'হন্' হয়। যথা—

गृह्णाति	गण्हाति	पूर्वाह्णः	पुब्बण्हो
मध्याह्नः	मज्झन्हो	सायाह्नः	सायन्हो
चिह्नं	चिन्हं	ह्नुते	न्हुते

আত্মা	আতুমা, অত্তা*	ভস্মা	ভসুমা, ভস্মা
পদ্মং	পদুমং	সূক্ষ্মং	সুখুমং
	পদ্ম	পখুমং,	পম্হং

৬৮। শ, ষ, ও সকারে মফলা থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ভিন্ন, (ক) কখন কখন তাহাদের স্থানে 'ম্হ' হয়; (খ) কখন কখন সকারের দ্বিত্ব হইয়া মকারের লোপ হয়; (গ) আবার কখন স্থলবিশেষে† তাহারা অবিকৃতই থাকে। যথা—

(ক) শ্ম = ম্হ, ষ্ম = ম্হ, স্ম = ম্হ

অশ্মময়:	অম্হময়ো	অস্মি	অম্হি §
গ্রীষ্ম:	গিম্হো	তস্মাত্	তম্হা
শ্লেষ্মা	সেম্হো, সিলেসুমো	অস্মাকং	অম্হাকং ‡

(খ) স্ম = স্স

অনুস্মরতি	অনুস্সরতি

---

* এইরূপ—হ্রস্বং = হ্রস্বং ; ভস্মানং = ভস্সনং ; (সংস্কৃতে ভস্মান শব্দও আছে) মা. ম. ২. ২। আবার পাপ্মা = পাপিমা ; এখানে ম = ইম্ হইয়াছে।

† শ ও ষ স্থানে কেবল সকার হওয়া ভিন্ন।

§ এতাদৃশ ভূরি উদাহরণের জন্য নামকল্পের পঞ্চমী ও সপ্তমীর রূপাবলী দ্রষ্টব্য।

‡ প্রাকৃতে 'শ্ম' ও 'ষ্ম' স্থানে 'ম্হ' (প্রা. প্র. ৩.৩২), এবং 'শ্ম' ও কখন কখন 'ষ্ম' স্থানে 'স্স' হয়। প্রা. প্র. ৩.২।

অনুস্মৃতিঃ	অনুস্মতি
জাতিস্মরঃ	জাতিস্মরো

(গ) স্ম ইত্যাদি অপরিবর্ত্তিত।

ঘস্মরঃ	ঘস্মরো
বেশ্ম	বেস্ম
অশ্মরী	অস্মরী
অশ্মা	অস্মা
রশ্মিঃ	রস্মি *

---

* নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি দ্রষ্টব্যঃ—

স্মিতং	সিতং, মিহ্মিতং	ঘস্মস্য	মস্স
স্মরতি	সরতি, সুমরতি	অপস্মারঃ	অপমারো
স্মৃতিঃ	সতি	রশ্মিঃ	রংসি
শ্মশানং	মসানং, সুসানং (১.§৬৯. গ.)		

এইগুলি আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এতাদৃশ স্থলে কোথাও কোথাও আদিস্থিত স বা শকারের লোপ হইয়াছে, যথা—অপস্মারঃ=অপমারো, এস্থলে প্রথমে স্মার=মার হইয়া তাহার পর অপ-যুক্ত হইয়াছে; কোথাও স্থানবিপর্য্যয় হইয়াছে, যথা—স্মিতং=মিস্মিতং =মিহ্মিতং (স=হ); রশ্মিঃ=রস্মি=রংসি; কোথাও বা ১§৬৭ অনুসারে স্ম স্থানে সম্ হইয়াছে, যথা—স্মরতি=সুমরতি।

সাধারণ কল্পের পরিশিষ্ট

পালিতে কখন কখন—

৬৯। (ক) অ=আ, * যথা—

অলকা	আলকা	অলিন্দ:	আলিন্দো
প্রত্যমিত্র:	পচ্চামিত্তো		

(খ) অ=ই, যথা—

চন্দ্রমা:	চন্দিমা	রাজস্ত্রী	রাজিত্থি †

(গ) অ=উ, যথা—

অসূয়া	উসূয়া	অসূয়তি	উসূয়তি
মতি:	মুতি	সম্মতি:	সম্মুতি
মতং	মুতং	নিমজ্জতি	নিমুজ্জতি
নিমগ্ন:	নিমুগ্গো	পুক্কশ:	পুক্কুসো
কদাচন	কুদাচন	নবতি:	নবুতি

(ঘ) অ=এ, যথা—

একশয্যা	একসেয্যা	ফল্গু	ফেগ্গু

৭০। (ক) আ=অ, § যথা—

লাসিকা	লসিকা

* তুল:—আ=অ; ১.§৭০. ক।

† রাজ+ইত্থি=রাজিত্থি; সন্ধিকল্প (২.§১) দ্রষ্টব্য।

§ তুল:—অ=আ; ১.§৬৯. ক।

(খ) आ = ए, যথা—

माहका मेक्खिका

৭১। (ক) इ = अ, যথা—

कौण्डिन्यः कोण्डञ्ञो द्विवि(व्र)क्रत्वः द्विक्खत्तुं

(খ) इ = उ, যথা—

इषुः उसु इक्षुः उच्छु

शिशुकः सुसुको पिचुमन्दः पुचिमन्दो

(গ) इ = ए, যথা—

अग्रमहिषी अग्गमहेसी डिण्डिमः देण्डिमो

निषादः नेसादो

(ঘ) इ = ओ, যথা—

इक्ष्वाकुः ओक्काको *

৭২। ई = अ, যথা—

कौशेय्यं कोसज्जं

৭৩। (ক) उ = अ, যথা—

गुरुः गरु मुकुलं मकुलं, (मुकुलं)

---

* Childers ও George Turnour (Maháwanso, Index and Glossary, p. 19) মনে করেন সংস্কৃত इक्ष्वाकु হইতেই পালি ओक्काक হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় ऐक्ष्वाक হইতে তাহা হইয়াছে।

स्फुरति	फरति *	फुल्लति	फल्लति
वायु:	वायो	तन्तुवाय:	तन्तवायो

(খ) उ=इ, যথা—

पुरुष:	पुरिसो †
पौरुषं	पोरिसं
कुटुम्बं	कुटिम्बं, (कुटुम्बं)

(গ) उ=ए, যথা—

डुण्डुभ:	डेड्डुभो

(ঘ) उ=ओ, যথা—

प्रामुख्यं	पामोक्खं	गुडूची	गोळोची
गुच्छक:	गोच्छको	कुट्टिम:	कोट्टिमो
कुट्टकं	कोट्टकं	उष्ट्र:	ओट्ठो
पुष्करं	पोक्खरं	पुष्करिणी	पोक्खरणी
गुल्फ:	गोप्फो	स्रुतस्सं	सोतस्सं

---

* तुल:—"पर्फरीकं (किसलयं);" "पर्फरीकादयश्च" (পাণিনি, উণাদি, ৪৬৮) এই সূত্রানুসারে √স্ফুর হইতে পর্ফর করিয়া ঈকন্ প্রত্যয়ে পর্ফরীক পদ সাধন করা হয়। বাংলা 'ফর্-ফর্' ও 'ফুর্-ফুর্' শব্দ এই √স্ফুর্ হইতেই হইয়াছে।

† প্রাকৃতেও এই পদ হয়। "इदुत्पुरुषे रोः", प्रा. प्र. १.२३। মাগধী প্রাকৃতে पुरिस স্থানে पुलिस হয়।

৭৪। (ক) ऊ=अ, যথা—

कूर्परः कप्परो

(খ) ऊ=ओ, যথা—

गुडूची गोळोची

৭৫। (ক) ए=इ, * যথা—

लङ्केन्द्रः लङ्किन्दो लङ्केश्वर लङ्किस्सरो

देवेन्द्रः देविन्दो महेन्द्रः महिन्दो

(খ) ए=ओ, যথা—

द्वेषः दोसो

৭৬। ओ=उ, যথা—

स्तोत्रं थुत्तं तोत्रं तुत्तं

৭৭। (ক) क=ख, যথা—

कीलः खीलो इन्द्रकीलः इन्द्रखीलो

कुब्जः खुज्जो†

(খ) क=ग, § যথা—

मूकः मूगो शाकलं सागलं

(গ) क=ट, যথা—

कङ्कोलं टङ्कोलं

---

* সন্ধিকল্প (১.§১) দ্রষ্টব্য।

† "कुब्जे खः", प्रा॰ प्र॰ २.३४।

§ তুলঃ—ग=क, ১.§৭৮. ক।

(ঘ) क = क्क, যথা—

भिषक् भिसक्को

(ঙ) क = य, যথা—

स्वके पुरे सये पुरे

(চ) क = व, যথা—

लकुचं लवुजं शुकः सुवो

৭৮। (ক) ग = क,* যথা—

भृङ्गारः भिङ्कारो स्थगनं थकनं

छागलः छाकलो हस्तोपगः हत्थपक्को †

(খ) ग = घ, যথা—

गृहं घरं गृहिणी घरणी

शृङ्गाटकं सिङ्घाटकं

৭৯। घ = ह, যথা—

लघुः लहु प्राघुणः पाहुणो §

৮০। (ক) च = ज, ‡ যথা—

लकुचं लवुजं

* तुल:—क = ग, ১.§৭৭. খ।

† C. D., p. 21.

§ "কান্ত পাহুণ বিরহ দারুণ"—বিদ্যাপতি।

‡ তুল:—ज = च, ১.§৮২. ক।

(খ) চ=ত, যথা—

चिकित्सा — तिकिच्छा

৮১। च्छ=स्स, * যথা—

समुच्छ्रय: — समुस्सयो — समुच्छ्रयति — समुस्सयति

৮২। (ক) জ=চ, † যথা—

प्राजयति — पाचेति ‡

(খ) জ=দ, § যথা—

प्रसेनजित् — पसेनदि

जिघत्सा — दिगच्छा, (जिघच्छा)

जाज्वल्यति — दादल्लति

ज्योत्स्ना — दोसिना

(গ) জ=য, যথা—

निजं — नियं

৮৩। (ক) ট=ঠ, যথা—

कण्टकं — कण्ठकं, (कण्टकं)

---

* ১.§৩৫ দ্রষ্টব্য।

† চ=জ, ১.§৮০।

‡ ১.§৬৭ দ্রষ্টব্য। √ অজ্ অর্থ গতি। বাংলায় রাখালের যষ্টিবাচক 'পাচনী' (সংস্কৃত প্রাজনী) শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন।

§ সিংহলী ভাষাতেও এই রূপ দেখা যায়। যথা—দুর্জন=দুদন।

(ख) ट=ड, यथा—

लेष्टुः (लोष्टुः) लेड्डु, निघण्टुः निघण्डु

(ग) ट=ल, यथा—

स्फटिकः फलिको

(घ) ट=ळ, यथा—

आटविकः आळविको खेटः खेळो

पेटा पेळा

८४। (क) ण=न, यथा—

चिरेण चिरेन

(ख) ण=ळ, यथा—

वेणुः वेळु मृणालं मुळालं

८५। (क) त=ट, * यथा—

प्रति	पटि	आर्त्तः	अट्टो
वृन्तं	वण्टं	आम्रातकः	अम्बाटको
वर्त्तिः	वट्टि	अनावृतं	अनावटं
वर्त्तिका	वट्टिका	व्यावृत्तः	व्यावट्टो
वर्त्तुलं	वट्टुलं	निर्हृतः	निहटो
वर्त्म	वटुमं	कृतः	कटो, (कतो)
विवर्त्तः	विवट्टो (विवत्तो)	कैवर्त्तः	केवट्टो

* "तस्य टः", "पत्तने", "न धूर्त्तादिषु", प्रा॰ प्र॰ ३.२२—२४।

হরীতকী	হরীটকী *

(খ) त=थ, যথা—

तुषः	थुसो	कुन्तः	कुन्थो †

(গ) त=द, ‡ যথা।

उत	उद	वितस्तिः	विदत्थि
पृषतः	पसदो	कलन्तकः	कलन्दको

৮৬। (ক) थ=ट, যথা—

अर्थः	अट्टो, (अट्ठो)

(খ) थ=ठ, যথা—

पृथिवी	पठवी	ग्रन्थिः	गण्ठि

৮৭। (ক) द=ट, যথা—

प्रादुर्भावः	पाटुभावो	प्रादुर्भवति	पाटुभवति

(খ) द=ड, যথা—

दाहकः	डाहको	दहति	डहति
दंशः	डंसो		

---

* উল্লিখিত উদাহরণসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তকারের সহিত ব্যবহিত বা অব্যবহিত 'র' বা 'ঋ' সংযুক্ত থাকিলে স্থানে স্থানে 'ত' 'ট' হয়। अनुवृत्तिः=अनुवत्ति, अनुवर्त्तते=अनुवत्तति, ইত্যাদি স্থলে হয় নাই।

† वित्थासि (वि+√ त्रस्, लुङ्, মধ্যম, একবচন)।

‡ द=त, ১.§৮৭.গ।

(গ) द=त, * यथा—

कुसीद:	कुसीतो	जमदग्नि:	जमतग्गि
	खादनाय	खातनाय	

(ঘ) द=य, यथा—

खादित:	खायितो	खादनीय:	खायनीयो

(ঙ) द=ळ, यथा—

परिदाह:	परिळाहो	वैदूर्यं	वेळुरियं
बुद्बुदं	बुब्बुळं	दोहद:	दोहळो
कोविदार:	कोविळारो	उदार:	उळारो
	औदारिक:	ओळारिको	

৮৮। (ক) ध=भ, † यथा—

राजाधिराज:	राजाभिराजो	अधिरोहणं	अभिरोहणं

(খ) ध=ल, यथा—

गृहगोधिका	घरगोलिका

(গ) ध=ह, यथा—

साधु	साहु
अत्यादधति (-धाति)	अच्चादहति
अभिश्रद्धति (-धाति)	अभिसद्दहति

---

† त=द, ১.§৮৫. গ।

† भ=ध, ১.§৯৩. ক।

(ঘ) ध=ळ्ह, যথা—

हेधकं — हेळ्हकं

৮৯। (ক) न=ण, যথা—

सम्पन्नं — सम्पण्णं — अवनतं — ओणतं

विज्ञानं — विञ्ञाणं

(খ) न=ल, * যথা—

एनः — एलं

नैनः — नेलं

৯০। (ক) प=क, যথা—

पिपीलकः — किपिल्लको

(খ) प=व, যথা—

पिपासति — पिवासति — कपिः — कवि, (कपि)

कपित्थः — कवित्थो — गोपेन्द्रः — गोविन्दो

पूपकं — पूवकं

(গ) प्प=प्फ, যথা—

पिप्पलः — पिप्फलो — पिप्पली — पिप्फली

৯১। फ=प, † যথা—

काफोणिः — कपोणि — स्फोटयति — पोठेति

---

* ल=न, ১.§৯৬ ; ण=ल, ১.§৮৪. খ।

† प=फ, ১.§৪৯।

৯২। (ক) ব=প, যথা—

अलाबु: अलापु

(খ) ব=ভ, যথা—

बुसं भुसं

(গ) ব=ব, যথা—

पिब पिव

৯৩। (ক) ভ=ধ, * যথা—

अभिप्राय: अधिप्पायो अभिप्रेत: अधिप्पेतो

(খ) ভ=হ,† যথা—

प्रभवति पहोति § प्रभवन: पहवनो, पहोनो

प्रभूत: पहूतो ‡

৯৪। (ক) য=য়, যথা—

प्रतिसंलयनं पतिसल्लानं कतिपयाहं कतिपाहं

(খ) য=হ, যথা—

त्रय: तिहो लयनं लेनं (তুলঃ— ১.§৫৭)

(গ) য=জ, যথা—

गवय: गवजो, (गवयो)

---

* ধ=ভ, ১.§৮৮. ক।

† হ=ভ, ১.§১০০. খ।

§ সঙ্কীর্ণকল্প, অব-উপসর্গ দ্রষ্টব্য।

‡ অপর উদাহরণের জন্য আখ্যাতকল্পে ভূধাতুর পদসমূহ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) य=ल, যথা—

यष्टिः	लट्ठि	द्योतयति	जोतलति

(ঙ) य=व, অথবা ब, যথা—

अवश्याय:	ओस्सावो	आयुधं	आवुधं, (आयुधं)
जरायु:	जराबु	जरायुज:	जराबुजो
कण्डूयनं	कण्डुवनं	पूय: (*)	पुब्बो

৯৫। र्=ं, যথা—

शर्वरी	संवरी	संप्रहर्षयति	संपहंसेति
संप्रहर्षणं	संपहंसनं	विदर्शयति	विदंसेति
समुत्कर्षिकः	समुक्कंसिको	अकार्षु:	अकंसु

৯৬। ल=न, * যথা—

ललाटं	नलाटं	लाङ्गलं	नङ्गलं
	देहली	देहनी	

৯৭। व=उ,† যথা—

यवनक:	योनको	लवणं	लोणं

৯৮। (ক) श=छ, যথা—

शकृत्	छक	शाव:	छापो
शावक:	छापको	शव:	छवो

* न=ल, ১.§৮৯. ক।

† দ্রষ্টব্য:—১.§৫৭।

(খ) ঘ=ভ, যথা—

ঘ্রাকং ভাকং, (ঘ্রাকং)

৯৯। (ক) ষ=ছ, * যথা—

षट्	छ	षष्ठः	छट्ठो
षड्दिशः	छद्दिसो	षड्विंशति	छब्बिंसति

(খ) ষ=ঢ, যথা—

आकर्षणं	आकड्ढनं	आकर्षति	आकड्ढति
अनुकर्षणं	अनुकड्ढनं	अपकर्षति	अपकड्ढति

১০০। (ক) হ=ধ, † যথা—

इह	इध	इहलोकः	इधलोको
	विनहति (-ह्यति)	विनधति	

(খ) হ=ভ, ‡ যথা—

इहो	इभो	मित्रद्रोही	मित्तदूभो
	गह्वरं	गम्भरं	

---

* প্রা. প্র. ২. ৪১।

† ঘ=হ, ১§৮৮. ক।

‡ ভ=হ, ১.§৯০. খ।

সন্ধিকল্প

১। স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে, (ক) কখন কখন পূর্ব্ব স্বরের ও (খ) কখন কখন পর স্বরের লোপ হয়। * যথা—

(क)

नो हि + एतं = नो हेतं, (नो ह्येतत्)।

यस्स + इन्द्रियाणि = यस्सिन्द्रियाणि, (यस्येन्द्रियाणि)।

महा + इच्छो = महिच्छो, (महेच्छो)।

लङ्का + इन्दो = लङ्किन्दो, (लङ्केन्द्रः)।

महा + ओघो = महोघो, (महौघः)।

मे + अत्थि = मत्थि, (मेऽस्ति)।

कतमो + अस्स = कतमस्स, (कतमः स्यात्)।

साधु + आवुसो = साधावुसो

तुण्ही + अस्स = तुण्हस्स, (तूष्णीकः स्यात्)।

सीलवन्तो + एत्थ = सीलवन्तेत्थ, (शीलवन्तोऽत्र)।

मनसि + इच्छति = मनसिच्छति, (मनसीच्छति)।

(ख)

चत्तारो + इमे = चत्तारोमे, † (चत्वार इमे)।

---

* সাধারণত, পরবর্ত্তী স্বর গুরু হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের (গুরু হইলেও), এবং পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর গুরু হইলে পরবর্ত্তী লঘু স্বরের লোপ হয়।

† সন্ধি না হইলে चत्तारो इमे, मोग्गल्लानो अत्थि, ইত্যাদি অপরিবর্ত্তিতই থাকে।

मोग्गल्लानो + असि = मोग्गल्लानोसि, (मौद्‌गल्लायनोऽसि)।

ते + इमे = तेमे, (त इमे)।

ते + अपि = तेपि, (तेऽपि)।

सचे + अज्ज = सचेज्ज, (सचेद्य)।

सञ्ञा + इति = सञ्ञाति, (संज्ञेति)।

ते + अहं = तेहं, (तेऽहं)।

यो + अहं = योहं, (योऽहं)।

सो + अहं = सोहं, (सोऽहं)।

छाया + इव = छायाव, (छायेव)।

अकतञ्ञू + असि = अकतञ्ञूसि, (अकृतज्ञोऽसि)।

आकासे + इव = आकासेव, (आकाश इव)।

वन्दे + अहं = वन्देहं, (वन्देऽहम्।

वसलो + इति = वसलोति, (वृषल इति)।

अस्समणो + असि = अस्समणोसि, (अश्रमणोऽसि)।

---

* পূর্ব্ব ও পর-স্থিত উভয় স্বরই লঘু হইলে অন্যতর স্বরের লোপ হইতে দেখা যায়; যথা—

इति + अपि = इतिपि, इच्चपि, (इत्यपि)।

गच्छामि + अहं = गच्छामहं, (गच्छाम्यहं)।

दसहि + उपगतं = दसहुपगतं, (दशभिरुपगतं)।

किम् + इमा = किमुमा, (किमिमाः)।

चत्तारि + इमानि = चत्तारिमानि (चत्वारीमानि)।

২। সংস্কৃতের ন্যায় কোন কোন স্থলে অকার বা আকারের সহিত পরস্থিত ইকার ও ঈকার স্থানে এ, এবং উকার ও ঊকার স্থানে ও হয়। যথা—

अव + इच्च = अवेच्च, (अनित्य)।

उप + इतो = उपेतो (उपेतः)।

उप + इक्खति = उपेक्खति, (उपेक्षते)।

जिन + ईरितं = जिनेरितं।

मुख + उदकं = मुखोदकं।

चन्द + उदयो = चन्दोदयो, (चन्द्रोदयः)।

तीणि + इमानि = तीणिमानि, (त्रीणीमानि)।

मातु + उपट्ठानं = मातुपट्ठानं, (मातुरुपस्थानं)।

वत + अयं = वतयं (वतायं)।

इस + अपि = इसपि, (इष्यापि)।

यदि + इमस्स = यदिमस्स, (यदीमस्य)।

উভয় স্বরই গুরু হইলে অন্যতর স্বরের লোপ হয়; যথা—

न + आगता = नागता, (न आगताः)।

सीलवन्तो + एत्थ = सीलवन्तेत्थ, (शीलवन्तोऽत्र)।

এস্থলে পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হইয়াছে।

कथा + एव = कथाव, (कथैव)।

पाको + एव = पाकोव, (पाक एव)।

सचे + अज्ज = सचेज्ज, (सचेदद्य)।

এস্থলে পরস্বরের লোপ হইয়াছে।

यथा + उदकं = यथोदकं ।

न + उपेति = नोपेति, (नोपैति) ।

बन्धुस्स + इव = बन्धुस्सेव, (बन्धोरिव) । *

৩। অবর্ণ, ইবর্ণ ও উবর্ণের পর যথাক্রমে ঐ সকল বর্ণ থাকিলে সংস্কৃতের ন্যায় কখন কখন উভয়ে মিলিত হইয়া দীর্ঘ হয়। যথা—

तत्र + अयं = तत्रायं,

बुद्ध + अनुस्सति = बुद्धानुस्सति, (बुद्धानुस्मृतिः) ।

(১) सञ्ञावा + अस्स = सञ्ञावास्स, (संज्ञावान् स्यात्) ।

---

(১) পরবর্ত্তী স্বর যদি সংযুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব বলিয়া গুরু হয়, তবে অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব্বস্বর লোপ হইতে দেখা যায়; ইহার ব্যভিচার অল্প স্থলে। দ্রষ্টব্য :—

सञ्ञावा + अस्स = सञ्ञावास्स, (संज्ञावान् स्यात्) ।

तण्हा + अस्स = तण्हास्स, (तृष्णा स्यात्) ।

कस्मा + अस्स = कस्मास्स, (कस्मादस्य) ।

मा + अञ्ञं = माञ्ञं, (मान्यत्)

See T. D., vol. I., p. 4, note 2.

* নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই; যথা—

यस्स + इन्द्रियानि = यस्सिन्द्रियानि, (यस्येन्द्रियाणि) ।

तत्र + इमे = तत्रिमे, (तत्रेमे) ।

मग्ग + इन्द्रिको = मग्गिन्द्रिको, (मार्गेन्द्रिकः) ।

तथा + उपमं = तथूपमं, (तथोपमं) ।

तेन + उपसङ्कमि = तेनुपसङ्कमि, (तेनोपसमक्रंस्त) ।

तदा + अयं = तदायं ।

नायक + आचारो = नायकाचारो, (नायकाचारः) ।

২) सम्मन्ति + इध = सम्मन्तीध, (शाम्यन्तीह) ।

यानि + इध = यानीध, (यानीह) ।

৩) बहु + उपकारं = बहूपकारं ।

मधु + उदकं = मधूदकं ।

৪। পূর্ব্ব স্বর লুপ্ত হইলে পরবর্ত্তী হ্রস্ব স্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়। যথা—

सद्धा + इध = सद्धीध, (श्रद्धेह) ।

तथा + उपमं = तथूपमं, (तथोपमं) ।

अप्पस्सुतो + अयं = अप्पस्सुतायं, (अल्पश्रुतोऽयं) ।

दुक्खो + अयं = दुक्खायं, (दुःखोऽयं) ।

इतर + इतरो = इतरीतरो, (इतरेतरः) ।

योपि + अयं = योपायं, (योऽप्ययं) ।

सचे + अहं = सचाहं, (सचेदहं) ।

कम्म + उपनिस्सयो = कम्मूपनिस्सयो, (कर्मोपनिश्रयः) ।

रत्ति + उपरतो = रत्तूपरतो, (रात्र्युपरतः) ।

तदा + उपसम्मन्ति = तदूपसम्मन्ति, (तदोपशाम्यन्ति) ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই—

पञ्चहि + उपालि = पञ्चहुपालि, (पञ्चभिरुपाले) ।

नत्थि + अञ्ञं = नत्थञ्ञं, (नास्त्यन्यत्)।

तत्र + इदं = तत्रिदं, (तत्रेदं)।

৫। পরস্বরের লোপ হইলে পূর্ব্বস্বরও কচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা—

सु + इध = सूध, (स्विह)।

साधु + इति = साधूति, (साध्विति)।

लोकस्स + इति = लोकस्साति, (लोकस्येति)।

देव + इति = देवाति, (देवेति)।

वि + अतिसारेति = वीतिसारेति, (व्यतिसारयति)।

वि + अतिपतति = वीतिपतति, (व्यतिपतति)।

वि + अतिनामेन्ति = वीतिनामेन्ति (व्यतिनामयन्ति)

संघाटि + अपि = संघाटीपि, (संघाटिरपि)।

जीवितहेतु + अपि = जीवितहेतूपि (जीवितहेतुरपि)।

विज्जु + इव = विज्जूव, (विद्युदिव)।

किंसु + इध = किंसूध, (किंस्विदिह)।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই; যথা—

इति + अस्स = इतिस्स, (इत्यस्य)।

यस्स + इदानि = यस्सदानि, (यस्येदानीं)।

इदानि + अपि = इदानिपि, (इदानीमपि)।

चक्खु + इन्द्रियं = चक्खुन्द्रियं, (चक्षुरिन्द्रियं)।

৬। স্বরবর্ণ (সাধারণত অকার) পরে থাকিলে

পূর্ব্বস্থিত একার* স্থানে কখন কখন যকার হয়, এবং তাহা হইলে পরবর্ত্তী অকার স্থানে আকার হয়। যথা—

मे + अयं = म्यायं, (मेऽयं)।

ते + अहं = त्याहं, (तेऽहं)।

ये + अस्स = य्यास्स, (येऽस्य)।

पब्बते + अहं = पब्बत्याहं (पर्वतेऽहं)।

पब्बते + अस्स = पब्बत्यास्स, (पर्वते स्यात्)।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই ; যথা—

ने + आगता = नागता, (न आगताः)।

ते + अनागता = तेनागता, (तेऽनागताः)।

৭। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত ওকার† ও উকার স্থানে ‡ কখন কখন ব হয়। যথা—

यावतको + अस्स = यावतक्वास्स (यावतकः स्यात्)

तावतको + अस्स = तावतक्वास्स, (तावतकः स्यात्)।

को + अत्थो = क्वत्थो, (कोऽर्थः)।

यो + अयं = य्वायं, (योऽयं)। §

---

* প্রায়ই ते, मे, ও ये পদের একার।

† সাধারণত ক, খ, য, ও তকারের পরস্থিত ওকার ; মহারূপসিদ্ধি, ৯পৃ. ২০ সূ.।

‡ উকারের পর অসমান স্বরবর্ণ থাকিলে।

§ ও স্থানে ব হইলে কখন কখন পরস্থিত অকার আকার হয়।

सो+अस्स=स्वास्स, (सोऽस्य)।

सो+एव=स्वेव, (स एव)।

यतो+अधिकरणं=यत्वाधिकरणं, (यतोऽधिकरणं)।

अथ खो+अस्स=अथ खुस्स, (अथ खलु स्यात्)।

खो+अज्ज=ख्वज्ज, (खल्वद्य)।

दु+आकारो=द्वाकारो, (द्व्याकारः)।

वत्थु+एव=वत्थ्वेव, (वस्त्वेव)।

सु+आगतं=स्वागतं।

अनु+एति=अन्वेति।

ननु+एव=नन्वेव।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই ; যথা—

को+अत्थो=कोत्थो, (कोऽर्थः)।

सो+अयं=सोयं, (सोऽयं)।

चत्तारो+इमे=चत्तारोमे, (चत्वार इमे)।

होतु+इति=होतूति, (भवत्विति)।

साधु+आवुसो=साधावुसो।

किन्नु+इमा=किन्नुमा, (किन्न्विमाः)।

सु+आगतं=सागतं (स्वागतं)।

৮। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত ইবর্ণ স্থানে প্রায়ই যকার হয়। যথা—

वि+अञ्जनं=ब्यञ्जनं।

वि + आकतो = व्याकतो, (व्याक्रतः)।

वुत्ति + अस्स = वुत्यस्स, * (वृत्तिरस्य)।

वुत्ति + अनुभूयते = वुत्यनुभूयते, (वृत्तिरनुभूयते)।

अग्गि + आगारं = अग्यागारं, (अग्न्यागारं)।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই। যথা—

गच्छामि + अहं = गच्छामहं, (गच्छाम्यहं)।

पञ्चहि + अङ्गेहि = पञ्चहङ्गेहि, (पञ्चभिरङ्गैः)।

৯। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্বস্থিত ইবর্ণ স্থানে 'ইয়্', এবং উবর্ণ স্থানে 'উব্' হয়। যথা—

ति + अन्तं = तियन्तं, (त्र्यन्तं)।

ति + अङ्गं = तियङ्गं, (त्र्यङ्गं)।

अग्गि + आगारे = अग्गियागारे अग्यागारे, (अग्न्यागारे)।

पञ्चमी + अत्थे = पञ्चमियत्थे, (पञ्चम्यर्थे)।

सत्तमी + अत्थे = सत्तमियत्थे, (सप्तम्यर्थे)।

वि + अञ्जना = वियञ्जना, ब्यञ्जना।

वि + अकासि = वियाकासि, व्याकासि, (व्याकार्षीत्)।

परि + एसना = परियेसना, (पर्य्येषणा)।

---

* নল্ল প্রভৃতির ল্ল ভিন্ন তিনটি বর্ণ একত্র হইলে মধ্যস্থিত বর্ণটির লোপ হয়।

परि+आदानं=परियादनं, (पर्यादानं) । *

भिक्खु+आसने=भिक्खुवासने, (भिक्ष्वासने) ।

पुथु+आसने=पुथुवासने, (पृथगासने) ।

सयम्भू+आसने=सयम्भुवासने, (स्वयम्भ्वासने) ।

दु+अङ्गिकं=दुवङ्गिकं, (द्व्यङ्गिकं) । †

১০। দীর্ঘস্বরের ‡ পরবর্ত্তী 'এব' শব্দের একার স্থানে বিকল্পে 'রি' হয়, এবং পূর্ব্ব স্বর হ্রস্ব হয়। যথা—

यथा+एव=यथरिव, यथेव, यथा एव, (यथैव) ।

तथा+एव=तथरिव, तथेव, तथा एव, (तथैव) ।

১১। সুখোচ্চারণ ও ছন্দোরক্ষার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়। § যথা—

सम्म+धम्मो=सम्माधम्मो, (सम्यग्धर्मः) ।

मुनि+चरे=मुनी चरे, ¶ (मुनिश्चरेत्) ।

---

* বি, পরি, ও নি উপসর্গের যোগে এতাদৃশ রূপ বহুল দেখা যায়। লক্ষণীয়ঃ—इनि+एव=इत्वेव।

† স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর বকার আগম হয়। যথা—ति+अङ्गुलं=तिवङ्गुलं ; ति+अङ्गिकं=तिवङ्गिकं ; "मिगी भन्तावुदिक्खति (भन्ता+उदिक्खति);" प+उच्चति=पवुच्चति।

‡ সাধারণত 'যথা' ও 'তথা' শব্দের আকারের পর।

§ তুলনীয়ঃ—বৈদিক প্রয়োগ, तिष्ठ+न=तिष्ठा नः (ऋ. सं. १. ३०. ६ ; ইত্যাদি)।

¶ "एवं गामे मुनी चरे।"

খন্তি + পরমং = খন্তী পরমং, * (**ক্ষান্তিঃ পরমং**)।
জায়তি + সোকো = জায়তী সোকো,† (**জায়তে শোকঃ**)।

১২। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'সো' ও 'এসো' শব্দের ওকার স্থানে অকার হয়। ‡ যথা—
সো + সীলবা = স সীলবা, (**স শীলবান্**)।
সো + পঞ্ঞবা = স পঞ্ঞবা, (**স প্রজ্ঞাবান্**)।
এসো + ধম্মো = এস ধম্মো, (**এষ ধর্ম্মঃ**)।

কখন কখন আবার হয় না। যথা—
সো + মুনি = সো মুনি, (**স মুনিঃ**)।
এসো + ধম্মো = এসো ধম্মো, (**এষ ধর্ম্মঃ**)।

১৩। অনুস্বার যে বর্গের পূর্ব্বে থাকে, তাহার স্থানে ঐ বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়; § এবং লকারের পূর্ব্বে থাকিলে তাহার স্থানে লকার হয়। যথা—
তণ্হং + করো = তণ্হঙ্করো, (**তৃষ্ণাকরঃ**)।

---

* "**খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা**।"

† "**কামতো জায়তী সোকো কামতো জায়তী ভয়ং**।"

‡ কখন কখন স্বরবর্ণও পরে থাকিলে 'এসো' শব্দের ওকার স্থানে অকার হয়; যথা—**এসো + অত্থো = এস অত্থো**; **এসো + আভোগো = এস আভোগো**; **এসো + ইদানি = এস ইদানি**।

§ এই নিয়ম স্থানবিশেষে নিত্য, এবং স্থানবিশেষে বৈকল্পিক; উল্লিখিত উদাহরণসমূহের **তন্যঙ্কর** প্রভৃতি চারিটি ও তৎসদৃশ স্থলে

रणं + जहो = रणञ्जहो ।

सं + ठितो = सण्ठितो, (संस्थितः) ।

जुतिं + धरो = जुतिन्धरो, (द्युतिधरः) ।

सं + मतो = सम्मतो, (सम्मतः) ।

सं + लापो = सल्लापो, (संलापः)

सं + लक्खणं = सल्लक्खणं, (संलक्षणं) ।

पुं + लिङ्गं = पुल्लिङ्गं, (पुंलिङ्गं) ।

১৪। 'এব' শব্দের 'এ', এবং 'হি' শব্দের 'হ' পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত অনুস্বার-স্থানে বিকল্পে 'ঞ' হয়। যথা—

पच्चत्तं + एव = पच्चत्तञ्ञेव, * पच्चत्तं येव, † (प्रत्यात्ममेव) ।

तं + एव = तञ्ञेव, तं येव, (तदेव, तमेव) ।

एवं + हि = एवञ्हि, एवं हि ।

तं + हि = तञ्हि, तंहि, (तद्धि, तं हि) ।

'এব' ভিন্ন অপর শব্দের 'এ' পরে থাকিলে অনুস্বার-স্থানে 'ঞ' হয় না। যথা—

एवं + एतं = एवं एतं (एवमेतत्, एवमेतं)

তাহা নিত্য, এবং অপর স্থানে তাহা বৈকল্পিক; যথা—**तं करोति, तङ्करोति; तंखणं, तङ्खणं; संगतो, सङ्गतो**; ইত্যাদি।

* 'এব' পরে অনুস্বার-স্থানে 'ঞ' হইলে তাহার দ্বিত্ব হয়।

† 'এব' পরে পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বারের স্থানে যেবার 'ঞ' হয় না, সেইবার অনুস্বারের পরে 'য' আগম হয়।

১৫। অনুস্বারের পর যকার থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া বিকল্পে 'ঞ্ঞ' হয়। যথা—

सं + योगः = सञ्ञोगो, संयोगो, (संयोगः)।

सं + युत्तं = सञ्ञुत्तं, संयुत्तं, (संयुक्तं)।

सं + योजनं = सञ्ञोजनं, संयोजनं, (संयोजनं)।

सं + यतो = सञ्ञतो, संयतो, (संयतः)।

सं + याचिकाय = सञ्ञाचिकाय, संयाचिकाय, (संयाचिकया)।

অনুস্বার সর্ব্বনামগত হইলে হয় না। যথা—

एकं + योजनं = एकं योजनं।

तं + यातं = तं यातं, (तद्यातं, तं यातं)।

১৬। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে (সাধারণত ক্লীবলিঙ্গে যৎ, তৎ ও এতৎ শব্দের পরস্থিত) অনুস্বার স্থানে বিকল্পে দকার হয়। যথা—

तं + अनत्ता = तदनत्ता, (तदनात्मा)।

यं + अनिच्चं = यदनिच्चं, (यदनित्यं)।

एतं + अवोच = एतदवोच, (एतदवोचत्)।

অন্যত্র 'ম্' হয়। যথা—

यं + आहु = यमाहु, (यदाहुः)।

धनं + एव = धनमेव।

निन्दितुं + अरहति = निन्दितुमरहति, (निन्दितुमर्हति)।

১৭। সাধারণত 'ইদম্' শব্দের পদ ও 'এব' পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরান্ত শব্দের পর 'য' আগম হয়। * যথা—

मा+इदं=मायिदं (मेदं)।

न+इदं=नयिदं, (नेदं)।

न+इमस्स=नयिमस्स, (नास्स)।

न+इमानि=नयिमानि, (नेमानि)।

छ+इमानि=छयिमानि, (षडिमानि)।

नव+इमे=नवयिमे, (नवेमे)।

वा+एव=वायेव, (वैव)।

न+एव=नयेव, (नैव)।

बोधि+एव=बोधि येव, (बोधिरेव)।

तेसु+एव=तेसु येव, (तेस्वेव)।

ते+एव=ते येव, (त एव)।

सो+एव=सा येव, (स एव)।

১৮। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর 'ম্' আগম হয়। † যথা—

लघु+एस्सति=लघुमेस्सति, (लघ्वेष्यति)।

---

* পাটি+এক্কং=পাটিয়েক্কং, (প্রতি+এক+য); এখানে অপর শব্দ পরে থাকিলেও হইয়াছে।

† ছন্দোরক্ষা ও সুখোচ্চারণের জন্য।

गुरु + एस्सति = गुरुमेस्सति, (गुर्वेष्यति)।

कसा + इव = कसामिव, (कशेव)।

इध + आहु = इधमाहु, (इहाहुः)।

गिरि + इव = गिरिमिव, (गिरिरिव)

जेय्य + अत्तानं = जेय्यमत्तानं, (जेयात्मानं)।

एक + एकस्स = एकमेकस्स, (एकैकस्य)।

येन + इध = येनमिध, (येनेह)।

हायति + एव = हायतिमेव, (हीयत एव)।

होतु + एव = होतुमेव, (भवत्वेव)।

आकासे + अभिपूजयि = आकासेमभिपूजयि, (आकाशेऽभ्य-पूपुजत्)*।

১৯। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর 'দ' আগম হয়। যথা—

सम्मा + अञ्ञा = सम्मदञ्ञा, † (सम्यगाज्ञा)।

सम्मा + अत्थो = सम्मदत्थो, (सम्यगर्थः)।

सम्मा + एव = सम्मदेव, (सम्यगेव)।

सम्मा + अक्खातो = सम्मदक्खातो, (सम्यगाख्यातः)।

मनसा + अञ्ञा = मनसादञ्ञा, (मनसाज्ञा)।

---

* তুলঃ—"सुमेकः (सु+एकः);" শতপথব্রাহ্মণ, ১.৫.৫.২৬।

† ঈদৃশ স্থলে सम्मा শব্দের আকারস্থানে অকার হইয়া যায়।

অত্ত + অত্থং = অত্তদত্থং, * (আত্মার্থং)।
বহু + এব = বহুদেব, (বহ্বেব)।
পুন + এব = পুনদেব, † (পুনরেব)।

২০। স্বর পরে থাকিলে ‡ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর কখন কখন 'ন' আগম হয়। যথা—
চিরং + আয়তি = চিরং নায়তি, চিরমায়তি, (চিরমায়তিঃ)।
ইতো + আয়তি = ইতো নায়তি, (ইত আয়তিঃ)।
অবিজ্জা + অহোসি = অবিজ্জা নাহোসি, (অবিদ্যা অভূত্)।

২১। স্বর পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর কখন কখন 'ত' আগম হয়। § যথা—
যস্মা + ইধ = যস্মাতিধ, (যস্মাদিহ)।
তস্মা + ইধ = তস্মাতিধ, (তস্মাদিহ)।
অজ্জ + অগ্গে = অজ্জতগ্গে, (অদ্যাগ্রে)।

২২। 'ইব' ও 'এব' শব্দ পরে থাকিলে কখন কখন

---

* বিকল্পে অত্তত্থং হয়।

† পুন + এব = পুনরেব, ইহাও হয়। পুন + অপরং = পুনাপরং।

‡ 'আয়তি' প্রভৃতি শব্দের;—মহারূপসিদ্ধি, ১২-১৩ পৃ. ৩৩ সূ.।

§ যস্মা, তস্মা ও অজ্জ প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেই এই নিয়ম—মহারূপসিদ্ধি।

ছন্দোরক্ষার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর রকার আগম হয়। যথা—

রাজা + ইব = রাজারিব, (রাজেব)।
বিজ্জু + ইব = বিজ্জুরিব, (বিদ্যুদিব)।
আরোগ্গে + ইব = আরোগ্গেরিব, (আরোগ্য ইব)।
সাসপো + ইব = সাসপোরিব, (সর্ষপ ইব)।
সব্ভি + এব = সব্ভিরেব, (সদ্ভিরেব)।
উসভো + ইব = উসভোরিব, (ঋষভ ইব)। *

২৩। ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর স্থানে ওকার হয়। যথা—

পগী + খলু = পগো খলু, (প্রগী খলু)।
পর + সহস্সং = পরোসহস্সং, (পরঃসহস্রং)।

২৪। স্বর বা ব্যঞ্জন পরে থাকিলে সুখোচ্চারণের জন্য কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর অনুস্বার (ং) আগম হয়। যথা—

ন + সম্মযুত্তা = নংসম্মযুত্তা, (নত্সম্প্রযুক্তা)।
ন + খণী = নংখণী, (নত্‌ক্ষণী)।
ন + সভাবো = নংসভাবো, (নত্স্বভাবঃ)।

* শ্লোকাংশসমূহ যথা—"নক্খত্তরাজারিব তারকানং;" "বিজ্জুরিবব্ভকূটে;" "উসভোরিব;" "আরোগ্গেরিব সাসপো;" "সাসপোরিব আরোগ্গে;" "সব্ভিরেব সমাসেথ।"

चक्खु + उदपादि = चक्खुं उदपादि, (चक्षुरुदपादि)।

अव + सिरो = अवंसिरो, (अवाक्शिराः)।

याव + चिध = यावञ्चिध, (यावच्चेह)।

पुरिम + जातिं = पुरिमंजातिं, (पूर्वां जातिं)।

अनु + थूलानि = अनुंथूलानि, (अनुस्थूलानि)।

पुब्ब + गमा = पुब्बङ्गमा, (पूर्वङ्गमा)।

২৫। ছন্দোরক্ষা ও সুখোচ্চারণের জন্য কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বারের লোপ হয়। যথা—

एवं + अहं = एवाहं, * (एवमहं)।

कथं + अहं = कथाहं, (कथाहं)।

कं + अयं = क्यायं, (कमयं)।

तासं + अहं = तासाहं, (तासामहं)।

विदूनं + अग्गं = विदूनग्गं, (विदामग्रं)।

अरियसच्चानं + दस्सनं = अरियसच्चानदस्सनं
(आर्यसत्यानां दर्शनं)।

बुद्धानं + सासनं = बुद्धानसासनं, (बुद्धानां शासनं)।

सं + रत्तो = सारत्तो, (संरक्तः)।

सं + रागो = सारागो, (संरागः)।

सं + रम्भो = सारम्भो, (संरम्भः)।

सं + हारो = साहारो, (संहारः)।

---

* বিকল্পে এবমহং ইত্যাদিও হয়।

২৬। অনুস্বারের পরবর্ত্তী স্বরের কখন কখন লোপ হয়। * যথা—

অভিনন্দুং + ইতি = অভিনন্দুন্তি, (অভ্যনন্দিষুরিতি)।
কতং + ইতি = কতন্তি, (কৃতমিতি)।
কিং + ইতি = কিন্তি, (কিমিতি)।
উত্তত্তং + ইব = উত্তত্তংব, (উত্তপ্তমিব)।
বীজং + ইব = বীজংব, (বীজমিব)।
চক্কং + ইব = চক্কংব, (চক্রমিব)।
কলিং + ইব = কলিংব, (কলিমিব)।
ইদং + অপি = ইদম্পি, (ইদমপি)।
উত্তরিং + অপি = উত্তরিম্পি, (উত্তরমপি)।
দাতুং + অপি = দাতুম্পি, (দাতুমপি)।
কিং + ইদানি = কিন্দানি, (কিমিদানীং)।
অলং + ইদানি = অলন্দানি, (অলমিদানীং)
উত্তত্তং + এবত = ত্তত্তংব, (উত্তপ্তমেব)।
সদিসং + এব = সদিসংব, (সদৃশমেব)।
ত্বং + অসি = ত্বংসি, (ত্বমসি)।

বিকল্পে কিমিতি, দাতুমপি ইত্যাদি পদ হয়।

---

* ইতি, ইব, অপি, ইদানি, এব, অসি প্রভৃতি ভিন্ন শব্দের স্বর পরে থাকিলে লোপ হয় না ; যথা—অহং + এত্য = অহমেত্য।

২৭। অনুস্বারের পরবর্ত্তী **'অস্স'** **'অস্সা'** প্রভৃতি শব্দের **'অস্'** ভাগের কখন কখন লোপ হয়। যথা—

एवं + अस्स = एवंस, (एवमस्य)।

पुप्फं + अस्सा = पुप्फंसा, (पुष्पमस्याः)।

অন্যত্র **एवमस्स** ইত্যাদি হয়।

নামকপ্প

১। বাংলার ন্যায় পালিতে দ্বিবচনের পৃথক্ বিভক্তি নাই; তাহার স্থানে বহুবচনের বিভক্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

২। নামের উত্তর প্রয়োজ্য বিভক্তিগুলি এই—

	एकवचने	बहुवचने
प्रथमा	सि	यो
द्वितीया	अं	यो
तृतीया	ना	हि
चतुर्थी	स	नं
पञ्चमी	स्मा	हि
षष्ठी	स	नं
सप्तमी	स्मिं	सु
सम्बोधन	सि	यो

নামবিশেষের পরে এই সকল বিভক্তির কোন কোন-টির বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

৩। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনের বিভক্তি **হি** স্থানে বিকল্পে **ভি** হয়; এবং পঞ্চমীর একবচনে **স্মা** ও সপ্তমীর একবচনে **স্মিং** স্থানে বিকল্পে যথাক্রমে **ম্হা** ও **ম্হি** হয়।

স্বরান্ত

পুংলিঙ্গ

৪। অকারান্ত **বুদ্ধ** শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	বুদ্ধো	বুদ্ধা, (বুদ্ধসে)*
দ্বি.	বুদ্ধং	বুদ্ধে
তৃ.	বুদ্ধেন †	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি

* বন্ধনীর অন্তর্গত পদগুলি সাধারণত প্রচলিত নহে।

† কচ্চায়ন "**সো বা**" (২. ১. ৫৪) এই সূত্রে অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার একবচনে **না** বিভক্তির স্থলে বিকল্পে **সো** হয় লিখিয়াছেন; যথা—**অত্থসো**, **ব্যঞ্জনসো**, **পদসো**, ইত্যাদি। তদনুসারে **বুদ্ধ** শব্দের তৃতীয়ার একবচনে **বুদ্ধসো** পদও হইবে। কখন কখন তৃতীয়ার একবচনে **সা** দেখা যায়; যথা—**বলসা**, **জবসা**, ইত্যাদি। "**মা কাসি মুখসা পাপং**।"

চ.	বুদ্ধায় *	বুদ্ধানং
	বুদ্ধস্স †	
প.	বুদ্ধা	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
	বুদ্ধস্মা, বুদ্ধম্হা	
ষ.	বুদ্ধস্স	বুদ্ধানং
স.	বুদ্ধে	বুদ্ধেসু
	বুদ্ধস্মিং, বুদ্ধম্হি	
সম্বো.	বুদ্ধ	বুদ্ধা
	বুদ্ধা ‡	

৫। ধম্ম (ধর্ম), § সত্ত, সুগত, নর, সুর, অসুর, উরগ, নাগ, যক্খ (যক্ষ), গন্ধব্ব (গন্ধর্ব), কিন্নর, মনুস্স (মনুষ্য), পিসাচ (পিশাচ), পেত (প্রেত), ইত্যাদি সমস্ত অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

---

* ক. বু. ২. ১. ৫৮ ; বাল. ১১ পৃ.।

† কেহ কেহ বলেন বুদ্ধ শব্দের চতুর্থীর একবচনে বুদ্ধত্থং হয়, অপর কোন শব্দের এরূপ হয় না। T. D. p. 60 ; না. মা. p. 1.

‡ মহারূপসিদ্ধি ও তাহার টীকায় লিখিত হইয়াছে যে, অকারান্ত শব্দের সম্বোধনের একবচনে উভয় রূপের মধ্যে অদূরবর্ত্তী লোককে সম্বোধন করিতে হইলে প্রথম রূপই ব্যবহার্য্য। ম. সি. ৩১ পৃ. ১৪ পং.।

§ ধম্ম শব্দ কখন কখন ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হয়; যথা—"ধম্মানি সুত্বা"।

৬। ইকারান্ত অগ্গি (অগ্নি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প.	অগ্গি (অগ্গিনি, গিনি)*	অগ্গী, অগ্গয়ো, (অগ্গিয়ো)*
দু.	অগ্গিং	অগ্গী, অগ্গয়ো
ত.	অগ্গিনা	অগ্গীহি, অগ্গীভি †
চ.	অগ্গিনো, অগ্গিস্স	অগ্গীনং
প.	অগ্গিনা, অগ্গিস্মা, অগ্গিম্হা	অগ্গীহি, অগ্গীভি †
ছ.	অগ্গিনো, অগ্গিস্স	অগ্গীনং
স.	(অগ্গিনি*) অগ্গিস্মিং, অগ্গিম্হি,	অগ্গিসু, অগ্গীসু

* কেবল অগ্গি শব্দেরই কখন কখন এইরূপ হয়।

† কচ্চায়নের "সুনংহিসু চ" (২.১.৯ সূ) এই সূত্রানুসারে সু, নং ও হি বিভক্তিতে পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হইলেও ইকার ও উকার কখন কখন দীর্ঘ হয় না। ম. সি. ৩২ পৃ. ৮৭ সূ.। এতদনুসারে অগ্গিহি, অগ্গিভি এই দুই পদ হয়।

সত্তমী. অগ্গি অগ্গী

অগ্গযো, (অগ্গিযো)

৭। ইসি (ঋষি), মুনি, বোধি, সন্ধি, রাসি (রাশি), গিরি, রবি, কবি, অরি, নিমি, জোতি (জ্যোতিস্) সমাধি, প্রভৃতি সমস্ত পুংলিঙ্গ ইকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

৮। প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে কোন কোন ইকারান্ত শব্দের অন্তে যো না হইয়া নো হয়; যথা— সারমেনিনো, সম্মাদিট্ঠিনো, মিচ্ছাদিট্ঠিনো, বজিরবুদ্ধিনো, অধিপতিনো, জাতিপতিনো, ইত্যাদি। কোন কোন শব্দের দুই রকমই হয়; যথা—সেনাপতযো, সেনাপতিনো; গহপতযো, গহপতিনো। লক্ষণীয় ঃ—কপিয়ো; এখানে ইকার স্থানে অকার হয় নাই; এতাদৃশ প্রয়োগ বিরল। কপযো পদও হয়।

৯। ইসি (ঋষি) শব্দের সম্বোধনের একবচনে ইসে (ঋষে) এই একটি অতিরিক্ত পদ হয়।

মুনি শব্দের সম্বোধনে মুনী পদও দেখা যায়। ষষ্ঠীর একবচনেও মুনে হয়।

১১। আদি শব্দের সপ্তমীর একবচনে এই কয়টি অতিরিক্ত পদ দৃষ্ট হয়; যথা—আদো (আদী), (আদু) আদিং (অতিবিরল)। কেহ কেহ বলেন আদিনি পদও হয়।

১২। गिरि শব্দের সপ্তমীর একবচনে गिरे ; এবং रंस्मि (रस्मि) শব্দের তৃতীয়ার একবচনে रंस्मेन পদ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

১৩। অকারান্ত सख (ইকারান্ত सखि) শব্দ।

	एक.	बहु.
प्र.	सखा	सखायो
		सखानो, सखिनो *
द्वि.	सखारं	सखायो
	सखानं	सखानो
	सखं †	सखिनो ‡
तृ.	सखिना	सखेहि, सखेभि
		सखारेहि, सखारेभि
च.	सखिस्स	सखीनं
	सखिनो	सखारानं
प.	सखिना §	सखेहि, सखेभि
		सखारेहि, सखारेभि

* सखा পদও হয়—C. D., T. D.

† सखायं পদও হয়—F. F.

‡ सखी পদও হয়—F. F.

§ सखारा, सखारस्मा, পদও হয়—C. D., T. D., না. মা.।

	एक.	बहु.
ष.	सखिस्स	सखीनं
	सखिनो	सखारानं
स.	सखे	सखेसु
		सखारेसु
सम्बो.	सख	सखायो
	सखे	सखानो
	सखा	सखिनो
	सखि	
	सखी	

---

১৪ । ঈকারান্ত गामनी (ग्रामणी) শব্দ ।

	एक.	बहु.
प्र.	गामनी	गामनी
		गामनिनो
द्वि.	गामनीनं	गामनी
	गामनिं	गामनिनो
तृ.	गामनिना	गामनीहि, गामनीभि
च.	गामनिनो	गामनीनं
	गामनिस्स	

	एक.	बहु
प.	गामनिना	गामनीहि, गामनीभि
ष.	गामनिनो गामनिस्स	गामनीनं
स.	गामनिस्मिं, गामनिम्हि	गामनीसु
सम्बो.	गामनि	गामनी गामनिनो

১৫। सेनानी, सुधी, প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার। *

১৬। উকারান্ত भिक्खु (भिक्षु) শব্দ।

	एक.	बहु.
प.	भिक्खु	भिक्खू भिक्खवो
द्वि.	भिक्खुं	भिक्खू भिक्खवो
तृ.	भिक्खुना	भिक्खुहि, भिक्खुभि
च.	भिक्खुनो भिक्खुस्स	भिक्खूनं

---

* কেহ কেহ বলেন—सेट्ठी, सारथी, चक्कवत्ती ও सामी শব্দের রূপ এই প্রকার। T. D. p. 74. हत्थी শব্দের রূপ দ্রষ্টব্য।

	एक.	बहु.
प.	भिक्खुना भिक्खुस्मा भिक्खुम्हा	भिक्खूहि, भिक्खूभि
ष.	भिक्खुनो भिक्खुस्स	भिक्खूनं
स.	भिक्खुस्मिं, भिक्खुम्हि	भिक्खूसु
सम्बो.	भिक्खु	भिक्खू भिक्खवो भिक्खवे

১৭। केतु, भानु, राहु, सत्तु (शक्तु), उच्छु (इक्षु), वेळु (वेणु), मच्चु (मृत्यु), सिन्धु, बन्धु, मेरु, कारु, सेतु, প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

১৮। हेतु শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে हेतू, हेतवो, हेतुयो এই তিন পদ হয়; কেহ কেহ বলেন हेतुनो পদও হয়। সপ্তমীর একবচনে हेतो পদও হইয়া থাকে।

১৯। जन्तु শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে जन्तू, जन्तवो, जन्तुयो, ও जन्तुनो এই চারিটি পদ হয়।

২০। गरु (गुरु) শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে गरू, गरवो, ও गरुनो হয়। *

---

* "भिक्खुप्पभुतितो निच्चं वो योनं, हेतु-आदितो।
विभासा, न च वो नो च अमुप्पभुतितो भवे॥" म. सि. ४८ पृ.

২১। উকারান্ত **অভিভূ** শব্দ।

	এক.	বহু.
প.	অভিভূ	অভিভূ অভিভুৱো
দ্বি.	অভিভুং	অভিভূ অভিভুৱো
ত.	অভিভুনা	অভিভূহি, অভিভূভি
চ.	অভিভুনো অভিভুস্স	অভিভূনং
প.	অভিভুনা	অভিভূহি, অভিভূভি
ছ.	অভিভুনো অভিভুস্স	অভিভূনং
স.	অভিভুস্মিং, অভিভুম্হি	অভিভূসু
সম্বো.	অভিভু	অভিভূ অভিভুৱো

২২। **সযম্ভূ** (**স্বযম্ভূ**), **ৱেস্সভূ** (**বিশ্বভূ**) **পরাভিভূ**, প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

২৩। **সহভূ** শব্দের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সম্বোধনের বহুবচনে **সহভুনো** এই অতিরিক্ত পদ হয়।

২৪। **সব্বঞ্ঞূ** শব্দের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সম্বোধনের

বহুবচনে **सब्बञ्ञू, सब्बञ्ञुनो** এই দুই পদ হয়; অন্যত্র **अभिभू** শব্দের ন্যায় রূপ।

২৫। **मग्गञ्ञू** (**मार्गज्ञ**), **धम्मञ्ञू** (**धर्मज्ञ**), **अत्थञ्ञू** (**अर्थज्ञ**), **कालञ्ञू** (**कालज्ञ**), **विञ्ञू** (**विज्ञ**), **विदू** (**विद्**), **वेदगू** (**वेदग**), **पारगू** (**पारग**), প্রভৃতি শব্দের রূপ **सब्बञ्ञू** শব্দের ন্যায়।

২৬। উকারান্ত **पितु** (ঋকারান্ত **पितृ**) শব্দ।

	एक.	**बहु.**
प.	**पिता**	**पितरो**, (**पिता**)
दु.	**पितरं**	**पितरो**
		पितरे
तृ.	**पितरा** *	**पितरेहि**, **पितरेभि**
	पितुना	**पितूहि**, **पितूभि**
च.	**पितु**	**पितरानं**
	पितुनो	**पितानं**
	पितुस्स	**पितूनं**, **पितुन्नं**
प.	**पितरा** *	**पितरेहि**, **पितरेभि**
	पितुना	**पितूहि**, **पितूभि**

---

* মতান্তরে **पित्या** ও **पेत्या** পদও হয়। **मातु** (**मातृ**) শব্দের রূপ দ্রষ্টব্য।

	এক.	বহু.
ষ.	পিতু	পিতরানং
	পিতুনো	পিতানং
	পিতুস্স	পিতূনং, পিতুন্নং
স.	পিতরি	পিতরেসু
		পিতুসু, পিতূসু
স.	পিত	পিতরো
	পিতা	

২৭। ভাতু (ভ্রাতৃ), জামাতু (জামাতৃ) প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

২৮। উকারান্ত কত্তু (ঋকারান্ত কর্তৃ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প.	কত্তা	কত্তারো
দ্বি.	কত্তারং	কত্তারো
		কত্তারে
তৃ.	কত্তারা	কত্তারেহি, কত্তারেভি
	কত্তুনা	
চ.	কত্তু	কত্তারানং
	কত্তুনো	কত্তানং
	কত্তুস্স	(কত্তূনং)

	এক.	বহু.
প.	কত্তারা	কত্তারেহি, কত্তারেভি
ষ.	কত্তু	কত্তারানং
	কত্তুনো	কত্তানং
	কত্তুস্স	(কত্তূনং)
স.	কত্তরি	কত্তারেসু
		(কত্তূসু)
সম্বো.	কত্ত	কত্তারো
	কত্তা *	

২৯। কখন কখন কত্তু শব্দের অকারান্ত শব্দের ন্যায় রূপ হয়; যথা—মল্লকত্তু (মল্যকর্ত্তৃ) শব্দের প্রথমার একবচনে মল্লকত্তো।

৩০। সত্থু (শাস্তৃ),† ভত্তু (ভর্ত্তৃ), নেতু (নেতৃ)

---

* "উট্ঠেহি কত্তে অতরমানো গন্ত্বা বেস্সন্তরং বদ;" এস্থলে কত্তু (কর্ত্তৃ) শব্দের সম্বোধনে কত্তে হইয়াছে। "তেন হি ভো খত্তে যেন সম্ভেয্যকা ব্রাহ্মণা গহপতিকা তেনুপসঙ্কম;" এস্থলে খত্তু (ক্ষত্তৃ) শব্দের সম্বোধনের একবচনে খত্তে হইয়াছে।

† কেহ কেহ সত্থু শব্দের এই কয়টি পদ অধিক দেন—তৃতীয়া ও পঞ্চমীর একবচনে সুত্থুয়া (F. F., C. D.), চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনে সত্থুনং (F. F)। মহারূপসিদ্ধি প্রভৃতিতে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই।

ধ্মাতু (ধ্মাতৃ), জেতু (জেতৃ), ছেতু (ছেতৃ), দাতু (দাতৃ), প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৩১। ওকারান্ত গো শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গো	গাবো
		গবো
দ্বি.	গাবং	গাবো
	গবং *	গবো
	গাবুং †	
তৃ.	গাবেন	গোহি, গোভি
	গবেন ‡	
চ.	গাবস্স	গোনং
	গবস্স	গুন্নং
		গুবং

---

* দ্বিতীয়া হইতে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই একবচনে, এবং সপ্তমীর উভয় বচনে গো শব্দ স্থলে গাব ও গব আদিষ্ট হয়, এবং তাহাদের রূপ অকারান্ত শব্দের ন্যায় হয়।

† গবুং পদও হয় (T. D.)।

‡ ক্বচিৎ গবা পদ দৃষ্ট হয়।

	এক.	বহু.
প.	गावा	गोहि, गोभि *
	गावस्मा, गावम्हा	
	गवा	
	गवस्मा, गवम्हा	
ष.	गावस्स	गोनं
	गवस्स	गुन्नं
		गवं
स.	गावे	गावेसु
	गावस्मिं, गावम्हि	गवेसु
	गवे	गोसु
	गवस्मिं, गवम्हि	
सम्बो.	गो	गावो
		गवो

৩২। गो শব্দস্থানে সর্ব্ব বিভক্তিতেই বিকল্পে गोण আদেশ হয়, এবং তখন তাহার রূপ অকারান্ত শব্দের ন্যায়; যথা—गोणो, गोणा; गोणं, गोणे; ইত্যাদি। †

* गवेहि পদও হয়—C. D.

† কচ্চায়নবৃত্তি-মতে (২. ১. ২৯) गोण ণকারন্ত; মহারূপসিদ্ধি-মতে गोन নকারান্ত।

বিকল্পে গু ও গবয় আদেশও হয়। * গো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গাবী হয়, ইহার রূপ স্ত্রীলিঙ্গ ঈকারন্ত রত্তী শব্দের ন্যায়। † গো শব্দ স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার রূপ ঠিক পুংলিঙ্গের ন্যায়। ‡

স্ত্রীলিঙ্গ

৩৩। আকারান্ত কঞ্ঞা (কন্যা) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	কঞ্ঞা	কঞ্ঞা কঞ্ঞাযো
দ্বি.	কঞ্ঞং	কঞ্ঞা কঞ্ঞাযো
তৃ.	কঞ্ঞায	কঞ্ঞাহি, কঞ্ঞাভি

---

* দ্রঃ—ক. বৃ. ২.১.৩০; এখানে গুন্নং ও গবযেহি এই দুইটি পদ প্রদত্ত হইয়াছে।

† ম. সি. ৫৮ পৃ. ১৮৯ সূ.।

‡ "তস্স পুল্লিঙ্গে গোসদ্দস্সেব রূপনযো"—ম. সি. ৫৭. পৃ.

"ওকারন্তং ইত্থিলিঙ্গং গোসদ্দোতি বিভাবযে।

গোসদ্দস্সেব পুল্লিঙ্গে রূপমস্সাতু কেচন॥"

দ্রষ্টব্য—৩.§৫৩, টীকা, ১১১ পৃ.।

	এক.	বহু.
च.	कञ्ञाय	कञ्ञानं
प.	कञ्ञाय	कञ्ञाहि, कञ्ञाभि
ष.	कञ्ञाय	कञ्ञानं
स.	कञ्ञाय कञ्ञायं	कञ्ञासु
सम्बो.	कञ्ञे	कञ्ञा कञ्ञायो

৩৪। **सद्धा** (**श्रद्धा**), **मेधा**, **पञ्ञा** (**प्रज्ञा**), **तण्हा** (**तृष्णा**), **विज्जा** (**विद्या**), **पुच्छा** (**पृच्छा**), **चिन्ता**, **निसा** (**निशा**), * ইত্যাদি সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

৩৫। পালিতে **अम्बा**, **अम्मा**, **अन्ना** ও **ताता** (**तात** শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে) এই চারিটি শব্দ মাতৃবাচী। ইহাদের সম্বোধনে আকার-স্থানে একার হয় না; যথা—**भोति अम्बा**, **भोति अम्मा**, **भोति अन्ना**, **भोति ताता**। কখন কখন তাহাদের সম্বোধনে যথাক্রমে এই পদগুলি হয়—**अम्ब**, **अम्म**, **अन्न**, **तात**। কেহ কেহ বলেন **भोति** শব্দ

---

* "**निसे** अग्गीव भासति"—ইত্যাদি স্থলে **निसा** শব্দের সপ্তমীর একবচনে **निसे** পদও দেখা যায়। সংস্কৃত **परिषत्** শব্দ পালিতে **परिसा** হয়। এই **परिसा** শব্দের स. एक. **परिसतिं** পদ অতিরিক্ত দেখা যায়।

পূর্ব্বে না থাকিলেই শেষোক্ত রূপগুলি হয়। প্রথমোক্ত পদসমূহ **মোনি** শব্দ পূর্ব্বে না থাকিলেও হয়।

৩৬। সংস্কৃত ঔকারান্ত **নৌ** শব্দ-স্থানে পালিতে **নাবা** হয়; অতএব ইহার রূপ **কঞ্ঞা** শব্দের ন্যায়।

৩৭। ইকারান্ত **রত্তি** (রাত্রি) শব্দ।

	একব.	**বহু.**
প্র.	**রত্তি**	**রত্তী** **রত্তিযো**
দ্বি.	**রত্তিং**	**রত্তী** **রত্তিযো**
তৃ.	**রত্তিযা**	**রত্তীহি, রত্তীভি**
চ.	**রত্তিযা**	**রত্তীনং**
প.	**রত্তিযা**	**রত্তীহি, রত্তীভি**
ষ.	**রত্তিযা**	**রত্তীনং**
স.	**রত্তিযা** **রত্তিযং**	**রত্তীসু**
সম্বো.	**রত্তি**	**রত্তী** **রত্তিযো**

এই সাধারণ রূপ ভিন্ন **রত্তি** শব্দের কয়েকটি বিশেষ রূপ আছে। যথা—**প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. রত্যো ; তৃ. চ. প.**

ষ. স. এক. রত্যা ; * এবং **স. এক. রত্যং, রত্তিং, ও রত্তো** পদ হয়।

৩৮। সংস্কৃত **ক্তি** প্রত্যয়ান্ত **যুত্তি** (**যুক্তি**) প্রভৃতি শব্দ, **রস্মি** (**রশ্মি**), **নন্দি, সন্ধি, ভূমি,** † **পালি, যুবতি,** ধূলি প্রভৃতি ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের **রত্তি** শব্দের সাধারণ রূপের ন্যায় রূপ হয়।

৩৯। **জাতি** ও **বোধি** শব্দের রূপও এই প্রকার, তবে কিছু বিশেষ আছে। যথা, **জাতি** শব্দ—**প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. জত্যো, জচ্চো ; তৃ. চ. প. ষ. স. এক. জত্যা, জচ্চা; স. এক. জত্যং, জচ্চং।** **বোধি** শব্দ—**প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. বোজ্ঝো** ; ‡ **দ্বি. এক. বোধিযং ; তৃ. প. এক. বোজ্ঝা** ; এবং **স. এক. বোজ্ঝং**। উভয়েরই এই সকল অতিরিক্ত পদ কখন কখন দৃষ্ট হয়।

---

* মহারূপসিদ্ধিতে (৫৬ পৃ. ১৮৫-১৮৬ সূ.) **রত্ত্যা** আছে ; **রত্তি+আ =রত্ত্যা** ; কিন্তু **অন্ত্র, তন্ত্র** প্রভৃতি শব্দের **ন্ত্র** ভিন্ন পালিতে তিনটি বর্ণ একত্র সংযুক্ত থাকে না, এই নিয়মানুসারে একটি তকারের লোপ হওয়ায় **রত্যা** পদ হয় ; এবং তাহার পর ১.§২৪ অনুসারে এখানে আর **রচ্চা** হয় না।

† "**ভূম্যা স পতিতং পাসং গীবায পটিমুঞ্চতি**"—ইত্যাদি প্রয়োগে **ভূমি** শব্দের সপ্তমীর একবচনে **ভূম্যা** পদ দেখা যায়।

‡ **বোধ্যো=বোজ্ঝো. ধ্য=জ্ঝ. ১.§২৩।**

৪০। ঈকারান্ত नदी শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	नदी	नदी
		नदियो
		नज्जो *
দ্বি.	नदिं	नदी
	(नदियं)	नदियो
		नज्जो
তৃ.	नदिया	नदीहि, नदीभि
	नज्जा †	
চ.	नदिया	नदीनं
	नज्जा	
প.	नदिया	नदीहि, नदीभि
	नज्जा	
ষ.	नदिया	नदीनं ‡
	नज्जा	

---

* नद्यो=नज्जो, द्य=ज्ज, ১.§ ২২।

† কেহ কেহ বলেন তৃ. চ. প. ষ. ও স. এক. नद्या, এবং স. এক. नद्यं পদও হয়।—F. F., C. D.

‡ কখন কখন ষষ্ঠীর বহুবচনে नदीयानं পদও দৃষ্ট হয়।—C. D.

	एक.	बहु.
स.	नदिया नज्जा नज्जं	नदीसु
सम्बो.	नदि	नदी नदियो नज्जो

৪১। मही, वेतरणी (वैतरणी), वापी, पाटली, कदली, घटी, नारी, कुमारी, तरुणी প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৪২। ब्राह्मणी প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের বক্ষ্যমাণ অতিরিক্ত রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, ब्राह्मणी শব্দ—प्र· द्वि· सम्बो· बहु. ब्राह्मण्यो, तृ· च. प. ष. स. एक. ब्राह्मण्या, এবং स. एक. ब्राह्मण्यं হয়, (অর্থাৎ ১.§২৮ অনুসারে ण्य এখানে ञ्ञ হয় না)। এইরূপ दासी শব্দ—प्र. द्वि. सम्बो. बहु. दास्यो, तृ. च. प. ष. स. एक. दास्या, এবং स. एक. दास्यं হয় (অর্থাৎ ১.§২৬ অনুসারে स्य এখানে स्स হয় না; দ্রষ্টব্য ১.§১১)।

৪৩। पोक्खरिणी (पुष्करिणी) শব্দ—प्र. एक. पोक्खरणी, बहु. पोक्खरणी, पोक्खरणियो, पोक्खरञ्ञो (पोक्खरण्यो = पोक्खरञ्ञो, ण्य = ञ्ञ, ১.§২৮); ইত্যাদি নদীবৎ।

৪৪। ঈকারন্ত ইত্থী (স্ত্রী) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	ইত্থী	ইত্থী ইত্থিযো
দ্বি.	ইত্থিযং ইত্থিং	ইত্থী ইত্থিযো
তৃ.	ইত্থিযা	ইত্থীহি, ইত্থীভি
চ.	ইত্থিযা	ইত্থীনং
প.	ইত্থিযা	ইত্থীহি, ইত্থীভি
ষ.	ইত্থিযা	ইত্থীনং
স.	ইত্থিযা	ইত্থীসু
সম্বো.	ইত্থি	ইত্থী ইত্থিযো

৪৫। সংস্কৃত স্ত্রী শব্দ পালিতে ইত্থী* ও থী রূপে পঠিত হয়। থী শব্দের রূপ যথা—প্র. এক. থী, বহু. থিযো; তৃ. চ. প. ষ. এক. থিযং চ. ষ. বহু. থীনং; স. বহু. থীসু; সম্বো. থি, থিযো। অন্যত্র রূপ দেখা যায় না। †

৪৬। পুঠবী (পৃথিবী), গাবী, গুণবন্তী গুণবতী,

---

* সমাসস্থলে কখন কখন হ্রস্ব ইকার হয়; যথা—ইত্থিভাবো (স্ত্রীভাবঃ), ইত্থিপুরিসসদ্দো (স্ত্রীপুরুষশব্দঃ) ইত্যাদি।

† F. F., Childers.

कुलवती, सीलवती, यसवती, महन्ती महती, भोती (भवती), भिक्खुनी, मातुलानी, अय्यकानी, गहपतानी, राजिनी, दण्डिनी, यक्खिनी, सीहिनी, ইত্যাদি শব্দের রূপ नदी শব্দের রূপের ন্যায়। *

৪৭। উকারান্ত यागु (ঊকারান্ত यवागू) শব্দ।

	एक.	बहु.
प.	यागु	यागू यागुयो
दु.	यागुं	यागू यागुयो

---

* পালিতে স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত, ইকারান্ত, ঈকারান্ত, উকারান্ত ও ঊকারান্ত শব্দের পর সপ্তমীতে নামের উত্তর প্রযোজ্য स्मि বিভক্তি (৩.§২) স্বরূপত প্রযুক্ত না হইলেও, কখনো কখনো তাহা দেখা যায়। যথা— बलाकयोनि শব্দের स. एक. बलाकयोनिम्हि ; कुसावती শব্দের स. एक. कुसावतिम्हि। বৈয়াকরণগণ বলেন :—

“गाथायं चुण्णिये चापि मा-स-स्मादि सरूपतो।
नाकारान्तु-इवण्णन्त-इत्थीहि परतो गता॥
म्हि-सद्दो पन गाथायं इवण्णन्तित्थिभि सह।
यातो परत्तमेतस्स पयोगानि भवन्ति हि॥
यथा बलाकयोनिम्हि न विज्जति पुमो यदा।
कुसावतिम्हि नगरे राजा आसी महीपति॥”

	এক.	বহু.
ক.	यागुया	यागूहि, यागूभि
च.	यागुया	यागूनं
प.	यागुया	यागूहि, यागूभि
ष.	यागुया	यागूनं
स.	यागुया यागुयं	यागूसु
सम्बो.	यागु	यागू यागुयो

৪৮। धातु,* धेनु, दद्दु (दद्रु), कण्डु (कण्डु), कच्छु, करेणु (करेणु), पियङ्गु (प्रियङ्गु), सस्सु (श्वश्रू), প্রভৃতি শব্দের রূপ এইপ্রকার।

৪৯। ঊকারান্ত वधू শব্দ। †

	এক.	বহু.
प्र.	वधू	वधू वधुयो

---

* "धातु-सद्दो जिनमते इत्थिलिङ्गत्तने मतो।
सत्थे पुल्लिङ्गभावस्मिं कच्चायनमते ठितु॥"

† দীর্ঘ ঊকারান্ত শব্দের রূপ ঠিক উকারান্ত শব্দের ন্যায়, কেবল প্রথমার একবচনে অন্ত্যস্বর দীর্ঘ থাকে।

	एक.	बहु.
द्वि.	वधुं	वधू
		वधुयो
त.	वधुया	वधूहि, वधूभि
च.	वधुया	वधूनं
प.	वधुया	वधूहि, वधूभि
छ.	वधुया	वधूनं
स.	वधुया	वधूसु
	वधुयं	
सम्बो.	वधु	वधू
		वधुयो

৫০। **जम्बू, सरभू, सरबू, सुतनू, चमू, वामोरू, नागनासोरू,** প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৫১। উকারান্ত **मातु** (ঋকারান্ত **मातृ**) শব্দ।

	एक.	बहु
प्र.	माता	माता
		मातरो
द्वि.	मातरं	माता
		मातरे

ত.	मातरा	मातरेहि, मातरेभि
	मातुया	मातूहि, मातूभि
	मत्या *	
च.	मातु	मातानं
	मातुया	मातूनं†
	मत्या	मातरानं
	मातुस्स	
प.	मातरा	मातरेहि, मातरेभि
	मातुया	मातूहि, मातूभि
	मत्या	
ष.	मातु	मातानं
	मातुया	मातूनं †
	मत्या	मातरानं
	मातुस्स	
स.	मातरि	मातूसु
	मातुया	मातरेसु
	मत्या	
	मातुयं, मत्यं	

* কেহ কেহ মত্যা পদ স্থানে মাত্যা পাঠ করেন, ম. সি.; T. D.; C. D.; Childers. "मत्या च पेत्या च कतं सुसाधु।"

† কেহ কেহ মাতুন্নং এই অধিক পদ দেন; দ্রষ্টব্য—পিতু শব্দ।

	एक.	बहु
सम्बो.	मात	माता
	माता	मातरो *

৫২। दुहितु (दुहितृ) শব্দের রূপও এই প্রকার ; যথা प्र. एक. दुहिता, बहु. दुहिता, दुहितरो ; ইত্যাদি। পালিতে दुहितु শব্দ প্রায় धीतु রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারও রূপ मातु শব্দের ন্যায়, কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। যথা—

৫৩। धीतु (दुहितृ) শব্দ।

	एक.	बहु
प्र.	धीता	धीता, धीतरो
द्वि.	धीतरं	धीतरो
	धीतं	धीतरे
तृ.	धीतरा	धीतरेहि, धीतरेभि
	धितुया	धीतूहि, धीतूभि
च.	धीतु	धीतानं
	धीतुया	धीतूनं
		धीतरानं

* সমাসে পূর্ব্বস্থিত मातृ শব্দ স্থানে পালিতে কখন কখন मातु, माति, বা मत्ति হয়। যথা—मातृग्रामः = मातुगामो, मातृगोत्रं = मातिगोत्तं, मातृसम्भवः = मत्तिसम्भवो।

	एक.	बहु.
प.	धीतरा	धीतरेहि, धीतरेभि
	धीतुया	धीतूहि, धीतूभि
ष.	धीतु	धीतानं
	धीतुया	धीतूनं
		धीतरानं
स.	धीतरि	धीतूसु
	धीतुया	धीतरेसु
	धीतुयं	

ইহা ভিন্ন प्र· द्वि· बहु· धीतू, এবং च· ष· एक· धीताय পদ হয়। *

---

* ওকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ गो শব্দের রূপের জন্য দ্রষ্টব্য ৩ §৩২। নামমালায় ওকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ गो শব্দের রূপ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে :—

	एक·	बहु·
प्र·	गो, गावी	गावी, गावो, गवो
द्वि·	गाविं, गावं, गवं	गावी, गावो गवो
तृ·	* *	गोहि, गोभि
च·	* *	गवं, गोनं, गुन्नं
प·	* *	गोहि, गोभि
ष·	* *	गवं, गोनं, गुन्नं
स·	* *	गोसु
सम्बो·	गो *	गावी, गावो, गवो

ক্লীবলিঙ্গ

৫৪। অকারান্ত **চিত্ত** শব্দ।

	এক.	**বহু.**
প্র.	**চিত্তং**	**চিত্তা**
		চিত্তানি
দ্বি.	**চিত্তং**	**চিত্তে**
		চিত্তানি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক অকারান্ত পুংলিঙ্গ **বুদ্ধ** শব্দের-ন্যায় রূপ।*

৫৫। **ঝান** (ধ্যান), **পুঞ্ঞ** (পুণ্য), **পদুম** (পদ্ম), **চীবর**, **সীল** (শীল), **ইন্দ্রিয়**, **সুসান** (শ্মশান), ইত্যাদি শব্দের রূপ এই প্রকার।

---

* লক্ষণীয়ঃ—"**চিত্তো ধম্মো**;" "**চত্তারো সতিপট্ঠানা**;" "**চত্তারো সম্মপ্পধানা**" (চিত্তো ধর্ম; চত্বারি স্মৃতিপ্রস্থানানি; চত্বারি সম্যক্-প্রধানানি); এতাদৃশ স্থলে **চিত্ত**, **সতিপট্ঠান** ও **সম্মপ্পধান** পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে: পরবর্ত্তী বাক্যদ্বয়ে তাহা না হইলে **চত্তারি** পদ অবশ্য দিতে হইত।

৫৬। ইকারান্ত অট্টি (অস্থি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অট্টি *	অট্টী
		অট্টীনি
দ্বি.	অট্টিং	অট্টী
		অট্টীনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ইকারান্ত পুংলিঙ্গ অগ্গি (অগ্নি) শব্দের ন্যায় রূপ।

৫৭। সত্থি (সক্থি), দধি, বারি, অক্খি অচ্ছি (অক্ষি), অচ্চি (অর্চি, অর্চিস্), ইত্যাদি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৫৮। ঈকারান্ত গামনী (গ্রামণী) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গামনি	গামনী
		গামনীনি
দ্বি	গামনিং	গামনী
		গামনীনি

---

* কখন কখন প্রথমার একবচনেও দ্বিতীয়ার একবচনের ন্যায় অট্টিং পদ দেখা যায়। এইরূপ অক্খি শব্দের প্র. এক. অক্খিং পদ হয়। অন্যত্রও এইরূপ। দ্রষ্টব্য—২.§২৪ ; ৩.§৯১, ১৩৭পৃ. টীকা (*)।

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঈকারান্ত পুংলিঙ্গ **গামনী** শব্দের ন্যায় রূপ।

৫৯। **সুধী** প্রভৃতি শব্দের ক্লীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

৬০। উকারান্ত **মধু** শব্দ।

	এক.	**বহু.**
প্র.	**মধু**	**মধূ**
		মধূনি
দ্বি.	**মধুং**	**মধূ**
		মধূনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ উকারান্ত ভিক্খু (ভিক্ষু) শব্দের ন্যায় রূপ।

৬১। **দারু, বত্থু (বস্তু), জতু, বসু, অম্বু, অস্সু (অশ্রু)** প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৬২। উকারান্ত **গোত্রভু** শব্দ।

	এক.	**বহু.**
প্র.	**গোত্রভু**	**গোত্রভূ**
		গোত্রভূনি

	এক.	বহু.
দ্বি.	গোব্রভুং	গোব্রভূ
		গোব্রভূনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ উকারান্ত অভিভূ শব্দের ন্যায় রূপ।

৬৩। স্বয়ম্ভূ (স্বয়ম্ভূ), অভিভূ, স্বয়ম্ভূ (স্বয়ম্ভূ) ধম্মম্ভূ (ধর্মম্ভূ), প্রভৃতি শব্দের ক্লীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

৬৪। ওকারান্ত চিত্তগো (উকারান্ত চিত্তগু) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	চিত্তগু	চিত্তগূ
		চিত্তগূনি
দ্বি.	চিত্তগুং	চিত্তগূ
		চিত্তগূনি

তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তিতে ঠিক উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ মধু শব্দের ন্যায় রূপ।

ব্যঞ্জনান্ত *

পুংলিঙ্গ

৬৫। উকারান্ত **গুণবন্তু** (তকারান্ত **গুণবৎ**) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	**গুণবা** †	**গুণবন্তো** **গুণবন্তা** ‡

---

* পালিতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ নাই, ইহা পূর্ব্বে (১.§৭) বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে লিখিত শব্দরূপ পালিব্যাকরণে সাধারণত পুংলিঙ্গাদির মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সংস্কৃত-অনুসারে শব্দগুলিকে পৃথক্ করিয়া লিখিয়া ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত শব্দগুলিও পাশে পাশে লিখিত হইল।

† তুল:—"ঋঘাবা," বৈদিক প্রয়োগ, তৈ. স. ৬. ৩. ১০. ৩।

"**হিমবন্তু বা**" এই সূত্রানুসারে (ক. বু. ২. ১. ৮) ন্ত্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে **ন্তু** স্থানে বিকল্পে **ন্ত** হয়, এবং তাহা হইলে **গুণবন্তু** শব্দের প্রথমার একবচনে বিকল্পে **গুণবন্তো** পদ হইতে পারে; কিন্তু মহারূপসিদ্ধিতে ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় (৩৬ পৃ. ১০৫ সূ.) উক্ত হইয়াছে যে, কেবল **হিমবন্তু** শব্দেরই এই নিয়ম, অন্যত্র এরূপ হইবে না; "**পুন বাগ্গহণাকরণং হিমবন্তুসদ্দতো অঞ্ঞত্র নিসেধনত্থং, তেন গুণবন্তাদিসু নাতিপ্পসঙ্গো।**" কচ্চায়নবুত্তিতে উদাহরণ স্বরূপ **হিমবন্তো** পদই প্রদর্শিত হইয়াছে। F. F. **গুণবন্তো** পদও দিয়াছেন।

‡ মূলনিরুক্তি ও শব্দনীতি ব্যাকরণ-মতে প্রথমা ও সম্বোধনের বহুবচনে বিকল্পে **গুণবা** পদও হইয়া থাকে।

	এক.	বহু
দ্বি.	গুণবন্তং *	গুণবন্তে
তৃ.	গুণবতা	গুণবন্তেহি, গুণবন্তেভি
	গুণবন্তেন	
চ.	গুণবতো	গুণবতং
	গুণবন্তস্স	গুণবন্তানং
প.	গুণবতা	গুণবন্তেহি, গুণবন্তেভি
	(গুণবন্তা	
	গুণবন্তস্মা, গুণবন্তম্হা)	
ষ.	গুণবতো	গুণবতং
	গুণবন্তস্স	গুণবন্তানং
স.	গুণবতি	গুণবন্তেসু
	গুণবন্তে	
	গুণবন্তস্মিং, গুণবন্তম্হি	

---

* "সব্বস্স বা অংসেসু" এই সূত্রানুসারে (ক. বু. ২. ১. ৪২ ; ম. সি. ৩৭ পৃ. ১০৬ সূ.) দ্বিতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে সমগ্র ন্তু স্থানে বিকল্পে অ হয়; তাহা হইলে গুণবন্তু শব্দের ঐ সকল বিভক্তিতে যথাক্রমে গুণবং, গুণবস্স, গুণবস্স পদ হইতে পারে; কিন্তু মহারূপ-সিদ্ধিকার বুদ্ধপ্রিয় বলেন যে, এই নিয়ম কেবল সতিমন্তু (স্মৃতিমত্) ও বন্ধুমন্তু (বন্ধুমত্) শব্দ-সম্বন্ধে। অতএব সতিমন্তু শব্দের দ্বি. এক. সতিমন্তং, সতিমং ; চ. ষ. এক. সতিমতো, সতিমন্তস্স, সতি-

	এক.	বহু.
সম্বো.	গুণবং	গুণবন্তো
	গুণব	গুণবন্তা
	গুণবা*	

৬৬। কুলবন্তু (কুলবত্), যসবন্তু (যশস্বত্) সীলবন্তু (শীলবত্), ভগবন্তু (ভগবত্), হিমবন্তু (হিমবত্), বন্ধুমন্তু (বুদ্ধিমত্), চক্খুমন্তু (চক্ষুষ্মত্) ইত্যাদি সমস্ত বন্তু (বত্), ও মন্তু (মত্) প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

৬৭। অকারান্ত গচ্ছন্ত (তকারান্ত গচ্ছত্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গচ্ছং	গচ্ছং †
	গচ্ছন্তো	গচ্ছন্তো
		গচ্ছন্তা
দ্বি.	গচ্ছন্তং	গচ্ছন্তে

মস্স; এবং বন্ধুমন্তু শব্দের দ্বি. এ. বন্ধুমন্তং, বন্ধুমং; ষ. ষ. এক. বন্ধুমতো, বন্ধুমন্তস্স, বন্ধুমস্স; এই সকল পদ হয়।

* "তুযহং ধীতা মহাবীর পঞ্ঞাবন্ত জুতিন্ধর"; এস্থলে পঞ্ঞাবন্তু শব্দের সম্বো. এক. পঞ্ঞাবন্ত পদ দেখা যায়।

† "তে গচ্ছং পক্খং লভমানা;"—তে গচ্ছন্তঃ পক্ষং লভমানাঃ; "তুম্হে আযস্মন্তো আনং পস্স বিহরথ;"—যূযং আয়ুষ্মন্তো আনন্দ:

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক **গুণবন্তু** শব্দের ন্যায় রূপ।

৬৮। **চরন্ত** (**চরত্**), **তিট্ঠন্ত** (**তিষ্ঠত্**), **বদন্ত** (**বদত্**), **সুণন্ত** (**শৃণ্বত্**), **পচন্ত** (**পচত্**), প্রভৃতি সমস্ত **অন্ত** (অত্-শতৃ) ও **মানন্ত** (**মানত্-মানচ্**) প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

৬৯। **মহন্ত** (**মহত্**) ও **অরহন্ত** (**অর্হত্**) শব্দের প্রথমার একবচনে যথাক্রমে **মহা**, ও **অরহা** এই অতিরিক্ত পদ হয়।

৭০। **ভবন্ত** (**ভবত্**) শব্দের রূপ **গচ্ছন্ত** (**গচ্ছত্**) শব্দের ন্যায়, কেবল বিশেষ এই :—প্র· **বহু· ভবন্তো**,

---

পস্সন্তো বিহরথ; ইত্যাদি বহুস্থলে (**অরহন্ত** প্রভৃতি কয়টি **শব্দ** ভিন্ন) **গচ্ছন্ত** প্রভৃতি **অন্ত** (শতৃ) প্রত্যয়ান্ত শব্দের বহুবচনে **গচ্ছং** প্রভৃতি পদ দেখা যায়; **গচ্ছন্তো** প্রভৃতি সাধারণত দেখা যায় না, যদিও ইহা সূত্রসম্মত। আচার্য্যগণ বলেন—

"**বহ্বত্থে কত্থচি ঠানে জানমিচ্চাদয়ো যথা।**
দিস্সন্তি নেবং বহ্বত্থে গচ্ছন্তো ইতি-আদয়ো॥
বহ্বত্থে কত্থচি ঠানে সন্তো ইচ্চাদয়ো পি চ।
দিস্সন্তি নেবং বহ্বত্থে গচ্ছন্তো ইতি দিস্সতি॥
অরহন্তোতি বহ্বত্থে একন্তেনেব দিস্সতি।
নেবং দিস্সতি বহ্বত্থে গচ্ছন্তো ইতি আদয়ো॥
অনেকসততপাঠেসু বিহরন্তোতি-আদিসু।
একস্স পি বহুকত্তে পবত্তি ন তু দিস্সতি॥" ইত্যাদি।

ভোন্তো, ভবন্তা ; তৃ. এক. ভবতা, ভোতা, ভবন্তেন ; চ. ষ. এক. ভবতো, ভোতো, ভবন্তস্স ; সম্বো. এক. ভো, ভন্তে, ভোন্ত, বহু. ভবন্তো, ভোন্তো, ভবন্তা, ভোন্তা।*

৭১। সন্ত (সৎ) শব্দের রূপও গচ্ছন্ত শব্দের ন্যায়, কেবল তৃ. বহু. সব্ভি (সং সদ্ভিঃ, ১.§৩১) পদ বিকল্পে হয়। †

* ভোতা প্রভৃতি পদ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ১.§৫৭ (অব্=ও) সূত্রানুসারে, অথবা ১.§৯৭ (ব=ভ) সূত্রানুসারে ভবতা প্রভৃতি শব্দই ভোতা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধি-কারের মতে উল্লিখিত চারিস্থানেই এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু "ওভাবো ক্বচি যোসু বকারস্স" (ম. সি. ৩৭ পৃ. ১০৯ ; ক. বু. ২.৪.৩৪) এই সূত্রের যোগবিভাগে অন্যত্রও এইরূপ হয়। ব্যাকরণান্তরে এইজন্য দ্বিতীয়া ও পঞ্চমীতেও এতাদৃশ রূপ দৃষ্ট হয়, যথা—দ্বি. এক. ভোতং, বহু. ভোন্তে; প. এক. ভোতা ;—F. F. কেহ কেহ বলেন সম্বো. বহু. ভন্তে পদও হয় (ভদ্দন্ত শব্দেরও সম্বো. ভন্তে, ভদ্দন্ত, ভদ্দন্ত, ও ভদ্দন্তা পদ হয়)। কচ্চায়নবুত্তিতে (২.৪.৩৩) উক্ত হইয়াছে যে, ভবন্ত শব্দস্থানে ভদ্দ আদেশও হয়। কিন্তু কোথায় ইহা হয়, তাহা লিখিত নাই ; সম্ভবত স্ত্রীলিঙ্গে সম্বোধনের একবচনেই তাহা হইবে। Cf. T. D. p. 70.

† কখন কখন বক্ষ্যমাণ পদগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে ;—জীবন্ত (জীবৎ) শব্দের প্র. এক. জীবতো, "মা তে মুচ্চিত্থ জীবতো;" বজন্ত (ব্রজৎ) শব্দের দ্বি. এক. বজতং, "পস্সিস্সি বজতং অন্নং ;" অসন্ত (অসৎ) শব্দের ক্লীব. দ্বি. এক. অসতং, (দ্রষ্টব্য ৩.§৯৮), "অসতং যোধ

৭২। অকারান্ত अत्त (নকারান্ত आत्मन्) শব্দ।

	एक.	बहु.
प्र.	अत्ता	(अत्ता)*
		अत्तानो
द्वि.	अत्तानं	अत्तानो
	अत्तं	(अत्ते)*
तृ.	अत्तना	अत्तनेहि, अत्तनेभि
	(अत्तेन)	(अत्तेहि,* अत्तेभि *)
च.	अत्तनो	अत्तानं
	(अत्तस्स)	
प.	अत्तना	अत्तनेहि, अत्तनेभि
	(अत्तस्मा, अत्तम्हा)	(अत्तेहि, * अत्तेभि *)
ष.	अत्तनो	अत्तानं
	(अत्तस्स)	

पभूति ; " अनुकुब्बन्त (अनुकुर्वत्) শব্দের ष. एक. अनुकुब्बस्स, "किम्बा-नुकुब्बस्स करेय्य अत्थं। "—E M. "सा जानं येव आह न जानामीति, पस्सं येव आह न पस्सामीति"—এখানে স্ত্রীলিঙ্গে जानन्ती पस्सन्ती স্থানে जानं पस्सं ; "सद्धम्मो गरु कातब्बो सरं बुद्धान सासनं"—এখানে তৃতীয়ার্থে सरं হইয়াছে।

* পরপৃষ্ঠার টীকা (*) দ্রষ্টব্য।

	এক.	বহু.
স.	অত্তনি (অত্তে *) (অত্তস্মিং, অত্তম্হি)	অত্তনেসু
সম্বো.	অত্ত	অত্তানো
	অত্তা	অত্তা *

৭৩। সংস্কৃত **আত্মন্** শব্দ পালিতে **অত্ত** ও **আতুম** হয়। **আতুম** শব্দের রূপ প্রথমা ও দ্বিতীয়াতে **অত্ত** শব্দেরই ন্যায়, এবং তৃতীয়া প্রভৃতিতে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়, † কিন্তু সাধারণত ইহার এই কয়টি রূপ দেখা যায়; যথা—প্র. এক. **আতুমা**, বহু. **আতুমানো**; দ্বি. এক. **আতুমানং**; চ. ষ. বহু. **আতুমানং**।

৭৪। অকারান্ত **রাজ** (নকারান্ত **রাজন্**) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	রাজা	রাজানো
		রাজা ‡

---

* মৌদ্গলায়নব্যাকরণ-মতে; কাত্যায়ন, মহারূপসিদ্ধি ও বালাবতারে এ সকল নাই।

† প্র. এক. আতুমা, বহু. আতুমানো; সম্বো. এক. আতুম, আতুমা, বহু. আতুমানো; দ্বি. এক. আতুমানং, আতুমং, বহু. আতুমানো; তৃ. এক. আতুমেন, ইত্যাদি। ম. সি. ৪২ পৃ. ১৩৫ সূ.

‡ মৌদ্গলায়ন প্রভৃতি মতে।

	এক.	বহু.
দ্বি	রাজানং	রাজানো
	রাজং	
তৃ.	রঞ্ঞা	রাজূহি, রাজূভি
	রাজেন	রাজেহি, রাজেভি
	(রাজিনা)*	
চ.	রঞ্ঞো	রঞ্ঞং
	রাজিনো	রাজূনং
	(রাজস্স)*	রাজানং
প.	রঞ্ঞা	রাজূহি, রাজূভি
	(রাজস্মা, রাজম্হা)	রাজেহি, রাজেভি
ষ.	রঞ্ঞো	রঞ্ঞং
	রাজিনো	রাজূনং
	(রাজস্স)* †	রাজানং
স.	রঞ্ঞে	রাজুসু
	রাজিনি	রাজেসু
	(রাজস্মিং, রাজম্হি)	
সম্বো.	রাজ	রাজানো
	রাজা	রাজা *

* মৌদ্গলায়ন প্রভৃতি মতে।

† কখন কখন ষ. এক. রঞ্ঞস্স পদও দেখা যায়—E. M.

৭৫। অকারান্ত ब्रह्म (নকারান্ত ब्रह्मन्) শব্দ।

	एक.	बहु.
प्र.	ब्रह्मा	ब्रह्मानो
द्वि.	ब्रह्मानं	ब्रह्मानो
	ब्रह्मं	
तृ.	ब्रह्मुना *	ब्रह्मेहि, ब्रह्मेभि
च.	ब्रह्मस्स	ब्रह्मानं
	ब्रह्मुनो	ब्रह्मूनं
प.	ब्रह्मुना	ब्रह्मेहि, ब्रह्मेभि
ष.	ब्रह्मस्स	ब्रह्मानं
	ब्रह्मुनो	ब्रह्मूनं
स.	ब्रह्मनि	ब्रह्मेसु
	ब्रह्मे †	
सम्बो.	ब्रह्मे	ब्रह्मानो

---

* কেহ কেহ বলেন তৃ. প. এক. ब्रह्मना, এবং বহু. ब्रह्मूहि, ब्रह्मूभि পদও হয়—C. D. ; না. মা.।

† "धम्मं पणीतं मनुजेसु ब्रह्मे ;" ইত্যাদি স্থলে ब्रह्म শব্দের স. এক. ब्रह्मे পদ দেখা যায়; আবার ब्रह्मस्मिं, ब्रह्मम्हि পদও হয়। কেহ কেহ বলেন প্র. ও সম্বো. বহু. ब्रह्मा পদও হয়—C. D. ; T. D.

৭৬। অকারান্ত অদ্ধ (নকারান্ত অদ্ধন্) শব্দ।

	এক·	বহু·
প্র·	অদ্ধা	অদ্ধা
		অদ্ধানো
দ্বি·	অদ্ধানং	অদ্ধানে
তৃ·	অদ্ধুনা	অদ্ধানেহি, অদ্ধানেভি
চ·	অদ্ধুনো	অদ্ধানং
প·	অদ্ধুনা	অদ্ধানেহি, অদ্ধানেভি
ষ·	অদ্ধুনো	অদ্ধানং
স·	অদ্ধনি	অদ্ধানেসু
	অদ্ধানে	
সম্বো·	অদ্ধ	অদ্ধা
		অদ্ধানো

৭৭। অকারান্ত যুব (নকারান্ত যুবন্) শব্দ।

	এক·	বহু·
প্র·	যুবা *	(যুবা)
		যুবানো
		যুবানা
দ্বি·	যুবানং	যুবানে
	যুবং	যুবে

* কখন কখন প্র· এক· যুনো পদও দেখা যায়—E. M.

	एक.	बहु.
तृ.	युवाना	युवानेहि, युवानेभि
	युवानेन	युवेहि, युवेभि
	युवेन	
च.	युवानस्स	युवानानं
	युवस्स	युवानं
प.	युवाना	युवानेहि, युवानेभि
	युवानस्मा, युवानम्हा	युवेहि, युवेभि
छ.	युवानस्स	युवानानं
	युवस्स	युवानं
स.	युवाने	युवानेसु
	युवानस्मिं, युवानम्हि	युवासु
	युवे	युवेसु
	युवस्मिं, युवम्हि	
सम्बो.	युव	युवानो
	युवा	युवाना
	युवान	
	युवाना	

৭৮। मघव (मघवन्) শব্দের রূপ युव (युवन्) শব্দের ন্যায়; যথা—प्र. एक. मघवा, बहु. मघवानो, मघवाना ইত্যাদি। এই শব্দটি বিকল্পে वन्तु (वत्)

প্রত্যয়ান্ত করিয়া **মঘবন্তু** রূপে পরিগণিত হয়, এবং তখন তাহার রূপ **গুণবন্তু** (**গুণবৎ**) শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে।

৭৯। **মুদ্ধ** (**মূর্দ্ধন্**) শব্দের রূপ :—প্র. এক. **মুদ্ধা**, বহু. **মুদ্ধা**, **মুদ্ধানো** ; দ্বি. এক. **মুদ্ধং**, বহু. **মুদ্ধানে** ; তৃ. প. এক. **মুদ্ধনা** ; স. এক. **মুদ্ধনি**, বহু. **মুদ্ধানেসু** ; অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ।

৮০। আকারান্ত **সা** (নকারান্ত **শ্বন্**) শব্দের রূপ এই প্রকার :—

	এক.	বহু.
প্র.	**সা**	**সা**, **সানো**
দ্বি.	**সং**, **সানং**	**সে** (**সানে**)
তৃ.	**সেন** (**সানা**)	**সেহি**, **সেভি** *, **সানেহি**, **সানেভি**
ষ.	**সস্স**, **সায**	**সানং**

* কেহ কেহ বলেন তৃ. প. বহু. **সাহি**, **সাভি** হয়—
E.M. ; F.F. ; T.D. ; ম. সি.

	एक.	बहु.
प.	सा	सेहि, सेभि
	सस्मा, सम्हा	सानेहि, सानेभि
	(साना)	
च.	सस्स *	सानं
स.	से	सासु
	सस्मिं, सम्हि	
	(साने)	
सम्बो.	स	सा
		सानो †

৮১। दळ्हधम्म (दृढधर्मन्) শব্দের রূপ अत्त (आत्मन्) শব্দের ন্যায় হইলেও কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে; যথা—प. एक. दळ्हधम्मा, बहु. दळ्हधम्मा, दळ्हधम्मानो; दि. एक. दळ्हधम्मानं, बहु. दळ्हधम्माने; ट. प. एक. दळ्हधम्मिना; অপর সর্ব্বত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ। কোন কোন স্থলে प. एक. दळ्हधम्मो পদও দেখা যায়। ‡ पच्चक्खधम्म (प्रत्यक्षधर्मन्), गाण्डीवधन्व

* শব্দনীতির মতে च. ष. एक. सास्स পদ হয়। না. মা.

† स (श्वन्) শব্দের प्र. एक. सानो, स्वानो, सुवानो, सोणो, ও ... सुणो পদও দেখা যায়।

‡ যথা "बाराणसियं दळ्हधम्मो नाम राजा रज्जं कारेसि।"

(**गाण्डीवधन्वन्**) প্রভৃতি শব্দের রূপ **सा** (**श्वन्**) শব্দের ন্যায়।

৮২। সংস্কৃত অন্-ভাগান্ত শব্দের পালিতে কখন কখন অকারান্ত শব্দের ন্যায় রূপ হয়। **विस्सकम्म** (**विश्व-कर्मन्**), **विवत्तच्छद्द** * (**विवृत्तच्छद्मन्**), **पुथुलोम** (**पृथु-लोमन्**) শব্দের অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ হয়। সংস্কৃত **अथर्वन्** শব্দ পালিতে **अथब्बन** রূপ ধারণ করে, ও অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় তাহার রূপ হয়।

৮৩। **वत्तह** (**वृत्रहन्**) শব্দের **प्र. एक. वत्तहा, बहु. वत्तहनो ; द्वि. एक. वत्तहं, बहु. वत्तहे ; तृ. प. एक. वत्तहाना, बहु. वत्तहानेहि, वत्तहानेभि ; च. ष. एक. वत्तहिनो ; स. ए. वत्तहाने, बहु. वत्तहानेसु**। অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গের ন্যায়। †

---

* নামমালায় **विवटच्छद** (**विवृतच्छद ?**) শব্দের উল্লেখ আছে। ইহার **प्र. एक. विवटच्छदा** পদ হয়।

† পালি-বৈয়াকরণগণ **अत्त** শব্দের রূপ দেখাইয়া বলেন—'**एवं**

"**राजा ब्रह्मा सखा चेव आतुमा सा पुमा रहा**
दळ्हधम्मा च पच्चक्खधम्मा च विवटच्छदा।
वत्तहा च तथा वुत्तसिरा चेव युवा पि च
मघवा अद्ध-मुद्धादि विञ्ञातब्बा विभाविना॥" '

৮৪। অকারান্ত पुम (সকারান্ত पुमस्) শব্দ।

	एक.	बहु.
प्र.	पुमा	(पुमा)
	(पुमो)	पुमानो
द्वि.	(पुमानं)	पुमानो
	पुमं	(पुमाने)
		(पुमे)
तृ.	पुमाना	पुमानेहि, पुमानेभि
	पुमुना	(पुमेहि, पुमेभि)
	पुमेन	
च.	पुमुनो	पुमानं
	पुमस्स	
प.	पुमाना	पुमानेहि, पुमानेभि
	पुमुना	पुमेहि, पुमेभि
	(पुमा	
	पुमस्मा, पुमम्हा)	

रह (পাপার্থক) শব্দের রূপ এই প্রকার দেখা যায়—प्र. एक. रहा; प्र. सम्बो. बहु. रहा, रहिनो; द्वि. एक. रहानं, बहु. रहाने; तृ. एक. रहिना, बहु. रहिनेहि, रहिनेभि; प. बहु. रहानेहि, रहानेभि; स. बहु. रहानेसु; অন্যত্র পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের ন্যায়।

	এক.	বহু.
ষ.	पुमुनो	पुमानं
	पुमस्स	
स.	पुमानि	(पुमानेसु)
	पुमे	पुमासु
	पुमस्मिं, पुमम्हि	पुमेसु
सम्बो.	पुमं	पुमानो
	पुम	पुमा *

৮৫। **सुमनस्, सुवचस्** প্রভৃতি সংস্কৃত অস্‌-ভাগান্ত শব্দগুলির সকারের পালিতে লোপ হইয়া যায় (১.§২), এবং তাহারা অকারান্ত বলিয়া গণ্য হয়। অতএব ইহাদের রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়। যথা—**सुमनो** (**सुमनस्, सुमनाः**); **सुमेधो** (**सुमेधस्, सुमेधाः**), (प्र. एक. **सुमेधसो** পদও দেখা যায়); **विमनो** (**विमनस्, विमनाः**); **दुब्बचो** (**दुर्वचस्, दुर्वचाः**)। ইহাদের রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গের ন্যায়। কিন্তু **चन्द्रमस्** শব্দের प्र. एक. **चन्दिमा**; অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ। সংস্কৃত **अप्सरस्** শব্দ পালিতে আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ **अच्छरा** হয়।

* এই সমুদয় রূপ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, **पुम** শব্দের রূপ বিকল্পে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় হইয়াছে।

৮৬। ঈকারান্ত दण्डी (ইন্‌ভাগান্ত दण्डिन्) শব্দ।

	एक.	बहु.
प्र.	दण्डी	दण्डी दण्डिनो *
दि.	दण्डिनं दण्डिं	दण्डी दण्डिनो (दण्डिने)†
तृ.	दण्डिना	दण्डीहि, दण्डीभि
च.	दण्डिनो दण्डिस्स	दण्डीनं
प.	दण्डिना दण्डिस्मा, दण्डिम्हा	दण्डीहि, दण्डीभि
ष.	दण्डिनो दण्डिस्स	दण्डीनं
स.	दण्डिनि (दण्डिने †) दण्डिस्मिं, दण्डिम्हि	दण्डीसु (दण्डिनेसु)†
सम्बो.	दण्डि	दण्डी, दण्डिनो

* কখন কখন ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অনুসারে प्र. बहु. दण्डियो ; दि. एक. दण्डियं, बहु. दण्डिये পদ দেখা যায়—C. D.

† শব্দনীতি-অনুসারে।

৮৭। **ধম্মী** (**ধর্ম্মিন্**), **সঙ্গী** (**সঙ্গিন্**), **মাণী** (**মানিন্**), **গণী** (**গণিন্**), **মেধাবী** (**মেধাবিন্**); **ভযদস্সাবী**, ইত্যাদি (সংস্কৃত ইন্, বিন্-ভাগান্ত) শব্দের রূপ এই প্রকার।

ক্লীবলিঙ্গ

৮৮। অকারান্ত **মন** (সকারান্ত **মনস্**) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	**মনো**	**মনা**
	মনং	**মনানি**
দ্বি.	**মনো** *	**মনে**
	মনং	**মনানি**

তৃতীয়া প্রভৃতি সর্ব্বত্র ঠিক **চিত্ত** শব্দের ন্যায়; কেবল বিকল্পে এই সকল পদ অধিক হয়, যথা—তৃ. প. এক. **মনসা**; চ. ষ. এক. **মনসো**; স. এক. **মনসি**। †

---

* শব্দনীতি-অনুসারে।

† সংস্কৃতে যে সকল শব্দ অস্-ভাগান্ত, অতএব সকারান্ত, পালিতে সেই সকল শব্দ অকারান্ত (১.§৭) বলিয়া পঠিত হয়; যথা—**মনস্** শব্দ পালিতে **মন**। অতএব **চিত্ত** প্রভৃতি শব্দও অকারান্ত এবং **মন** প্রভৃতি (সংস্কৃত অস্-ভাগান্ত) শব্দও অকারান্ত; অথচ **চিত্ত** প্রভৃতির রূপ হইতে **মন** প্রভৃতির রূপ কিছু পৃথক্ হইয়া থাকে। এইজন্য পালিবৈয়াকরণিকগণ **মনোগণ** নামে একটি গণের সৃষ্টি

৮৯। सिर (शिरस्), उर (उरस्), तेज (तेजस्), पय (पयस्) यस (यशस्) चेत (चेतस्), ইত্যাদি (সংস্কৃত অস্‌-ভাগান্ত) ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার। *

করিয়া यस (यशस्), पय (पयस्) প্রভৃতি শব্দকে ঐ গণের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে मनोगण-অন্তর্গত শব্দসমূহ পুংলিঙ্গ, তবে নপুংসক লিঙ্গও হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, যে সকল শব্দের অন্তে তৃতীয়া, (মতান্তরে পঞ্চমী), চতুর্থী-ষষ্ঠী ও সপ্তমীর একবচনে যথাক্রমে सा, सो ও सि দেখা যায় (যথা—मनसा, मनसो, मनसि), এবং সমাস ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে মধ্যে ইকার দৃষ্ট হয় (যথা—मनसिकारो, मानसिकं), সেই সকল শব্দ मनोगण মধ্যে বুঝিতে হইবে। উক্ত হইয়াছে—

"ये चेते ना-स-स्मि-विसये सा-सो-स्यन्ता भवन्ति च।
समासतद्धितन्तस्मि मज्झेकारा भवन्ति च॥
ओकारन्तुपयोगा च क्रियायोगम्हि दिस्सरे।
एवंविधा च ते सद्दा ञेय्या मनोगणो इति॥
* * * *
मनोगणो वुत्तनयो इत्थिलिङ्गे न लब्भति।
पुन्नपुंसकलिङ्गेसु लब्भन्ति च यथारहं॥"

অতএব সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ অস্‌-ভাগান্ত শব্দগুলির পালিতে উভয় লিঙ্গেই রূপ হয়। मन শব্দের রূপ দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

* পালিতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহাদের অর্থভেদে প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; যথা—পালি वर्ष শব্দের

৯০। অকারান্ত **কম্ম** (নকারান্ত **কম্মন্**) শব্দ।

কম্ম শব্দের রূপ ঠিক **চিত্ত** শব্দের ন্যায়; কেবল **তৃ. এক. কম্মনা, কম্মুনা; চ. ষ. এক. কম্মুনো; প. এক. কম্মুনা;*** **স. এক. কম্মনি;** এই পদ সকল অধিক হয়।

৯১। **থাম** (**স্থামন্**) শব্দের রূপ ঠিক **মন** (**মনস্**) শব্দের ন্যায়; † কেবল কয়েকটি পদ **কম্ম** শব্দের অনুসারে হইয়া থাকে। যথা—**তৃ. এক. থামেন, থামুনা, থামসা; চ. এক. থামুনো, থামস্স, থামসো; প. এক. থামুনা, থামা, থামসা; ষ. এক. থামুনো, থামস্স, থামসো; স. এক. থামে, থামস্মিং, থামম্হি।**

৯২। **পব্ব** (**পর্বন্**), **ঘম্ম** (**ঘর্ম**), **বেস্ম** (**বেশ্মন্**),

অর্থ হানি বা ক্ষয় ধরিলে সংস্কৃত হইবে **ব্যয়**, তখন ইহার রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়; বয়স অর্থ করিলে সংস্কৃত হইবে **বয়স্**, তখন ইহার রূপ **মন** শব্দের ন্যায়। এইরূপ পালি **সর** শব্দের অর্থভেদে এই সকল সংস্কৃত হইতে পারে, যথা—**সরস্, স্মর, স্বর**। অতএব এতাদৃশ স্থলে অর্থভেদ চিন্তা করিয়া রূপ করিতে হইবে।

* কেহ কেহ বলেন **কম্মনা** পদও হয়।

† প্রথমার একবচনে সাধারণত **থামো** পদই দেখা যায়, **থামং** দেখা যায় না। Childers এই শব্দের রূপ দেখিয়া মনে করেন যে, ইহার সংস্কৃত অপ্রচলিত **স্থামস্** শব্দ হইতে পারে; অপর পক্ষে অন্যান্য কতকগুলি পদ মূল **স্থামন্** শব্দকেও প্রকাশিত করিতেছে।

ধম্ম (ধর্মন্), বম্ম (বর্মন্) প্রভৃতি শব্দের রূপ চিত্ত শব্দের ন্যায়। কেবল চম্ম, বেস্ম ও ঘম্ম শব্দের যথাক্রমে স. এক. চম্মনি, বেস্মনি, ও ঘম্মনি পদ হয়। *

৯৩। ঈকারান্ত সুখকারী (সুখকারিন্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	সুখকারি	সুখকারী সুখকারীনি
দ্বি.	সুখকারিং সুখকারিনং	সুখকারী সুখকারীনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডী (দণ্ডিন্) শব্দের ন্যায় রূপ।

৯৪। সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত সমস্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

৯৫। আয়ু (আয়ুস্), † চক্খু (চক্ষুস্), বপু (বপুস্) প্রভৃতি শব্দের রূপ ঠিক মধু শব্দের ন্যায়,

---

* "চম্মং বেস্মং ঘম্মং—ইমানি একধা ভিজ্জন্তি। কম্মং থামং ইতি—ইমানি অনেকধা ভিজ্জন্তি।"

† কখন কখন আয়ু শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—"পুনরায়ু চ মে লদ্ধো, এবং জানাহি মারিস ;" "আয়ু যস্স পরিক্খীণো অহোসি।"

কেবল তৃতীয়া প্রভৃতির একবচনে বিকল্পে আয়ুষা, প্রভৃতি পদ হয়। *

৯৬। উকারান্ত গুণবন্তু (গুণবৎ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গুণবং	গুণবন্তা
	গুণবন্তং †	গুণবন্তানি গুণবন্তি
দ্বি.	গুণবন্তং	গুণবন্তে গুণবন্তানি গুণবন্তি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গের ন্যায়।

৯৭। বন্তু, মন্তু (বৎ, মৎ) প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের ক্লীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

---

* "আয়ুষানি মনোগণাদিত্তা সিদ্ধং"—ম. সি. ৫২ পৃ.। দ্রষ্টব্য ৩ §৮৮, টীকা। কথন কথন সবন্তু শব্দের প্র. এক. সুবন্তু পদ দেখা যায়। বৈয়াকরণিকেরা বলেন ইহা সন্ধির নিয়মে (২.§২৪) হইয়াছে। এইরূপ ধনু শব্দেরও প্র. এক. ধনুং পদ দৃষ্ট হয়।

† মৌদ্গলায়নবৃত্তি-মতে।

৯৮। অকারান্ত **গচ্ছন্ত** (তকারান্ত **গচ্ছত্**) শব্দ।

	একৎ.	**বহু.**
প্র.	**গচ্ছং**	**গচ্ছন্তা**
	গচ্ছন্তং	**গচ্ছন্তানি**
দ্বি.	**গচ্ছন্তং**	**গচ্ছন্তে**
		গচ্ছন্তানি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গ ন্যায়।

৯৯। **অন্ত** (**মন্ত**) প্রত্যয়ান্ত সমস্ত শব্দের ক্লীব-লিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

১০০। **মহ** (**মহত্**) শব্দের রূপ—প্র. একৎ. **মহং, মহন্তং, মহা,** বহু. **মহন্তা, মহন্তানি** ; দ্বি. একৎ. **মহন্তং,** বহু. **মহন্তে, মহন্তানি**। তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গের ন্যায়।

সর্ব্বনাম *

১০১। সব্ব (সর্ব) শব্দ।

পুংলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	সব্বো	সব্বে
দ্বি.	সব্বং	সব্বে
তৃ.	সব্বেন	সব্বেহি, সব্বেভি
চ.	সব্বস্স	সব্বেসং সব্বেসানং
প.	সব্বস্মা, সব্বম্হা,	সব্বেহি, সব্বেভি
ষ.	সব্বস্স	সব্বেসং সব্বেসানং
স.	সব্বস্মিং, সব্বম্হি	সব্বেসু
সম্বো.	সব্ব সব্বা	সব্বে

---

* মহারূপসিদ্ধি-মতে সর্ব্বনাম শব্দ ২৭ টি, যথা—সব্ব (সর্ব), কতর, কতম, উভয়, ইতর, অঞ্ঞ (অন্য), অঞ্ঞতর (অন্যতর), অঞ্ঞ-তম (অন্যতম); পুব্ব (পূর্ব), পর, অপর, দক্খিণ (দক্ষিণ), উত্তর, অধর; য (যদ্) ত (তদ্), এত (এতদ্), ইম (ইদম্), কিং (কিম্), এক; উভ, দ্বি, তি (ত্রি), চতু (চতুর্); তুম্হ (যুষ্মদ্), অম্হ (অস্মদ্); ইতি সত্তবীসতি সব্বনামানি। বালাব-

১০২। **সব্ব** শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত **কঞ্ঞা** শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল অধিকের মধ্যে বিকল্পে **চ. ষ. এক. সব্বস্সা**, **বহু. সব্বাসং, সব্বাসানং** ; * এবং **স. এক. সব্বস্সং** পদ হয়। †

১০৩। **সব্ব** শব্দের ক্লীবলিঙ্গে **প্র. দ্বি. এক. সব্বং, বহু. সব্বানি** ; **সম্বো. এক. সব্ব, সব্বা, বহু. সব্বানি** ; অন্যত্র পুংলিঙ্গের ন্যায় রূপ।

১০৪। **কতর, কতম, উভয়, ইতর, অঞ্ঞ** (**অন্য**), **অঞ্ঞতর** (**অন্যতর**), **অঞ্ঞতম** (**অন্যতম**) শব্দের তিন লিঙ্গেই **সব্ব** শব্দের ন্যায় রূপ। ‡

১০৫। **পুব্ব** (**পূর্ব**), **পর, অপর, দক্খিন** (**দক্ষিণ**), **উত্তর** শব্দের সর্ব্বত্রই **সব্ব** শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল **প্র. সম্বো. বহু.** ও **প. স. এক.** বিকল্পে **বুদ্ধ** শব্দের ন্যায় ;

তারে (২৪ পৃ.) **অধর** ও **উভ** শব্দ পঠিত হয় নাই, এবং **দ্বি, তি** ও **যতু** শব্দও সর্ব্বনামের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

* চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ দুইটি নিত্যই হয়।

† শব্দনীতি-মতে **দ্বে. প. স. এক. সব্বস্মা** পদও হয়।

‡ "**অঞ্ঞতরো পুরিসো অঞ্ঞতরিস্সা ইত্থিয়া পটিবদ্ধচিত্তো হোতি**" (**অন্যতরঃ পুরুষোঽন্যতরস্যাং-স্ত্রিয়াং প্রতিবদ্ধচিত্তো ভবতি**)—ইত্যাদি স্থলে **অঞ্ঞতরস্সা** স্থানে **অঞ্ঞতরিস্সা** পদের ন্যায় **ইতর, এক, ত** (**তদ্**), **এত** (**এতদ্**), ও **অঞ্ঞ** (**অন্য**) শব্দেরও তৃতীয়া চতুর্থী প্রভৃতিতে ইকার যুক্ত পদও হয়, যথা—**ইতরিস্সা, ইতরিস্সং; একিস্সা, একিস্সং** ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গে **ঘ. ষ. স. এক.** বিকল্পে **অত্তা** শব্দের ন্যায়; এবং ক্লীবলিঙ্গে **প. স. এক.** বিকল্পে **চিত্ত** শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

১০৬। য (যদ্) শব্দ।

য (যদ্) শব্দের রূপ সর্ব্বত্রই **সব্ব** শব্দের ন্যায়; * যথা—পুংলিঙ্গ, **প্র. এক. যো, বহু. যে; দ্বি. এক. যং, বহু. যে; তৃ. এক. যেন, বহু. যেহি, যেভি**; ইত্যাদি। †

১০৭। ন (নদ্) শব্দ।

ন (নদ্) শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে **সো**, এবং স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে **সা** হয়, অন্যত্র সর্ব্বলিঙ্গ ও সর্ব্ববিভক্তিতে **সব্ব** শব্দের ন্যায় রূপ; বিশেষ এই

---

* শব্দনীতি-অনুসারে এখানেও স্ত্রীলিঙ্গে **তৃ. প. স. এক. যস্সা** পদ অতিরিক্ত হইয়া থাকে; এবং ক্লীবলিঙ্গে **প্র. বহু. যা**; ও **দ্বি. বহু. যে** পদও হয় (তুলঃ—**চিত্ত** শব্দের রূপ); "**যা পুব্বে......নিমিত্তানি পদিস্সন্তি, তানি অজ্জ পদিস্সরে।**"

† য (যদ্) শব্দের এই সকল সন্ধি সাধারণত দৃষ্ট হইয়া থাকে:— **যো+অযং=য্বাযং (যোঽযং); যো+অহং=য্বাহং(যোঽহং)**; দ্রঃ—২.§§৬-৭, **যে+অস্স=য্যাস্স (যেঽস্স) যং+তং=যত্তং (যত্তত্); যং+নূন=যন্নূন (যন্নূনং); যং+যং+এব=যঞ্ঞেব (যাং যামেব)**; দ্র:— ২.§§.১৫-১৬; **যং+আযস্মং=যদাযস্মং**; এখানে সংস্কৃত (**যদ্**) রূপই রহিয়াছে।

যে, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের প্রথমার একবচন ভিন্ন সর্ব্বত্রই ত শব্দের ত স্থানে বিকল্পে ন হইয়া থাকে। যথা—

পুংলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	সো	তে
		নে
দ্বি.	তং	তে
	নং	নে
তৃ.	তেন	তেহি, তেভি
	নেন	নেহি, নেভি

ইত্যাদি।

১০৮। কচ্চায়ন প্রভৃতি ব্যাকরণ মতে ত শব্দের পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের চ. ষ. এক. অস্স ; প. এক. অস্মা ; ও স. এক. অস্মিং ; এই পদগুলি অতিরিক্ত হয়। *

১০৯। মোগ্গল্লান, পযোগসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণ অনুসারে ত (তদ্) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বিভক্তিবিশেষে আরও

---

* অর্থাৎ ত স্থানে বিকল্পে অ হয় ; (অথবা এই সকল স্থানে বিকল্পে ইম (ইদম্) শব্দের সাধারণ রূপ হয় ; তুলঃ—ইম শব্দের রূপ) এ সম্বন্ধে কচ্চায়ন-সূত্র দুইটি এই—'স্মা-স্মা-স্মিং-সং-সাস্বন্ত ;" "ইমসদ্দস্স চ ;" ২. ২. ২৫-২৭।

কয়েটি অতিরিক্ত রূপ হয়। অতএব তাহার রূপ এই প্রকার—

	এক.	বহু.
তৃ. প.	তস্মা, নস্মা	তাহি, তাভি
	তায়, নায়	নাহি, নাভি
	অস্মা	
ষ. ষ.	তস্মায়, তস্মা	তাসং, তাসানং
	নস্মায়, নস্মা	নাসং, নাসানং
	তায়, নায়	আসং, আসানং
	অস্মায়, অস্মা	সানং
	তিস্মায়, তিস্মা *	
স.	তস্সং, তস্মা †	
	নস্সং, নস্মা	
	অস্সং, অস্মা	
	তিস্সং, তিস্মা	
	তায়ং, তায়	
	নায়ং, নায় ‡	

---

* দ্রষ্টব্য ৩.§১০৪, টীকা।

† কখন কখন স্ত্রীলিঙ্গে. স. এক. তাসং পদও দেখা যায়; আবার পুংলিঙ্গে স. এক. তস্সস্মা পদও ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।—E. M.

‡ পালিব্যাকরণে সর্ব্বনাম শব্দের মধ্যে পঠিত না হইলেও ত (তদ্) শব্দের সমানার্থক ত্য (ত্যদ্) শব্দ পালিতে আছে; যথা—"অথ বিস্সা-সতী ত্যম্হি গুয্হং অস্স ন রক্খতি;" 'ইতি ত্যাসু পতিট্ঠিতা;" ইত্যাদি

১১০। এত (এতদ্) শব্দ।

এত (**এতদ্**) শব্দের পু. প্র. এক. **এসো** ; স্ত্রী প্র. এক. **এসা** ; অন্যত্র সর্ব্বলিঙ্গে ও সর্ব্ববিভক্তিতে **সব্ব** শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল স্ত্রীলিঙ্গের তৃতীয়া প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে ; যথা—

তৃ. প.	এক.	**এতায**	**এতিস্সা**	
ষ. ষ.	এক.	**এতায**	**এতিস্সা**	**এতিস্সায***
স.	এক.	**এতায**	**এতিস্সং**	**এতস্সং**
				এতাযং †

১১১। ইম (ইদম্) শব্দ।

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	**অযং**	**ইমে**
দ্বি.	**ইমং**	**ইমে**

ত্যাসু রুহন্তি।" ইহার রূপ **ত** শব্দের ন্যায় যথা—পু. প. এক. **স্যো** ; স্ত্রী. প্র. এক. **স্যা** ; ক্লী. প্র. এক. **ত্যং** ; ইত্যাদি। ইহার প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল।

* কখন কখন **এতস্সা** পদও দেখা যায় ; তুল:—"**এতিমাযমি**" ; —ক. বু. ২. ৭. ১২।

† 'অন্বাদেশ' বুঝাইলে সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও দ্বিতীয়ায়, তৃতীয়ার একবচনে ও ষষ্ঠী-সপ্তমীর দ্বিবচনে **এত** (**এতদ্**) শব্দের তকারস্থানে নকার হয় ; যথা—দ্বি. এক. **এনং**, ইত্যাদি।

	এক.	বহু.
ত.	অনেন	এহি, এভি
	ইমিনা *	ইমেহি, ইমেভি
চ. ষ.	অস্স	এসং
	ইমস্স	এসানং
		ইমেসং
		ইমেসানং
প.	অস্মা †	এহি, এভি
	ইমম্হা	ইমেহি, ইমেভি
স.	অস্মিং ‡	এসু
	ইমস্মিং, ইমম্হি	ইমেসু

স্ত্রীলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অযং	ইমা
		ইমাযো
দ্বি.	ইমং	ইমা
		ইমাযো
ত. প.	ইমায	ইমাহি, ইমাভি

* লক্ষণীয়—তদিমিনা (=তদিমিনা, তদনেন)—E. M.

† অম্হা পদও হয়।

‡ অম্হি পদও হয়।

চ. ষ.	**ইমায**	**ইমাসং**
	ইমিস্সা, ইমিস্সায	**ইমাসানং**
	অস্সা, অস্সায	
স.	**ইমাযং**	**ইমাসু**
	ইমিস্সং	
	অস্সং	

ক্লীবলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র. দ্বি.	**ইদং**	**ইমানি**
	ইমং	

অন্যত্র পুংলিঙ্গের ন্যায়।

১১২। কোনো কোনো মতে* **ইম** (**ইদম্**) শব্দের পূর্ব্বোক্ত রূপ ভিন্ন স্ত্রীলিঙ্গে **তৃ. প. এক. অস্সা, ইমিস্সা** ; **চ. ষ. বহু. আসং** ; এবং **স. এক. ইমায** ; এই পদগুলি অধিক হয়। †

১১৩। অমু (**অদস্**) শব্দ।

---

* মোগ্গল্লানবুত্তি, পযোগসিদ্ধি ইত্যাদি।

† E. Müller **স. এক. ইমাসং** পদ অধিক দিয়াছেন।

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অসু *	অমূ
		অমুযো
দ্বি.	অমুং	অমূ, অমুযো
তৃ.	অমুনা	অমূহি, অমূভি
চ.	অমুনো	অমূসং
	অমুস্স †	অমূসানং
প.	অমুনা	অমূহি, অমূভি
	অমুস্মা, অমুম্হা	
ষ.	অমুনো	অমূসং
	অমুস্স †	অমূসানং
স	অমুস্মিং, অমুম্হি	অমূসু ‡

স্ত্রীলিঙ্গে

প্র.	অসু (অমু)	অমূ
	(অমু)	অমুযো

---

* পযোগসিদ্ধি ও বালাবতার-মতে অমু পদও হয়। দ্রষ্টব্য ক. বু. ২. ৩. ১৩; ম. সি. ৭১ পৃ., ২২৫ সূ.।

† মহারূপসিদ্ধি মতে অদুস্স হয়; আবার সদ্দনীতি-মতে দুস্স পদও হয়।

‡ লক্ষণীয়—প্রথমা, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচন ভিন্ন সর্ব্বত্রই ভিক্খু শব্দের ন্যায় রূপ হইয়াছে।

	এক.	বহু.
দ্বি.	अमुं	अमू
		अमुयो
তৃ.	अमुया	अमूहि, अमूभि
চ.	अमुया	अमूसं
	अमुस्सा	अमूसानं
প.	अमुया	अमूहि, अमूभि
ষ.	अमुया	अमूसं
	अमुस्सा	अमूसानं
স.	अमुयं	अमूसु *
	अमुस्सं	

ক্লীবলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র. দ্বি.	(अमु)	(अमू

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গের ন্যায়। †

---

* পযোগসিদ্ধি-মতে তৃ. প. এক. অমুস্মা, এবং স. এক. অমুয়া পদও হয়।

† "सब्बतो को" (ক. বু. ২. ৩. ১৮) এই সূত্রানুসারে সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর বিকল্পে ক প্রত্যয় হয়। অমু শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় করিলে অমুক ও অমুক পদ হয়। মহারূপসিদ্ধিতে (৭১ পৃ. ২৪০ সূ.)

১১৪। কিং (কিম্) শব্দ।

কিং (কিম্) শব্দ স্থানে সর্ব্বত্র ক আদেশ করিয়া সব্ব শব্দের ন্যায় রূপ করিতে হয়; বিশেষ এই যে, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে কিস্স; এবং সপ্তমীর একবচনে কিস্মিং, ও কিম্হি পদ অধিক হয়।* যথা—

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	কো	কে
দ্বি.	কং	কে
তৃ.	কেন	কেহি, কেভি
চ.	কস্স	কেসং
	কিস্স	কেসানং
প.	কস্মা, কম্হা	কেহি, কেভি
ষ.	কস্স	কেসং
	কিস্স	কেসানং

ইহার রূপ এই প্রকার দেওয়া হইয়াছে—প্র. এক. অমুকো, বহু. অমুকা (অমুকে নহে); দ্বি. এক. অমুকং, বহু. অমুকে; এইরূপ প্র. এক. অমুকো, বহু. অমুকা (অমুকে নহে); দ্বি. এক. অমুকং। অতএব বলিতে হয় যে, উক্ত গ্রন্থের মতে ইহাদের রূপ বুদ্ধ শব্দের ন্যায়।

* মহারূপসিদ্ধি ও পযোগসিদ্ধি প্রভৃতি মতে।

	এক.	বহু.
স.	কস্মিং, কম্হি	কেসু
	কিস্মিং, কিম্হি	

স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক সব্ব শব্দের ন্যায়। * ক্লীবলিঙ্গে প্র. দ্বি. এক. কং, বহু. কে, কানি পদ হয়; কেহ কেহ বলেন প্র. দ্বি. এক. কিং পদ হইয়া থাকে। † অন্যত্র পুংলিঙ্গের ন্যায়। ‡

---

* কেবল মতান্তরে স. এক. কায পদ অতিরিক্ত হয়।

† পয়োগসিদ্ধি, মহারূপসিদ্ধি প্রভৃতি মতে।

‡ পালিতে কখন কখন কো পদ সপ্তম্যর্থ ও প্রকারার্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যেমন—"কো তে বলং মহারাজ?" এখানে কো শব্দের অর্থ ক্ব অর্থাৎ কোথায়; এইরূপ "কো নু ত্বং নাম জীবসি?" এখানে কো শব্দের অর্থ কথং অর্থাৎ কি প্রকারে; অতএব এতাদৃশ স্থলে কো শব্দ একটি নিপাত অব্যয় বুঝিতে হইবে। উক্ত হইয়া থাকে——

"কো তে বলং মহারাজ ইতি-আদিসু পালিসু।
ক্ব-সদ্দত্থে বত্ততীতি ঞেয্যা কো ইচ্চযং সুতি॥
যেনত্তং নামমদ্দক্খি কো নু ত্বং নাম জীবসি।
ইতি পাঠে কথং-সদ্দাভিধেয্যে বত্ততীতি চ॥
এতেসু দ্বিসু অত্থেসু দিট্ঠো কো ইচ্চযং রবো।
নিপাতোতি গহেতব্বো সুতিসামঞ্ঞতো বতো॥"

কং শব্দের সহিত নাম পদের সমাস হইলে কিংনাম ও কোনামো এই উভয় পদ হয়:—

১১৫। তুম্হ (যুষ্মত্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	त्वं तुवं	तुम्हे
দ্বি.	त्वं तुवं तवं तं	तुम्हे तुम्हाकं
তৃ.	त्वया तया	तुम्हेहि, तुम्हेभि,
চ.	तव, तुय्हं तुम्हं	तुम्हाकं,
প.	त्वया तया	तुम्हेहि, तुम्हेभि

"किं-सद्दस्स समासम्हि सब्बिं नामरवेन वे।
किन्नामो इति कोनामो इति चेवं गति द्विधा॥
कोनामो ते उपज्झायो इच्चादित्थ निदस्सनं।
सद्दन्तेन समासम्हि किं किं इच्चेव रूयते॥"

কিং শব্দের উত্তর সংস্কৃতের ন্যায় চি (চিত্) ও চন ভিন্ন পাতিতে চনং প্রত্যয়ও হইয়া থাকে; যথা—কোচি (কশ্চিত্), কেচন, কিঞ্চনং, ইত্যাদি।

	এক.	বহু.
ষ.	তব, তব	তুম্হাকং
	তুয্হং *	
	তুম্হং	
স.	ত্বয়ি	
	তযি	তুম্হেসু

মতান্তরে † দ্বি. এক. ও বহু. তুম্হং ; এবং প. এক. ত্বম্হা পদ হয়।

ইহা ভিন্ন দ্র. ‡ চ. ষ. এক. তে ; এবং প্র. দ্বি. চ. ষ. বহু. বো ; § এই পদদ্বয় হয়। ¶

---

* সংস্কৃত প্রয়োগ—
"অপ্রমেযং বলং তুভ্যং ন ত্বয়া বলবত্তরঃ।" রামা. বাল. ৫৪.১৫।
"যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্"—শ্রীমদ্ভাগবতং, ৩.৩৩.৭।

† মোগ্গল্লানবুত্তি।

‡ দ্রষ্টব্য সংস্কৃত প্রয়োগ——
"দাতব্যো যদি বা বরঃ প্রিয়াযৈ তে বরঃ প্রভো।
কিমর্থং তে প্রতিজ্ঞাতং রামস্যাপ্যভিষেচনম্॥"
"হা নৃশংস ক্ব রামস্তে নীত ইত্যপি চাব্রুবন্।" রামায়ণ, অযোধ্যা.।
ইত্যাদি ভূরি প্রয়োগ আছে ; দ্রঃ—রামা. অরণ্য. ৩.৪৯।

§ এই সমস্ত পদ সংস্কৃতের ন্যায় বাক্যের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় না।

¶ তুম্হ (যুষ্মদ্) শব্দের এই সন্ধিগুলি সাধারণত দেখা যায়——
ত্বং+ইতি=ত্বন্তি (ত্বমিতি, ত্বামিতি বা)।

১১৬। अम्ह (अस्मद्) শব্দ।

	एक.	बहु.
प्र.	अहं	मयं, अम्हे
द्वि.	मं ममं	अम्हाकं अम्हे
तृ.	मया	अम्हेहि, अम्हेभि
च.	मम ममं मय्हं * अम्हं	अस्माकं, अम्हाकं
प.	मया	अम्हेहि, अम्हेभि

तं+एव =तञ्ञेव, तं येव (त्वामेव)।
तया+अज्ज=तयज्ज (त्वयाद्य)।
ते+अहं=त्याहं (तेऽहं)।
ते+अत्थु=तयत्थु (तेऽस्तु)।

* সংস্কৃত প্রয়োগ—"साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयन्त्वहं॥"
श्रीमद्भागवत. ९. ४. ५१।
"एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पित:।" तत्रैव १०. २४. ३।

	এক.	বহু.
ষ.	मम	अस्माकं
	ममं	अम्हाकं , অস্মাকং।
	मय्हं	
	अम्हं	
स.	मयि	अम्हेसु

মতান্তরে प्र. बहु. अस्मा ; द्वि. एक. अम्हं, बहु. अम्हं, अस्मा ; ও स. बहु. अस्मासु ; এই পদ গুলিও হয়। *

ইহা ভিন্ন तृ. च. ष. एक. मे ; এবং प्र. द्वि. तृ. च. बहु. नो ; এই পদদ্বয় হয়। †

---

* मोग्गल्लानवुत्ति-প্রভৃতি মতে।

† अम्ह (अस्म) শব্দের এই কয়টি সন্ধি সাধারণত দেখা যায়—

सो+अहं=स्वाहं (सोऽहम्)।

तासं+अहं=तासाहं (तासामहम्)।

छन्द+अहं=छन्दाहं (छन्दाहम्)।

सचे+अहं+सचाहं (सचेदहम्)।

सचे শব্দের অর্থালোচনার জন্য গ্রন্থকার-সম্পাদিত মিলিন্দপ্রশ্ন (১ পরিশিষ্ট, ১০ পৃ.) দ্রষ্টব্য।

সংখ্যাশব্দ

এক শব্দ।

১১৭। সর্ব্বত্রই সব্ব শব্দের ন্যায় রূপ। *

উভ শব্দ।

১১৮। উভ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এবং তিন লিঙ্গেই ইহার রূপ সমান। যথা—

	বহু.
প্র. দ্বি.	উভো
	উভে
তৃ. প.	উভোহি, উভোভি
	উভেহি, উভেভি
চ. ষ.	উভিন্নং
স.	উভোসু
	উভেসু

---

* পালিসাহিত্যে এক শব্দের অর্থ সংখ্যা, অতুল্য, অসহায় ও অন্য ("একসদ্দো সঙ্খ্যাতুল্যাসহায়ঞ্ঞবচনো")। ইহাদের মধ্যে যখন সংখ্যা অর্থ বুঝাইবে, তখন এক শব্দ সর্ব্বত্র একবচনে ব্যবহৃত হইবে, অন্যত্র এক ও বহু উভয় বচনই হইতে পারে। ম. সি. ৭২ পৃ.। সংস্কৃত সাহিত্যে এক শব্দের আরও অপর অর্থ আছে, যথা—

"একোঽন্যার্থে প্রধানে চ প্রথমে কেবলে তথা।
সাধারণে সমানেঽল্পে সংখ্যায়াং চ প্রযুজ্যতে॥"

১১৯। কতি শব্দ।

কতি শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এবং তিন লিঙ্গেই ইহার রূপ সমান। যথা—

		বহু.
প্র.	দ্বি.	কতি
তৃ.	প.	কতীহি, কতীভি
চ.	ষ.	কতীনং, কতিন্নং
স.		কতীসু

১২০। দ্বি শব্দ।

দ্বি শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এবং তিন লিঙ্গেই ইহার রূপ সমান। যথা—

		বহু.
প্র.	দ্বি.	দুবে
		দ্বে
তৃ.	প.	দ্বীহি, দ্বীভি,
চ.	ষ.	দুবিন্নং, দ্বিন্নং *
স.		দ্বীসু

---

* সদ্দনীতি ও মুখমত্তদীপনি ব্যাকরণে দ্বিন্নন্ন' পদ দেখা যায়।

১২১। তি (ত্রি) শব্দ। *

		পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্র.	দ্বি.	তযো	তিস্সো	তীণি †
তৃ.	প.	তীহি	তীহি	তীহি
		তীভি	তীভি	তীভি
চ.	ষ.	তিণ্ণং	তিস্সন্নং ‡	তিণ্ণং
		তিণ্ণন্নং		তিণ্ণন্নং
স.		তীসু	তীসু	তীসু

১২২। চতু (চতুর্) শব্দ।

		পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্র.	দ্বি.	চত্তারো	চতস্সো	চত্তারি
		চতুরো		চত্তারি
তৃ.	প.	চতূহি	চতূহি	চতূহি
		চতূভি §	চতূভি	চতূভি

---

* ইহা ও বক্ষ্যমাণ চতু (চতুর্) প্রভৃতি শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

† তুলনীয়—"দ্বে বা তি বা উদকফুসিতানি ;" এখানে তীণি স্থানে তি হইয়াছে।

‡ ব্যাকরণবিশেষে তিস্সং, তিস্সন্নং, পদও দেখা যায়।

§ তিন লিঙ্গেই বিকল্পে চতুব্ভি পদ দেখা যায়।

च. ष.	चतुन्नं	चतस्सन्नं *	चतुन्नं
स.	चतूसु	चतूसु	चतूसु

১২৩। पञ्च (पञ्चन्) শব্দ।

ত্রিলিঙ্গে সমান রূপ।

प्र.	द्वि.	पञ्च
तृ.	प.	पञ्चहि, पञ्चभि
च.	ष.	पञ्चन्नं
स.		पञ्चसु

১২৪। छ (षष्), † सत्त (सप्तन्), अट्ठ (अष्टन्), ‡ नव (नवन्), दस (दशन्), एकादस (एकादशन्), द्वारस वा द्वादस वा बारस (द्वादशन्), तेरस वা तेळस (त्रयोदशन्), चतुद्दस বা चुद्दस বা चोद्दस (चतुर्दशन्), पञ्चदस বা पन्नरस (पञ्चदशन्), सोरस বা सोळस (षोडशन्), § सत्तदस বা सत्तरस (सप्तदशन्), ও अट्ठादस বা अट्ठारस (अष्टादशन्) শব্দের রূপ पञ्च শব্দের ন্যায়।

---

* चतुन्नं পদও হয়, এবং কেহ কেহ বলেন चतस्सन्नं পদও হইয়া থাকে।

† स. बहु. छस्सु পদ দেখা যায়; "छस्सु लोको समुप्पन्नो।"

‡ তুলঃ—प्र. बहु. "इमेहि अट्ठोहि समग्गपुग्गलं।"

§ छ-दस (षड्-दश) হইতে सोळस পদ হয় (क. सु. २. ८. ३१, ३३, ३६)। অতএব दस শব্দের द স্থানে যে ळ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা

১২৫। एकूनवीसति (एकोनविंशति) শব্দ। *

		एक.
प्र.	सम्बो.	एकूनवीसति
द्वि.		एकूनवीसतिं
तृ.	च.	एकूनवीसतिया
प.	ष.	एकूनवीसतिया
स.		एकूनवीसतिया
		एकूनवीसतियं

তৃতীয়া প্রভৃতিতে বিকল্পে एकूनवीसत्या পদও হইয়া থাকে।

১২৬। वीसति (विंशति), एकवीसति (एक-

যাইতেছে। क. वु. २. ८. ३६ সূত্রানুসারে द স্থানে ल হয়। এবং এই ल প্রকৃত স্থলে নিত্যই ळ হয়। तेरस, चत्तालीस শব্দে তাহা বিকল্পে হয়। सोरस শব্দও আছে। কিন্তু আচার্য্যগণ বলেন—"ळो निच्च सोलसेवास्स चत्तारीसे च तेरसे। अञ्ञत्थ न च होताय ववत्थित-विभासतो॥" म. वि. १६६ पृ.; দ্রষ্টব্য ঐ টীকা, p. 102।

* वीसति (विंशति) হইতে नवुति (नवति) পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ সকল সংস্কৃতের ন্যায় একবচনে প্রযুক্ত হয়; विंशति প্রভৃতির দ্বিত্ব বা বহুত্ব বিবক্ষা হইলে সংস্কৃতে যেরূপ তাহাদের দ্বিবচন বা বহুবচনেও প্রয়োগ হইয়া থাকে, পালিতেও সেইরূপ বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। वीसति হইতে नवुति পর্য্যন্ত সমস্ত শব্দই স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব ইহাদের রূপ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায় হইবে। एकूनवीसति শব্দের রূপ रत्ति শব্দের ন্যায়।

বিংসতি), **দ্বেবীসতি** বা **দ্বাবীসতি** বা **বাবীসতি** (**দ্বাবিংশতি**) ইত্যাদি সমস্ত তি-ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ সংখ্যা শব্দের রূপ এই প্রকার।

১২৭। **বিংশতি** প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের স্থানে পালিতে **বীসতি, বীসা**; **একবীসতি, একবীসা**; **দ্বাবীসতি, দ্বাবীসা**; **তিংসতি, তিংসা**; **চত্তালীসতি, চত্তালীসা**; ইত্যাদি উভয় রূপই হইয়া থাকে। ইহাদের রূপ যথাক্রমে ইকারান্ত ও আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায়। কিন্তু **বীসা, একবীসা** ইত্যাদি আকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে **বীসা, একবীসা** প্রভৃতি পদের স্থানে সাধারণত **বীসং, একবীসং** ইত্যাদিই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। *

১২৮। **সত** (**শত**), **সহস্স** (**সহস্র**), **লক্খ** (**লক্ষ**), প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ শব্দের **চিত্ত** শব্দের ন্যায়, এবং **কোটি, পকোটি**, (**প্রকোটি**) প্রভৃতি শব্দের **রত্তি** শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

---

* দ্রষ্টব্য—"**অন্তে নিগ্গহীতঞ্চ**", ক. বু. ২. ৮. ৩৪। সমাসে **বীসা** প্রভৃতির আকারের লোপ হয়, যথা—**বীসযোজনানি**. অন্যত্রও এই রূপ।

১২৯। পালিতে বীসতি (বিংসতি) হইতে সংখ্যা-শব্দ গুলি এই :—

২০ বীসতি *
২১ একবীসতি
২২ দ্বেবীসতি
দ্বাবীসতি
বাবীসতি
২৩ তেবীসতি
২৪ চতুবীসতি
২৫ পঞ্চবীসতি
পণ্ণুবীসতি
২৬ ছব্বীসতি
২৭ সত্তবীসতি
২৮ অট্ঠবীসতি
২৯ একূনতিংসতি
৩০ তিংসতি
৩১ একতিংসতি
৩২ দ্বত্তিংসতি
বত্তিংসতি
৩৩ তেত্তিংসতি
৩৪ চতুত্তিংসতি
৩৫ পঞ্চতিংসতি
৩৬ ছত্তিংসতি
৩৭ সত্ততিংসতি
৩৮ অট্ঠতিংসতি
৩৯ একূনচত্তালীসতি
৪০ চত্তারীসতি
চত্তালীসতি
তালীসতি
৪১ একচত্তারীসতি
একচত্তালীসতি
৪২ দ্বিচত্তারীসতি
দ্বিচত্তালীসতি
দ্বাচত্তারীসতি
দ্বাচত্তালীসতি
দ্বেচত্তারীসতি

* বিকল্পে বীসা প্রভৃতি ; দ্রষ্টব্য—৩. § ১২৭।

द्वेचत्तालीसति

४३ तेचत्तारीसति

तेचत्तालीसति

तिचत्तारीसति

तिचत्तालीसति

४४ चतुचत्तारीसति

चतुचत्तालीसति

४५ पञ्चचत्तारीसति

पञ्चचत्तालीसति

४६ छचत्तारीसति

छचत्तालीसति

४७ सत्तचत्तारीसति

सत्तचत्तालीसति

४८ अट्ठचत्तारीसति

अट्ठचत्तालीसति

४९ एकूनपञ्ञासा

५० पञ्ञासा

पण्णासा

५१ एकपञ्ञासा

एकपण्णासा

५२ द्वेपञ्ञासा

द्वेपण्णासा

द्विपञ्ञासा

द्विपण्णासा

५३ तिपञ्ञासा

तिपण्णासा

५४ चतुपञ्ञासा

चतुपण्णासा

५५ पञ्चपञ्ञासा

पञ्चपण्णासा

५६ छपञ्ञासा

छपण्णासा

५७ सत्तपञ्ञासा

सत्तपण्णासा

५८ अट्ठपञ्ञासा

अट्ठपण्णासा

५९ एकूनसट्ठि

६० सट्ठि

६१ एकसट्ठि

६२ द्विसट्ठि

द्वेसट्ठि	७५ पञ्चसत्तति
द्वासट्ठि	७६ छसत्तति
६३ तिसट्ठि	७७ सत्तसत्तति
तेसट्ठि	७८ अट्ठसत्तति
६४ चतुसट्ठि	७९ एकून-असीति
६५ पञ्चसट्ठि	८० असीति
६६ छसट्ठि	८१ एकासीति
६७ सत्तसट्ठि	८२ द्वियासीति
६८ अट्ठसट्ठि	द्वे-असीति
६९ एकूनसत्तति *	द्वासीति
७० सत्तति	८३ ति-असीति
७१ एकसत्तति	तियासीति
७२ द्वेसत्तति	८४ चतुरासीति
द्विसत्तति	चुल्लासीति
द्वासत्तति	८५ पञ्चासीति
७३ तिसत्तति	८६ छासीति
तेसत्तति	८७ सत्तासीति
७४ चतुसत्तति	८८ अट्ठासीति

* বিকল্পে অন্তস্থিত তি স্থানে রি হয়; যথা—एकूनसत्तति, एकूनसत्तरि; सत्तति, सत्तरि; एकसत्तति, एकसत्तरि; ইত্যাদি।

८९ एकूननवति	९४ चतुनवुति
९० नवुति	९५ पञ्चनवुति
९१ एकनवुति	९६ छन्नवुति
९२ द्विनवुति	९७ सत्तनवुति
द्वानवुति	९८ अट्ठनवुति
९३ तिनवुति	९९ एकूनसतं
तेनवुति	१०० सतं

১৩০। सतं (একের পর ২ শূন্য)

सहस्सं	”	”	৩	”
नहुतं	”	”	৪	”
लक्खं } सतसहस्सं	”	”	৫	”
कोटि	”	”	৭	”
पकोटि	”	”	১৪	”
कोटिप्पकोटि	”	”	২১	”
नहुतं	”	”	২৮	”
निन्नहुतं	”	”	৩৫	”
अक्खोहिणी	”	”	৪২	”
बिन्दु	”	”	৪৯	”
अब्बुदं	”	”	৫৬	”

निरब्बुदं	(একের	পর	৬৩	শূন্য)
अहहं	”	”	৭০	”
अबबं	”	”	৭৭	”
अटटं	”	”	৮৪	”
सोगन्धिकं	”	”	৯১	”
उप्पलं	”	”	৯৮	”
कुमुदं	”	”	১০৫	”
पुण्डरीकं	”	”	১১২	”
पदुमं	”	”	১১৯	”
कथानं	”	”	১২৬	”
महाकथानं	”	”	১৩৩	”
असंखेय्यं	”	”	১৪০	”

* ইহা এক মতে ; ইঁহারা বলেন—শত হইতে লক্ষপর্য্যন্ত ক্রমশ দশ-দশ গুণ বাড়াইতে হইবে, এবং কোটি হইতে অসংখ্যেয় পর্য্যন্ত ক্রমশ শতলক্ষগুণ (১০০, ০০,০০০) বাড়াইতে হইবে। যথা—“एतासु संख्यासु कमेन सतादिलक्खपरियन्तं दसहि गुणितं भवति. कोट्यादिकं असंखेय्य-परियन्तं सतलक्खेहि सतलक्खेहि गुणितं भवति।” উক্ত হইয়া থাকে—

“दसादि याव कोट्यन्ता सुञ्ञेकेकं व वड्ढये।
अवसेसेसु सब्बत्थ सत्त सत्तेव वड्ढये॥
सत्त सुञ्ञा भवे कोटि उत्तरि सत्त खो गुणे।
चत्तालीससतं सुञ्ञा असंखेय्यन्ति वुच्चति॥”

১৩১। পূরণবাচী শব্দ।

पठमो, पठमा, पठमं; दुतियो, दुतिया, दुतियं; ततियो, ततिया, ततियं; चतुत्थो, चतुत्थी-चतुत्था, * चतुत्थं (तुरीयो, तुरीया, तुरीयं); पञ्चमो, पञ्चमी-पञ्चमा, पञ्चमं; छट्ठो, छट्ठी-छट्ठा, छट्ठं; छट्ठमो, छट्ठमी-

---

আবার কোনো কোনো আচার্য্য বলেন, শত হইতে অসংখ্যেয় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ক্রমশ দশ-দশ গুণ করিতে হইবে; ইহা কাত্যায়নের অভিমত—"याव तदुत्तरि दसगुणितं च", क. व. २.८. ५१। দ্রষ্টব্য—"संख्याः शत-सहस्रादि क्रमाद् दशगुणोत्तरम्;" "एकं दश शतञ्चैव सहस्रमयुतं तथा। लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च॥ वृन्दः खर्वो निखर्वश्च शङ्ख-पद्मौ च सागरः। अन्त्यं मध्यं परार्धश्च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्॥" अक्खोहिणी হইতে গণনায় সংখ্যাশব্দের পৌর্ব্বাপর্য্যে মতভেদ আছে; কেহ কেহ বলেন,—अक्खोहिणी, बिन्दु, अब्बुदं, निरब्बुदं, अबबं, अटटं, अहहं, कुमुदं, सोगन्धिकं, उप्पलं, पुण्डरीकं, पदुमं, कथानं, महाकथानं, असंखेय्यं; কেহ কেহ এইরূপ গণনা করেন,—सतं, सहस्सं, अयुतं, लक्खं, पयुतं, कोटि, अब्बुदं, पदुमं, खब्बो, महाखब्बो, महापदुमं, संकु, समुद्दो, अनन्तं, मज्झं, परद्धं, अमतं, संखं, असंखेय्यम्। শেষোক্তপ্রকার গণনা সংস্কৃতসাহিত্যে প্রসিদ্ধ। আবার—"सतं सहस्सं अयुतं पयुतं नियुतं तथा। कोटिरब्बुदमिच्चेवं कमा दसगुणोत्तरम्॥"

* "नदादितो वा ईति ईप्पच्चयो, ...इत्थियमतो आपच्चयोति आपच्चये पञ्चमा"—म. वि. १८३ पृ. ३६० द्र.।

छट्ठमा, छट्ठमं ; सत्तमो, सत्तमी-सत्तमा, सत्तमं ; अट्ठमो, अट्ठमी-अट्ठमा, अट्ठमं ; दसमो, दसमी-दसमा, दसमं ; एकादसमो, एकादसी, * एकादसमं ; बारसमो-द्वादसमो, द्वादसी, बारसमं-द्वादसमं ; तेरसमो, तेरसी, तेरसमं ; चतुद्दसमो, चतुद्दसी-चातुद्दसी, चतुद्दसमं ; पञ्चदसमो-पन्नरसमो, † पञ्चदसी-पन्नरसी, पञ्चदसमं-पन्नरसमं ; सोळसमो, सोळसी, सोळसमं ; सत्तरसमो-सत्तदसमो, सत्तदसी-सत्तरसी, सत्तदसमं-सत्तरसमं ; अट्ठादसमो-अट्ठारसमो, अट्ठादसी-अट्ठारसी, अट्ठादसमं-अट्ठारसमं ; एकूनवीसतिमो, एकूनवीसतिमी-एकूनवीसतिमा, एकूनवीसतिमं। অতঃপর সংখ্যাবাচক তত্তৎ শব্দের উত্তর म যোগ করিলেই তৎসমুদয় পূরণবাচক হইবে, যথা—वीसतिमो, एकवीसतिमी, ইত্যাদি। ‡

---

* এক প্রভৃতি শব্দের পর দশ শব্দ থাকিলে পূরণার্থে স্ত্রীলিঙ্গে ई প্রত্যয় হয়—"एकादितो दसस्सी," क. वु. २. ८. ३३ ; म. सि. १५६ ए. ३८६ द्र.। এতদনুসারে एकादसमा বা एकादसमी প্রভৃতি পদ হইবে না।

† কিন্তু "अञ्जुपोसथो पन्नरसो ;" এখানে পূরণার্থে पन्नरसो হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধির টীকাকার বলেন (p. 102) ইহা নিপাতনে সিদ্ধ।

‡ "सङ्ख्यापूरणे मो"—क. वु. २. ८. ३०। C. D. বলেন (p. 114, §§ 274-275) পঞ্চ প্রভৃতি শব্দের এই কয়টিও পূরণবাচক পদ।

১৩২। **अर्धद्वितीय** প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের অর্থে পালিতে এই কয়টি শব্দ প্রযুক্ত হয়—

अर्धद्वितीयः = दिवड्ढो, दियड्ढो, (দেড়)।
अर्धतृतीयः = अड्ढतिय्यो, अड्ढतेय्यो, (আড়াই)
अर्धचतुर्थः = अड्ढुड्ढो,(সাড়ে তিন) ।

আখ্যাতকপ্প

১। পালিতে আত্মনেপদ (**अत्तनोपदं**) ও পরস্মৈপদ (**परस्सपदं**) উভয়ই আছে ; কিন্তু আত্মনেপদের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প।

২। পালিতে সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতুগুলিকে প্রায়ই পরস্মৈপদে ও পরস্মৈপদী ধাতুগুলিকে কখন কখন আত্মনেপদে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা, সংস্কৃত **√मृ, मरति ; √बुध्, बुज्झति ; √मन्, मञ्ञति ; √भू, भवति** ; ইত্যাদি।

৩। কর্ম্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে, ও কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ হয়,ইহা সাধারণ নিয়ম ; কিন্তু বস্তুত পালিতে

तुय—पञ्चम, छट्ठम, ও **सत्तम**। কিন্তু ইহা কাত্যায়ন বা মহারূপসিদ্ধিতে সূচিতও হয় নাই। "**चतुक्केहि यथा**"—का. बु. २. ८. ४१ ; म. सि. १६४ पृ. ३६१ सू.।

ইহা বৈকল্পিক। যথা—√পচ্, **পচ্চতে ওদনো দেবদত্তেন, পচ্চতি বা ; পচ্চতে ওদনো সযমেব, পচ্চতি বা** ; এইরূপ √**লভ্, লব্ভতে, লব্ভতি ; √মন্, মঞ্ঞতে, মঞ্ঞতি** ; ইত্যাদি।

৪। পালিতে ভ্বাদি, রুধাদি, দিবাদি, স্বাদি, ক্র্যাদি, তনাদি ও চুরাদি, এই সপ্ত গণে ধাতুসমূহ বিভক্ত হইয়াছে। * অদাদি, জুহোত্যাদি ও তুদাদি ধাতুসমূহকে ভ্বাদিগণেরই অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে,† যদিও ইহাদের রূপ বিভিন্ন দৃষ্ট হয়।

৫। পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা সংস্কৃতের ন্যায় দশ গণেই ধাতুসমূহকে বিভক্ত করিব।

৬। পালিতে প্রযুক্ত ধাতুরূপ গুলি সাধারণত সংস্কৃতানুযায়ী, কেবল স্বর বা ব্যঞ্জনের ন্যূনাধিক পরি-

---

* "ভূবাদি চ রুধাদী চ দিবাদি স্বাদযো গণা।
ক্রিযাদী চ তনাদী চ চুরাদী চিধ সত্তধা॥" ম. সি. ২১৪ পৃ.
ধাতুমঞ্জুষাতেও (১১ পৃ.) এই কবিতাটি ধৃত হইয়াছে, কিন্তু জুহোত্যাদি নামেও এখানে ধাতু উল্লিখিত হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধিকার জুহোত্যাদি গণ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াও ভ্বাদিগণের অভ্যন্তররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

† "অবুদ্ধিকা তুদাদী চ ভূবাদি চ তথা পরো।
জুহোত্যাদি চতুদ্ধেবং ঞেয্যো ভূবাদযো দ্বয॥"
ম. সি. ২০২ পৃ.।

বর্ত্তন দেখা যায়। স্থূলত সংস্কৃত পদের সাদৃশ্য দেখিয়া পালিতে ধাতুরূপ ঠিক করা অধিক কঠিন নহে।

৭। সংস্কৃতে কালাদি-অনুসারে ধাতুগণ দশ প্রকারে প্রযুক্ত হয়, যথা—লট্, বিধিলিঙ্, লোট্, লঙ্, লিট্, আশীর্লিঙ্, লুট্, লৃট্, লৃঙ্ ও লুঙ্। পালিতে আশীর্লিঙ্ ও লুটের ব্যবহার নাই। অতএব পালিতে ধাতুসমূহ আট প্রকারে ব্যবহৃত হয়। যথা—

১	वत्तमाना (वर्त्तमाना)	=	লট্
২	सत्तमी (सप्तमी)	=	বিধিলিঙ্
३	पञ्चमी	=	লোট্
৪	हीयत्तनी (ह्यस्तनी)	=	লঙ্
৫	परोक्खा (परोक्षा)	=	লিট্
৬	भविस्सन्ती (भविष्यन्ती)	=	লৃট্
৭	कालातिपत्ति	=	লৃঙ্
৮	अज्जतनी (अद्यतनी)	=	লুঙ্

৮। পালিতে परोक्खा বা লিট্ লকারের প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প।

৯। লঙ্ ও লুঙ্ এই উভয় লকারের মধ্যে বস্তুত প্রভেদ থাকিলেও অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও তাহাদিগের ভেদ দেখা যায় না, অবিশেষে অতীত কাল মাত্র বুঝাইতেই তাহাদের প্রয়োগ হয়।

১০। গুণ হইলে ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও; এবং বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের স্থানে যথাক্রমে ঐ ঔ, এবং অকারস্থানে আকার হয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতের এই গুণ-বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া পালিতে ধাতুরূপ করিতে পারা যায়।

বত্তমানা (বর্ত্তমানা)

লট্

১১। লটের বিভক্তি যথা—

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	एक.	बहु	एक.	बहु.
प्रथ.	ति	अन्ति	ते	अन्ते (रे)
म.	सि	थ	से	व्हे
उ.	मि	म	ए	म्हे

(ক) ভূাদি

১২। ভূাদি ও তুদাদি-গণীয় ধাতুর উত্তর অকার আগম হয়। এবং ভূাদিগণীয় ধাতুর অন্ত্য স্বর ও উপান্ত লঘু স্বরের গুণ হয়।

১৩। বিভক্তির **ব** ও **ম** পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত অকার আকার হয়।

১৪। বিভক্তির **म** বা **ए** পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত অকারের লোপ হয়।

১৩। √**भू**

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	एक.	**बहु.**	**एक.**	**बहु.**
प्रथ.	**भवति**	**भवन्ति**	**भवते**	**भवन्ते**
म.	**भवसि**	**भवथ**	**भवसे**	**भवव्हे**
उ.	**भवामि**	**भवाम**	**भवे**	**भवाम्हे** *

১৪। √**भू** স্থানে বিকল্পে **हू** আদেশ হয়। তখন তাহার রূপ এই প্রকার—

	एक.	**बहु.**
प्रथ.	**होति**	**होन्ति**
म.	**होसि**	**होथ**
उ.	**होमि**	**होम**

১৫। √**पच**, √**यज**, √**वह**, √**धम** (**धा**) প্রভৃতির রূপ এই প্রকার; যথা—**पचति**, **पचन्ति**; ইত্যাদি।

১৬। √**ठा** (**स्था**)

√**ठा** স্থানে বিকল্পে **तिट्ठ** আদেশ হয়; তখন তাহার রূপ এইপ্রকার—**तिट्ठति**, **तिट्ठन्ति**; **तिट्ठसि**, ইত্যাদি।

অপর পক্ষে—

---

* **तुल:—"तवागमने सब्बे मयं भस्मीभवामहे।**

	এক.	বহু.
প্রথ.	**ঠাতি**	**ঠন্তি**
ম.	**ঠাসি**	**ঠাথ**
উ.	**ঠামি**	**ঠাম**

১৭। জুহোত্যাদিগণীয় কয়েকটি ধাতু ভিন্ন সমস্ত আকারান্ত ধাতুরই এই দ্বিতীয় প্রকারোক্ত রূপের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে। *

১৮। কখন কখন (প্রায়ই সং, উদ্, পতি, উ, নি উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে) √ঠা স্থানে **ঠহ** আদেশ হয়, যথা—**সণ্ঠহতি, সণ্ঠহন্তি**; **উট্ঠহতি, উট্ঠহন্তি**; ইত্যাদি। **সণ্ঠাতি, নিট্ঠাতি**, ইত্যাদি পদও হয়। †

১৯। কখন কখন (প্রায় **অধি** ও **উদ্** উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে) ঠা ধাতুর আকার স্থানে একার হয়; যথা—**অধিট্ঠেতি, অধিট্ঠেন্তি**; **উট্ঠেতি, উট্ঠেন্তি**; ইত্যাদি।

২০। √পা

পা ধাতু স্থানে বিকল্পে **পিব** আদেশ হয়; যথা—

* √গা (গৈ) ধাতুর **গাযতি, গাযন্তি**; ইত্যাদিও হয়। এইরূপ √ঝা (ধ্যৈ) হইতে **ঝাযতি, ঝাযন্তি**; ইত্যাদি।

† কেহ বলেন—পতি (প্রতি) ও উ (উদ্) পূর্ব্বক ঠা ধাতুর যথাক্রমে এই পদও হয়—**পতিট্ঠতি, উট্ঠতি**।—C. D.

পিবতি, পিবন্তি ; ইত্যাদি। অন্য পক্ষে—পাতি, পন্তি ; ইত্যাদি। পিব এর ব বিকল্পে ব হয়।

২১। √দিস (দৃশ)

দিস স্থানে বিকল্পে পস্স, দিস্স, ও দক্খ আদেশ হয় ; যথা—পস্সতি, পস্সন্তি ; দিস্সতি, দিস্সন্তি ; দক্খতি, দক্খন্তি ; ইত্যাদি।

২২। √গম

গম ধাতু স্থানে বিকল্পে গচ্ছ ও ঘম্ম আদেশও হয় ; যথা—গচ্ছতি, গচ্ছন্তি ; * ঘম্মতি, ঘম্মন্তি ; গমেতি, গমেন্তি ; † ইত্যাদি।

---

* যে সমস্ত ধাতুর উপান্ত স্বর গুরু, তাহাদের পরস্থিত লটের প্রথম পুরুষের বহুবচনে অন্তি ও অন্তে স্থানে (অর্থাৎ উভয়পদেই) বিকল্পে (অথবা কখন কখন) রে আদেশ হয় ; "গরুপুব্বস্মা রতো পরস্স পঠমপুরিসবহুবচনস্স রে বা হোতি"—ম. সি. ১০৬ পৃ. ৪২৬ সূ. ; ১৩৮ পৃ. ৪৩১ সূ.। এতদনুসারে গচ্ছন্তি, গচ্ছন্তে স্থানে বিকল্পে গচ্ছরে পদ হইবে। এখানে গম স্থানে গচ্ছ আদেশ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা গিয়াছে।

† "লোপঞ্চেত্তমকারো" (ক. বু. হ্ব. ৪. ২১ ; ম. সি. ১৫৩ পৃ. ৪৭২ সূ.) এই সূত্রানুসারে ভূাদিগণীয় ধাতুর উত্তরস্থিত (বিকরণ) অকারের বিকল্পে লোপ হয়, ও তাহার স্থানে একার হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে ভূ ধাতুর ভবেতি, ভবেন্তি ইত্যাদি পদও হইতে পারে। F. F. গমতি, গমন্তি প্রভৃতি পদও দিয়াছেন।

২৩। √বদ

বদ ধাতুস্থানে বিকল্পে বজ্জ আদেশ হয়; রূপ যথা—**বজ্জতি**, বজ্জন্তি; বজ্জেতি, বজ্জেন্তি; বদতি, বদন্তি; বদেতি, বদেন্তি; ইত্যাদি।

২৪। √যম

যম ধাতু স্থানে বিকল্পে যচ্ছ আদেশ হয়; যথা—যচ্ছতি, যচ্ছন্তি; যমতি, যমন্তি; ইত্যাদি।

২৫। √সদ

সদ ধাতুস্থানে সীদ আদেশ হয়; যথা—সীদতি, সীদন্তি; ইত্যাদি।

২৬। √জি

ইহার রূপ যথা—জয়তি, জয়ন্তি; ইত্যাদি। আবার জেতি, জেন্তি; জেসি, জেথ; জেমি, জেম। * জি ধাতু পালিতে ক্র্যাদিগণীয়রূপেও প্রযুক্ত হয়, তখন ইহার রূপ এই প্রকার—†

---

* অয=এ; ১.§৫৭।

† দ্র:—৪§৭৭। সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও কোন কোন ধাতু একাধিক গণে পঠিত হয়, ও তদনুসারে তাহাদের রূপ হইয়া থাকে। যথা √বিদ ভ্বাদি, রুধাদি, দিবাদি, ও চুরাদি গণের মধ্যে পালিতে পঠিত হয়, এবং তাহাদের রূপ যথাক্রমে বেদতি, বিন্দতি, বিজ্জতি, ও বেদেতি বা বেদয়তি হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে গণভেদে অর্থভেদও হইয়া থাকে।

	এক.	বহু.
প্রথ.	জিনাতি	জিনন্তি
ম.	জিনাসি	জিনাথ
উ.	জিনামি	জিনাম

২৭। √নী, নয়তি, নয়ন্তি ; নেতি, নেন্তি ; ইত্যাদি।

২৮। সর (সৃ); সরতি, সরন্তি ; ইত্যাদি।

অপরগণের অন্তর্গত হইলেও অধিকাংশ সংস্কৃত ঋকারান্ত ধাতুর রূপ বিকল্পে এই প্রকার হইয়া থাকে।

২৯। সংস্কৃতে লট্, বিধিলিঙ্, লোট্ ও লঙ্ এই চারি লকারেই গম্ প্রভৃতি ধাতুর স্থানে গচ্ছ্ প্রভৃতি আদেশ হয়, কিন্তু পালিতে সমস্ত লকারেই এবং কখন কখন কৃৎপ্রত্যয়েও ঐ সমস্ত আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিকরণ (অর্থাৎ ভ্বাদিগণের উত্তর অ, দিবাদি-গণের উত্তর য, ইত্যাদি) সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

(খ) অদাদি *

৩০। √ হু †

---

* পালিব্যাকরণমতে এই সমস্ত ধাতু ভ্বাদিগণেরই অন্তর্গত।

† পালিব্যাকরণে হু ধাতু একটিমাত্র, এবং গতি ও অধ্যয়ন উভয় অর্থেই তাহা প্রযুক্ত হয়।

	এক.	বহু.
প্রথ.	এতি	এন্তি, যন্তি
ম.	এষি	এথ
উ.	এমি	এম *

৩১। √যা, যাতি, যন্তি; ইত্যাদি। √বা, √ভা, √পা প্রভৃতির রূপ এই প্রকার।

৩২। √ব্রূ

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	ব্রূতি, ব্রবীতি	ব্রুবন্তি
ম.	ব্রূষি	ব্রূথ
উ.	ব্রূমি	ব্রূম

পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের এক ও বহুবচনে যথাক্রমে, ব্রূ ধাতুর আহ ও আহু এই দুই পদও হয়। †

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	ব্রূতে	ব্রুবন্তে
ম.	ব্রূষে	ব্রূধ্বে ‡
উ.	ব্রুবে	ব্রূমহে

* কচিৎ অযতি, ও সমুদয়ন্তি পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ভ্বাদি-গণীয় √অয় (গতিস্থি, ধা. ম. ৮৩) হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

† ম. ব্রি. ২০০ পৃ. ৪৮৮ সূ.। দ্রষ্টব্য—৪.§১২৯।

‡ মহারূপসিদ্ধিতে ব্রুবন্হে পদ আছে।

৩৩। √सी (ग्नी), सेति, सेन्ति; सेते, सेन्ते; ইত্যাদি। পক্ষে सयति, सयन्ति; ইত্যাদি।

৩৪। √अस

	एक.	बहु.
प्रथ.	अत्थि	सन्ति
म.	असि, अम्हि	अत्थ
उ.	अस्मि, अम्हि	अस्म, अम्ह *

৩৫। √आस

	एक.	बहु.
प्रथ.	अच्छति	अच्छन्ति
म.	अच्छसि	अच्छथ
उ.	अच्छामि	अच्छाम

उप উপসর্গপূর্ব্বক आस ধাতুর রূপ এই প্রকার— उपासति, उपासन्ति; ইত্যাদি।

৩৬। √हन

	एक.	बहु.
प्रथ.	हनति, हन्ति	हनन्ति
म.	हनसि †	हनथ
उ.	हनामि	हनाम

* "न घि ते भतकाम्हसे" এখানে उ. बहु. अम्हसे এই বিচিত্র পদ হয়।

† কিন্তু "मत्तो छातं हनासि।"

হন ধাতু স্থানে বিকল্পে সর্ব্বত্র **বধ** আদেশ হয়; তখন তাহার রূপ—**বধতি, বধন্তি**, ইত্যাদি।

৩৭। √**বচ**, **বচতি**, **বচন্তি**, ইত্যাদি। *

৩৮। √**দুহ**, **দুহতি**, **দুহন্তি**; ইত্যাদি। পক্ষে **দোহতি, দোহন্তি**; ইত্যাদি।

৩৯। √**লিহ**, **লিহতি**, **লিহন্তি**; ইত্যাদি। পক্ষে **লেহতি, লেহন্তি**; ইত্যাদি।

৪০। √**রুদ**, **রুদতি**, **রুদন্তি**; ইত্যাদি। পক্ষে **রোদতি, রোদন্তি**; ইত্যাদি।

৪১। √**বিদ**, **বিদতি, বিদন্তি**; ইত্যাদি।

(গ) তুদাদি

৪২। √**পুচ্ছ** (**প্রচ্ছ্**), **পুচ্ছতি, পুচ্ছন্তি**; ইত্যাদি।

৪৩। √**ইস** (**ইষ্**)

ইস ধাতুস্থানে বিকল্পে **ইচ্ছ** আদেশ হয়, যথা—**ইচ্ছতি, ইচ্ছন্তি**; ইত্যাদি। পক্ষে **এসতি, এসন্তি**; ইত্যাদি।

---

* কখন কখন প্রথম পুরুষের একবচনে **বত্তি** (**বক্তি**) পদও দেখা যায়। তি বিভক্তি পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্বস্থিত **অ** প্রত্যয়ের লোপ হয়; "**তিম্হি ক্বচি অপ্পচ্চযো লোপো**"—ম. সি. ২০০ পৃ ৪৮৮ স.।

৪৪। √গির-গিল (গৄ), গিরতি, গিরন্তি; ইত্যাদি। গিলতি, গিলন্তি; ইত্যাদি।

৪৫। √মর (মৃ)

মর ধাতু স্থানে বিকল্পে মীয্য * ও মীয আদেশ হয়। যথা—মীয্যতি, মীয্যন্তি; মীযতি, মীযন্তি; মরতি, মরন্তি; ইত্যাদি (৪.§৬৩)।

৪৬। √সিচ, সিঞ্চতি, সিঞ্চন্তি; ইত্যাদি।

৪৭। √লিপ, লিম্পতি, লিম্পন্তি; ইত্যাদি।

৪৮। √মুচ, মুঞ্চতি, মুঞ্চন্তি; ইত্যাদি।

৪৯। √বিদ, বিন্দতি, বিন্দন্তি; ইত্যাদি।

৫০। √ফুস (স্পৃশ্), ফুসতি, ফুসন্তি; ইত্যাদি।

(ঘ) দিবাদি

৫১। দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর য প্রত্যয় হয়।

৫২। √দিব, দিব্বতি, দিব্বন্তি; ইত্যাদি। †

৫৩। √সিব, সিব্বতি, সিব্বন্তি; ইত্যাদি।

৫৪। √যুধ, যুজ্ঝতি যুজ্ঝন্তি; ইত্যাদি। ‡

---

* কেহ কেহ বলেন মিয্য। ‡ ধ্য=জ্ঝ; ১.§২২।

† ব্য=ব্ব; ১.§২৬।

৫৫। √বুধ, বুজ্ঝতি, বুজ্ঝন্তি; ইত্যাদি। √কুধ (ক্রুধ্) ও √বিধ (ব্যধ্) এইরূপ।

৫৬। √পদ, পজ্জতি, পজ্জন্তি; ইত্যাদি। †

৫৭। √নহ, নয্হতি, নয্হন্তি; ইত্যাদি। ‡

৫৮। √তুস (তুষ্), তুস্সতি, তুস্সতি; ইত্যাদি। §

৫৯। √মন, মঞ্ঞতি, মঞ্ঞন্তি; ইত্যাদি। ¶

৬০। √সম (শম্), সম্মতি, সম্মন্তি; ইত্যাদি। §

৬১। √জন, জন ধাতু স্থানে জা আদেশ হয়; যথা—জায়তে, জায়ন্তে; ইত্যাদি।

৬২। √দা, দীয়তি, দীয়ন্তি; ইত্যাদি। **

৬৩। √জর (জৄ), †† ইহার রূপ এই প্রকার—জীয্যতি, জীয্যন্তি; ‡‡ জীয়তি, জীয়ন্তি; জীরতি, জীরন্তি; আবার জরতি, জরন্তি; ইত্যাদিও হয় (দ্রঃ ৪.§৪৫)।

---

* ধ্য = জ্ঝ; ১.§২৩। † দ্য = জ্জ; ১.§২২।

‡ হ্য = য্হ; ১.§২৭। ¶ ন্য = ঞ্ঞ; ১.§২৮।

§ স্য = স্স; ম্য = ম্ম; ১§২৬।

** মহারূপসিদ্ধিতে এই দা ধাতু (দানার্থক) দিবাদিগণে পঠিত হইয়াছে। ম. সি. ২০৫ পৃ. ৩৯৭সূ.। জুহোত্যাদিগণে √দা দ্রষ্টব্য। ধাতুমঞ্জুষায় দানার্থক √দা ভ্বাদি, দিবাদি ও জুহোত্যাদি গণে পঠিত হইয়াছে।

†† পালিব্যাকরণমতে ইহা ভ্বাদিগণীয়।

‡‡ কেহ কেহ বলেন জিয্যতি জিয্যন্তি।

(৬) রুধাদি

৬৪। রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর **অ** প্রত্যয় হয়, এবং ধাতুস্থিত পূর্ব্বস্বরের পর **নিগ্গহীত** বা অনুস্বার আগম হয়, এবং ঐ অনুস্বারস্থানে পরবর্ত্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

৬৫। √**রুধ**

পরস্মৈপদে[১] **রুন্ধতি, রুন্ধন্তি**; ইত্যাদি। আত্মনেপদে **রুন্ধতে, রুন্ধন্তে**; ইত্যাদি।

৬৬। রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর পূর্ব্বকথিত **অ** প্রত্যয় স্থলে বিকল্পে **ই, ঈ, এ** ও **ও** হইয়া থাকে। অতএব **রুধ** ধাতুর পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন এই সকল রূপও হইয়া থাকে—

রুন্ধিতি	**রুন্ধিন্তি**
রুন্ধীতি	**রুন্ধিন্তি**
রুন্ধেতি	**রুন্ধেন্তি**
রুন্ধোতি	**রুন্ধোন্তি**

৬৭। √**ভিদ, ভিন্দতি, ভিন্দিতি, ভিন্দীতি, ভিন্দেতি, ভিন্দোতি,** ইত্যাদি।

৬৮। √**ছিদ, ছিন্দতি, ছিন্দিতি, ছিন্দীতি, ছিন্দেতি, ছিন্দোতি,** ইত্যাদি।

৬৯। √ভুজ, ভুঞ্জতি, ভুঞ্জিতি, ভুঞ্জীতি, ভুঞ্জেতি, ভুঞ্জোতি, ইত্যাদি।

৭০। √যুজ, যুঞ্জতি, যুঞ্জিতি, যুঞ্জীতি, যুঞ্জেতি যুঞ্জোতি, ইত্যাদি।

(চ) স্বাদি

৭১। স্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর (ধাতুবিশেষে) ণু, ণা, ও ওণা প্রত্যয় হয়। গুণ হইলে ণু স্থানে ণো হয়।

৭২। √সু (স্বা)

(ক)

	এক.	বহু.
প্রথ.	সুণোতি	সুণোন্তি
ম.	সুণোসি	সুণোথ
উ.	সুণোমি	সুণোম

(খ)

প্রথ.	সুণাতি	সুণন্তি
ম.	সুণাসি	সুণাথ
উ.	সুণামি	সুণাম

৭৩। √হি, প্রায়ই প (প্র) পূর্ব্বক, পহিণোতি-পহিণাতি, পহিণন্তি; ইত্যাদি।

৭৪। √বু (বৃ), বুণোতি-বুণাতি, বুণন্তি; ইত্যাদি। বণোতি পদও হয়। * √মি (প্রেক্ষণ), † মিনোতি-মিনাতি, মিনন্তি; ইত্যাদি। ‡

৭৫। প+√অপ (প্র+√আপ্)

	এক.	বহু.
প্রথ.	পাপুণাতি	পাপুণন্তি
ম.	পাপুণাসি	পাপুণাথ
উ.	পাপুণামি	পাপুণাম

বিকল্পে পাপুণোতি, পপ্পোতি; ইত্যাদি।

৭৬। √সক (শক্)

---

* বু (বৃ) ধাতু ভ্বাদিগণেও আছে, এবং তাহা হইতে এই সকল পদ হয়—বিবরতি, সংবরতি, পাপুরতি, পারুপতি, অবপুরতি, অবাপুরিযতি (তুল:—অবাপুরযা)।

† মহারূপসিদ্ধিতে (২০৭ পৃ. ৪৯৮ সূ.) "মি পেক্খনে" রহিয়াছে। ধাতুমঞ্জুষায় "মি হিংসনে" ও "মী পমাযে" লিখিত হইয়াছে (১২১); কিন্তু উভয়ই ক্র্যাদিগণীয়, দ্র:—৪.§§৭৭,৮৪।

‡ এস্থলে ণকার নকার হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে ণকারের জন্য সংস্কৃত রূপ চিন্তনীয়।

সক্কুণাতি, সক্কুণন্তি ; ইত্যাদি। বিকল্পে সক্কোতি, সক্কোন্তি ; ইত্যাদি। *

(ছ) ক্র্যাদি

৭৭। ক্র্যাদিগণায় ধাতুর উত্তর না প্রত্যয় হয়, † ও পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়।

৭৮। √কী (ক্রী)

	এক.	বহু.
প্রথ.	কিণাতি	কিণন্তি
ম.	কিণাসি	কিণাথ
উ.	কিণামি	কিণাম

৭৯। √ধু, ধুনাতি, ধুনন্তি; ইত্যাদি।

৮০। √লু, লুনাতি, লুনন্তি ; ইত্যাদি।

৮১। √অস (অশ্, ভক্ষণ), অস্নাতি, অস্নন্তি ; ইত্যাদি।

৮২। √ঞা (জ্ঞা), ঞা ধাতু স্থানে জা আদেশ হয় ; যথা—জানাতি, জানন্তি ; ইত্যাদি।

---

* কোন কোন স্থানে সক্কাতি ও সক্কতি পদও দৃষ্ট হয়। আবার কখন কখন সক্কুনাতি (দন্ত্য ন) পঠিত হয়। এইরূপ √ খি হইতে খিনোতি, খিনাতি ইত্যাদি।

† স্থলবিশেষে এই না স্থানে ণা হয়।

৮৩। √গহ (গ্রহ্), গণ্হাতি, গণ্হন্তি ; (গণ্হতি, গণ্হন্তি) ইত্যাদি। আবার ঘেপ্পতি, ঘেপ্পন্তি ; ইত্যাদি।

৮৪। √মা (মান), মা ধাতুর আকার স্থানে ইকারও হইয়া যায়, যথা—মিনাতি, মিনন্তি ; ইত্যাদি।

(জ) তনাদি

৮৫। তনাদিগণীয় ধাতুর উত্তর উ (গুণ করিলে ও) প্রত্যয় হয়। *

৮৬। √তন

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	তনোতি	তনোন্তি
ম.	তনোসি	তনোথ
উ.	তনোমি	তনোম

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	তনুতে	তন্বন্তে
ম.	তনুসে	তনুব্হে
উ.	তন্বে	তনুম্হে

---

* পালিব্যাকরণমতে ও-প্রত্যয় করিয়া তাহার স্থানে উকার করা হয়।

৮৭। √কর (কৃ)

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	করোতি	করোন্তি, কুব্বন্তি
ম.	করোসি	করোথ
উ.	করোমি *	করোম

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	কুরুতে	কুব্বন্তে
ম.	কুরুসে	কুরুব্হে
উ.	কুব্বে	কুরুম্হে

কর (কৃ) ধাতুর উত্তর বিকল্পে যির প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে রকারের লোপ হইয়া থাকে; যথা—কয়িরতি, কয়িরন্তি; কয়িরসি, কয়িরথ; ইত্যাদি। †

---

* কখন কখন কুম্মি দেখা যায়; তুলঃ—"অঞ্জলিং কুম্মি কীর্ত্তিযি" —রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড; "হা ধিক্ কোঽর্থি মহায কিম্ব কুরুমি"—ললিতবিস্তর, ২৭০ পৃ.।

† ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি পদ পাওয়া যায়, যথা—পরস্মৈপদ প্রথ. এক. কুব্বতি; আত্মনে. এক. কুব্বতে, বহু. কুরুন্তে; ম. এক. কুব্বসে, বহু. কুব্বব্হে; উ. বহু. কুব্বাম্হে। F. F.; Childers.

(ঝ) জুহোত্যাদি

৮৭। √হু

	এক.	বহু.
প্রথ.	জুহোতি	জুহোন্তি
ম.	জুহোসি	জুহোথ
উ.	জুহোমি	জুহোম

পক্ষে

প্রথ.	জুহ্বতি *	জুহ্বন্তি
ম.	জুহ্বসি	জুহ্বথ
উ.	জুহ্বামি	জুহ্বাম

৮৮। √হা

	এক.	বহু.
প্রথ.	জহাতি	জহন্তি
ম.	জহাসি	জহাথ
উ.	জহামি	জহাম

---

* কখন কখন ১.§৪১ অনুসারে জুহ্বতি, জুহ্বন্তি ইত্যাদি হইয়া থাকে।

৮৯। √ দা

	এক.	বহু.
প্র	দদাতি	দদন্তি
ম.	দদাসি	দদাথ
উ.	দদামি	দদাম

পক্ষে

প্রথ.	দজ্জাতি *	দজ্জন্তি
ম.	দজ্জাসি	দজ্জাথ
উ.	দজ্জামি	দজ্জাম

আবার

প্রথ.	দেতি	দেন্তি
ম.	দেসি	দেথ
উ.	দেমি, দম্মি	দেম, দম্ম †

৯০। √ধা, দধাতি, দধন্তি ; ইত্যাদি। পক্ষে ধেতি, ধেন্তি ; ইত্যাদি। ‡

---

* বিকল্পে ৪. § ২২ টীকা অনুসারে দজ্জেতি, দজ্জেন্তি ; ইত্যাদি।

† আত্মনেপদে এই কয়েকটি পদও পাওয়া যায়—উ. এক. দদে, বহু. দামসে, দদামসে, দদম্হে (তুলঃ—মঞ্জম্হে)। পরস্মৈ. প্র. এক. দাতি পদও কচিৎ দৃষ্ট হয়।—E. M.

‡ কখন প্র. এক. দধতি পদও হয় ; তুলঃ উপজ্ঝায়া অন্তরাধায়তি ভিক্খো।

উপসর্গ ও অব্যয় যোগে দ্বিত্বাবস্থায় **ধা** ধাতুর পরভাগের **ধা** স্থানে কখন কখন **হ** হয়; যথা—**পিদহতি, পিদহন্তি**; ইত্যাদি। **সদ্দহতি** (**শ্রদ্ধাতি**), **সদ্দহন্তি**, ইত্যাদি।

(ঞ) চুরাদি

৯১। চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর **অয** প্রত্যয় হয়, এবং ১·§৫৭ অনুসারে **অয** স্থানে বিকল্পে **এ** হয়। *

৯২। √**চুর, চোরযতি, চোরযন্তি; চোরেতি, চোরেন্তি**; ইত্যাদি। †

৯৩। এইরূপ—

√**চিন্ত, চিন্তযতি, চিন্তেতি**।

√**গণ, গণযতি, গণেতি**।

√**মন্ত** (**মন্ত্র**), **মন্তযতি, মন্তেতি**।

√**বিদ, বেদযতি, বেদেতি**। ‡

√**ঘট, ঘাটযতি, ঘাটেতি; ঘটযতি, ঘটেতি**; ইত্যাদি।

---

* পালিব্যাকরণমতে **ণে** ও **ণয** প্রত্যয় হয়।

† চুরাদিগণীয় ধাতুর যথাসম্ভব গুণ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

‡ **বেদিযতি, বেদিযন্তি**; ইত্যাদিও হয়। তুলঃ—"**কর্মিণো ন প্রবেদযন্তি**"—মুণ্ডকোপনিষৎ, ১.২.৯।

पञ्चमी

লোট্

৯৪। লোটের বিভক্তি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	एक.	बहु.	एक.	बहु.
प्रथ.	तु	अन्तु	तां	अन्तां
म.	हि	थ	स्व	ध्वं
उ.	मि	म	ए	आमहै

৯৫। লট্ লকারের ন্যায় ধাতুর শেষে উল্লিখিত বিভক্তি যোগ করিলেই সাধারণত লোটের রূপ হয়।

৯৬। মধ্যম পুরুষের একবচনে हि বিভক্তির পূর্ব্বে অকার থাকিলে বিকল্পে তাহার লোপ হয়। যেবার লোপ হয় না, সেবার পূর্ব্বস্থ অকার স্থানে আকার হয়।*

৯৭। √भू

পরস্মৈ.

	एक.	बहु.
प्रथ.	भवतु	भवन्तु
म.	भव, भवाहि	भवथ
उ.	भवामि	भवाम

* এস্থানে আদর্শস্বরূপ কয়েকটিমাত্র ধাতুর রূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	भवतं	भवन्तं
म.	भवस्सु	भवव्हो
उ.	भवे	भवामसे

भू স্থানে हू হইলে, होतु, होन्तु; होहि, होथ; ইত্যাদি হইয়া থাকে।

৯৮। √ अस (অদাদি)

	প্রথ.	বহু.
প্রথ.	अत्थु	सन्तु
म.	आहि	अत्थ
उ.	अस्मि, अम्हि	अस्म, अम्ह

৯৯। √गम, गच्छतु, गमेतु, घम्मतु, ইত্যাদি।

১০০। √दिस (दृश्), पस्सतु, दिस्सतु, दक्खतु, ইত্যাদি।

১০১। √ब्रू

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ब्रूतु	ब्रुवन्तु
म.	ब्रूहि	ब्रूथ
उ.	ब्रूमि	ब्रूम

আত্মনেপদে ব্রূতং, ব্রুবন্তং ; ইত্যাদি।

১০২। √দা

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	দদাতু	দদন্তু
ম.	দদাহি	দদাথ
উ.	দদামি	দদাম

পক্ষে দেতু, দেন্তু ; দজ্জতু, দজ্জন্তু ; ইত্যাদি।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	দদতং	দদন্তং
ম.	দদস্সু	দদব্হো
উ.	দদে	দদামসে

১০৩। √হু, জুহোতু, জুহোন্তু জুহ্বন্তু ; ইত্যাদি।

১০৪। √কর (কৃ)

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	করোতু, কুরুতু	করোন্তু, কুব্বন্তু
ম.	করোহি, কুরু	করোথ
উ.	করোমি	করোম

আত্মনে.

प्रथ.	कुब्बतं	कुब्बन्तं
म.	कुब्बस्सु, कुरुस्सु	कुब्बव्हो
उ.	कुब्बे	कुब्बामसे

১০৫। √गम (गम्), गच्छातु, गच्छन्तु; ইত্যাদি।

১০৬। √ञा (ज्ञा) পরস্মৈ. प्रथ. एक. जानातु, बहु. जानन्तु; म. एक. जान, जानाहि, बहु. जानाथ; ইত্যাদি। আত্মনে. प्रथ. एक. जानतं, बहु. जानन्तं; ইত্যাদি।

सत्तमी (सप्तमी)

বিধিলিঙ্—

১০৭। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	एक.	बहु.	एक.	बहु.
प्रथ.	एय्य, ए	एय्युं	एथ	एरं
म.	एय्यासि, ए	एय्याथ	एथो	एय्यव्हो
उ.	एय्यामि, ए *	एय्याम	एय्यं, ए	एय्याम्हे

---

* পালিব্যাকরণ-মতে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম তিন পুরুষেই একবচনে প্রথমত एय्य প্রভৃতি বিভিক্তি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু ए-অন্ত বহু পদ পাওয়া যায় বলিয়া এখানে তাহাকেও একটি পৃথক্ বিভক্তি গণ্য করা

১০৮। √ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ভবেয্য, ভবে	ভবেয্যুং
ম.	ভবেয্যাসি, ভবে	ভবেয্যাথ
উ.	ভবেয্যামি, ভবে *	ভবেয্যাম

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ভবেথ	ভবেরং
ম.	ভবেথো	ভবেয্যব্হো
উ.	ভবেয্যং, ভবে	ভবেয্যাম্হে

ভূ স্থানে হূ হইলে তাহার রূপ এই প্রকার হয়—

হইয়াছে। বুদ্ধপ্রিয় বলিয়াছেন—"এয্য, এয্যাসি, এয্যামি ইচ্চেতেসং বিকপ্পেন একারাদেসো"—ম. সি. ৫৮০ পৃ. ৫৩৮ সূ.। কখন কখন পরস্মৈপদে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের একবচনেও এয্য দেখা যায়; যথা—(ম. এক.) "স চে ত্বং যস্সং যাজেয্য।" লক্ষণীয়—প্রথ. এক. "জানেয্যাতি", এখানে এয্যাতি হইয়াছে (E. M.); আবার উত্তম পুরুষের বহুবচনে এমসি, এমু ও এম কখন কখন দেখা যায়; যথা— উ. বহু-বিধমেমসি, পস্সেমু, জানেমু, হবেম। আত্মনেপদে উত্তম পুরুষের এক বচনেও কখন কখন বিকল্পে এ বিভক্তি হয়।

* ভবেয্য পদও হয়; পূর্ব্বটীকা দ্রষ্টব্য।

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	হুয়্য *	হুয়্যুং
ম.	হুয়্যাসি	হুয়্যাথ
উ.	হুয়্যামি †	হুয়্যাম ‡

১০৯। √গম

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	গচ্ছেয়্য, গচ্ছে	গচ্ছেয়্যুং
ম.	গচ্ছেয়্যাসি, গচ্ছে	গচ্ছেয়্যাথ
উ.	গচ্ছেয়্যামি, গচ্ছে	গচ্ছেয়্যাম

এইরূপ গমেয়্য গমে, গমেয়্যুং ; ইত্যাদি। §

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	গচ্ছেথ	গচ্ছেরং

* হুবেয়্য ও হুপেয়্য পদও দেখা যায়—E. M.

† কখন হুবেয়্যামি পদও দৃষ্ট হয়—E. M.

‡ হেয়্যং পদও হয়—ম. সি. ১৯৬ পৃ.।

§ কখন কখন (প্রয়োগানুসারে) পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের এক-বচনে য়্য স্থানে উং হয়; এবং তদনুসারে গচ্ছুং, গমুং প্রভৃতি পদও হইয়া থাকে। ম. সি. ১৮১ পৃ.।

	এক.	বহু.
ম.	গচ্ছেথো	গচ্ছেয্যব্হো
উ.	গচ্ছেয্যং, গচ্ছে	গচ্ছেয্যাম্হে

ইত্যাদি। *

১১০। √ঠা (স্থা)

তিট্ঠেয্য, তিট্ঠেয্যুং; ইত্যাদি। ঠেয্য, ঠেয্যুং; ইত্যাদি।

১১১। √দা

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	দদেয্য, দদে †	দদেয্যুং
ম.	দদেয্যাসি	দদেয্যাথ
উ.	দদেয্যামি	দদেয্যাম

এইরূপ দেয্য, দেয্যুং; ইত্যাদি। দজ্জ আদেশ হইলে—

	এক.	বহু.
প্রথ.	দজ্জেয্য, দজ্জে	দজ্জেয্যুং
ম.	দজ্জেয্যাসি	দজ্জেয্যাথ
উ.	দজ্জেয্যামি	দজ্জেয্যাম

---

* বদ্ প্রভৃতি ধাতুর রূপও এই প্রকার। কিন্তু বদ্ ধাতুর প্রথ. বহু. বজ্জু (অথবা বজ্জুং), এবং ম. এক. বজ্জাসি ও বজ্জেসি পদও দৃষ্ট হয়।

† ক্বচিৎ দদে পদও দেখা যায়।

প্রথ. এক. দজ্জা (দদ্যাৎ), বহু. দজ্জুং, এবং উ. এক. দজ্জং (দদ্যাম্) পদও হইয়া থাকে।

আত্মনেপদে দদেথ, দদেরং ; ইত্যাদি। * দ্বিত্ব না হইলে দেয্য, দেয্যুং ; দেয্যাম্হি, ইত্যাদি।

১১২। √ধা, দধেয্য, দধে, ইত্যাদি ; অপি-উপসর্গ-পূর্ব্বক পিদহেয্য, পিদহে, ইত্যাদি।

১১৩। √হু, জুহেয্য জুহে, জুহেয্যুং ; ইত্যাদি।

১১৪। √হা, জহেহ জহে, জহেয্যুং ; ইত্যাদি।

১১৫। √অস (অদাদি)

	এক.	বহু.
প্রথ.	অস্স, সিয়া	অস্সু, সিয়ুং
ম.	অস্স	অস্সথ
উ.	অস্সং	অস্সাম

১১৬। √ব্রূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ব্রুবেয্য, ব্রুবে	ব্রুবেয্যুং

* প্রয়োগানুসারে কখন কখন আত্মনেপদে মধ্যম পুরুষের একবচনে এথো বিভক্তি স্থানে বিকল্পে এথ হয়। তদনুসারে দদেথো, দদেথ এই উভয় পদই হইয়া থাকে।

	এক.	বহু
ম.	ব্রুবেয্যাসি	ব্রুবেয্যাথ
উ.	ব্রুবেয্যামি	ব্রুবেয্যাম

আত্মনেপদে ব্রুবেথ ইত্যাদি।

১১৭। √তন, তনেয্য তনে, তনেয্যুং ; ইত্যাদি।

১১৮। √কর (কৃ)

কর ধাতুর কয়েক প্রকার রূপ হইয়া থাকে, যথা—

পরস্মৈ.

(ক)

	এক.	বহু.
প্রথ.	করেয্য, করে	করেয্যুং
ম.	করেয্যাসি	করেয্যাথ
উ.	করেয্যামি	করেয্যাম

(খ)

প্রথ.	কযিরা	কযিরং
ম.	কযিরাসি	কযিরাথ
উ.	কযিরামি	কযিরাম

(গ)

প্রথ.	कुब्बेय्य, कुब्बे	कुब्बेय्युं *
म.	कुब्बेय्यासि	कुब्बेथ
उ.	कुब्बेय्य	कुब्बेय्याम

আত্মনে.

প্রথ.	कुब्बेथ, क्रब्बेथ कयिराथ	कुब्बेरं
म.	कुब्बेथो	कुब्बेय्यव्हो
उ.	कुब्बे, करे करेय्यं	करेय्याम्हे कुब्बेय्याम्हे

১১৯। √की (क्री), किणेय्य किणे, किणेय्युं ; ইত্যাদি।

১২০। √गह (ग्रह), गण्हेय्य गण्हे, गण्हेय्युं ; ইত্যাদি।

১২১। √ञा (ज्ञा), जानेय्य, जानेय्युं ; ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন প্রথ. এক. जानिया, जञ्ञा ও जानेय्यासि, এবং উ. এক. जानेमु পদও হয়।

---

* करेय्युं, कयिरं ও कुब्बेय्युं এই তিন স্থানে Charles Duroselle যথাক্রমে करेय्यं, कयिरं ও कुब्बेय्यं পাঠ করিয়াছেন। ইনি বলেন (খ) প্রণালীর রূপে মধ্যম ও উত্তম পুরুষের একবচনেও कयिरा পদ হয়।

১২২। √ছিদ, ছিন্দেয্য ছিন্দে, ছিন্দেয্যুং; ইত্যাদি।

১২৩। √যা, প্রথ. এক. যাযেয্য; √নহ্ব (ন্হা), প্রথ. এক. ন্হাযেয্য; নি+√বা, প্রথ. এক. নিব্বাযেয্য (লক্ষণীয়—পরিনিব্বযে); ইত্যাদি।

পরোক্খা (পরোক্ষা)

লিট্

১২৪। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	অ	উ	ত্থ	রে
ম.	এ	ত্থ	ত্থো	ব্হো
উ.	অ	ম্হ	ই	ম্হে

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পালিতে লিট্ লকারের প্রয়োগ নিতান্ত অল্প। এজন্য মূল পালি ব্যাকরণের ন্যায় আমরাও প্রয়োগানুসারে * কয়েকটি মাত্র ধাতুর রূপ প্রদর্শন করিব।

---

* মহারূপ সিদ্ধিকার বলিয়াছেন—লিট্ ও লঙের রূপ প্রয়োগানুসারে করিতে হইবে—"পরোক্খাহীয়ত্তনীনং পুন রূপানি সব্বত্থ পযোগমনুগম্ম পযোজেতব্বানি"—ম. সি. ১৫০ পৃ.।

১২৫। এই লকারের মোটামুটি নিয়ম সংস্কৃতেরই ন্যায়, যথা—জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর ন্যায় ধাতুর দ্বিত্ব; পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব; পূর্ব্ববর্ত্তী কবর্গ স্থানে যথাক্রমে চবর্গ, ও বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম, ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয়বর্ণ, এবং হ স্থানে জ হয়। ব্যঞ্জনাদি প্রত্যয় পরে ধাতুর উত্তর ইকার আগম হয়।

১২৬। √ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	বভূব	বভূবু
ম.	বভূবে	বভূবিত্থ
উ.	বভূব	বভূবিম্হ

আত্মনে.

প্রথ.	বভূবিত্থ	বভূবিরে
ম.	বভূবিত্থো	বভূবিহ্বো
উ.	বভূবি	বভূবিম্হে

১২৭। √পচ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	পপচ	পপচু

	এক.	বহু
ম.	पपचे	पपचित्थ
উ.	पपच	पपचिम्ह

আত্মনে.

প্রথ.	पपचित्थ	पपचिरे
ম.	पपचित्थो	पपचिव्हो
উ.	पपचि	पपचिम्हे

১২৮। √गम

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	जगम, जगाम *	जगमु
ম.	जगमे	जगमित्थ
উ.	जगम	जगमिम्ह

আত্মনে.

প্রথ.	जगमित्थ	जगमिरे
ম.	जगमित्थो	जगमिव्हो
উ.	जगमि	जगमिम्हे

---

* কখন কখন উপান্ত অকারের বৃদ্ধি হয়। ম. সি. ১৮৪ পৃ. ৪৫১ সূ.।

১২৯। ব্রূ ধাতুর প্রথ. এক. আহ, এবং বহু. আহু, ও আহংসু পদ হয়। *

ভবিস্সন্তী (ভবিষ্যন্তী) *future*

লৃট্

১৩০। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	স্সতি	স্সন্তি	স্সতে	স্সন্তে
ম.	স্সসি	স্সথ	স্সসে	স্সব্হে
উ.	স্সামি	স্সাম	স্সং	স্সাম্হে

১৩১। লৃট্ লকারে ধাতুর উত্তর প্রায়ই ইকার আগম হয়।

১৩২। √ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ভবিস্সতি	ভবিস্সন্তি
ম.	ভবিস্সসি	ভবিস্সথ
উ.	ভবিস্সামি	ভবিস্সাম

---

* দ্রষ্টব্য—৪.§ ৩২ ; ম. সি. ১৮৩ পৃ. ৪৪৫ সূ. ; ২০০ পৃ. ৪৮৮ সূ.।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ভবিস্সতে	ভবিস্সন্তে
ম.	ভবিস্সসে	ভবিস্সব্হে
উ.	ভবিস্সং	ভবিস্সাম্হে

১৩৩। √ভূ স্থানে হু আদেশ হইলে নিম্নলিখিত রূপগুলি * হইয়া থাকে—

	(ক) এক.	(ক) বহু.	(খ) এক	(খ) বহু.
প্রথ.	হোতি	হোন্তি	হেস্সতি	হেস্সন্তি
ম.	হোসি	হোথ	হেস্সসি	হেস্সথ
উ.	হোমি	হোম	হেস্সামি †	হেস্সাম

	(গ) এক.	(গ) বহু.	(ঘ) এক.	(ঘ) বহু.
প্রথ.	হেহিতি	হেহিন্তি	হেহিস্সতি	হেহিস্সন্তি
ম.	হেহিসি	হেহিথ	হেহিস্সসি	হেহিস্সথ
উ.	হেহামি	হেহাম	হেহিস্সামি	হেহিস্সাম

* হু এর উকার স্থানে বিকল্পে এ, এহ ও ওহ আদেশ হয়, এবং তাহা হইলে বিভক্তির স্স অংশের বিকল্পে লোপ হয়।

† আত্মনেপদে হেস্সং হয়।

	(ঙ)		(চ)	
প্রথ.	**হোহিতি**	**হোহিন্তি**	**হোহিস্সতি**	**হোহিস্সন্তি**
ম.	**হোহিসি**	**হোহিথ**	**হোহিস্সসি**	**হোহিস্সথ**
উ.	**হোহামি**	**হোহাম**	**হোহিস্সামি**	**হোহিস্সাম****

১৩৪। √**দিস** (**দৃশ্**)

দক্খিতি	**দক্খিন্তি**
দক্খিস্সতি	**দক্খিস্সন্তি** †
দক্খতি	**দক্খন্তি** ‡
পস্সিস্সতি	**পস্সিস্সন্তি**

১৩৫। √**সক**, **সক্খিস্সতি**, **সক্খিস্সন্তি**; আত্মনে. **সক্খিতে**, **সক্খিন্তে**।

১৩৬। √**বচ**, **বক্খতি** **বক্খন্তি**। §

১৩৭। √**মুচ**, **মোক্খতি** **মোক্খন্তি**।

---

* কেহ কেহ বলেন—উ. এক. **হেস্সামি** ও **হোয়ামি** এবং বহু. **হেস্সাম** ও **হোস্সাম** পদও হয়—F. F.; আবার প্র. এক. **হেতিতি** ও **হোতিতি** পদও হইয়া থাকে—C. D.

† দ্রঃ—৪.§§২১, ২৯।

‡ এতাদৃশ স্থলে সংস্কৃত রূপ ও সাধারণকল্পের নিয়ম চিন্তনীয়; **ক্ষ**=**ক্খ**, ১.§২১ ;-কচিৎ প্রথ. এক. **দিচ্ছতি** পদ দৃষ্ট হয়।

§ লক্ষণীয়—আত্মনে. উ. এক. **পবক্খস্সং**; তুলঃ—**দক্খিস্সতি**।

১৩৮। √भुज, भोक्खति भोक्खन्ति।

১৩৯। √वस, वच्छति वच्छन्ति। *

১৪০। √रुद, रुच्छति रुच्छन्ति *
रोदिस्सति रोदिस्सन्ति।

১৪১। √लभ, लच्छति लच्छन्ति; †
लभिस्सति, लभिस्सन्ति।

১৪২। √गम, गच्छिस्सति गच्छिस्सन्ति;
गमिस्सति गमिस्सन्ति।

১৪৩। √छिद, छेच्छति छेच्छन्ति;
छिन्दिस्सति छिन्दिस्सन्ति।

১৪৪। √रुध, रुन्धिस्सति रुन्धिस्सन्ति।

১৪৫। √जन, जायिस्सति जायिस्सन्ति; ‡
जनिस्सति जनिस्सन्ति।

১৪৬। √ञा (ज्ञा), ञस्सति ञस्सन्ति;
जानिस्सति जानिस्सन्ति। §

---

* এখানে গুণ ও ইট্-আগম হয় নাই; त्स=च्छ, ১.§৩৫।

† সং. लप्स्यते, प्स=च्छ, ১.§৪৭।

‡ ৪.§৬১।

§ ৪.§৮২।

১৪৭। √জি, জেস্সতি জেস্সন্তি ;
জিনিস্সতি জিনিস্সন্তি। *

১৪৮। √কী (ক্রী), কেস্সতি কেস্সন্তি ;
কিণিস্সতি কিণিস্সন্তি। †

১৪৯। √সু (শ্রু) সোস্সতি সোস্সন্তি ; ‡
সুণিস্সতি সুণিস্সন্তি। §

১৫০। √গহ (গ্রহ), গণ্হিস্সতি গণ্হিস্সন্তি ; ¶
গহিস্সতি গহিস্সন্তি ;
গহেস্সতি গহেস্সন্তি। **

১৫১। √দা, দস্সতি দস্সন্তি ;
দদিস্সতি দদিস্সন্তি ;
দজ্জিস্সতি দজ্জিস্সন্তি ††

১৫২। √ ধা, দস্সতি (? ধস্সতি),
অপি-পূর্ব্বক পিদহিস্সতি, পরি-পূর্ব্বক √পরিদহেস্সতি। ‡‡

---

* ৪.§২৬। † ৪.§৭৮।

‡ আত্মনে. ভ. এক. সুস্সং পদ দেখা যায়।

§ ৪.§৭২। এইরূপ—পহিনিস্সতি, (প্র+√হি) ; পাপুনিস্সতি, (প্র+আপ্); পজহিস্সতি, (প্র+√হা) ; পরিদধস্সতি, (পরি+√ধা) ; দ্রঃ—৪.§১৫২। ¶ ৪.§৮৩।

** এস্থানে ইকার একার হইয়াছে ; দ্রষ্টব্য—পরিদহেস্সতি, ৪.§১৫২।

†† ৪.§৮৯। ‡‡ ম. সি. ২০৩ পৃ. ৪৯৪ সূ.।

১৫৩। √হ্ (গতি), এস্সতি* এস্সন্তি।

১৫৪। √জর (জৃ), জীরিস্সতি জীরিস্সন্তি।

১৫৫। √মর, মরিস্সতি মরিস্সন্তি।

১৫৬। √কার (কৃ)

করিস্সতি করিস্সন্তি

ইহা ভিন্ন নিম্নলিখিত পদসমূহ দৃষ্ট হয়—

	এক.	বহু.
প্রথ.	কাহতি	কাহন্তি
ম.	কাহসি	কাহথ
উ.	কাহামি	কাহাম

ইকার-আগম পক্ষে—কাহিতি, কাহিন্তি।

১৫৭। √নহ (স্না), নহায়িস্সতি ; পরি+নি+√বা, পরিনিব্বায়িস্সতি ; কিন্তু আত্মনে. উ. এক. পরিনিব্বিস্সং। †

---

* প্রথ. এক. এহিতি পদও দেখা যায়। আবার আত্মনে. উ. এক. এস্সং (এস্সং হইতে) পদও হয়।

† "হঞ্ছেম মত্তিনো আভং"—এখানে হন ধাতুর উ. বহু. হঞ্ছেম (হনিস্সাম) পদ দেখা যায়।

কালাতিপত্তি (কালাতিপত্তিঃ)

লৃঙ্

১৫৮। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক·	বহু·	এক·	বহু·
প্রথ·	স্সা	স্সংসু	স্সথ	স্সিংসু
ম·	স্সে	স্সথ	স্সসে	স্সব্হে
উ·	স্সং	স্সম্হা	স্সং	স্সাম্হসে

১৫৯। কখন কখন পরস্মৈপদে প্রথ. এক· স্সা ও ম. এক. স্সে স্থানে স্স, * এবং উ. বহু· স্সম্হা স্থানে স্সম্হ হয়।

১৬০। লৃঙ্ লকারে ধাতুর পূর্ব্বে অকার আগম হয়, কিন্তু কখন কখন ঐ অকারের লোপ হইয়া যায়। অপর সমস্ত কার্য্য লৃট্ লকারের ন্যায়।

কখন কখন অতীত কাল অর্থেও ভবিস্সন্তী প্রযুক্ত হয়, যথা—সন্ধাবিস্সং, "অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।" বৈয়াকরণিকগণ বলেন—

"অতীতেऽপি ভবিস্সন্তি' তক্কালবচনিচ্ছয়ং।
অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সন্তি-আদিসু॥"

দ্র :—৪. § ১৭৬, টীকা।

* তুলঃ—সংস্কৃত রূপ।

১৬১। √ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	অভবিস্সা, অভবিস্স	অভবিস্সংসু
ম.	অভবিস্সে, অভবিস্স	অভবিস্সথ
উ.	অভবিস্সং	অভবিস্সম্হা, অভবিস্সম্হ

অকারের লোপ হইলে ভবিস্স, ভবিস্সংসু ; ইত্যাদি।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	অভবিস্সথ	অভবিস্সিংসু
ম.	অভবিস্সসে	অভবিস্সব্হে
উ.	অভবিস্সং	অভবিস্সাম্হসে

১৬২। √গম

	এক.	বহু.
প্রথ.	অগচ্ছিস্সা, অগচ্ছিস্স	অগচ্ছিস্সংসু
ম.	অগচ্ছিস্সে, অগচ্ছিস্স	অগচ্ছিস্সথ
উ.	অগচ্ছিস্সং	অগচ্ছিস্সম্হা

অন্যান্য ধাতুর রূপও এই প্রকার।

হীয়ত্তনী (হিয়ত্তনী) -

লঙ্ *

১৬৩। মূল বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	আ	উ	ত্থ	ত্থুং
ম.	ও	ত্থ	সে	হ্বং
উ.	অ	ম্হা	ইং	ম্হসে

১৬৪। লঙের পরস্মৈপদে কখন কখন প্রথ. এক. আ স্থানে অ, বহু. উ স্থানে উ ও উং; ম. এক. ও স্থানে অ; এবং উ. এক. অ স্থানে অং হয়। অতএব পরস্মৈ-পদের বিভক্তিগুলিকে এইরূপে লিখিতে পারা যায়—

---

* অতীতকাল বুঝাইতে পালিতে অধিকাংশ স্থলেই বজ্জত্তনী বা লুঙ্ প্রযুক্ত হয়, লঙ্ লকারের প্রয়োগ নিতান্ত অল্প। দাঠাবংস নামক পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৬৯ শ্লোকের মধ্যে কেবল দুই স্থানে (৪৫ ও ৫৫ শ্লোকে) লঙের প্রয়োগ দেখিয়াছি, অন্যত্র অতীত কাল বুঝাইতে লুঙ্ প্রযুক্ত হইয়াছে।

	এক.	বহু.
প্রথ.	আ, অ	ঊ, উ, উং
ম.	ও, অ	ত্থ
উ.	অ, অং	ম্হা

আত্মনেপদে কখন কখন প্রথ. এক. ত্থ স্থানে থ আদেশও হইয়া থাকে। *

১৬৫। লঙ্ লকারে ধাতুর পূর্ব্বে অকার আগম হয়। এই অকার পদ্যে ছন্দের অনুরোধে কখন কখন লুপ্ত হইয়া থাকে। †

১৬৬। √ভূ

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ	অভবা	অভবূ	অভবত্থ	অভবত্থুং
ম.	অভবো	অভবত্থ	অভবসে	অভবব্হং
উ.	অভব, অভবং	অভবম্হা	অভবিং	অভবম্হসে

---

* যথা—"সা গন্ত্বান সমরথং সামন্তেরমবোচথ ;" দিস্বা দেবো অদ্দস্সথ ;" এইরূপ খীয়থ, অজায়থ।

† তুলনীয় সংস্কৃত প্রয়োগ—"সুগ্রীবায় চ তত্ সর্ব্বং শংসদ্ রামো মহাবলঃ"—রামায়ণ, বাল. ১.৫৮। দ্রষ্টব্য—৪.§§১৭০,১৭৮।

১৬৭। ভূ ধাতু স্থানে হু হইলে—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	অহুবা	অহুবূ, অহুবু	অহুবত্থ	অহুবত্থুং
ম.	অহুবো	অহুবত্থ	অহুবসে	অহুবব্হং
উ.	অহুবং	অহুবম্হা	অহুবিং	অহুবম্হসে

১৬৮। √ পচ

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	অপচা	অপচূ	অপচত্থ	অপচত্থুং
ম.	অপচো	অপচত্থ	অপচসে	অপচব্হং
উ.	অপচ অপচং	অপচম্হা	অপচিং	অপচম্হসে

১৬৯। √ গম

পরস্মৈ.	অগচ্ছা	অগচ্ছু
	অগমা	অগমু
আত্মনে.	অগচ্ছত্থ	অগচ্ছত্থুং
	অগমত্থ	অগমত্থুং

১৭০। √ দিস (দৃশ্), প্রথ. এক. অদ্দসা, অথবা অদিস্সা; উ. এক. অদ্দস, অদ্দসং; ইত্যাদি। *

* কথন কথন উ. এক. অদ্দসামি পদও দৃষ্ট হয়—E. M.

১৭০। √ বচ

	এক.	বহু.
প্রথ.	অবচা, অবচ	অবচু, অবচুং
ম.	অবচো, অবচ	অবচুত্থ
উ.	অবচং, অবচ	অবচম্হা *

১৭১। √ ব্রূ, অব্রুবা, অব্রুবু।

১৭২। √ কর (কৃ)

	এক.	বহু.
প্রথ.	অকরা, অকা	অকরু
ম.	অকরো	অকরোত্থ, অকত্থ
উ.	অকরং, অকং	অকরম্হা, অকম্হ

আত্মনে. প্রথ. এক. অকরত্থ ; উ. এক. অকরিং, বহু. অকরম্হসে।

১৭৩। √ দা

	এক.	বহু.
প্রথ.	অদদা	অদদু
ম.	অদদো	অদদিত্থ
উ.	অদদং	অদদম্হা

* আত্মনেপদে প্রথ. এক. অবচথ, অবোচথ এই উভয় পদই হইয়া থাকে ; ৪.§১৬৪, টীকা ; ম. সি. ১৯১ পৃ. ৪৯৩ সূ.।

বিকল্পে প্রথ. এক. **অদা**, বহু. **অদুং**; ইত্যাদি। আত্মনে. প্রথ. এক. **অদদত্থ**, উ. বহু. **অদদম্হসে**।

অজ্জতনী (অদ্যতনী)

লুঙ্

১৭৪। মূল বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ. এক.	পরস্মৈ. বহু.	আত্মনে. এক.	আত্মনে. বহু.
প্রথ.	**ঈ**	**উং**	**আ**	**ঊ**
ম.	**ও**	**ত্থ**	**সে**	**ব্হং**
উ.	**ইং**	**ম্হা**	**অ**	**ম্হে**

১৭৫। পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে **ঈ** স্থানে কখন কখন **ই** হয়।

“**সব্বতো উং ইংসু**” (ক. বু. ৬. ৪. ২৬) এই সূত্রানুসারে সর্ব্বত্রই প্রথম পুরুষের বহুবচনে **উং** স্থানে বিকল্পে **ইংসু** আদেশ হয়; কিন্তু পালি পুস্তকসমূহে **ইংসু** ও **ইসুং** এই উভয় রূপই দেখা যায়।

মধ্যম পুরুষের একবচনে **ও** স্থানে কখন কখন **ই**, এবং উত্তম পুরুষের বহুবচনে **ম্হা** স্থানে কখন কখন **ম্হ** হয়।

১৭৬। অতএব পরস্মৈপদের বিভক্তিগুলি বস্তুত এইরূপ দাঁড়ায়—

	এক.	বহু.
প্রথ.	ঈ, ই	উং, ইংসু, ইসুং *
ম.	ও, ই	ইত্থ
উ.	ইং †	ইম্হা, ইম্হ

১৭৭। আত্মনেপদে প্রথম পুরুষের একবচনে কখন কখন আ স্থানে ইত্থ, এবং উত্তম পুরুষের একবচনে অ স্থানে কখন কখন অং হয়। অতএব আত্মনেপদের বিভক্তিগুলি এইরূপ—

	এক.	বহু.
প্রথ.	আ, ইত্থ	ঊ
ম.	সে	ব্হং
উ.	অ, অং	ম্হে

---

* প্রথ. এক. অ, এবং বহু. উ ও অংসু বিভক্তিও দেখা যায়; দ্রষ্টব্য বচ ধাতুর রূপ ৪.§১৯৪; দা ধাতুর রূপ ৪.§১৯৮; ঠা ধাতুর রূপ, ৪.§২০০; কর ধাতুর রূপ, ৪.§২০৮।

† পদ্যে কখন কখন লুঙ্ লকারে উত্তম পুরুষের একবচনে ইং স্থানে ইসং ও ইস্সং দেখা যায়; যথা—গচ্ছিসং, বন্দিস্সং, পচ্চবেক্খিসং, অজ্ঝাবিস্সং ইত্যাদি। দ্র:—৪.§১৫৭, টীকা।

১৭৮। ব্যঞ্জনাদি বিভক্তি পরে থাকিলে লুঙ্ লকারে ধাতুর উত্তর প্রায় ইকার আগম হয়।

১৭৮। লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্ব্বে বিকল্পে অকার আগম হয়। *

১৭৯। পরস্মৈপদে কখন কখন স্বরান্ত ধাতুর পর নিম্নলিখিত বিভক্তি যোগ করিলেই সাধারণত লুঙের পদ পাওয়া যায়,—†

	এক.	বহু.
প্রথ.	সি	সুং
ম.	সি	সিত্থ
উ.	সিং	সিম্হা, সিম্হ

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরও সময়ে সময়ে এই সকল বিভক্তি প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

১৮০। √ ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	অভবী, অভবি	অভবুং, অভবিংসু
ম.	অভবো, অভবি	অভবিত্থ
উ.	অভবিং	অভবিম্হা, অভবিম্হ

* দ্রঃ—৪.§§১৬০,১৬৫।

† অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিভক্তির পূর্ব্বে স্ আগম হয়; ব্যঞ্জনাদি

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	অভবা, অভবিত্থ	অভবূ
ম.	অভবিসে	অভবিব্হে
উ.	অভব, অভবং	অভবিম্হে

অকার আগম না হইলে প্রথ. এক. ভবী, ভবি, বহু. ভবুং, ভবিংসু; ইত্যাদি। সর্ব্বত্র এইরূপ বুঝিতে হইবে।

১৮১। ভূ স্থানে হু আদেশ হইলে এই প্রকার রূপ হয়—

	এক.	বহু.
প্রথ.	অহোসি, অহু *	অহেসুং, অহবুং
ম.	অহোসি	অহোসিত্থ
উ.	অহোসিং, অহুং	অহোসিম্হ, অহুম্হ

১৮২। √ পচ

	এক.	বহু.
প্রথ.	অপচী, অপচি	অপচুং, অপচিংসু
ম.	অপচো, অপচি	অপচিত্থ
উ.	অপচিং	অপচিম্হা, অপচিম্হ

বিভক্তিতে এই স্ ইকারের পূর্ব্বে আগম হইয়া থাকে। ম. সি. ১৯৬ পৃ. ৪৭৪ সূ.।

* অহু পদও হয়; অহু+এব=অহুদেব, ২. §১৯।

১৮৩। √ গম

(ক)

	এক.	বহু.
প্রথ.	অগচ্ছি	অগচ্ছুং, অগচ্ছিংসু
ম.	অগচ্ছো, অগচ্ছি	অগচ্ছিত্থ
উ.	অগচ্ছিং	অগচ্ছিম্হা, অগচ্ছিম্হ

(খ)

	এক.	বহু.
প্রথ.	অগমী, অগমি অগমাসি	অগমুং, অগমিংসু অগমিসুং *
ম.	অগমো, অগমি	অগমিত্থ, অগমুত্থ
উ.	অগমিং	অগমিম্হা, অগমিম্হ অগমুম্হ

(গ)

	এক.	বহু.
প্রথ.	অগঞ্ছি	অগঞ্ছুং, অগঞ্ছিংসু
ম.	অগঞ্ছো, † অগঞ্ছি	অগঞ্ছিত্থ
উ.	অগঞ্ছিং	অগঞ্ছিম্হা, অগঞ্ছিম্হ

* অগমংসু পদও কচিৎ দৃষ্ট হয়।

† মহারূপসিদ্ধিতে অগঞ্ছা লিখিত আছে। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ না পাওয়ায় উচিত বোধে অগঞ্ছো পদই লিখিত হইল। Frank Furtero ইহাই দিয়াছেন।

(ঘ)

লুঙ্ লকারে গম ধাতু স্থানে বিকল্পে গা আদেশ হয়, * এবং তখন তাহার রূপ এই প্রকার—

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	অগা	অগুং
ম.	অগা	অগুত্থ

আত্মনে.

উ.	অগং	অগুম্হে †

১৮৪। √ লভ, ইহার পরবর্ত্তী প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনের বিভক্তিস্থানে বিকল্পে যথাক্রমে ত্থ ও ত্থং হয়। যথা—

	এক.	বহু.
প্রথ.	অলত্থ, অলভি	অলভিংসু, অলভিসুং
ম.	অলভি ‡	অলভিত্থ
উ.	অলত্থং, অলভিং	অলভিম্হা

* তুলঃ—সংস্কৃত √ ইণ্, অগাৎ ইত্যাদি।

† Frank Furter উ. বহু. অগুম্হ পদ দিয়াছেন, ইহা পরস্মৈ-পদের।

‡ অলত্থ পদও হয়, E. M., F. F.; কিন্তু কাত্যায়নবৃত্তি ও মহারূপসিদ্ধিতে তাহার কোন সূচনা পাওয়া যায় না।

১৮৫। √ দিস (দৃশ্)

	এক.	বহু.
প্রথ.	অপস্সী, অপস্সি	অপস্সিংসু
ম.	অপস্সি,	অপস্সিত্থ
উ.	অপস্সিং	অপস্সিম্হ

এইরূপ প্রথ. এক. অদ্দক্খি বহু. অদ্দক্খিংসু, অদ্দক্খু
,, ,, অদ্দক্খাসি ,, অদ্দক্খাসু
,, ,, অদ্দসাসি ,, অদ্দসংসু, অদ্দসু *

১৮৬। √ ধক (ধক), অধক্খি অধক্খিংসু

১৮৭। √ ক্রুস (ক্রুশ্), অক্কোসি অক্কোসিংসু
অক্কোচ্ছি অক্কোচ্ছিংসু। †

---

* আবার অদ্দসং পদও দেখা যায়, ম. সি.।

† এ সম্বন্ধে কচ্চায়ন লিখিত সূত্রটি এই—"ক্রুসস্সাদী চ্ছি" ৬. ৪. ১৩। কিন্তু মহারূপসিদ্ধিতে (১৯২পৃ. ৪৬৫ সূ.) ক্রুস (ক্রুশ্) স্থানে ক্রুধ (ক্রুধ্) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে ভ্রম, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কেন না, ক্রুস ধাতুর রূপপ্রসঙ্গে ঐ সূত্র সেখানে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ধম্মপদের "অক্কোচ্ছি মং" এই প্রসিদ্ধ উদাহরণটি লিখিত হইয়াছে, এবং বিকল্পে অক্কোসি পদও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-প্রকাশিত কচ্চায়ন ব্যাকরণেও মহারূপসিদ্ধির ন্যায় ভ্রান্ত পাঠ ধৃত হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ঠিক পাঠই আছে। সম্ভবত এই ভ্রম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ক্রুস অপেক্ষা ক্রুধ হইতে অক্কোচ্ছি পদ হইলে সাধন সুসঙ্গত হয়। √ ক্রুধ হইতে ক্রুজ্ঝি পদ পাওয়া যায়।

১৮৮। √ গহ (গ্রহ), অগণ্হি অগণ্হিংসু;
অগ্গহি অগ্গহিংসু;
অগ্গহেসি অগ্গহেসুং।

১৮৯। √ রুধ, অরুন্ধি অরুন্ধিংসু।

১৯০। √ ছিদ, অচ্ছিন্দি অচ্ছিন্দিংসু। *

১৯১। নি+√ সদ, নিসীদি নিসীদিংসু, নিসীদিসুং।

১৯২। √ভাস (ভাষ), অভাসি অভাসিসুং।

১৯৩। অস (অদাদি) †

	এক.	বহু.
প্রথ.	আসি	আসুং, আসিংসু ‡
ম.	আসি	আসিত্থ
উ.	আসিং	আসিম্হা

১৯৪। √ বচ

	এক.	বহু.
প্রথ.	অবোচি §	অবোচুং, অবোচু ¶

* আবার ছিজ্জি প্রভৃতিও হয়।

† চতুর্লকার ভিন্ন অন্যত্র বিকল্পে ভূ ধাতুর রূপ হয়।

‡ মহারূপসিদ্ধিতে (১৯৯ পৃ. ৪৮৬ সূ.) আসু আছে, তুলঃ— বচ ধাতুর বহুবচনের রূপ, ৪. §১৯৪।

§ তুলঃ—সংস্কৃত অবোচত্। উত্তম পুরুষের একবচনে সংস্কৃতের ন্যায় অবোচং পদও দেখা যায়—F. F.

¶ ৪. § ১৭৬, ১ম টীকা।

	এক.	বহু.
ম.	অবোচো	অবোচুত্থ
উ.	অবোচিং	অবোচুম্হা

আত্মনেপদে অবচিত্থ ইত্যাদি।

১৯৫। √ব্রু, অব্রুবী, অব্রুবি অব্রুবুং।

১৯৬। √হন, অবধি অবধিংসু;
অহনি অহনিংসু।

১৯৭। √হা, অজহাসি অজহিংসু, অজহাসুং;
অজহি অজহুং, অজহিংসু।

১৯৮। √দা, অদদি অদদুং, অদদিংসু;
অদজ্জি অদজ্জিংসু;
অদাসি অদংসু। *

১৯৯। √ধা, অধাসি † ইত্যাদি; উপসর্গ-পূর্ব্বক হইলে, যথা অপি উপসর্গ-পূর্ব্বক পিদহি, ইত্যাদি।

২০০। √ঠা, অট্ঠাসি, অট্ঠংসু; * উপসর্গপূর্ব্বক, সং-পূর্ব্বক সণ্ঠহি, সণ্ঠহিংসু; ইত্যাদি।

২০১। √পা, অপিবি, অপাসি।

২০২। √ঞা (ঞ্ঞা), অজানি অজানিংসু;
অঞ্ঞাসি অঞ্ঞাসুং।

---

* ৪.§১৭৬, ১ম টীকা।

† মহারূপসিদ্ধিতে অহাসি আছে, সম্ভবত ইহা মুদ্রণদোষ।

২০৩। √ জি, অজিনি অজিনিংসু ;
অজেসি অজেসুং।

২০৪। √ হি, অহিযি, অহিযিংসু ; প (প্র) পূর্ব্বক, পাহেসি, পাহেসুং।

২০৫। প+√ আপ (প্রাপ্), পাপুণি, পাপুণিংসু।

২০৬। √ নী, অনযি অনযিংসু।

২০৭। √ হু, অজুহ্বি অজুহ্বিংসু ; *
অজুহোসি অজুহোসুং।

২০৮। √ কর (কৃ)

(ক)

	এক.	বহু.
প্রথ.	অকরি	অকরিংসু, অকংসু † অকরুং
ম.	অকরি	অকরিত্থ
উ.	অকরিং	অকরিম্হ

(খ)

প্রথ.	অকাসি	অকাসুং
ম.	অকা	অকাসিত্থ
উ.	অকাসিং	অকাসিম্হ

আত্মনেপদে অকাসিত্থ ইত্যাদি।

---

* দ্রঃ—৪.§৮৭। † ৪.§১৭৬, প্রথম টীকা।

২০৯। চুরাদি ও ণিজন্ত ধাতুর লুঙে রূপ করিতে হইলে অয স্থানে এ করিয়া (১.§৫৭) লুঙের প্রদর্শিত দ্বিতীয় প্রকার (৪.§১৭৯) বিভক্তি যোগ করিতে হয়।

২১০। √ চুর

	এক.	বহু.
প্রথ.	অচোরেসি	অচোরেসুং
ম.	অচোরেসি	অচোরেসিত্থ
উ.	অচোরেসিং	অচোরেসিম্হ

২১১। √ মন্ত (মন্ত্র), অমন্তেসি অমন্তেসুং।

২১২। উপ+√ নম (ণিজন্ত), উপনামেসি, উপনামেসুং।

ণিজন্ত

(কারিত)

২১৩। প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনা বুঝাইলে ধাতুর উত্তর সংস্কৃতে ণিচ্ প্রত্যয় হয়, পালিতে তাহার স্থানে অয ও আপয প্রত্যয় * হইয়া থাকে, এবং এই প্রত্যয় হইলে

* পালিব্যাকরণমতে এই প্রত্যয় দুইটি ণয় ও ণাপয। পরবর্ত্তী (৪.§২১৫) রূপসাধনের জন্য বৈয়াকরণিকগণ ণি ও ণাপি নামে আরও দুইটি প্রত্যয় বিধান করেন। ক. বু. ৩.২.৭।

যথাসম্ভব ধাতুর গুণ ও বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য কার্য্য সংস্কৃতের ন্যায়।

২১৪। √ কর (কৃ)

(ক)

	এক.	বহু.
প্রথ.	কারয়তি	কারয়ন্তি
ম.	কারয়সি	কারয়থ
উ.	কারয়ামি	কারয়াম

(খ)

প্রথ.	কারাপয়তি	কারাপয়ন্তি
ম.	কারাপয়সি	কারাপয়থ
উ.	কারাপয়ামি	কারাপয়াম

২১৫। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পদান্তর্গত **অয** স্থানে সময়ে সময়ে **এ** হয় (১ §৫৬), তদনুসারে প্রত্যেক ধাতুরই ণিজন্তে আর দুই প্রকার রূপ হইবে। যথা কর ধাতুর—

(গ)

	এক.	বহু.
প্রথ.	কারেতি	কারেন্তি
ম.	কারেসি	কারেথ
উ.	কারেমি	কারেম

(ঘ)

	এক.	বহু.
প্রথ.	কারাপেতি	কারাপেন্তি
ম.	কারাপেসি	কারাপেথ
উ.	কারাপেমি	কারাপেম

অন্যান্য লকারেও যথাসম্ভব এই প্রকার রূপ হইবে।

২১৬। √পচ, পাচয়তি, পাচেতি ; পাচাপয়তি, পাচাপেতি।

২১৭। √গুহ, * গূহয়তি, গূহয়ন্তি।

২১৮। √ দুস (দুষ্), দূসয়তি, দূসয়ন্তি।

২১৯। √ হন, ঘাতয়তি, ঘাতেতি ; ঘাতাপয়তি, ঘাতাপেতি ; বধেতি, বধাপেতি।

২২০। √ গম, গময়তি ; গাময়তি, গামেতি ; গচ্ছাপয়তি, গচ্ছাপেতি।

২২১। √ সম (শম), সময়তি, সমেতি।

২২২। √ জন, জনয়তি, জনেতি।

২২৩। নি + √যম, নিয়াময়তি, নিয়ামেতি।

২২৪। √ ঘট, ঘটয়তি ; ঘটাপয়তি, ঘটাপেতি।

২২৫। √ বুধ, বোধয়তি, বোধেতি ; বুজ্ঝাপয়তি, বুজ্ঝাপেতি।

---

* গুহ ও দুস ধাতুর উকার স্থানে ঊকার হয়।

Mark errors

২২৬। √ গহ (গ্রহ), গাহয়তি, গাহেতি; গাহাপয়তি, গাহাপেতি; গণ্হাপয়তি, গণ্হাপেতি। cf. Rooka edits

২২৭। √ হ্বা, জহ্বাপয়তি, জহ্বাপেতি; হ্বাপয়তি, হ্বাপেতি।

২২৮। √ দা, দাপয়তি, দাপেতি।

২২৯। অপি + √ ধা, পিধাপয়তি, পিধাপেতি; পিদহাপয়তি, পিদহাপেতি।

২৩০। √ হু, জুহাপয়তি, জুহাপেতি, জুহাবেতি। *

২৩১। √ সু (স্রু), স্রাবয়তি, স্রাবেতি।

২৩২। √ জি, জয়াপয়তি, জয়াপেতি।

২৩৩। √ চুর, চোরাপয়তি, চোরাপেতি।

২৩৪। √ চিন্ত, চিন্তাপয়তি, চিন্তাপেতি

সনন্ত

২৩৫। নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়, ও সাধারণত জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর ন্যায় কার্য্য হয়। সাধারণ কল্পে যে সকল নিয়ম উক্ত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে পালিতে সনন্ত পদ নির্ণয় করা কঠিন নহে।

---

* ১.§৯০, খ।

২৩৬।

	সংস্কৃত	পালি
√ भुज्,	बुभुक्षति	बुभुक्खति
√ घस् (अद्),	जिघत्सति	जिघच्छति
√ स्रु,	सुस्रूषति (ते)	सुस्सूसति
√ पा,	पिपासति	पिवासति *
√ जि,	जिगीषति	जिगिंसति †
√ हृ,	जिहीर्षति	जिगिंसति

২৩৭। √तिज्, √गुप्, √ कित्, ও √मान् ধাতুর উত্তর স্বার্থে सन् প্রত্যয় হয়।

	সংস্কৃত	পালি
√ तिज	तितिक्षति (ते)	तितिक्खति
√ गुप्	जुगुप्सति (ते)	जिगुच्छति
√ कित्,	चिकित्सति	चिकिच्छति तिकिच्छति
√ मान्,	मीमांसते	वीमंसते

২৩৮। সনন্ত ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিলে এইরূপ পদ হয় —

√ तिज, तितिक्खयति ; तितिक्खापयति।

---

* ১.§৯০, থ।

† জি ও হৃ বা হর ধাতু স্থানে পালিতে গি আদেশ হয়।

√ কিত্, তিকিচ্ছযতি, তিকিচ্ছেতি; তিকিচ্ছাপযতি, তিকিচ্ছাপেতি।

√ ভুজ্, বুভুক্খযতি; বুভুক্খাপযতি।

যঙন্ত ও যঙ্‌লুগন্ত

২৩৯। ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য ও আতিশয্য অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর সংস্কৃতে যঙ্ ও যঙ্ লুক্ হয়। পালিব্যাকরণে এ সম্বন্ধে বিশেষ* সূত্র দেখা না গেলেও তৎসদৃশ কয়েকটি প্রয়োগ দেখা যায়;† নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা দ্বারা ঐ সকল পদের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

২৪০।

	পালি	সংস্কৃত
√ দল, ‡	দাদল্লতি	জাজ্বল্যতি (তে)
√ ক্কম (ক্রম),	চঙ্কমতি	চঙ্ক্রমীতি
√ গম,	জঙ্গমতি	জঙ্গমীতি

---

* "কচাদিবস্সানমেকস্সরাণং দ্বিভাবো;" "নিগ্গহীতঞ্চ;"—ক. বু. ৩. ৩. ১, ৪।

† কিন্তু সংস্কৃতের ন্যায় ইহারা পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থ প্রকাশ করে কি না, তাহা সেখানে উক্ত হয় নাই।

‡ পালির √দল ধাতু সংস্কৃত √জ্বল ধাতুর রূপান্তর; জ=দ, ১.§৮২, খ; তুলঃ—১.§২২।

√ চল,	চঞ্চলতি	চঞ্চলীতি
√ লপ,	লালপ্পতি	লালপ্পতি (তে)
	লালপতি	লালপীতি *

নামধাতু

২৪১। নামধাতু-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম সমস্তই সংস্কৃতের ন্যায়।

২৪২। আচরণ অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে উপমান পদের উত্তর আয় প্রত্যয় হয়। যথা—পব্বত, পব্বতায়তি ; সমুদ্দ, সমুদ্দায়তি ; চিচ্চিট, চিচ্চিটায়তি ; ধূম, ধূমায়তি, ইত্যাদি।

২৪৩। আচরণ অর্থে কর্ম্মবাচক উপমান পদের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হয়। যথা—ছত্ত, ছত্তীয়তি ; পুত্ত, পুত্তীয়তি, ইত্যাদি। †

২৪৪। নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হয়। যথা—অত্তনো পত্তমিচ্ছতি (আত্মনঃ পাত্রমিচ্ছতি) পত্তীয়তি ; এইরূপ বত্থ (বস্ত্র), বত্থীয়তি ;

---

* দ্রষ্টব্য—√কঙ্খ, কাঙ্ক্ষতি ; লক্ষণীয়—কাঙ্ক্ষতি।

† ইহার ণিজন্ত করিলে পব্বতায়যতি, পুত্তীয়যতি, ইত্যাদি পদ হয়।

পরিক্খার (পরিষ্কার), পরিক্খারীযতি ; চীবর, চীবরী-যতি ; পট, পটীযতি ; পুত্ত (পুত্র), পুত্তীযতি ; ইত্যাদি।

২৪৫। করণ প্রভৃতি অর্থে, অর্থাৎ 'তাহা করে,' বা 'তাহা দ্বারা করে' ইত্যাদি অর্থে ধাতুর উত্তর সংস্কৃতের ন্যায় ণয (বা ণিচ্) প্রত্যয় হয়, এবং যথাসম্ভব ণিজন্ত প্রকরণের কার্য্য হয়। যথা—দল্হং (দৃঢং) করোতি দল্হযতি ; এইরূপ পমাণ (প্রমাণ), পমাণযতি ; চিত্ত, চিত্তযতি ; হত্থিনা অতিক্কমতি (হস্তিনা অতি-ক্রামতি) অতিহত্থযতি ; বীণায (বীণয়া) উপগাযতি উপবীণযতি , কুসলং পুচ্ছতি (কুশলং পৃচ্ছতি) কুসলযতি ; আবার বিসুদ্ধা হোতি (বিশুদ্ধা ভবতি) বিসুদ্ধযতি। এইরূপ যথাসম্ভব বহি (বহিঃ), বাহেতি ; বের (বৈর), বেরাযতি, থেন (স্তেন), থেনেতি * ইত্যাদি। †

---

* ১.§.৫৭।

† দ্রষ্টব্য—পরিযোসান, পরিযোসানতি ; সারম্ভ, সারম্ভতি। আবার কখন কখন আর ও আল প্রত্যয়ও হয়, যথা—সন্তরারতি (সন্তরং করোতি), উপক্কমালতি (উপক্রমং করোতি) ; ক. বু. ৩.২.৮।

কর্ম্ম ও ভাব বাচ্য

২৪৬। সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও ধাতুর উত্তর কর্ম্ম, ভাব, ও কর্ম্মকর্ত্তৃ বাচ্যে য প্রত্যয় হয়। *

২৪৭। যকার বর্ণান্তরের সহিত যুক্ত হইলে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সা ধা র ণ ক ল্পে উক্ত হইয়াছে; তদনুসারে কর্ম্মাদি বাচ্যের পদনির্ণয় সহজ।

২৪৮। কর্ম্ম ও ভাব বাচ্যে পালিতে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ উভয়ই প্রযুক্ত হয়। যথা—

पच्यते	पच्चते	पच्चति
बुध्यते	बुज्झते	बुज्झति
उच्यते	उच्चते	उच्चति
	वुच्चते	वुच्चति

২৪৯। য প্রত্যয় হইলে সমস্ত ধাতুরই উত্তর বিকল্পে ইবর্ণ (অর্থাৎ ইকার বা ঈকার) আগম হয় যথা—

√ तुस (तुष्), तुस्सते, तुसियति

√ पुच्छ (प्रच्छ्), पुच्छते, पुच्छियति

---

* কখন কখন কর্ত্তৃবাচ্যেও য প্রত্যয় দেখা যায়, যথা—"दूसितो ...स्थयो ..पोराणं पकतिं हित्वा तस्सेव अनुविधीयति"; এইরূপ 'सिक्खापदं समादियामि;" "ततो चे उत्तरिं सादियेय्य।"

√ दंस (दन्श्), दसियति
√ भञ्ज, भञ्जियति
√ सुप (स्वप्), सुपियते
√ नन्द, नन्दियते
√ मह, महीयति
√ मथ, मथीयति

২৫০। নিম্নলিখিত রূপগুলি দ্রষ্টব্য—

√ इ, ईयते ; √ह्र, ह्रयते; √नु, नूयते ; √सु, सूयते।
√ भू, भूयते ; √लू, लूयते ; √ पू, पूयते।
√ जन, जायते, जञ्ञते ; √तन, तायते, तञ्ञते।
√ वह, उय्हते, वुल्हति ; √ यज, इज्जते ; √वच, उच्चते, वुच्चते।

√ इस (इष्), इस्सते, इस्सति, एसीयति, इच्छीयति ; √ दिस (दृश्), दिस्सति, पस्सीयति, दक्खीयति ; √यम, यमीयति, यच्छीयति ; √ गम, गच्छीयति, गच्छीयते ; √ वद, वज्जीयति, वदीयति ; नि + √सद, निसज्जते।

√दा, दीयते ; √ पा, पीयते ; √ठा (स्था), ठीयते ; √ मा, मीयते ; √हा, हीयते ; √ धा, धीयते।

√ कर (क), करीयति, करिय्यति, करिय्यते, कयिरति, कय्यति ; √ जर (जृ), जीरीयति, जीय्यति।

√ **চুর, চোরিয়তি ; √ চিন্ত, চিন্তিয়তি ; √ ভু + ণিচ্, ভাবীয়তি ।**

২৫১। অন্যান্য লকারে যথাসম্ভব বিভক্তি যোগ করিলেই রূপ পাওয়া যাইবে। বাহুল্যভয়ে কেবল **পচ** ধাতুর সমস্ত লকারের সংক্ষিপ্ত রূপ উদাহরণস্বরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

√ **পচ**

প্রথম পুরুষ

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক.	**বহু.**	**এক.**	**বহু.**
লট্	**পচতি**	**পচন্তি**	**পচতে**	**পচন্তে**
বিধিলিঙ্	**পচে** **পচেয্য**	**পচেয্যুং**	**পচেথ**	**পচেরং**
লোট্	**পচতু**	**পচন্তু**	**পচতং**	**পচন্তং**
লঙ্	**অপচা**	**অপচু**	**অপচথ** **অপচথ**	**অপচত্থুং,**
লিট্	**পপচ**	**পপচু**	**পপচিত্থ**	**পপচিরে**
লৃট্	**পচিস্সতি**	**পচিস্সন্তি**	**পচিস্সতে**	**পচিস্সন্তে**
লৃঙ্	**অপচিস্সা** **অপচিস্স**	**অপচিস্সংসু**	**অপচিস্সথ**	**অপচিস্সিংসু**

লুঙ্	অপচ্যি	অপচ্যিংসু	অপচ্যিত্থ	অপচ্যু
	পচ্যি	পচ্যিংসু	পচ্যিত্থ	পচ্যু

২৫২। আর্দ্ধধাতুকে কখন কখন য প্রত্যয়ের লোপ হয়; যথা—√পচ, ল্ৃট্, পচ্যিস্সতে, পচিস্সতে।

২৫৩। √ভূ+ণিচ্

প্রথমপুরুষ

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
লট্	ভাবীয়তি	ভাবীয়ন্তি	ভাবীয়তে	ভাবীয়ন্তে
বিধি.	ভাবীয়েয্য	ভাবীয়েয্যুং	ভাবীয়েথ	ভাবীয়েরং
লোট্	ভাবীয়তু	ভাবীয়ন্তু	ভাবীয়তং	ভাবীয়ন্তং
লঙ্	অভাবীয়া	অভাবীয়ু	অভাবীয়ত্থ	অভাবীয়ত্থুং,
ল্ৃট্	ভাবীয়িস্সতি	ভাবীয়িস্সন্তি	ভাবীয়িস্সতে	ভাবীয়িস্সন্তে
ল্ৃঙ্	অভাবীয়িস্সা	অভাবীয়িস্সংসু	অভাবীয়িস্সথ	অভাবীয়িস্সিংসু
লুঙ্	অভাবীয়ি	অভাবীয়িংসু	অভাবীয়িত্থ	অভাবীয়ূ

সঙ্কীর্ণকল্প

অব্যয়

উপসর্গ

১। সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও উপসর্গ কুড়িটি। ধাতুপ্রভৃতির সহিত সংযোগে উপসর্গসমূহের যাদৃশ পরিবর্তন হয়, তাহা সা ধা র ণ ক ল্প আলোচনা করিলেই সুস্পষ্ট জানা যাইবে। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাত্র পদ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

प (प्र), प्रबल: = पबलो ; अप्रदुष्ट: = अप्पदुट्ठो । *

परा, पराजित: = पराजितो ; पराक्रम: = परक्कमो । †

अप, अपमान: = अपमानो ; अपेत: = अपेतो ।

सं, समास: = समासो ; सन्धि: = सन्धि ।

अव, अवस्था = अवत्था ; अवशेष: = अवसेसो ;

अवतरणं = ओतरणं ; अववाद: = ओवादो । ‡

व्यवहरति = वोहरति, व्यवच्छिद्यते = वोच्छिज्जते ।

अधि-উপসর্গের সহিত अध्यवकाश: = अज्झोकासो ;

अध्यवगाढ़: = अज्झोगाढो ।

अनु, अनुमत: = अनुमतो ; अनुपघात: = अनुपघातो ;

अन्वेति = अन्वेति ।

---

* ১ §§১৫,১৬। † ১.§১১। ‡ ১.§৫৭।

नी (निर्), निर्गत:=निग्गतो ; निर्झर:=निज्झरो ;
निर्हरणं=नीहरणं ; निर्हार:=नीहारो ।*

दु (दुर्), दुर्गमं=दुग्गमं ; दुर्हार:=दूहार: । †

अभि, अभ्यागमनं=अब्भागमनं ; अभ्यन्तरं=अब्भ-
न्तरं ; ‡ अभीरितं=अब्भीरितं ।

वि, विवर्त्त:=विवट्टो ; विचित्रं=विचित्तं ; व्यति-
हार:=वीतिहारो ; व्यतिक्रम:=वीतिक्कमो ;
व्यतिपतति=वीतिपतति ।§ अव উপসর্গ
পরে থাকিলে व्यवहार:=वोहारो । ¶

अधि, अधिशील:=अधिसीलो ; अध्याय:=
अज्झायो ; अध्युषमुक्त:=अज्झिणमुत्तो ॥

सु, सुहित:=सुहितो ; सुजात:=सुजातो ।

उ(उत्), उद्गच्छति=उग्गच्छति ; उत्पन्न:=उप्पन्नो ।**

अति, अतीत:=अतीतो ; अत्यन्तं=अच्चन्तं । ††

---

* ১.§§১২, ১৪ ।

† ১১ পৃ. (*) টীকা দ্রষ্টব্য ।

‡ ১.§২৬ ।

§ ১.§§৬০-৬১ । ¶ ১.§৫৭ ।

|| ১.§২৩ ।

** ১.§§৩০-৩১ ; § ২৩ টীকা ; § ৩৬, (†) টীকা ।

†† ১.§২৪ ।

पति (प्रति), प्रतिरूपं = पतिरूपं ; अप्रतिपत्तिः = अप्पति-
पत्ति ; प्रत्येकं = पच्चेकं ; प्रतिभानं पटिभानं ;
प्रतिबद्धः = पटिबद्धो । *

परि, परिवृतः = परिवुतो ; पर्यादानं = परियादानं ;
पर्युपासति (स्ते) = पयिरुपासति । †

अपि, अपिधानं ।

उप, उपसर्गः = उपसग्गो, उपेक्षा = उपेक्खा ।

आ (आङ्), आवासः = आवासो ; आक्रोशः = अक्कोसो ;
आम्रातः = अम्बातो । ‡

"धात्वत्थं बाधते कोचि कोचि तमनुवत्तते ।
तमेवञ्ञे विसेसेन्ति उपसग्गगती तिधा ॥"

সর্ব্বনামঘটিত অব্যয়

২। নিম্নলিখিত পদগুলি তত্তৎ সর্ব্বনাম হইতে সপ্তম্যর্থে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—

किं, कुहिं, कुहिञ्चनं, कुहं, कहं, क्व, कुत्र, कुत्थ,
कत्थ, किस्मिंचि ।

---

* ১.§§১৫, ১৬, ২৪, ৮৫ (ক)।

† ১.§১৯ ; ১৬ পৃ. (*) টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ ১.§১১।

ত (তত্), তহিং, তহং, তত্র, তত্থ ।

য (যত্), যহিং, যত্র, যত্থ ।

ইম (ইদম্), ইহ, ইধ ।

এত (এতদ্), অত্র, অত্থ, এত্থ ।

সব্ব (সর্ব), সব্বত, সব্বত্থ, সব্বধি ।

পর, পরত্র, পরত্থ ।

অঞ্ঞ (অন্য) প্রভৃতি অপরাপর সর্ব্বনাম শব্দেরও উত্তর সপ্তম্যর্থে ত্র ও ত্থ প্রত্যয় হয়; যথা—অঞ্ঞত, অঞ্ঞত্থ; ইতরত্র, ইতরত্থ; অমুত, অমুত্থ ইত্যাদি।

৩। পঞ্চমী ও কখন কখন তৃতীয়া ও সপ্তমী প্রভৃতি বিভক্তির অর্থে সমস্ত শব্দেরই উত্তর তো (তস্)প্রত্যয় হয়; যথা—কিং, কুতো ; ত, ততো ; য, যতো ; ইম, ইতো ; এত, অতো ; সব্ব, সব্বতো ; পুরিস, পুরিসতো ; ইত্থী, ইত্থিতো ; ভিক্খুনী, ভিক্খুনিতো । *

৪। তত্তৎ শব্দ হইতে নিম্নলিখিত পদগুলি কাল-অর্থে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে :—

কিং, কদা, কুদাচনং ।

ত, তদা, তদানি, তরহি ।

য, যদা ।

---

* তো প্রত্যয় হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়।

সব্বং, সদা, সব্বদা।

ইম, অধুনা, ইদানি, এতরহি।

অঞ্ঞ, অঞ্ঞদা।

এক, একদা।

৫। তত্তৎ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন নিম্নলিখিত পদগুলি প্রকার-অর্থ প্রকাশ করে—ত, তথা, তথত্ত; য, যথা, যথত্তা; ইম, ইত্থং; সব্ব, সব্বথা, সব্বথত্তা; * অঞ্ঞ, অঞ্ঞথা।

বিভক্ত্যর্থ-প্রকাশক

৬। প্রথমার্থে † অত্থি, সক্কা (সক্যং) লব্ভা (লভ্যং)।

৭। সম্বোধনার্থে—শ্রমণগণের সম্বোধনে আবুসো; হীনব্যক্তির সম্বোধনে রে, অরে, হরে; দাসীপ্রভৃতির সম্বোধনে জে।

---

* "সব্বনামেহি পকারবচনে তু থা (ক· বৃ· ২· ৮· ৫৫) এই সূত্রের বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকারবচনার্থে সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর থা প্রত্যয়ের ন্যায় থত্তা প্রত্যয়ও হয়;—"তু-সদ্দগ্গহণং কিমত্থং? থত্তা-প্পচযো চ ভবতি।" এই নিয়মে তথত্তা, যথত্তা ইত্যাদি পদ হয়। বস্তুতঃ সংস্কৃতের যথাত্বাৎ, তথাত্বাৎ, সর্বথাত্বাৎ ইত্যাদি শব্দ হইতেই ঐ সকল পদ হইয়াছে। এই জন্যই অভিধানপ্রদীপিকায় (১১৫২) "যথত্তং তু যথাযথং" উক্ত হইয়াছে। See Childers.

† অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তির অর্থের সহিত ইহাদের অন্বয় হয়।

৮। প্রথমা ও দ্বিতীয়ার অর্থে দিবা, ভিয্যো (ভূয়ঃ), নমো।

৯। তৃতীয়ার্থে সযং (স্বয়ং), সামং, * সং (স্বং), সমং, সম্মা (সম্যক্)।

১০। সপ্তম্যর্থে সমন্তা-সামন্তা-সমন্ততো (সমন্তাত্), পরিতো (পরিতঃ), অভিতো (অভিতঃ), একজ্ঝং (ঐকধ্যং,=একত্র), একমন্তং (একান্তে), হেট্ঠা (অধস্তাত্), উপরি, তিরিযং (তির্যক্), † সম্মুখা (সম্মুখং), পরম্মুখা (পরাঙ্মুখং), আবি (আবিঃ,=প্রকাশঃ), রহো (রহঃ), তিরো (তিরঃ), অন্তো (অন্তঃ), অজ্ঝত্তং (অধ্যাত্মং), বহিদ্ধা (বহির্ধা), বাহিরা-বাহিরং (বহিঃ, বাহ্যং), ওরং (অবরং, অস্মিন্ পক্ষ ইত্যর্থঃ), পারং (পরস্মিন্ পক্ষ ইত্যর্থঃ), আরা-আরকা (আরাত্, দূরে) পচ্ছা (পশ্চাত্), হুরং (পরত্র), পুরে (পুরঃ), পেচ্চ (প্রেত্য, পরলোকে)।

১১। কালবাচী সপ্তম্যর্থে সম্পতি (সম্প্রতি), আযতিং (ভবিষ্যত্কালে), অজ্জ (অদ্য), অপরজ্জু (অপরেদ্যুঃ), পরজ্জু (পরেদ্যুঃ), সুবে-স্বে (শ্বঃ), উত্তরসুবে (উত্তরশ্বঃ) হিয্যো (হ্যঃ), পরে, সজ্জু (সদ্যঃ), সাযং, পাতো (প্রাতঃ),

* ইহারও অর্থ 'স্বয়ং'।

† "তিরিযন্তি সমন্ততো"—মহাবগ্গপরিবিহিটীকা, p. 47.

कालं-कल्लं (कल्यं), दिवा, रत्तं (रात्रं—रात्रौ), निच्चं (नित्यं), सततं, अभिण्हं-अभिक्खणं (अभीक्ष्णं), मुहुं (मुहुः), मुहुत्तं (मुहूर्त्तं:), भूतपुब्बं (भूतपूर्वं), पुरा, ইত্যাদি।

১২। অন্যান্য অব্যয় *

অব্যয়	অর্থ
अङ्ग	সম্বোধন
अञ्ञदत्थु	একাংশ, একান্ত, নিশ্চয়
अत्थं	अस्तं, অদর্শন
अत्थि	अस्ति
अत्थु	अस्तु
अद्धा	একাংশ, একান্ত
अप्पेव	अप्येवं, সংশয়
अप्पेवनाम	अप्येवं नाम, সংশয়
असकिं	असकृत्
अस्सु	পদপূরণ
आम	হাঁ, সম্মতি, স্বীকার
इङ्घ	প্রেরণা, প্রবর্ত্তনা

* च, तु, हि, প্রভৃতি সুপরিচিত যে অব্যয়গুলি সর্ব্বদা সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয় এখানে বাহুল্য-বিবেচনায় সঙ্কলিত হইল না।

ঈসং	ঈষৎ, অল্প, মন্দ
ঈসকং	,, ,, ,,
উদ	উত, বিকল্প, অপি-অর্থক
উদাহু	উতাহো, বিকল্প
এত্তাবতা	এতাবতা, পরিচ্ছেদ, পরিমাণ
এনং	এতৎ
ওপায়িকং	সম্মতি, স্বীকার
কচ্চি	কচ্চিৎ, স্বাভিপ্রায়প্রকাশ
কিংনং	কিং নৎ
কিংসু	কিংস্বিৎ (?), প্রশ্ন
কিঞ্চি	কিঞ্চিৎ
কিত্তাবতা	কিয়তা, পরিচ্ছেদ, কি-পরিমাণ
কির	কিল
কীব	কিয়ৎ
চরহি	তর্হি (?), পদপূরণ
খো	খলু
চে	চেৎ
নং	নৎ
তগ্ঘ	একাংশ, একান্ত, নিশ্চয়
তথরিব	তথৈব
তাবতা	পরিচ্ছেদ, তৎপরিমাণ

दुट्ठु	दुष्ठु
मं	मत्
नून	नूनं
पगे	प्रगे, প্রভাত
पच्छा	पश्चात्
पतिरूपं	प्रतिरूपं, ভাল, সম্মতি
पन	पुनः
परस्सवे *	परश्वः
पसय्ह	प्रसह्य
पुथु	पृथक्, পৃথগ্ভাব
पुनप्पुनं	पुनः पुनः
पुरत्था	पुरस्तात्
बलवं	बलवत्
मनं	मनाक्, অল্প
मुसा	मृषा
यं	यत्
यग्घे	পদপূরণ
यथरिव	यथैव
यावता	যৎপরিমাণ
लहुं, वा लहु	শীঘ্র, সম্মতি, নিশ্চয়

* Tha Do Oung परज्जवे পদ দিয়াছেন।

वथ	वत, পদপূরণ
विय	উপমা
विसुं	অসংঘাত, পৃথগ্‌ভাব
वे	वै
सचे	तच्चेत्, चेत्
सक्खि	साक्षी, সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ
सद्धं	श्राद्धं, শ্রদ্ধাযুক্ত, আনুকূল্য
सद्धिं	सार्द्धं, সহ
सनिकं	शनकैः, शनैः
सम्मा	सम्यक्, প্রশংসা
ससक्कं	একাংশ, নিশ্চয়
सहसा, साहसा	হঠাৎ, অতর্কিত
सामि	অর্দ্ধ
साहु	साधु
सुदं	পদপূরণে
सुवत्थि	स्वस्ति, মঙ্গল
सुवे	श्वः
सेय्यथापि	तद्यथापि
सेय्यथीदं	तद्यथेदं
ह	পদপূরণ
हवे	ह वै একাংশ, নিশ্চয়

কৃদন্ত

অন্ত (শতৃ), আন ও মান (শানচ্), সন্ত (স্যতৃ)

১৩। সংস্কৃতের শতৃ প্রত্যয়-স্থলে পালিতে **অন্ত**, **শানচ্** প্রত্যয়-স্থলে **আন** বা **মান**, এবং স্যতৃ প্রত্যয়-স্থলে **স্সং** বা **স্সন্তু** প্রত্যয় হয়। সংস্কৃতে **শতৃ** ও **স্যতৃ** পরস্মৈপদীয়, ও **শানচ্** আত্মনেপদীয় ধাতুর উত্তর ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পালিতে তাহার নিয়ম নাই, নির্বিশেষে উভয় ধাতুরই উত্তর ঐ সকল প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। *

১৪। **অন্ত** ও **স্সং** বা **স্সন্তু** † প্রত্যয়ান্ত শব্দের

---

* "**বত্তমানে মানন্তা**" (ক. বু. ৪. ২. ১৬; ম. সি. ২৬১পৃ. ৬০৬ সূ.)—এই সূত্রানুসারে বর্ত্তমান কালে **মান** ও **অন্ত** প্রত্যয় হয়। আবার "**স্সতি স্সং ন্তু (স্সন্তু) মানানা**" (ক. বু. ৪. ৬. ২২; ম. সি. ২৬৫ পৃ. ৬২৪ সূ.)—এই সূত্রানুসারে ভবিষ্যৎ কালে **স্সং**, **অন্তু**, **মান** ও **আন** প্রত্যয় হয়। **অন্তু** প্রত্যয়ের উকারের লোপ হইয়া যায়, **অন্ত** মাত্র থাকে; অতএব **অন্তু** ও পূর্ব্বসূত্রোক্ত **অন্ত** বস্তুত একই দাঁড়ায়। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে **অন্ত**, **মান**, **আন** ও **স্সং** এই চারিটি প্রত্যয় ভবিষ্যৎ-কালে, এবং ইহাদের মধ্যে **অন্ত** ও **মান** বর্ত্তমান কালেও প্রযুক্ত হয়। **আন** প্রত্যয় যে বর্ত্তমানে প্রযুক্ত হয় তাহা ইহা হইতে পাওয়া গেল না। বুদ্ধপ্রিয় বলেন "**স্সতি স্সংন্তু মানানা**" এই সূত্রে **স্সং** ও **অন্তু** এই দুইটি প্রত্যয় নহে, কিন্তু **স্সন্তু** নামে একটি মাত্র প্রত্যয়; "**অথবা ··স্সন্তু ইতি একোব পচ্চযো দট্ঠব্বো**"—**ম. সি. ২৬৬ পৃ. ৬২৪ সূ.**।

† **স্সন্তু**'র উকারের লোপ হইয়া যায়।

গচ্ছন্ত (৩.§৬৭) শব্দের ন্যায়, এবং **আন** ও **মান** প্রত্যয়ান্ত শব্দের **বুদ্ধ** (৩.§৪) শব্দের ন্যায় রূপ।

১৫। √**গম**+**অন্ত**, **গচ্ছং**, **গচ্ছন্তো** ; + **মান**, **গচ্ছমানো** ; * +**স্সন্তু**, **গমিস্সং**।

√**কর**+**অন্ত**, **কুব্বন্তো**, **করোন্তো** ; +**মান**, **কুরুমানো** ; +**আন**, **করানো** ; +**স্সন্তু**, **করিস্সং**।

√**ভুঞ্জ**+**অন্ত**, **ভুঞ্জন্তো** ; +**মান**, **ভুঞ্জমানো** ; +**আন**, **ভুঞ্জানো** ;+**স্সন্তু**, **ভুঞ্জিস্সং**।

√**খাদ**+**অন্তো**, **খাদন্তো** ; +**মান**, **খাদমানো** ; +**আন**, **খাদানো** ; +**স্সন্তু**, **খাদিস্সং**।

√**চর**+**অন্ত**, **চরন্তো** ; + **মান**, **চরমানো** ; +**আন**, **চরানো** ; +**স্সন্তু**, **চরিস্সং**।

√ **অস** (অদাদি) +**মান**=**সমানো** ; √**সুস** (শুষ্) +**মান**=**সুক্খমানো** ।

১৫। **অন্ত** বা **অন্তু** ও **স্সন্তু** প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **ই** প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে **অন্ত** প্রভৃতির নকারে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—**গচ্ছতী**, **গচ্ছন্তী** ; **করিস্সতী**, **করিস্সন্তী**। ইহাদের রূপ **নদী** শব্দের ন্যায় (৩.§৪৪)। **আন** ও **মান** প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **আ**

---

* সংস্কৃতের ন্যায় কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে **য** প্রত্যয়ের পরেও **মান** প্রত্যয় হয় ; যথা—**গম্মতীতি অত্থে গচ্ছিয়মানো, গম্মমানো**।

প্রত্যয় হয় ও **অত্তা** শব্দের ন্যায় (৩.§৩৩) রূপ; এবং ক্লীবলিঙ্গে **চিত্ত** শব্দের ন্যায় (৩.§৫৪) রূপ হইয়া থাকে।

তাবী

১৬। কর্ত্তৃবাচ্যে অতীতকালে সমস্ত ধাতুরই উত্তর **তাবী** প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে; যথা—**ভুক্তবান্** এই অর্থে √**ভুজ**+**তাবী**=**ভুত্তাবী**; **হুতবান্** এই অর্থে √**হু**+**তাবী**=**হুতাবী**; এইরূপ √**বস**+**তাবী**=**বুসিতাবী**।

১৭। তাবী ও বক্ষ্যমাণ **আবী** (৫.§১৯) প্রত্যয়ান্ত পদসমূহের **দণ্ডী** শব্দের ন্যায় (৩.§ ৮৬) রূপ হয়।

১৮। তাবী ও বক্ষ্যমাণ (§১৯) **আবী** প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **ইনী** প্রত্যয় হয়। যথা—**হুতাবী হুতাবিনী**; **ভয়দস্সাবী ভয়দস্সাবিনী**। ইহাদের রূপ **হত্থী** শব্দের ন্যায় (৩.§৪৪)।

ঐ উভয় প্রত্যয়ান্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে **গামনী** শব্দের ন্যায় (৩.§৫৮) রূপ হইয়া থাকে।

আবী

১৯। **শীল** ও সাধুকারী, এই অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর **আবী** প্রত্যয় হয়। **আবী** প্রত্যয় হইলে সকল

কার্য্যই তাবী প্রত্যয়ের ন্যায় হয়। যথা—ভয়ং পস্সিতুং সীলং যস্স (ভয়ং দ্রষ্টুং শীলং যস্য), ভয়দস্সনে সাধুকারী (ভয়দর্শনে সাধুকারী) ইতি বা ভয়দস্সাবী।

উ

২০। কর্ত্তৃবাচ্যে শীলাদি-অর্থে পার প্রভৃতি উপপদ-পূর্ব্বক √গম ধাতু, উপপদ-পূর্ব্বক √বিদ (জ্ঞানার্থক) ধাতু, ও উপসর্গ বা অপর উপপদ-পূর্ব্বক √ঞা (জ্ঞা) ধাতুর উত্তর ভ প্রত্যয় হয়। * যথা পারগূ (পারগ):, লোকবিদূ (লোকবিৎ), বিঞ্ঞূ (বিজ্ঞ:), সব্বঞ্ঞূ (সর্বজ্ঞ:)। ইহাদের রূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৩.§২৪)। †

ত, তবন্তু, (ক্ত, ক্তবতু)

২১। সংস্কৃতের ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয়স্থলে পালিতে যথাক্রমে ত ও তবন্তু প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় হইলে

---

* ভ প্রত্যয় হইলে ধাতুর অন্তস্বর ও √গম ধাতুর মকারের লোপ হয়। তুল:—অগ্রেগূ:, "ডদ্ চ গম্যাদীনামিতি বক্তব্যম্"—বার্ত্তিক, পাণিনি, ৬.৪.৪০।

† ভ প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয়; এবং তাহা হইলে ভ স্থানে ভু হইয়া থাকে। যথা সব্বঞ্ঞূ সব্বঞ্ঞুনী; লোকবিদূ লোকবিদুনী, ইত্যাদি। ইহাদের রূপ ইত্থী শব্দের ন্যায় (৩.§৪৪)।

যথাসম্ভব ধাতুসমূহের তত্তৎ পরিবর্ত্তন ও সংস্কৃতের ন্যায় কার্য্য হয়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২২। त-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অকারান্ত শব্দের ন্যায়, এবং तवन्तु প্রত্যয়ান্ত শব্দের गुणवन्तु (৩.§৬৫) শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

২৩। √हु+त=हुतो ; + तवन्तु=हुतवा। * √वच+त=वुत्तो, उत्तो ; √वसो + त = उत्थो, वुत्थो, उसितो, वुसितो, वसितो ; † √युज+त यिट्ठो।

---

* तवन्तु-প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের স্ত্রীলিঙ্গে ई প্রত্যয় হয়, ও বিকল্পে न्तु-এর নকারের লোপ হয় ; যথা—हुतवती, हुतवन्ती।

† দ্রষ্টব্য—"वसतो उत्थ ;" "वस्स वा वु ;"—क. वु. ४. ३. ४-५ ; म. सि. २४७ पृ. ५९९-६०० सू ; "इसबलेन वसितगन्धकुटी ;" "उसितो ब्रह्मचरियं।" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-সম্পাদিত কচ্চায়ন-পালিব্যাকরণে (p. 333) "वसतो उत्थ" এই সূত্রের उत्थ স্থানে उट्ठ পাঠ ধরিয়া वुत्थो স্থানে वुट्ठो, এবং "वस्स वा वु" (p.334) সাহায্যে उट्ठो পদ দেখান হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ও মহারূপসিদ্ধিতে उत्थ পাঠই আছে, এবং তদনুসারে ৪.৩.৪ সূত্রে वुत्थो পদ দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহল প্রকাশিত ৪.৩.৫ সূত্রে "उट्ठो वुट्ठो वा" উদাহরণ লিখিত হইয়াছে। প্রয়োগে वुट्ठो পদও পাওয়া যায়। See E. Müller's Pali Grammar. পালিব্যাকরণে वस ধাতু তিনটি, যথা—वस निवासे, वस आच्छादने, ও वस (वृष्) सेचने। পূর্ব্বোক্ত

√ ভঞ্জ+ত=ভগ্গো ; √নত (নৃত্) + ত=নত্তং, নট্টং ; √ মুস (মুষ্)+ত=মুক্কং ; √বুধ (বুধ্)+ত=বুদ্ধো ; অপি + √নহ + ত=পিলদ্ধং ; √রুদ + ত= রোদিতং, রোণ্ণং, রুণ্ণং ; * পরি+ √কাম (ক্রম্)+ত= পরিক্কন্তং। †

√দা+ত=দত্তং, দিন্নং ; √ধা+ত=হিতং, ধাতং।

√মুহ+ত=মুঠ্‌ঠো ; √গুহ+ত=গুঠ্‌ঠো ; √বহ +ত=বুঠ্‌ঠো। ‡

√আস+ত=আসীনো ; √চর+ত=চরিতো, চিণ্ণো।

কৃত্য প্রত্যয়

২৪। সংস্কৃতের কৃত্য-সংজ্ঞক প্রত্যয়গুলি § কোন-না-কোন রূপে পালিতে প্রযুক্ত হয়, এবং কখনো কখনো তিঙন্তের চতুর্লকারের ন্যায় বিকরণ প্রত্যয়ও আগম হইয়া

রূপসমূহ নিবাস-অর্থক বস ধাতুর ; আচ্ছাদন-অর্থক বস ধাতুর রূপ বত্থো (বস্ত্রঃ) এবং ঈপ্সন-অর্থক বস ধাতুর রূপ বট্ঠো (বৃষ্টঃ)। ম. সি. ২৪৩ সূ. ২৫২ পৃ.।

* নকারান্তও দেখা যায়, যথা—রুন্নং।

† পরিক্কন্তং পদও আছে।

‡ সর্ব্বত্রই সংস্কৃত রূপের জন্য সা ধা র ণ ক ল্পে র নিয়ম স্মর্ত্তব্য।

§ তব্য, অনীয়, য।

থাকে। সংস্কৃত পদসমূহ মনে করিলে পালির এই সকল পদ নিশ্চয় করা অতিসহজ। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি লক্ষণীয়ঃ—

भू + तब्ब = भवितब्बं, + अनीय = भवनीयं; √सी (शी) + तब्ब = सयितब्बं, + अनीय = सयनीयं।

उ (उत्) + √पद + तब्ब = उप्पज्जितब्बं, + अनीय = उप्पज्जनीयं; √बुध + तब्ब = बुज्झितब्बं, + बुज्झनीयं; √सु (श्रु) + तब्बं = सुणितब्बं, + अनीय = सवणीयं; √गम (गम्) + तब्ब = गच्छितब्बं, अनीय = गच्छनीयं; प (प्र) + आप + तब्बं = पत्तब्बं, + अनीय = पापुनणीयं, पापणीयं।

√हर (हृ) + य * = हारियं; † √कर (कृ) + य = कारियं; √लभ + य = लब्भं; √ सास (शास) + य = सिस्सो; √भू + य = भब्बं।

√दा + य = देय्यं; ‡ √मा + य = मेय्यं, + तब्ब = मेतब्बं, मातब्बं, मिनितब्बं; √कर (कृ) + य = कच्चं (कृत्यं); √भर (भृ) + य = भच्चो (भृत्यः)।

২৫। কৃত্য প্রত্যয়ের মধ্যে পালিতে तय्य নামক একটি প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; যথা—√ञा (ज्ञा) + तय्य

---

* ण्यत्। † দ্রষ্টব্য সংস্কৃত রূপ हार्यं ১.§১৯।

‡ সংস্কৃত देयं; দ্রষ্টব্য—১.§৫০। পালিব্যাকরণের মতে এতাদৃশ স্থানে रिय्य প্রত্যয় হয়। লক্ষণীয়—√सक + रिय्य = सक्कुणेय्यं।

=আনয্যং; দিস (দৃশ্)+তয্য=দট্ঠয্যং; প (প্র) + √আপ +তয্য=পত্তয্যং। *

ত্বা, ত্বান, তূন (ক্ত্বা)

২৬। সংস্কৃতের ক্ত্বা প্রত্যয় স্থলে পালিতে ত্বা, ত্বান ও তূন প্রত্যয় হয়। ইহাদের মধ্যে তূন প্রত্যয়ের প্রয়োগ অল্প স্থানে হইয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে :—

√কর (কৃ)+ত্বা=কত্বা, করিত্বা; + ত্বান= কত্বান; +তূন=কত্তূন। √গম+ত্বা=গন্ত্বা; + ত্বান=গন্ত্বান; +তূন=গন্তূন। √হন+ত্বা; =হন্ত্বা +ত্বান=হন্ত্বান; +তূন=হন্তূন।

√সু (শ্রু) +ত্বা=সুত্বা, সুণিত্বা; √জি+ত্বা=

---

* ক. ব. ৪. ১. ১৮; ম. সি. ২২৫ পৃ. ৭৮৮ সু.।, কিন্তু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-প্রকাশিত কচ্চায়ন ব্যাকরণে (p. 317, সূ ১২) তেয্য প্রত্যয় ধরিয়া ঞাতেয্যং, দিট্ঠেয্যং ও পত্তেয্যং উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে আনেয্যং প্রভৃতিই আছে। অঙ্গুত্তরনিকায়ে (Part II, p. 48) আনয্যং, দট্ঠয্যং, পত্তয্যং এই তিনটি পদই একত্র পাওয়া যায়; আবার ঐ স্থানের ঞাতেয্যং, দট্ঠেয্যং, পত্তেয্যং পাঠও বালাবতারেও (p. 61) তেয্য ও তয্য এই উভয় পাঠই দেখা যায়। তুলঃ— ঞাতেয্যং। Childers (E. Senart এর কচ্চায়নপ্রকরণ-অনুসারে, p. 476) পত্তেয্যো পদ দিয়া প্রাপ্+এয এই সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন।

জিত্বা, জেত্বা, জিনিত্বা ; প (প্র) + √আপ + ত্বা = পত্বা, পাপুণিত্বা ; √হিস (হৃষ) + ত্বা = পস্থিত্বা ; * √হা + ত্বা = জহিত্বা, জহত্বা ; + ত্বান = জহিত্বান ; √ছিদ + ত্বা = ছিত্বা, ছেত্বা, ছিন্দিত্বা ; √ভিদ + ত্বা = ভিজ্জিত্বা ; √দা + ত্বা = দত্বা, দদিত্বা ।

য (ল্যপ্)

২৭। সংস্কৃতের ল্যপ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে য প্রত্যয় হয় ; কিন্তু সংস্কৃতের ন্যায় ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গাদি থাকিবার বিশেষ নিয়ম নাই, উপসর্গ না থাকিলেও য প্রত্যয় হইতে পারে, এবং উপসর্গ থাকিলেও ত্বা প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—

√ বন্দ + য = বন্দিয, অভি-পূর্ব্বক অভিবন্দিয, + ত্বা = অভিবন্দিত্বা ; উপ + √নী + য = উপনীয, + ত্বা = উপনীত্বা ; নি + সি (শ্রি) + য = নিস্সায, + ত্বা = নিস্সিত্বা ।

২৮। আকারান্ত ধাতুর পরবর্ত্তী য প্রত্যয়ের কখন কখন লোপ হইয়া থাকে। যথা—অভি + √ঞা (জ্ঞা) + য = অভিঞ্ঞা (অভিঞ্ঞায) ; অনুপা + √দা + য =

* আবার হিত্বা ও হিত্বান পদও হইয়া থাকে।

অনুপাদা (অনুপাদায়), পটিসং+√খা (খ্যা)+য= পটিসংখা (প্রতিসংখ্যায়)। *

তুং, তবে ইত্যাদি

২৯। সংস্কৃতের তুম্ প্রত্যয়-স্থলে পালিতে তুং ও তবে † প্রত্যয় হয়। ইহার মধ্যে তবে প্রত্যয়ের প্রয়োগ অত্যল্প। যথা—

√কর+তুং=কত্তুং, কাতুং; √মন+তুং=মন্তুং, মনিতুং; √হন+তুং=হন্তুং, হনিতুং।

√সু (শ্রু)+তুং=সোতুং, সুণিতুং; √জি+তুং=জেতুং, জিনিতুং; √ভুজ+তুং=ভোত্তুং, ভুঞ্জিতুং; প+√হা+তুং= পজহিতুং, পহাতুং; √ঞা (জ্ঞা)+তুং=ঞাতুং, ঞানিতুং; √গহ+তুং=গহেতুং, গণ্হিতুং।

√কর+তবে=কত্তবে, কাতবে; √নী+তবে=নেতবে; বিপ্প (বিপ্র)+√হা+তবে=বিপ্পহাতবে। নি+√ধা+তবে=নিধাতবে।

৩০। আবার কখন কখন তুম্-অর্থে তায়ে ও তুয়ে

---

* লক্ষণীয়—অভিবন্দিয়িত্বা (অভিবন্দ্য), ওগাহিয়িত্বা (অবগাহ্য) এস্থানে য ও ত্বা উভয় প্রত্যয়ই একসঙ্গে হইয়াছে। আবার সম্মজ্জায় (সম্মৃজ্য), অনুবিচ্চ (অনুবিদ্য)।

† বৈদিক সংস্কৃতে তবৈ, যথা—"সোমমিন্দ্রায় পাতবে ;" অথবা তবেঙ্, "দশমে মাসি সূতবে ;" পাণিনি ৩.৪.৯।

প্রত্যয় দেখা যায়। যথা—√दिस (दृश्) + ताये= दक्खिताये; * √गण+तुये=गणेतुये; √मर (मृ) +तुये=मरितुये। †

কারক ‡

৩১। পালিতে সপ্তম্যর্থে কখনো কখনো দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—"एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति," एकं समयं=एकस्मिन् समये; "पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा," पुब्बण्हसमयं=पूर्वाह्नसमये; "एकं मन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू," एकं मन्तं=एकस्मिन् मन्ते।

৩২। কখনো কখনো সপ্তম্যর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—"तेन खो पन समयेन भगवा एतदवोच," तेन समयेन=तस्मिन् समये; "येन भगवा तेनुपसंकमिंसु," येन तेन=यस्मिन् तस्मिन्।

---

* এইরূপ अभिचतायै (=ह्वयितुं)।

† লক্ষণীয়—√हृ হইতে हरसे; তুল:—से, सेन्, असे ইত্যাদি বৈদিক প্রত্যয়, পাণিনি, ৩.৪.৯।

‡ পালিতে কারক, সমাস, তদ্ধিত ও স্ত্রীপ্রত্যয়-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম ঠিক সংস্কৃতের ন্যায়, এজন্য তৎসমুদয় উল্লেখ না করিয়া কেবল বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি লিখিত হইতেছে।

সমাস

৩৩। পালিতে কখন কখন সমাসে সন্ধি হয় না। যথা—"**জ্বলিতপজ্জলিতমহা-অগ্গিক্খন্ধো**;" "**সনিগম-জনপদ-অমচ্চ**...**পরিবুতো**," "**আবট্ট-ভমিবেগজনিতং জলা-জলসদ্দং**;" "**ইতি-আদিসু পালিসু**।"

৩৪। সমাসে পূর্ব্ববর্ত্তী আকারান্ত ও ঈকারান্ত শব্দের আকার ও ঈকার কোন কোন স্থানে হ্রস্ব হয়। যথা—**বারাণসি-রজ্জো**, **ইত্থি-ভাবো**, **কুটি-পুরিসো**, **দাসি-দাসা**, **ইত্থি-পুরিসা**; **পরিস-গতো** (**পরিসা=পরিষৎ**), **সঙ্খলিক-বন্ধনং** (**সঙ্খলিকা=শৃঙ্খলিকা**); ইত্যাদি। অন্যত্র আবার হয় না; যথা—**মহীপালো**, **ভিক্খুনীসঙ্ঘো**, **থেরীগাথা**, **বেদনাভয়া**, **সঞ্ঞাসঙ্খারবিঞ্ঞাণং**, **বিজ্জাসিপ্পং**, ইত্যাদি।*

তদ্ধিত

ইম

৩৫। 'জাত' প্রভৃতি অর্থে শব্দের উত্তর **ইম** প্রত্যয় হয়। যথা—**পচ্ছা জাতো** (**পশ্চাৎ জাতঃ**) ইতি **পচ্ছা+ইম=পচ্ছিমো**; এইরূপ **অন্ত+ইম=অন্তিমো**; **মজ্ঝ**

* লক্ষণীয়—"**সম্মমন্নুগীতেন**," এখানে ২.§১৮ অনুসারে মকার আগম হইয়াছে।

(मध्य) + इम = मज्झिमो ; पुरा + इम = पुरिमो ; उपरि + इम = उपरिमो ; हेट्ठा (अधस्तात्) + इम = हेट्ठिमो ; गन्थ (ग्रन्थ) + इम = गन्थिमो ; ইত্যাদি।

ईय

৩৬। 'তাহার এই স্থান' এই অর্থে ষষ্ঠ্যন্ত পদের উত্তর ईय প্রত্যয় হয়। যথা—मदनस्स ठानं (मदनस्य स्थानं) इति मदन + ईय = मदनीयं ; এইরূপ बन्धन + ईय = बन्धनीयं ; मुच्चनस्स (मोचनस्य) + ईय = मुच्चनीयं ; उपादान + ईय = उपादानीयं।

आयितत्त

৩৭। উপমার্থে উপমাবাচী শব্দের উত্তর आयितत्त প্রত্যয় হয়। যথা—धुवो विय दिस्सतीति (ध्रुव इव दृश्यत इति) धुवायितत्तं ; এইরূপ तिमिर + आयितत्त = तिमिरायितत्तं। *

ल

৩৮। 'তন্নিশ্রিত' বা 'তাহা ইহার স্থান' এই অর্থে ल প্রত্যয় হয়, ও ঐ ल স্থানে ल्ल হইয়া থাকে। যথা—दुट्ठुनिस्सितं (दुष्टुनिश्रितं), অথবা दुट्ठुठानं (दुष्टुस्थानं)

---

* সংস্কৃতে ধ্রুবায়িতত্বং, তিমিরায়িতত্ব' ইত্যাদি পদ আচারার্থে য প্রত্যয় করিয়া নিষ্ঠা ত ও তাহার পর ভাবে ত্ব প্রত্যয় করিলেই হইতে পারে।

এই অর্থে দুট্ঠু+ল=দুট্ঠুল্লং ; এই রূপ বেদনিস্সিতং অথবা বেদস্স ঠানং এই অর্থে বেদ+ল=বেদল্লং।

ত্তন

৩৯। কখন কখন ভাবার্থে ত্তন প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—পুথুজ্জনস্স ভাবো (পৃথগ্জনস্য ভাবঃ) এই অর্থে পুথুজ্জন+ত্তন=পুথুজ্জনত্তনং ; এইরূপ বেদনস্স ভাবো এই অর্থে বেদন+ত্তন=বেদনত্তনং।

ইস্সিক, ইয়

৪০। বিশেষ বা তারতম্য-অর্থে সংস্কৃতের ন্যায় তর, তম প্রভৃতি ভিন্ন পালিতে ইস্সিক প্রত্যয় অধিক হয় ; এবং সংস্কৃতের ঈয়স্ প্রত্যয়-স্থানে পালিতে ইয় প্রত্যয় হইয়া থাকে। * যথা—পাপতরো, পাপতমো, পাপিস্সিকো, পাপিয়ো, পাপিট্ঠো ; পটুতরো, পটুতমো, পটিস্সিকো, পটিয়ো, পটিট্ঠো।

কৃত্বসু

৪১। সংস্কৃতে কৃত্বসুচ্ প্রত্যয়-স্থানে পালিতে ক্খত্তুং প্রত্যয় হয়। যথা—একক্খত্তুং, দ্বিক্খত্তুং, তিক্খত্তুং, চতুক্খত্তুং, ইত্যাদি।

---

* ইস্সিক ও ইয় প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল অকারান্ত ; স্ত্রীলিঙ্গে ইহাদের উত্তর আ প্রত্যয় হয়, যথা—পাপিস্সিকা, পাপিয়া।

স্ত্রীপ্রত্যয় *

৪২। **ভিক্খু** প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে **নী** প্রত্যয় হয়; যথা—**ভিক্খু ভিক্খুনী, বন্ধু বন্ধুনী, পটু পটুনী, গহপতি গহপতানী**। †

৪৩। নিম্নপ্রদর্শিত শব্দগুলির উত্তর **ঈ** ও **ইনী** প্রত্যয় হইয়াছে যথা—**যক্খ যক্খী, যক্খিনী; নাগ নাগী, নাগিনী; মিগ মিগী, মিগিনী; সীহ সীহী সীহিনী; ব্যগ্ঘ ব্যগ্ঘী, ব্যগ্ঘিনী; কাক কাকী, কাকিনী;** আবার **মানুস মানুসা, মানুসী, মানুসিনী; রাজ রাজিনী**।

সম্পূর্ণ

---

* দ্রষ্টব্য—৫.§§১৫, ১৮, ২০ টীকা, ৪০ টীকা।

† এখানে ইকার স্থানে আকার হইয়াছে।

পালিপাঠাবলি

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स

—:o:—

पठमो वग्गो

१

बुद्धं सरणं गच्छामि ।

धम्मं सरणं गच्छामि ।

सङ्घं सरणं गच्छामि ।

दुतियम्पि

बुद्धं सरणं गच्छामि ।

धम्मं सरणं गच्छामि ।

सङ्घं सरणं गच्छामि ।

ततियम्पि

बुद्धं सरणं गच्छामि ।

धम्मं सरणं गच्छामि ।

सङ्घं सरणं गच्छामि ।

इति सरणगमनं ।

२

आदिच्चं पस्सति । कण्टकं मद्दति । विसं गिलति । छत्तं करोति । कट्ठमञ्जारं करोति । सुवण्णं केयूरं कटकं

वा करोति। देवदत्तो निवेसनं पविसति। गामं गच्छन्तो रुक्खमूलं उपगच्छति। ब्राह्मणो यञ्ञदत्तं कम्बलं याचते। समिद्धं धनं भिक्खते। सिस्सं धम्मं बोधेति आचरियो। रुक्खं रुक्खं पति विज्जु विज्जोतति। भगवा भिक्खू एतदवोच। वासिया रुक्खं तच्छति। दत्तेन वीहिं लुनाति। अहिना दट्ठो नरो। बुद्धेन जितो मारो। गरुळेन हतो नागो। उपगुत्तेन बद्धो मारो।

२

बुद्धस्स धम्मस्स सङ्घस्स च सिलाघते। तित्थिया समणानं इस्सयन्ति। दुज्जना गुणवन्तानं उसुय्यन्ति। भिक्खुस्स भुञ्जानस्स पानियेन वा विधूपनेन वा उपतिट्ठेय्य। समिद्धानं पिहयन्ति दलिद्दा। क्वाहं अय्यानं अपरज्झामि। भगवतो पच्चस्सोसुं ते भिक्खू। आरोचयामि वो भिक्खवे, आमन्तयामि वो भिक्खवे, पटिवेदयामि वो भिक्खवे। आयस्मतो उपालित्थेरस्स उपसम्पदापेक्खो उपतिस्सो। भगवति ब्रह्मचरियं वसति कुलपुत्तो। अञ्ञत्र सङ्घसम्मुतिया भिक्खुस्स विप्पवत्थुं न वट्टति।

यथा नो भगवा व्याकरेय्य, तथापि तेसं व्याकरिस्साम। बहूपकारा भिक्खवे, मातापितरो पुत्तानं। खेत्तस्स पभु

अयं गहपति, अरञ्ञस्स अयं लुद्दको। हिमवन्ता पभवन्ति महानदियो। अचिरवतिया पभवन्ति कुनदियो। पापा चित्तं निवारये। जेतवने अन्तरधायति भगवा।

इतो मधुराय चतूसु योजनेसु सङ्कस्सनगरं अत्थि। तत्थ बहुजना वसन्ति। इतो भिक्खवे एकनवुतिकप्पे विपस्सी नाम सम्मासम्बुद्धो लोके उप्पज्जि। इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन परिनिब्बायिस्सामि। छन्नवुतीनं पासण्डानं धम्मानं पवरं यदिदं सुगतविनयं।

४

अतीते मगधरट्ठे राजगहनगरे एको मगधराजा रज्जं कारेसि।

तत्थ सुमेधो नाम ब्राह्मणो पटिवसति। सो अञ्ञं कम्मं अकत्वा ब्राह्मणकम्ममेव उग्गण्हि।

तं पन भिक्खुं सत्था आमन्तेसि—पुब्बे पण्डिता अनायतनेपि विरियं अकंसु।

यो वो आनन्द, मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्ञत्तो, सो वो ममच्चयेन सत्था।

तुम्हेपि दानं देथ, सीलं रक्खथ, धम्मेन समेन रज्जं करोथ। राजा तस्स सरीरकिच्चं कारेत्वा अस्सारोहस्स

महन्तं यसं दत्वा, सत्त राजानो सकट्ठानानि पेसेत्वा यथा-कम्मं गतो।

न सक्का खो पन मया एकस्स मरणदुक्खं अञ्ञस्स उपरि पक्खिपितुं।

अथ खो मिलिन्दो राजा कतावकासो निपच्च गुरुनो पादे, सिरसि अञ्जलिं कत्वा एतदवोच—'भन्ते नागसेन, इमे तित्थिया एवं भणन्ति।'

राजा धम्मदेसनं सुत्वा तुट्ठमानसो वन्दित्वा निवेसनमेव गतो। अन्तेवासिकोपि आचरियं वन्दित्वा हिमवन्तमेव गतो। बोधिसत्तो पुन तथेव विहरन्तो अपरिहीनज्झानो कालं कत्वा ब्रह्मलोके निब्बत्ति।

अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं विज्जाचरणसम्पन्नं सुगतं लोकविदुं अनुत्तरं पुरिसदम्मसारथिं सत्थारं देवमनुस्सानं सिरसा नमामि।

५

ताता, अहं इदानि महल्लको। तुम्हे इमं गणं परिहरथ। मनुस्सा सस्सखादकानं मारणत्थाय तत्थ तत्थ ओपातं खणन्ति, सूलानि रोपेन्ति, पासाणयन्तानि सज्जेन्ति, कूटपासादयो पासे ओड्डेन्ति। बहू मिगा विनासं

पापुणन्ति । तुम्हे तुम्हाकं मिगगणे गहेत्वा अरञ्ञे पब्बतपादं पविसित्वा सस्सानं उद्धटकाले आगच्छेय्याथ ।

तेसं पन गमनमग्गे मनुस्सा जानन्ति—इमस्मिं काले मिगा पब्बतं आरोहन्ति, इमस्मिं काले ओरोहन्तीति । ते तत्थ तत्थ पटिच्छन्नट्ठाने निलीना बहू मिगे विज्झित्वा मारेन्ति ।

६

एवं मे सुतं—एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्ञतरो भिक्खु अहिना दट्ठो कालकतो होति । अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसंकमिंसु । उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं—इध भन्ते, सावत्थियं अञ्ञतरो भिक्खु अहिना दट्ठो कालकतोति ।

७

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारयमाने बोधिसत्तो मिगयोनियं पटिसन्धिं गण्हि । सो मातु कुच्छितो निक्खन्तो सुवण्णवण्णो अहोसि । अक्खीनि च-स्स मणिगुळ-

सदिसानि अहेसुं, सिङ्गानि रजतवण्णानि, मुखं रत्तकम्बल-पुञ्जवण्णं, हत्थपादपरियन्ता लाखापरिकम्मकता विय, वालधि चमरस्स विय अहोसि ; सरीरं पन-स्स महन्तं अस्स-पोतकप्पमाणं अहोसि। सो पञ्चसतमिगपरिवारो अरञ्ञे वासं कप्पेसि नामेन निग्रोधमिगराजा नाम।

८

महामित्तथेरस्सापि मातु विसगण्डरोगो उप्पज्जि। धीतापि-स्सा भिक्खुनीसु पब्बजिता होति। सा तं आह—'आगच्छ अय्ये, भातु अन्तिकं गन्त्वा मम अफासुभावं आरोचेत्वा भेसज्जं आहरा-ति।' सा गन्त्वा आरोचेसि। थेरो—'नाहं मूलभेसज्जादीनि संहरित्वा भेसज्जं पचितुं जानामि। अपि च ते भेसज्जं आचिक्खिस्सं। अहं यतो पब्बजितो, न मया लोभसहगतेन चित्तेन इन्द्रियानि भिन्दित्वा विसभागरूपं आलोकितपुब्बं,—इमिना सच्च-वचनेन मातुया मे फासु होतु। गच्छ, इमं वत्वा उपासिकाय सरीरं परिमज्जा-ति।' सा गन्त्वा इममत्थं आरोचेत्वा तथा अकासि। उपासिकाय तं खणं येव गण्डो फेणपिण्डो विय विलीयित्वा अन्तरधायि।

৮

কুরণ্ডকলেণে কির সত্তন্নং বুদ্ধানং অভিনিক্খমণচিত্ত-কম্মং মনোরমং অহোসি। সম্বহুলা ভিক্খূ সেনাসনচারিকং আহিণ্ডন্তা চিত্তকম্মং দিস্বা 'মনোরমং ভন্তে, চিত্তকম্মন্তি' আহংসু। থেরো আহ—'অতিরেকসট্ঠি মে আবুসো, বস্সানি লেণে বসন্তস্স; চিত্তকম্মং অত্থীতি-পি ন জানামি, অজ্জ-দানি চক্খুমন্তে নিস্সায় জাতন্তি।'

থেরেন কির এত্তকং অদ্ধানং বসন্তেন চক্খুং উম্মীলেত্বা লেণং ন উল্লোকিতপুব্বং। লেণদ্বারে চ-স্স মহানাগরুক্খোপি অহোসি, সোপি থেরেন উদ্ধং ন উল্লোকিতপুব্বো। অনু-সংবচ্ছরং ভূমিয়ং কেসরনিপাতং দিস্বা-বে'তস্স পুপ্ফিতভাবং জানাতি।

রাজা থেরস্স গুণসম্পত্তিং সুত্বা বন্দিতুকামো তিক্খত্তুং পেসেত্বা অনাগচ্ছন্তে থেরে তস্মিং গামে তরুণপুত্তানং ইত্থীনং থনে বন্ধাপেত্বা লঞ্ছাপেসি—তাব দারকা থঞ্ঞং মা লভিংসু, যাব থেরো আগচ্ছতীতি। থেরো দারকানং অনুকম্পায় মহাগামং অগমাসি। রাজা সুত্বা 'গচ্ছথ ভণে, থেরং পবেসযথ, সীলানি গণ্হিস্সামীতি' অন্তোপুরং অভিহরাপেত্বা, বন্দিত্বা ভোজেত্বা 'অজ্জ ভন্তে, ওকাসো নত্থি, স্বে সীলানি গণ্হি-স্সামীতি' থেরস্স পত্তং গহেত্বা, থোকং অনুগন্ত্বা দেবিয়া সদ্ধিং বন্দিত্বা নিবত্তি। থেরো রাজা বা বন্দতু, দেবো বা, 'সুখী

হোতু মহারাজা-তি' বদতি। এবং সত্ত দিবসা গতা। ভিক্খূ আহংসু—'কিং ভন্তে, তুম্হে রঞ্ঞেপি বন্দমানে, দেবিয়াপি বন্দমানায় সুখী হোতু মহারাজা-তিচ্চেব বদথাতি ?' থেরো 'নাহং আবুসো, রাজা-তি বা দেবীতি বা ব্যবত্থানং করোমীতি' বত্বা সত্তাহাতিক্কমে থেরস্স ইধ বাসো দুক্খোতি রঞ্ঞা বিস্সজ্জিতো কুরণ্ডকমহালেণং গন্ত্বা রত্তিভাগে চংকমং অভিরুহি নাগরুক্খে অধিবত্থা দেবতা দণ্ডদীপিকং গহেত্বা অট্ঠাসি। অথ-স্স কম্মট্ঠানং অতিপরিসুদ্ধং পাকটং অহোসি। থেরো কিন্নু খো মে অজ্জ কম্মট্ঠানং অতিবিয় পকাসতীতি অত্তমনো মজ্ঝিমযামসমনন্তরং সকলপব্বতং উন্নাদয়ন্তো অরহত্তং পাপুণি।

১০

(i) যথা হি লোকে দুক্খস্স পটিপক্খভূতং সুখং নাম অত্থি, এবং ভবে সতি তপ্পটিপক্খেন বিভবেনাপি ভবিতব্বং, (ii) যথা চ উণ্হে সতি তস্স বূপসমভূতং সীতম্পি অত্থি, এবং রাগাদীনং বূপসমেন নিব্বাণেনাপি ভবিতব্বং। (iii) যথা পাপকস্স লামকস্স ধম্মস্স পটিপক্খভূতো কল্যাণো অনবজ্জধম্মোপি অত্থি যেব, এবমেব পাপিকায় জাতিয়া সতি সব্বজাতিক্খেপনতো অজাতিসংখাতেন নিব্বাণেনাপি ভবিতব্বমেব। তেন বুত্তং—

"यथापि दुक्खे विज्जन्ते सुखं नामापि विज्जति ।
एवं भवे विज्जमाने विभवोपि इच्छितब्बको ॥
यथापि उण्हे विज्जन्ते अपरं विज्जति सीतलं ।
एवं तिविधग्गि विज्जन्ते निब्बानं इच्छितब्बकं ॥
यथापि पापे विज्जन्ते कल्याणमपि विज्जति ।
एवं जातिम्हि विज्जन्ते अजातिम्पि इच्छितब्बकन्ति ॥"

यथा नाम गूथरासिम्हि निमग्गेन पुरिसेन दूरतो पञ्च-वण्णपदुमसञ्छन्नं महातळाकं दिस्वा 'कतरेन नु खो मग्गेन एत्थ गन्तब्बन्ति' तं तळाकं गवेसितुं युत्तं, यं तस्स अगवेसनं न सो तळाकस्स दोसो; एवं किलेसमलधोवने अमतमहा-निब्बानतळाके विज्जन्ते तस्स अगवेसनं न अमतमहानिब्बान-महातळाकस्स दोसो। यथा हि चोरेहि संपवारितो पुरिसो पलायनमग्गे विज्जमानेपि सचे न पलायति, न सो मग्गस्स दोसो, पुरिसस्सेव दोसो; एवमेव किलेसेहि परिवारितो गहितस्स पुरिसस्स विज्जमाने येव निब्बानगामिम्हि सिवे मग्गे, मग्गस्स अगवेसनं नाम न मग्गस्स दोसो, पुग्गलस्सेव दोसो। यथा च व्याधिपीळितो पुरिसो विज्जमाने व्याधि-तिकिच्छके वेज्जे, सचे तं वेज्जं गवेसित्वा व्याधिं तिकिच्छा-पेति, न सो वेज्जस्स दोसो; एवमेव यो किलेसव्याधिपीळितो किलेसवूपसमनमग्गकोविदं विज्जमानमेव आचरियं न

गवेसति, तस्सेव दोसो, न किलेसविनासकस्स आचरियस्सा-ति।
तेन वुत्तं—

"यथा गूथगतो पुरिसो तळाकं दिस्वान पूरितं।
न गवेसति तं तळाकं न दोसो तळाकस्स सो॥
एवं किलेसमलधोवे विज्जन्ते अमतन्तळे।
न गवेसति तं तळाकं न दोसो अमतन्तळे॥
यथा अरीहि परिरुद्धो विज्जन्ते गमने पथे।
न पलायति सो पुरिसो न दोसो अञ्जसस्स सो॥
एवं किलेसपरिरुद्धो विज्जमाने सिवे पथे।
न गवेसति तं मग्गं न दोसो सिवमञ्जसे॥
यथापि व्याधितो पुरिसो विज्जमाने तिकिच्छके।
न तिकिच्छापेति तं व्याधिं न सो दोसो तिकिच्छके॥
एवं किलेसव्याधीहि दुक्खितो परिपीळितो।
न गवेसति तं आचरियं न सो दोसो विनायके-ति।"

Jat.Vol. I, pp. 4-5

११

विनयो संवरत्थाय, संवरो अविप्पटिसारत्थाय, अवि-प्पटिसारो पामोज्जत्थाय, पामोज्जं पीतत्थाय, पीति पस्सद्धत्थाय, पस्सद्धि सुखत्थाय, सुखं समाधत्थाय, समाधि यथाभूतञाणदस्सनत्थाय, यथाभूतञाणं निब्बिदत्थाय, निब्बिदा विरागत्थाय, विरागो विमुत्तत्थाय, विमुत्ति

विमुत्तिञाणदस्सनत्थाय, विमुत्तिञाणदस्सनं अनुपादा परि-
निब्बानत्थाय। वि. म. ९

दुतियो वग्गो

रतनत्तयाभिवादनं

यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले
मारं ससेनं महतिं विजेत्वा।
सम्बोधिमागञ्छि अनन्तञाणो
लोकुत्तमो, तं पणमामि बुद्धं ॥ १ ॥

अट्ठङ्गिको अरियपथो जनानं
मोक्खप्पवेसायुजुकोव मग्गो।
धम्मो अयं सन्तिकरो पणीतो
नीयाणिको, तं पणमामि धम्मं ॥ २ ॥

सङ्घो विसुद्धो वरदक्खिणेय्यो
सन्तिन्द्रियो सब्बमलप्पहीणो।
गुणेहि नेकेहि समिद्धिपत्तो
अनासवो, तं पणमामि सङ्घं ॥ ३ ॥

B. A. 80.

बुद्धवन्दना

बुद्धं जीवनपरियन्तं सरणं गच्छामि ।

ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता ।
पच्चुप्पन्ना च ये बुद्धा, अहं वन्दामि सब्बदा ॥ १ ॥

नत्थि मे सरणं अञ्ञं, बुद्धो मे सरणं वरं ।
एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं ॥ २ ॥

उत्तमङ्गेन वन्देहं पादपंसुवरुत्तमं ।
बुद्धे यो खलितो दोसो, बुद्धो खमतु तं मम ॥ ३ ॥

नमो नमो बुद्धदिवाकराय
नमो नमो गोतमचन्दिमाय ।
नमो नमोनन्तगुणण्णवाय
नमो नमो साकियनन्दनाय ॥ ४ ॥

ब्रह्मिन्ददेविन्दनरिन्दराजं
बोधिं सुबोधिं करुणागुणग्गं ।
पञ्ञापदीपज्जलितं जलन्तं
वन्दामि बुद्धं भवपारतिण्णं ॥ ५ ॥

नमो ते करुणागार नमो ते मतिसागर ।
नमो ते अमताकार नमो ते नरभाकर ॥ ६ ॥

नमो ते हतसंसार नमो ते नरकुञ्जर ।
नमो ते जगताधार नमो ते अमतण्णव ॥ ७ ॥

रंसिमाल नमो तुय्हं नरम्बुरुहमण्डन ।
जलमान नमो तुय्हं भवारञ्ञदवानल ॥ ८ ॥

बुधानन्तगुणाधार सुद्धम्मरतनाकर ।
पादे वन्दामि ते नाथ सद्धाय नतमुद्धना ॥ ९ ॥

कुसुमं फुल्लितं एतं पग्गहेत्वान अञ्जलिं ।
बुद्धसेट्ठं सरित्वान आकासेमपि पूजये ॥ १० ॥

गन्धसम्भारयुत्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना ।
पूजये पूजनेय्यन्तं पूजाभाजनमुत्तमं ॥ ११ ॥

घतसारप्पदित्तेन दीपेन तमधंसिना ।
तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं ॥ १२ ॥

सततविततकित्तिं धस्तकन्दप्पदप्पं
तिभवहितविधानं सब्बलोकेककेतुं ।
अमितमतिमनग्घं सन्तिदं मेरुसारं
सुगतमहमुदारं रूपसारं नमामि ॥ १४ ॥

B. A. pp. 69, 99

धम्मवन्दना

स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि-पस्सिको ओपनयिको पच्चत्तं वेदितब्बो विञ्ञूहीति ।

धम्मं जीवितपरियन्तं सरणं गच्छामि ।
नत्थि मे सरणं अञ्ञं धम्मो मे सरणं वरं ।
एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं ॥ १ ॥
हतदुरिततुसारं मोहपङ्कोपतापं
मनकमलविकासं जन्तुनं सेसकानं
कुमतिकुमुदनासं बुद्धपुब्बाचलग्गा
उदितमहमुदारं धम्मभानुं नमामि ॥ २ ॥

B. A. 75

सङ्घवन्दना

सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, ञायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो । यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि, अट्ठ पुरिसपुग्गला, एस भगवतो सावकसङ्घो आहुणेय्यो पाहुणेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणिय्यो, अनुत्तरं पुञ्ञक्खेत्तं लोकस्सा-ति ।

सङ्घं जीवितपरियन्तं सरणं गच्छामि ।
नत्थि मे सरणं अञ्ञं सङ्घो मे सरणं वरं ।
एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं ॥ १ ॥
सकलविमलसीलं धूतपापारिजालं
सुरनरमहनीयं पाहुणेय्याहुणेय्यं

उजुपथपटिपन्नं पुञ्ञक्खेत्तं जनानं
गणमनुमभिवन्दे सारदं सादरेन ॥ २ ॥

B. A. 77

दस अकुसलधम्मा

कायकम्मं तिधा वुत्तं वाचाकम्मं चतुब्बिधं ।
मनसा तिविधं चेति दस कम्मपथा इमे ॥ १ ॥
पाणघात-परद्दब्बं परदारञ्च कायतो ।
मुसा पेसुञ्ञ-फरुसं सम्फप्पलापि वाचतो ।
अभिज्झा चेव व्यापादो मिच्छादिट्ठि च मानसो ॥ २ ॥

B. A. 109

निच्चपच्चवेक्खणधम्मा

जराधम्मोम्हि जरं अनतीतो, व्याधिधम्मोम्हि व्याधिं अनतीतो, मरणधम्मोम्हि मरणं अनतीतो, सब्बेहि मे पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो, कम्मस्सकोम्हि कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरणो, यं कम्मं करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा तस्स दायादो भविस्सामि । ✓

B. A. 68

मेत्ताभावना

(क)

अहं अवेरो होमि, अब्यापज्झो होमि, अनीघो होमि, सुखी अत्तानं परिहरामि। अहं विय मय्हं आचरियुपज्झाया मातापितरो हितसत्ता मज्झत्तीकसत्ता वेरी सत्ता अवेरा होन्तु, अब्यापज्झा होन्तु, अनीघा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु, दुक्खा मुच्चन्तु, यथालद्धसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कम्मस्सका।

इमस्मिं विहारे, इमस्मिं गोचरगामे, इमस्मिं नगरे, इमस्मिं लङ्कादीपे, इमस्मिं जम्बुदीपे, इमस्मिं चक्कवाळे इस्सरजना, सीमट्ठकदेवता, सब्बे सत्ता अवेरा होन्तु, अब्यापज्झा होन्तु, अनीघा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु, दुक्खा मुच्चन्तु, यथालद्धसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कम्मस्सका।

पुरत्थिमाय दिसाय, दक्खिणाय दिसाय, पच्छिमाय दिसाय, उत्तराय दिसाय, पुरत्थिमाय अनुदिसाय, दक्खिणाय अनुदिसाय, पच्छिमाय अनुदिसाय, उत्तराय अनुदिसाय, हेट्ठिमाय दिसाय, उपरिमाय दिसाय सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे पुग्गला सब्बे अत्तभावपरियापन्ना सब्बा इत्थियो सब्बे पुरिसा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुस्सा सब्बे अमनुस्सा सब्बे

विनिपातिका अवेरा होन्तु, अब्यापज्झा होन्तु, अनीघा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु, दुक्खा मुच्चन्तु, यथालद्ध सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कम्मस्सका ।

B. A. 65

(ख)

ये सब्बे पाणिनो जीवा भूता सत्ता च सब्बदा ।
सुखी अवेरा निद्दुक्खा अब्यापज्झा च होन्तु ते ॥
तिरच्छानगता सब्बे पेतापेतभवेसु च ।
सुखिता होन्तु निद्दुक्खा अवेरा च अनामया ।
दीघायुका अञ्ञमञ्ञं पिया पप्पोन्तु निब्बुतिं ॥

B. A. 159

(ग)

अत्तूपमाय सब्बेसं सत्तानं सुखकामतं ।
पस्सित्वा कमतो मेत्तं सब्बसत्तेसु भावये ॥ १ ॥
सुखी भवेय्यं निद्दुक्खो अहं निच्चं, अहं विय ।
हिता च मे सुखी होन्तु मज्झत्ता च-थ वेरिनो ॥ २ ॥
इमम्हि गामक्खेत्तम्हि सत्ता होन्तु सुखी सदा ।
ततो परञ्च रज्जेसु चक्कवाळेसु जन्तुनो ॥ ३ ॥
तथा इत्थी पुमा चेव अरिया अनरियापि च ।
देवा नरा अपायट्ठा तथा दसदिसासु चा-ति ॥ ४ ॥

B. A. 54

दससील

पाणातिपाता वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥१॥

अदिन्नादाना वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥२॥

अब्रह्मचरिया वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥३॥

मुसावादा वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥४॥

सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥५॥*

विकालभोजना वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥६॥

नच्चगीतवादित्तविसूकदस्सना वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥७॥

मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनट्ठाना वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥८॥ †

उच्चासयनमहासयना वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥९॥

जातरूपरजतपटिग्गहणा वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥१०॥

H. P. 81

मज्झिमा पटिपदा

द्वेमे भिक्खवे अन्ता पब्बजितेन न सेवितब्बा। कतमे द्वे ? यो चायं कामेसु कामसुखल्लिकानुयोगो हीनो

---

* इदं पञ्चकं पञ्चसीलं नाम।

† इदं अट्ठकं अट्ठसीलं नाम।

गम्मो पोथुज्जनिको अनरियो अनत्थसंहितो, यो चायं अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्थसंहितो ; एते खो भिक्खवे उभे अन्ते अनुपगम्म मज्झिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्खुकरणी ञाणकरणी उपसमाय अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति ।

कतमा च सा भिक्खवे मज्झिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा···निब्बानाय संवत्तति ? अयमेव अरियो—

अट्ठङ्गिको मग्गो

सेय्यथीदं—सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। अयं खो भिक्खवे मज्झिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा···निब्बानाय संवत्तति ।

ध. च.

चत्तारि अरियसच्चानि

[चत्तारि अरियसच्चानि—दुक्खं अरियसच्चं, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं, निरोधो अरियसच्चं, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं ।]

इदं खो पन भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं—जातिपि दुक्खा, जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुक्खा, मरणम्पि दुक्खं, अप्पियेहि

सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यम्पि इच्छं न लभति तम्पि दुक्खं ; संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा ।

इदं खो पन भिक्खवे, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं—यायं तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा ।

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधं अरियसच्चं—यो तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो ।

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं—अयमेव अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो ।

ध. च.

ततीयो वग्गो

सन्थवजातकं

अतीते बाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो ब्राह्मणकुले निब्बत्ति । मातापितरो तस्स जातग्गिं गहेत्वा तं सोळसवस्सपदेसे ठितं आहंसु—'किं तात, जातग्गिं गहेत्वा अरञ्ञे अग्गिं परिचरिस्ससि, उदाहु तयो वेदे उग्गण्हित्वा कुटुम्बं सण्ठपेत्वा घरावासं वसिस्ससीति ?'

सो 'न मे घरावासेनत्थो, अरञ्ञे अग्गिं परिचरित्वा ब्रह्मलोकपरायनो भविस्सामीति' जातग्गिं गहेत्वा मातापितरो वन्दित्वा अरञ्ञं पविसित्वा पण्णसालाय वासं कप्पेत्वा अग्गिं परिचरि। सो एकदिवसं निमन्तितट्ठानं गन्त्वा सप्पिना पायासं लभित्वा 'इमिना पायासं महाब्रह्मुणो यजिस्सामीति' पायासं आहरित्वा अग्गिं जालेत्वा 'अग्गिं ताव भगवन्तं सप्पियुत्तं पायासं पायेमीति' पायासं अग्गिम्हि पक्खिपि। बहुसिनेहे पायासे अग्गिम्हि पक्खित्तमत्ते येव अग्गि अब्भुग्गताहि सिखाहि पण्णसालं झापेसि। ब्राह्मणो भीततसितो पलायित्वा बहि ठत्वा 'कापुरिसेहि नाम सन्थवो न कातब्बो, इदानि मे इमिना अग्गिना किच्छेन कता पण्णसाला झापिताति' वत्वा पठमं गाथमाह—

"न सन्थवस्मा परमत्थि पापियो
यो सन्थवो कापुरिसेन होति।
सन्तप्पितो सप्पिना पायसेन
किच्छा कतं पण्णकुटिं अदड्ढीति॥"

सो एवं वत्वा 'न मे तया मित्तदूभिना अत्थोति' तं अग्गिं उदकेन निब्बापेत्वा साखाहि पोथेत्वा अन्तो हिमवन्तं पविसन्तो एकं सामामिगिं सीहस्स च ब्यग्घस्स च दीपिनो च मुखं लेहन्तिं दिस्वा 'सप्पुरिसेहि सद्धिं सन्थवा परं सेय्यो नाम नत्थीति' चिन्तेत्वा दुतियं गाथमाह—

"न सन्थवस्मा परमत्थि सेय्यो
यो सन्थवो सप्पुरिसेन होति ।
सीहस्स व्यग्घस्स च दीपिनो च
सामा मुखं लेहति सन्थवेना-ति ॥"

एवं वत्वा बोधिसत्तो अन्तो हिमवन्तं पविसित्वा इसि-पब्बज्जं पब्बजित्वा अभिञ्ञा समापत्तियो च निब्बत्तेत्वा जीवितपरियोसाने ब्रह्मलोकूपगो अहोसि ।

Jat. Vol. II. p. 43

गिरिदन्तजातकं

अतीते बाराणसियं सामराजा नाम रज्जं कारेसि । तदा बोधिसत्तो अमच्चकुले निब्बत्तित्वा वयप्पत्तो तस्स अत्थ-धम्मानुसासको अहोसि । रञ्ञो पन पण्डवो नाम मङ्गलस्सो ; तस्स गिरिदन्तो नाम अस्सबन्धो, सो खञ्जो अहोसि । अस्सो सुवण्णरज्जुके गहेत्वा तं पुरतो पुरतो गच्छन्तं दिस्वा 'मं एसो सिक्खापेतीति' सञ्ञाय तस्स अनुसिक्खन्तो खञ्जो अहोसि । तस्स खञ्जभावं रञ्ञो आरोचेसुं । राजा वेज्जे पेसेसि । ते गन्त्वा अस्सस्स सरीरे रोगं अपस्सन्ता 'रोगं अस्स न पस्सामा-ति' रञ्ञो कथयिंसु । राजा बोधिसत्तं

পেবেসি—'গচ্ছ বযস্স, এত্থ কারণং জানাহীতি।' সো গন্ত্বা খঞ্জস্সবন্ধসংসগ্গেন তস্স খঞ্জভূতভাবং ঞত্বা রঞ্ঞো তং অত্থং আরোচেত্বা সংসগ্গদোসেন এবং হোতীতি দস্সেন্তো পঠমং গাথমাহ—

"দূসিতো গিরিদত্তেন হযো সামস্স পণ্ডবো।
পোরাণং পকতিং হিত্বা তস্সেব অনুবিধীযতীতি॥"

অথ নং রাজা 'ইদানি বযস্স, কিং কত্তব্বন্তি' পুচ্ছি। বোধিসত্তো 'সুন্দরং অস্সবন্ধং লভিত্বা যথাপোরাণো ভবিস্সতীতি' বত্বা দুতিযং গাথমাহ—

"সচেব* তনুজো† পোসো সিখরাকারকপ্পিতো।
আননে তং গহেত্বান মণ্ডলে পরিবত্তযে।
খিপ্পমেব পহত্বান তস্সেব অনুবিধীযতীতি॥"

রাজা তথা কারেসি। অস্সো পকতিভাবে পতিট্ঠাসি। রাজা 'তিরচ্ছানানম্পি নাম আসযং জানিস্সতীতি' তুট্ঠচিত্তো বোধিসত্তস্স মহন্তং যসং অদাসি।

Jat. Vol II, p. 98

---

* সচে+এব। † ত+অনুজো ; তস্স অনুজো অনুরূপজাতোতি অত্থো।

एकपदजातकं

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो उदिच्चब्राह्मणकुले निब्बत्तित्वा वयप्पत्तो तक्कसिलायं तयो वेदे सब्बसिप्पानि च उग्गण्हित्वा कञ्चि कालं घरावासं वसित्वा मातापितुन्नं अच्चयेन इसिपब्बज्जं पब्बजित्वा अभिञ्ञा च समापत्तियो च निब्बत्तेत्वा हिमवन्ते वासं कप्पेसि। तत्थ चिरं वसित्वा लोणम्बिलसेवनत्थाय जनपदं आगन्त्वा वाराणसिं पत्वा राजुय्याने वसित्वा पुनदिवसे सुनिवत्थो सुपारुतो तापसाकप्पसम्पन्नो भिक्खाय नगरं पविसित्वा राजद्वारं पापुणि। राजा सीहपञ्जरेण ओलोकेन्तो तं दिस्वा इरियापथे पसीदित्वा 'अयं तापसो सन्तिन्द्रियो सन्तमानसो युगमत्तदस्सी पदवारे पदवारे सहस्सत्थविकं ठपेन्तो विय सीहविजम्भितेन आगच्छति, सचे सन्तधम्मो नामेको अत्थि इमस्स तेनब्भन्तरेण भवितब्बन्ति' चिन्तेत्वा एकं अमच्चं आलोकेसि। सो 'किं करोमि देवा-ति' आह। 'एतं तापसं आनेहीति।' सो 'साधु देवा-ति' बोधिसत्तं उपसङ्कमित्वा वन्दित्वा हत्थतो भिक्खाभाजनं गहेत्वा 'किं महापुञ्ञा-ति' वुत्ते 'भन्ते, राजा पक्कोसतीति' आह। बोधिसत्तो 'न मयं राजकुलूपगा, हेमवतका नाम-म्हा-ति' आह। अमच्चो गन्त्वा तमत्थं रञ्ञो आरोचेसि। राजा 'अञ्ञो अम्हाकं कुलूपको नत्थि,

आनेहि नन्ति' आह। अमच्चो गन्त्वा बोधिसत्तं वन्दित्वा याचित्वा राजनिवेसनं पवेसेसि। राजा बोधिसत्तं वन्दित्वा समुस्सितसेतच्छत्ते कञ्चनपल्लङ्के निसीदापेत्वा अत्तनो पटियत्तं नानग्गरसभोजनं भोजेत्वा 'भन्ते, कुहिं वसथा-ति' पुच्छि। 'हेमवतका मयं महाराजा-ति।' 'इदानि कहं गच्छथा-ति।' 'वस्सारत्तानुरूपं सेनासनं उपधारेम महाराजा-ति।' 'तेन हि भन्ते, अम्हाकं येव उय्याने वसथा-ति' पटिञ्ञं गहेत्वा, सयम्पि भुञ्जित्वा बोधिसत्तं आदाय उय्यानं गन्त्वा पण्णसालं मापेत्वा, रत्तिट्ठानदिवाठानानि कारेत्वा, पब्बजितपरिक्खारे दत्वा, उय्यानपालं पटिच्छापेत्वा, नगरं पाविसि। ततो पट्ठाय बोधिसत्तो उय्याने वसति। राजापि-स्स दिवसे दिवसे द्वित्तिक्खत्तुं उपट्ठानं गच्छति।

तस्स पन रञ्ञो दुट्ठकुमारो नाम पुत्तो अहोसि चण्डो फरुसो। नेव राजा दमेतुं असक्खि, न सेसञातका। अमच्चापि ब्राह्मणगहपतिकापि एकतो हुत्वा 'सामि, मा एवं करि, एवं कातुं न लब्भा-ति' कुज्झित्वा कथेन्तापि कथं गाहापेतुं न सक्खिंसु। राजा चिन्तेसि 'ठपेत्वा मम अय्यं सीलवन्तं तापसं अञ्ञो इमं कुमारं दमेतुं समत्थो नाम नत्थि, सो येव नं दमेस्सतीति।' सो कुमारं आदाय बोधिसत्तस्स सन्तिकं गन्त्वा 'भन्ते, अयं कुमारो चण्डो फरुसो, मयं इमं दमेतुं न सक्कोम। तुम्हे तं एकेन

उपायेन सिक्खापेथा-ति' कुमारं बोधिसत्तस्स निय्यादेत्वा पक्कमि ।

बोधिसत्तो कुमारं गहेत्वा उय्याने विचरन्तो एकतो एकेन एकतो एकेना-ति द्वीहि येव पत्तेहि एकं निम्बपोतकं दिस्वा कुमारं आह 'कुमार, एतस्स ताव रुक्खस्स पोतकस्स पत्तं खादित्वा रसं जानाहीति ।' सो तस्स एकं पत्तं संखादित्वा रसंञ त्वा थोति सह खेळेन भूमियं निट्ठुभि । 'किं एतं कुमारा-ति' वुत्ते 'भन्ते, इदानेवेस रुक्खो हलाहल-विसूपमो, वड्ढन्तो पन बहू मनुस्से मारेस्सतीति' निम्ब-पोतकं उप्पाटेत्वा हत्थेहि परिमद्दित्वा इमं गाथमाह—

'एकपत्तो अयं रुक्खो न भुम्या चतुरङ्गुलो ।
फलेन विसकप्पेन महायं किं भविस्सतीति ।'

अथ नं बोधिसत्तो एतदवोच—'कुमार त्वं इमं निम्ब-पोतकं "इदानेव एवं तित्तको, महल्लककाले कुतो इमं निस्साय वड्ढीति" उप्पाटेत्वा मद्दित्वा छड्डेसि, यथा त्वं एतस्मिं पटिपज्जि, एवमेव (त्वं) रट्ठवासिनोपि 'अयं कुमारो दहरकाले येव एवं चण्डो फरुसो, महल्लककाले रज्जं पत्वा किं नाम करिस्सति, कुतो अम्हाकं एतं निस्साय वड्ढीति' तव कुलसन्तकं रज्जं अदत्वा निम्बपोतकं विय तं उप्पाटेत्वा रट्ठा पब्बाजनियकम्मं करिस्सन्ति । तस्मा निम्बरुक्ख-परिभागतं हित्वा इतो पट्ठाय खन्तिमेत्तानुद्दयसम्पन्नो

होहीति। सो ततो पट्ठाय निब्बत्तमानो निब्बिसेवनो खन्तिमेत्तानुद्दयसम्पन्नो हुत्वा बोधिसत्तस्स ओवादे ठत्वा पितु अच्चयेन रज्जं पत्वा दानादीनि पुञ्ञकम्मानि कत्वा यथाकम्मं अगमासि।

Jat. Vol. I. p. 505.

इल्लीसजातकं

अतीते बाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बाराणसियं इल्लीसो नाम सेट्ठि अहोसि असीतिकोटिविभवो पुरिस-दोससमन्नागतो खञ्जो कुणी विसम-अक्खिमण्डलो अस्सद्धो अप्पसन्नो मच्छरी, नेव अञ्ञेसं देति न सयं परिभुञ्जति, रक्खसपरिग्गहीतपोक्खरणी विय-स्स गेहं अहोसि। मातापितरो पन-स्स याव सत्तमा कुलपरिवत्ता दायका दानपतिनो। सो सेट्ठिट्ठानं लभित्वा येव कुलवंसं नासेत्वा दानसालं झापेत्वा, याचके पोथेत्वा निक्कड्ढित्वा धनमेव सण्ठपेति। सो एकदिवसं राजुपट्ठानं कत्वा अत्तनो घरं आगच्छन्तो एकं मग्गकिलन्तं जनपदमनुस्सं एकं सुरावारकं आदाय पीठके निसीदित्वा अम्बिलसुराय कोसकं पूरेत्वा पूतिमच्छकेन उत्तरिभङ्गेन पिवन्तं दिस्वा सुरं पातुकामो हुत्वा चिन्तेसि—'सचाहं सुरं पिविस्सामि, मयि पिवन्ते बहू पिवितुकामा भविस्सन्ति, एवं मे धनपरिक्खयो

ভবিস্সতীতি।' সো তণ্হং অধিবাসেন্তো বিচরিত্বা গচ্ছন্তে কালে অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো বিহতকপ্পাসো বিয পণ্ডুসরীরো অহোসি, ধমনিসন্থতগত্তো জাতো। অথেক-দিবসং গব্ভং পবিসিত্বা মঞ্চকং উপগূহিত্বা নিপজ্জি। তমেনং ভরিযা উপসংকমিত্বা পিট্ঠিং পরিমজ্জিত্বা 'কিং তে সামি, অফাসুকন্তি' পুচ্ছি। সব্বং হেট্ঠাকথিতনিযমেনেব বেদি-তব্বং।* 'তেন হি এককস্সেব তে পহোনকং সুরং করোমীতি' পুন বুত্তে 'গেহে সুরায করিযমানায বহূ পচ্চাসিংসন্তি,

---

* 'ন মে কিঞ্চি অফাসুকং অত্থীতি।' 'কিন্নু খো তে রাজা কুপিতো-তি?' 'রাজাপি মে ন কুপ্পতি।' 'অথ কিন্তে পুত্তধীতাহি বা দাসকম্ম-করাদীহি বা কিঞ্চি অমনাপং কতং অত্থীতি?' 'এবরূপম্পি নত্থি।' 'কিস্মিঞ্চি পন তে তণ্হা অত্থীতি?' এবং বুত্তেপি ধনচ্ছানিভযেন কিঞ্চি অবত্বা নিস্সদ্দো-ব নিপজ্জি। অথ নং ভরিযা 'কথেহি সামি, কিস্মিন্তে তণ্হা-তি' আহ। সো বচনং পরিগিলন্তো বিয 'অত্থি মে একা তণ্হা-তি' আহ। 'কিন্তণ্হা সামীতি।' '(সুরং পাতু-) কামো-স্মি।' 'অথ কিমত্থং ন কথেসি? কিং ত্বং দলিদ্দো? ইদানি সকল-সক্খরনিগমবাসীনং (পহোনকং সুরং করিস্সামীতি)।' 'কিং তেহি, অত্তনো কম্মং কত্বা (পিবিস্সন্তীতি)।' 'তেন হি একরচ্ছবাসীনং (পহোনকং করোমীতি)।' 'জানাম-হং তব মহাধনভাবন্তি।' 'ইমস্মিং গেহমত্তে সব্বেসং পহোনকং কত্বা (করোমীতি)।' 'জানাম-হং তব মহজ্ঝাসযভাবন্তি।' 'তেন হি তে পুত্তদারমত্তস্সেব পহোনকং কত্বা (করোমীতি)।' 'কিন্তে এতেহীতি?'

अन्तरापणतो आहरापेत्वापि न सक्का इध निसिन्नेन पातुन्ति' मासकमत्तं दत्वा अन्तरापणतो सुरावारकं आहरापेत्वा चेटकेन गाहापेत्वा नगरा निक्खम्म नदीतीरं गन्त्वा महामग्गसमीपे एकं गुम्बं पविसित्वा सुरावारकं ठपापेत्वा 'गच्छ त्वन्ति' चेटकं दूरे निसीदापेत्वा कोसकं पूरेत्वा सुरं पातुं आरभि।

पिता पन-स्स दानादीनं पुञ्ञानं कतत्ता देवलोके सक्को हुत्वा निब्बत्तो। सो तस्मिं खणे 'पवत्तति नु खो मे दानं उदाहु नो-ति' आवज्जेन्तो तस्स अप्पवत्तिं, पुत्तस्स च कुलवंसं नासेत्वा दानसालं झापेत्वा याचके निक्कड्ढित्वा मच्छरियभावेन पतिट्ठाय अञ्ञेसं दातब्बं भविस्सतीति भयेन गुम्बं पविसित्वा एकाकस्सेव सुरं पिवन्तभावञ्च दिस्वा 'गच्छामि, तं संखोभेत्वा दमेत्वा कम्मफलसम्बन्धं जानापेत्वा दानं दापेत्वा देवलोके निब्बत्तनारहं करोमीति' मनुस्सपथं ओतरित्वा इल्लीससेट्ठिना निब्बिसेसं खञ्जकुणिं विसमचक्खुलं अत्तभावं निम्मिनित्वा राजगहनगरं पविसित्वा रञ्ञो निवेसनद्वारे ठत्वा अत्तनो आगतभावं आरोचापेत्वा 'पविसतू-ति' वुत्ते पविसित्वा राजानं वन्दित्वा अट्ठासि। राजा 'किं महासेट्ठि, अवेलाय आगतोसीति' आह। 'आगतोम्हि देव, घरे मे असीतिकोटिमत्तं धनं अत्थि, तं देवो आहरापेत्वा अत्तनो भण्डागारे पूरापेतू-ति।' 'अलं

महासेट्ठि, तव धनतो ; अम्हाकं गेहे बहुतरं धनन्ति।' 'सचे देव, तुम्हाकं कम्मं नत्थि, यथारुचिया नं गहेत्वा दानं दम्मीति।' 'देहि सेट्ठीति।' सो 'साधु देवा-ति' राजानं वन्दित्वा निक्खमित्वा इल्लीससेट्ठिनो गेहं अगमासि। सब्बे उपट्ठाकमनुस्सा परिवारेसुं, एकोपि 'नायं इल्लीसोति' जानितुं समत्थो नत्थि। सो गेहं पविसित्वा अन्ते उम्मारे ठत्वा दोवारिकं पक्कोसापेत्वा 'यो अञ्ञो मया समानरूपो आगन्त्वा "ममेतं गेहन्ति" पविसितुं आगच्छति, तं पिट्ठियं पहरित्वा नीहरेय्याथा-ति' वत्वा पासादं आरुय्ह महारहे आसने निसीदित्वा सेट्ठिभरियं पक्कोसापेत्वा सिताकारं दस्सेत्वा 'भद्दे, दानं देमा-ति' आह। तस्स तं वचनं सुत्वा-व सेट्ठिभरिया च पुत्तधीतरो च दासकम्मकरा च 'एत्तकं कालं "दानं देमा-ति" चित्तमेव नत्थि, अज्ज पन सुरं पिवित्वा मुदुचित्तो हुत्वा दातुकामो जातो भविस्सतीति' वदिंसु। अथ नं सेट्ठिभरिया 'यथारुचिया देथ सामीति' आह। 'तेन हि भेरिवादकं पक्कोसापेत्वा "सुवण्णरजतमणिमुत्तादीहि अत्थिका इल्लीससेट्ठिस्स घरं गच्छन्तू-ति" सकलनगरे भेरिं चरापेहीति।' सा तथा कारेसि। महाजनो पच्छिपसिब्बका-दीनि गहेत्वा गेहद्वारे सन्निपति। सक्को सत्तरतनपूरे गब्भे विवरापेत्वा 'तुम्हाकं दम्मि, यावदत्थं गहेत्वा गच्छथा-ति' आह। महाजनो धनं नीहरित्वा महातले रासिं कत्वा

आभतभाजनानि पूरेत्वा गच्छति। अञ्ञतरो जनपदमनुस्सो इल्लीससेट्ठिनो गोणे तस्सेव रथे योजेत्वा सत्तहि रतनेहि पूरेत्वा नगरा निक्खम्म महामग्गं पटिपज्जित्वा तस्स गुम्बस्स अविदूरेन रथं पेसेन्तो 'वस्ससतं जीव सामि इल्लीससेट्ठि, तं निस्साय दानि मे यावजीवं कम्मं अकत्वा जीवितब्बं जातं। तवेव रथो, तवेव गोणा, तवेव गेहे सत्तरतनानि, नेव मातरा दिन्ना न पितरा, तं निस्साय लद्धानि सामीति' सेट्ठिनो गुणकथं कथेन्तो गच्छति। सो तं सद्दं सुत्वा भीततसितो चिन्तेसि 'अयं मम नामं गहेत्वा इदञ्च इदञ्च वदति। कच्चि नु खो रञ्ञा मम धनं लोकस्स दिन्नन्ति' गुम्बा निक्खमित्वा गोणे च रथं च सञ्जानित्वा 'अरे चेटक, मय्हं गोणा, मय्हं रथोति' वत्वा गन्त्वा गोणे नासारज्जुयं गण्हि। गहपतिको रथा ओरुय्ह 'अरे दुट्ठचेटक, इल्लीसमहासेट्ठि सकलनगरस्स दानं देति, त्वं किं अहोसिति' पक्खन्दित्वा असनिं पातेन्तो विय खन्धे पहरित्वा रथं आदाय अगमासि। सो पन कम्पमानो उट्ठाय पंसुं पुञ्छित्वा वेगेन गन्त्वा रथं गण्हि। गहपतिको ओतरित्वा केसेसु गहेत्वा नामेत्वा कप्परप्पहारेहि कोट्टेत्वा गले गहेत्वा आगतमग्गाभिमुखं खिपित्वा पक्कमि। एत्तावतास्स सुरामदो छिज्जि। सो कम्पमानो वेगेन निवेसनद्वारं गन्त्वा धनं आदाय गच्छन्ते 'अम्भो, किं नामेतं, किं राजा मम धनं विलुम्पापेतीति'

तं तं गन्त्वा गण्हाति, गहितगहिता पहरित्वा पादमूले येव पातेन्ति। सो वेदनामत्तो गेहं पविसितुं आरभि, द्वारपाला 'अरे धुत्तगहपति, कहं पविससीति' वंसपेसिकाहि पोथेत्वा गीवाय गहेत्वा नीहरिंसु। सो 'ठपेत्वा इदानि राजानं नत्थि मे अञ्ञो कोचि पटिसरणन्ति' रञ्ञो सन्तिकं गन्त्वा 'देव, मम गेहं तुम्हे विलुम्पापेथा-ति।' 'नाहं सेट्ठि, विलुम्पापेमि। ननु त्वमेव आगन्त्वा "सचे तुम्हे न गण्हथ, अहं मम धनं दानं दस्सामीति," नगरे भेरिं चरापेत्वा दानं अदासीति।' 'नाहं देव, तुम्हाकं सन्तिकं आगच्छामि। किं तुम्हे मय्हं मच्छरियभावं न जानाथ? अहं तिणग्गेन तेलबिन्दुम्पि न कस्सचि देमि। यो दानं देति तं पक्कोसापेत्वा वीमंसथ देवा-ति।'

राजा सक्कं पक्कोसापेसि। द्विन्नं जनानं विसेसं नेव राजा जानाति न अमच्चा। मच्छरियसेट्ठि 'किं देव, अयं सेट्ठि? अहं सेट्ठीति' आह। 'मयं न सञ्जानाम, अत्थि ते सं जाननको-ति?' 'भरिया मे देवा-ति'। भरियं पक्कोसापेत्वा 'कतरो ते सामियोति' पुच्छिंसु। सा 'अयन्ति' सक्कस्सेव सन्तिके अट्ठासि। पुत्तधीतरो दासकम्मकरे पक्कोसापेत्वा पुच्छिंसु, सब्बे सक्कस्सेव सन्तिके तिट्ठन्ति। पुन सेट्ठि चिन्तेसि 'मय्हं सीसे पिळका अत्थि केसेहि पटिच्छन्ना, तं खो पन कप्पको एव जानाति, तं पक्कोसापे-

स्सामीति।' सो 'कप्पको मं देव, सञ्जानातीति तं पक्कोसापे-हीति' आह। तस्मिं पन काले बोधिसत्तो तस्स कप्पको होति। राजा नं पक्कोसापेत्वा 'इल्लीससेट्ठिं जानासीति' पुच्छि। 'सीसं ओलोकेत्वा सञ्जानिस्सामि देवा ति।' 'तेन हि द्विन्नम्पि सीसं ओलोकेहीति।' तस्मिं खणे सक्को सीसे पिळकं मापेसि। बोधिसत्तो द्विन्नम्पि सीसं ओलोकेन्तो पिळकं दिस्वा 'महाराज, द्विन्नम्पि सीसे पिळका अत्थेव, नाहं एतेसु एकस्स सामि-इल्लीस-भावं सञ्जानितुं सक्कोमीति' वत्वा इमं गाथमाह—

'उभो खञ्जा उभो कुणी उभो विसमचक्खुला।
उभिन्नं पिळका जाता, नाहं पस्सामि इल्लीसन्ति।'

बोधिसत्तस्स वचनं सुत्वा सेट्ठि कम्पमानो धनसोकेन सतिं पच्चुपट्ठापेतुं असक्कोन्तो तत्थेव पपति। तस्मिं खणे सक्को 'नाहं महाराज इल्लीसो, सक्कोहं अस्मीति' महन्तिया लीळहाय आकासे अट्ठासि। इल्लीसस्स मुखं पुञ्छित्वा उदकेन सिञ्चिंसु। सो उट्ठाय सक्कं देवराजानं वन्दित्वा अट्ठासि। अथ नं सक्को आह—'इल्लीस, इदं धनं मम सन्तकं, न तव। अहम्पि ते पिता, त्वं मम पुत्तो। अहं दानादीनि पुञ्ञानि कत्वा सक्कत्तं पत्तो, त्वं पन मे वंसं उपच्छिन्दित्वा अदानसीलो हुत्वा मच्छरिये पतिट्ठाय दानसालं झापेत्वा याचके निक्कड्ढित्वा धनमेव

सण्ठपेसि ; तं नेव त्वं परिभुञ्जसि न अञ्ञो, रक्खस-परिग्गहीतं विय तिट्ठति। सचे मे दानसाला पाकटिकं कत्वा दानं दस्ससि, इच्चेतं कुसलं ; नो चे दस्ससि तब्बं (सब्बं ?) ते धनं अन्तरधापेत्वा इमिना इन्दवजिरेन सीसं छिन्दित्वा जीवितक्खयं पापेस्सामीति।' इल्लीससेट्ठि मरणभयेन सन्तज्जितो 'इतो पट्ठाय दानं दस्सामीति' पटिञ्ञं अदासि। सक्को तस्स पटिञ्ञं गहेत्वा आकासे निसिन्नकोव धम्मं देसेत्वा तं सीलेसु पतिट्ठापेत्वा सकट्ठानमेव अगमासि। इल्लीसोपि दानादीनि पुञ्ञानि कत्वा सग्गपरायनो अहोसि।

Jat. Vol. I. p. 349.

दसरथजातकं

अतीते 'वाराणसियं दसरथ-महाराजा नाम अगति-गमनं पहाय धम्मेन रज्जं कारेसि। तस्स सोळसन्नं इत्थिसहस्सानं जेट्ठिका अग्गमहेसी द्वे पुत्ते एकं च धीतरं विजायि। जेट्ठपुत्तो रामपण्डितो नाम अहोसि, दुतियो लक्खणकुमारो नाम, धीता सीतादेवी नाम। अपरभागे अग्गमहेसी कालं अकासि। राजा तस्सा कालकताय चिरं सोकवसं गत्वा अमच्चेहि सञ्ञापितो तस्सा कत्तब्बपरिहारं कत्वा अञ्ञं अग्गमहेसिट्ठाने ठपेसि। सा

রঞ্ঞো পিয়া অহোসি মনাপা। সাপি অপরভাগে গব্ভং গণ্হিত্বা লদ্ধগব্ভপরিহারা পুত্তং বিজায়ি; ভরতকুমারো-তি-স্স নামং করিংসু। রাজা পুত্তসিনেহেন 'ভদ্দে, বরং তে দম্মি, গণ্হাহী-তি' আহ। সা গহিতকং কত্বা ঠপেত্বা কুমারস্স সত্তবস্সকালে রাজানং উপসংকমিত্বা 'দেব, তুম্হেহি ময্হং পুত্তস্স বরো দিন্নো, ইদানি-স্স নং দেথা-তি' আহ। 'গণ্হ ভদ্দে তি।' 'দেব, পুত্তস্স মে রজ্জং দেথা-তি।' রাজা অচ্ছরং পহরিত্বা 'নস্স বসলি! ময্হং দ্বে পুত্তা অগ্গিক্খন্ধা বিয় জলন্তি, তে মারাপেত্বা তব পুত্তস্স রজ্জং যাচসী-তি' তজ্জেসি। সা ভীতা সিরিগব্ভং পবিসিত্বা অঞ্ঞেসু দিবসেসু রাজানং পুনপ্পুন রজ্জমেব যাচি। রাজা তস্সা তং বরং অদত্বা-ব চিন্তেসি—'মাতুগামো নাম অকতঞ্ঞূ মিত্তদুব্ভী; অয়ং মে কূটপণ্ণং বা কূটলঞ্চং বা কত্বা পুত্তে ঘাতাপেয্যা-তি' সো পুত্তে পক্কোসাপেত্বা তং অত্থং আরোচেত্বা 'তাত, তুম্হাকং ইধ বসন্তানং অন্তরায়োপি ভবেয্য; তুম্হে সামন্তরজ্জং বা অরঞ্ঞং বা গন্ত্বা মম ধূমকালে আগন্ত্বা কুলসন্তকং রজ্জং গণ্হেয্যাথা-তি' বত্বা পুন নেমিত্তিকে পক্কোসাপেত্বা অত্তনো আয়ুপরিচ্ছেদং পুচ্ছিত্বা 'অঞ্ঞানি দ্বাদস বস্সানি পবত্তিস্সতী-তি' সুত্বা 'তাত, ইতো দ্বাদসবস্সচ্চয়েন আগন্ত্বা ছত্তং উস্সাপেয্যাথা-তি' আহ। তে 'সাধূ-তি' বত্বা পিতরং

वन्दित्वा रोदन्ता पासादा ओतरिंसु। सीतादेवी 'अहम्पि भातिकेहि सद्धिं गमिस्सामीति' पितरं वन्दित्वा रोदन्ती निक्खमि। ते तयोपि महाजनपरिवारा निक्खमित्वा महाजनं निवत्तेत्वा अनुपुब्बेन हिमवन्तं पविसित्वा सम्पन्नोदके सुलभफलाफले पदेसे अस्समं मापेत्वा फलाफलेन यापेन्ता वसिंसु। लक्खणपण्डितो पन सीता च रामपण्डितं याचित्वा 'तुम्हे अम्हाकं पितुट्ठाने ठिता, तस्मा अस्समे येव होथ, मयं फलाफलं आहरित्वा तुम्हे पोसेस्सामा-ति' पटिञ्ञं गण्हिंसु। ततो पट्ठाय रामपण्डितो तत्थेव होति, इतरे फलाफलं आहरित्वा तं पटिजग्गिंसु। एवं तेसं फलाफलेन यापेत्वा वसन्तानं दसरथमहाराजा पुत्तसोकेन नवमे संवच्छरे कालं अकासि। तस्स सरीरकिच्चं कारेत्वा देवी अत्तनो पुत्तस्स भरतकुमारस्स 'छत्तं उस्सापेथा-ति' आह। अमच्चा पन 'छत्तसामिका अरञ्ञे वसन्तीति' न अदंसु। भरतकुमारो 'मम भातरं रामपण्डितं अरञ्ञा आनेत्वा छत्तं उस्सापेस्सामीति' पञ्चराजककुध-भण्डानि गहेत्वा चतुरङ्गिनिया सेनाय तस्स वसनट्ठानं पत्वा अविदूरे खन्धावारं निवासेत्वा कतिपयेहि अमच्चेहि सद्धिं लक्खणपण्डितस्स च सीताय च अरञ्ञं गतकाले अस्समपदं पविसित्वा अस्समपदद्वारे सुट्ठुठपितकञ्चन-रूपकं विय रामपण्डितं निरासङ्कं सुखनिसिन्नं उप-

सङ्कमित्वा वन्दित्वा एकमन्तं ठितो, रञ्ञो पवत्तिं आरोचेत्वा, सद्धिं अमच्चेहि पादेसु पतित्वा रोदि। रामपण्डितो नेव सोचि न रोदि, इन्द्रियविकारमत्तम्पि-स्स नाहोसि। भरतस्स पन रोदित्वा निसिन्नकाले, सायण्हसमये इतरे द्वे फलाफले आदाय आगमिंसु। रामपण्डितो चिन्तेसि —'इमे दहरा, मय्हं विय परिगण्हनपञ्ञा एतेसं नत्थि, सहसा "पिता वो मतो-ति" वुत्ते सोकं धारेतुं असक्कोन्तानं हदयम्पि तेसं फलेय्य। उपायेन ते उदकं ओतारेत्वा एतं पवत्तिं सावेस्सामीति।' अथ नेसं पुरतो एकं उदकट्ठानं दस्सेत्वा 'तुम्हे अतिचिरेन आगता, इदं वो दण्डकम्मं होतु—इमं उदकं ओतरित्वा तिट्ठथा-ति' उपड्ढगाथं ताव आह—

'एथ लक्खण सीता च उभो ओतरथोदकन्ति।'

ते एकवचनेन ओतरित्वा अट्ठंसु। अथ नेसं तं पवत्तिं आरोचेन्तो सेसं उपड्ढगाथमाह—

'एवायं भरतो आह राजा दसरथो मतोति।'

ते पितु मतसासनं सुत्वा-व विसञ्ञा अहेसुं। पुन-पि नेसं कथेसि, पुन विसिञ्ञा (विसञ्ञा ?) अहेसुन्ति। एवं यावततियं विसञ्ञितं पत्ते, ते अमच्चा उक्खिपित्वा उदका नीहरित्वा थले निसीदापेत्वा लद्धस्सासेसु तेसु सब्बे अञ्ञमञ्ञं रोदित्वा परिदेवित्वा निसीदिंसु। तदा भरतकुमारो

चिन्तेसि—'मय्हं भाता लक्खणकुमारो भगिनी च सीतादेवी पितु मतसासनं सुत्वा-व सोकं सन्धारेतुं न सक्कोन्ति, रामपण्डितो पन न सोचति न परिदेवति, किन्नु खो तस्स असोचनकारणं, पुच्छिस्सामि नन्ति' सो तं पुच्छन्तो दुतियगाथमाह—

'केन राम प्पभावेन सोचितब्बं न सोचसि ।
पितरं कालकतं सुत्वा न तं पसहते दुखन्ति ॥'

अथ-स्स रामपण्डितो अत्तनो असोचनकारणं कथेन्तो

'यं न सक्का पालेतुं पोसेन लपतं बहुं ।
स किस्स विञ्ञू मेधावी अत्तानमुपतापये ॥

दहरा च हि वुद्धा च ये बाला ये च पण्डिता ।
अड्ढा चेव दलिद्दा च सब्बे मच्चुपरायणा ॥

फलानमिव पक्कानं निच्चं पपतनो भयं ।
एवं जातानं मच्चानं निच्चं मरणतो भयं ॥

सायमेके न दिस्सन्ति पातो दिट्ठा बहुज्जना ।
पातो एके न दिस्सन्ति सायं दिट्ठा बहुज्जना ॥

परिदेवयमानो चे किञ्चिदत्थमुदब्बहे ।
सम्मूळ्हो हिंसमत्तानं कयिरा चेनं विचक्खणो ॥

किसो विवण्णो भवति हिंसमत्तानमत्तनो ।
न तेन पेता पालेन्ति, निरत्था परिदेवना ॥

यथा सरणमादित्तं वारिना परिनिब्बये ।
एवम्पि धीरो सुतवा मेधावी पण्डितो नरो ॥
खिप्पमुप्पतितं सोकं वातो तूलं-व धंसये ॥
एकोव मच्चो अच्चेति एकोव जायते कुले ।
सञ्ञोगपरमा त्वेव सम्भोगा सब्बपाणिनं ॥
तस्मा हि धीरस्स बहुस्सुतस्स सम्पस्सतो लोकमिमं परञ्च ।
अञ्ञाय धम्मं हदयं मनञ्च सोका महन्तापि न तापयन्ति ॥
सोहं दस्सञ्च भोक्खञ्च भरिस्सामि च ञातके ।
सेसं सम्पालयिस्सामि किच्चमेवं विजानतोति ॥'
इमाहि गाथाहि अनिच्चतं पकासेसि ।

परिसा इमं रामपण्डितस्स अनिच्चतापकासनिं धम्म-देसनं सुत्वा निस्सोका अहोसि। ततो भरतकुमारो रामपण्डितं वन्दित्वा 'वाराणसिरज्जं पटिच्छथा-ति' आह । 'तात, लक्खणञ्च सीतादेविञ्च गहेत्वा रज्जं अनुसासथा-ति ।' "तुम्हे पन देवा-ति ?' 'तात, मम पिता "द्वादसवस्सच्चयेना-गन्त्वा रज्जं करेय्यासीति" मं अवोच, अहं इदानेव गच्छन्तो तस्स वचनकरो नाम न होमि, अञ्ञानि पन तीणि वस्सानि अतिक्कमित्वा आगमिस्सामीति ।' 'एत्तकं कालं को रज्जं कारेस्सतीति ?' 'तुम्हे करोथा-ति ।' 'न मयं कारेस्सामा-ति ।' 'तेन हि याव मम आगमना इमा पादुका कारेस्सन्तीति' अत्तनो तिणपादुका ओमुञ्चित्वा अदासि । ते तयोपि

जना पादुका गहेत्वा पण्डितं वन्दित्वा महाजनपरिवुता बाराणसिं अगमंसु। तीणि संवच्छरानि पादुका रज्जं कारेसुं। अमच्चा तिणपादुका राजपल्लङ्के ठपेत्वा अट्टं विनिच्छिनन्ति; स चे दुब्बिनिच्छितो होति, पादुका अञ्ञमञ्ञं पटिहञ्ञन्ति, ताय सञ्ञाय पुन विनिच्छिनन्ति। सम्माविनिच्छितकाले पादुका निस्सद्दा सन्निसीदन्ति। पण्डितो तिण्णं संवच्छरानं अच्चयेन अरञ्ञा निक्खमित्वा बाराणसिनगरं पत्वा उय्यानं पविसि। तस्सागतभावं ञत्वा कुमारा अमच्चपरिवुता उय्यानं गन्त्वा सीतं अग्गमहेसिं कत्वा उभिन्नम्पि अभिसेकं करिंसु। एवं अभिसेकप्पत्तो महासत्तो अलङ्कतरथे ठत्वा महन्तेन परिवारेन नगरं पविसित्वा पदक्खिणं कत्वा सुचन्दकपासादवरस्स महातलं अभिरुय्ह ततो पट्ठाय सोळसवस्ससहस्सानि धम्मेन रज्जं कारेत्वा सग्गपदं पूरेसि।

दसवस्ससहस्सानि सट्ठि वस्ससतानि च।
कम्बुगीवो महाबाहु रामो रज्जमकारयीति॥

Jat. Vol. IV. p. 124.

आळवकसुत्तं

एवं मे सुतं, एकं समयं भगवा आळवियं विहरति आळवकस्स यक्खस्स भवने। अथ खो आळवको यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्तमेतदवोच

'निक्खम समणा-ति।' 'साधावुसो-ति' भगवा निक्खमि। 'पविस समणा-ति।' 'साधावुसो-ति' भगवा पाविसि। दुतियम्पि खो आळवको यक्खो भगवन्तं एतदवोच 'निक्खम समणा-ति।' 'साधावुसो-ति' भगवा निक्खमि। 'पविस समणा-ति।' 'साधावुसो-ति' भगवा पाविसि। ततियम्पि खो आळवको यक्खो भगवन्तं एतदवोच 'निक्खम समणा-ति।' 'साधावुसो-ति' भगवा निक्खमि। 'पविस समणा-ति।' 'साधावुसो-ति' भगवा पाविसि। चतुत्थम्पि खो आळवको यक्खो भगवन्तं एतदवोच 'निक्खम समणा-ति।' न खो पनाहं आवुसो निक्खमिस्सामि, यन्ते करणीयं तं करोहीति।' 'पञ्हं तं समण, पुच्छिस्सामि। सचे मे न ब्याकरिस्ससि, चित्तं वा ते खिपिस्सामि, हदयं वा ते फालेस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा पारं गङ्गाय खिपिस्सामीति।' 'न ख्वाहं तं आवुसो पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मके, सस्समण-ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय, यो मे चित्तं वा खिपेय्य, हदयं वा फालेय्य, पादेसु वा गहेत्वा पारं गङ्गाय खिपेय्य। अपिच त्वं आवुसो पुच्छ यदाकङ्खसीति।'

'किं सूध वित्तं पुरिसस्स सेट्ठं, किं सु सुचिण्णो सुखमावहति।
किं सु हवे साधुतरं रसानं, कथंजीविं जीवितं आहु सेट्ठ-न्ति॥'

'सद्धीध वित्तं पुरिसस्स सेट्ठं, धम्मो सुचिण्णो सुखमावहति।
सच्चं हवे साधुतरं रसानं, पञ्ञाजीविं जीवितं आहु सेट्ठ-न्ति॥'

'कथं सु तरति ओघं, कथं तरति अण्णवं ।
'कथं सु दुक्खं अच्चेति, कथं सु परिसुज्झतीति ॥'

'सद्धाय तरति ओघं, अप्पमादेन अण्णवं ।
विरियेन दुक्खं अच्चेति, पञ्ञाय परिसुज्झतीति ॥'

'कथं सु लभते पञ्ञं, कथं सु विन्दते धनं ।
कथं सु कित्तिं पप्पोति, कथं मित्तानि गन्थति ।
अस्मा लोका परं लोकं कथं पेच्च न सोचति ॥'

'सद्दहानो अरहतं धम्मं निब्बानपत्तिया ।
सुस्सूसं लभते पञ्ञं अप्पमत्तो विचक्खणो ।
पटिरूपकारी धुरवा उट्ठाता विन्दते धनं ।
सच्चेन कित्तिं पप्पोति ददं मित्तानि गन्थति ॥
अस्मा लोका परं लोकं एवं पेच्च न सोचति ।
यस्सेते चतुरो धम्मा सद्धस्स घरमेसिनो ॥
सच्चं धम्मो धिति चागो स वे पेच्च न सोचति ॥
इङ्घ अञ्ञे पि पुच्छस्सु पुथू समणब्राह्मणे ।
यदि सच्चा दमा चागा खन्त्या भिय्यो-ध विज्जति ।
'कथं नु दानि पुच्छेय्यं पुथुं समणब्राह्मणे ।
सोहं अज्ज पजानामि यो अत्थो सम्परायिको ॥
अत्थाय वत मे बुद्धो वासायाळविमागतो ।
योहं अज्ज विजानामि यत्थ दिन्नं महप्फलं ॥

सो अहं विचरिस्सामि गामा गामं पुरा पुरं ।
नमस्समानो सम्बुद्धं धम्मस्स च सुधम्मत-न्ति ॥'

H. P. pp. 118-121.

শব্দকোষ

अ

अकालिको, आकालिकः, अविलम्बितः ।

अकासि, (√ कृ + लुङ्, प्रथ. एक.), अकार्षीत् ।

अगतिगमनं, कुपथगमनं ।

अगमासि, (√गम् + लुङ्, प्रथ. एक.), अगमत् ।

अग्गमहेसी, अग्रमहिषी ।

अग्गिक्खन्धो, अग्निस्कन्धः, अग्निराशिः ।

अचिरवतिया, अचिरवत्याः, तन्नामप्रसिद्धाया नद्याः ।

अच्चयेन, अत्ययेन ।

अच्चेति, अत्येति ।

अज्ज, अद्य ।

अञ्जलिकरणियो, अञ्जलिकरणस्थानं, तद्योग्यः ।

अञ्जसस्स, अञ्जसस्य, मार्गस्य; सिवमञ्जसस्स, मङ्गलपथस्य ।

अञ्ञतरो, अन्यतरः ।

अञ्ञत्र, अन्यत्र ।

अञ्ञमञ्ञं, अन्योन्यं ।

अञ्ञाय, आज्ञाय ।

अञ्ञो, अन्यः ।

अट्ठं, अर्थं ।

अट्ठंसु (√स्था + लुङ्, प्रथ. बहु) अतिष्ठन् ।

अट्ठङ्गिको, आष्टाङ्गिकः, अष्टाङ्गयुक्तः ।

अट्ठासि (√स्था + लुङ्, प्रथ. एक.) अतिष्ठत् ।

अड्ढा, आढ्याः, समृद्धाः ।

अण्णवो, अर्णवः, समुद्रः ।

अतिहरापेत्वा (अति + हृ + णिच् + क्त्वा), प्रापय्य ।

अत्तगुत्ति, आत्मगुप्तिः, आत्मरक्षणं ।

अत्तभावपटियापन्ना, आत्मभावपर्यापन्नाः, स्वरूपप्राप्ताः, उत्पन्नाः ।

अत्ता, आत्मा ।

अदड्ढि, (√दह् + लुङ्, प्रथ. एक.) अदहत्।

अधिवत्था (अधि + √वस् + क्त + आ) अध्युषिता, अधिवासिनी।

अधिवासेत्वा, (अधि + √वस् + णिच् + त्वा), स्वीकृत्य।

अनवज्जो, अनवद्यः।

अनायतने, अगृहे।

अनालयो, अनालयः, अलीनता, अनासक्तिः।

अनासवो, अनास्रवः, कामहीनः।

अनीघो, अव्यसनः, अदुःखः।

अनुजो, अनुजः, अनुरूपजातः।

अनुविधीयति (अनुवि + √धा + य + लट्, प्रथ. एक.) अनुशिक्षते।

अनुद्दया, अनुदया, अनुकम्पा।

अन्तरधापेत्वा, (अन्तर् + √धा + णिच् + त्वा), अन्तर्धाप्य, अन्तर्हितं कारयित्वा।

अन्तरधायति, (अन्तर् + √धा + य + लट्, प्रथ. एक. अन्तर्धत्ते।

अन्तरधायि, (पूर्वोक्तस्यैव लुङ्, प्रथ. एक.) अन्तर्धानमकरोत्।

अन्तरापणतो, अन्तरापणतः, नगरान्तःस्थिताद् आपणात्।

अन्तेपुरं, अन्तःपुरं।

अपायट्ठा, अपायस्थाः, अपायो विघ्नः प्रेतलोकादिनरकविशेषो वा, तत्स्थिताः।

अपरज्झामि, अपराध्यामि।

अप्पमादो, अप्रमादः।

अब्भन्तरेन, अभ्यन्तरेण, अन्तरङ्गेण।

अभिज्झा, अभिध्या, अभिध्यानं, रागः।

अभिञ्ञाय, अभिज्ञाय।

अभिनिक्खमनं, अभिनिष्क्रमणं।

अभिरुय्ह, अभिरुह्य।

अभिरुहि (अभि+√रुह् +लुङ्, प्रथ· एक·), अधिरूढः।

अभिवादेत्वा, अभिवाद्य।

अमनापं, अहृदयङ्गमं।

अय्यं, आर्यं।

अय्यानं, आर्याणां।

अय्ये, आर्ये।

अरञ्ञस्स, अरण्यस्य।

अरहन्तं, अर्हन्तं।

अरहा, अर्हन्।

अरियपथः आर्यपथः।

अरिया, आर्या।

अविप्पटिसारो, अविप्रतिसारः, अमनस्तापः।

अव्यापज्झा, निर्बाधः, बाधारहितः।

असक्कि, (√शक + लुङ् प्रथ· एक·) अशकत्, शशाक।

असक्कोन्तो, अशक्नुवन्।

अहेसुं, (√भू+लुङ्, प्रथ· बहु·) बभूवुः।

अहोसि, (√भू+लुङ्, प्रथ· एक·) अभूत्, बभूव।

आ

आकप्पो, आकल्पः, वेशः।

तापसाकप्पो, तापसवेशः।

आगमा, (आ + √गम्+ लङ्, प्रथ· एक·) आगच्छत्।

आचरियो, आचार्यः।

आचिक्खति, (आ+चक्ष् +लट्, प्रथ. एक.) आचष्टे, कथयति।

आचिक्खिस्सं (तस्यैव लृट्, उ· एक·) कथयिष्यामि।

आजीवो, आजीवः, जीवनं, जीविका। सम्माजीवो, सम्यगाजीवः।

आदिच्चं, आदित्यं, सूर्यं।

आभतं, आहृतं, आहृतं।

आमन्तयामि, आमन्त्रये।

आयस्मतो, आयुष्मतः।

आयस्मा, आयुष्मान्, प्रियपूज्यः।

आरभि, (आ+√रभ्, लुङ्, प्रथ· एक·), आरभत।

आरोचयति (आ+√रुच् +णिच्+लट्, प्रथ· एक·) प्रकाशयति, कथयति।

आरोचेत्वा, (तस्यैव णिच् +त्वा) प्रकाश्य, कथयित्वा।

आरोचेसि, (तस्यैव लुङ्, प्रथ. एक·) अकथयत्।

आरोचेसुं, (तस्यैव लुङ्, बहु·), अकथयन्।

आलोकेसि (आ+√लोकि +लुङ् प्रथ· एक·) आलोकयामास, ददर्श।

आळविं, आळवीं, आळवकस्य यक्षस्य भवनं नगरं वा।

आवज्जेन्तो (आ+√वृज् +णिच्+शतृ), आवर्जयन्, आनमयन् ध्यायन्।

आवुसो, अव्ययं, सम्बोधनपदं भद्र! भ्रातः! सोम्य! वत्स! इत्याद्यर्थकं।

आहंसु (√ब्रू+लिट्, प्रथ· बहु·), ऊचुः।

आहरापेत्वा, (आ + √हृ +णिच्+त्वा), आहरणं कारयित्वा।

आहिण्डन्ता, (आ+√हिण्ड् +शतृ, प्रथ· बहु·) आहिण्डमानाः, गच्छन्तः, प्राप्नुवन्तः, कुर्वन्त इति भावः।

इ

इङ्घ, अव्ययं, प्रेरणासूचकं।

इच्छं, इच्छन् ।

इच्छितब्बको (√इष्+तव्य +क), एष्टव्यः, अभिलषणीयः ।

इत्थी, स्त्री ।

इन्दो, इन्द्रः ।

इसिपब्बज्जं, ऋषिप्रव्रज्यां ।

इस्सयन्ति, ईर्ष्यन्ति, ईर्ष्यां कुर्वन्ति ।

इरियापथे, ईर्य्यापथे, भ्रमणावस्थानोपवेशनशयनरूपे भिक्षुव्रते ।

इस्सरो, ईश्वरः ।

ई

ईसकं, अव्ययं, ईषत् ।

उ

उच्चासयनं, उच्चशयनं, उच्चशय्या ।

उजुपथः, ऋजुपथः ।

उण्हे, उष्णो ।

उत्तरिभङ्गेन, स्वादुना मांसाद्युत्पन्नेन खाद्यविशेषेण ।

उदब्बहे, उद्वहेत्, आहरेत् ।

उदिच्चो, उदीच्यः ।

उद्दटकाले, उद्धृतकाले, उत्थापनसमये ।

उपगूहित्वा, उपगुह्य ।

उपज्झायो, उपाध्यायः ।

उपट्ठाकमनुस्सा, उपस्थायकमनुष्याः, उपस्थायकाः = पूजाप्रणतिसत्कारादिकारिणः ।

उपतिस्सो, उपतिष्यः कश्चिज्जनः ।

उपधारेम, उपधारयामः ।

उपरिमियाय, उपरिभवाय, ऊर्ध्वाय ।

उपसङ्कमितुं, उपसङ्क्रमितुं ।

उपसम्पदा, भिक्षुसन्न्यासदीक्षा । उपसम्पदापेक्खो, उपसम्पदापेक्षः ।

उप्पज्जि, (उत् + √पद्

+लुङ्, प्रथ. एक.), उदपादि, उदपद्यत ।

उप्पाटेत्वा, उत्पाट्य ।

उय्यानपालं, उद्यानपालं ।

उसूय्यति, असूयति ।

उस्सापेय्याथ, (उत्+√श्रि +णिच्, विधि. म. एक.), उच्छ्रितं कारयेः ।

ए

एकनवुति, एकनवतिः ।

एकमन्तं, एकस्मिन्नन्ते पार्श्वे ।

एत्तकं, एतावत् ।

एथ, (आ + √इ+लोट्, म. बहु.) एत ।

एहिपस्सिको, 'एहि, पश्य' इत्युक्त्वा य आमन्त्रयते ।

ओ

ओकासो, अवकाशः ।

ओड्डेन्ति, (उत्+√डी+ णिच्, लट्, प्रथ. बहु.), उड्डाययन्ति ।

ओतरथ, (अव + √ तॄ+ लोट्, म. बहु), अवतरत ।

ओतरि, (तस्यैव लुङ्, प्रथ. एक.) अवातरत् ।

ओतरित्वा, अवतीर्य्य ।

ओतारेत्वा, अवतार्य्य ।

ओपनयिको, औपनयिकः, यो जनं निर्वाणमुपनयति ।

ओपातं, अवपातं, अधःपतनं, गर्त्तं

ओमुञ्चित्वा, अवमुच्य ।

ओरोहन्ति, अवरोहन्ति ।

क

कट्ठं, काष्ठं ।

कञ्चनरूपकं, काञ्चनरूपकं, कनकवर्णं ।

कतत्ता, कृतत्वात् ।

कन्दप्पो, कन्दर्पः ।

कप्पको, कल्पको, नापितः ।

कप्परप्पहारेहि, कर्परप्रहारैः,

कप्परः कपालं तत्र, वस्त्रविशेषो वा तेन ।
कप्पो, कल्पः, विधिः ।
कप्पेत्वा, कल्पयित्वा ।
कप्पेसि, (√क्लृप्+लुङ्, प्रथ. एक.) अकल्पयत् ।
कम्मन्तो, कर्म्मान्तः, निरवशेषक्रिया ।
कम्मट्ठानं, कर्मस्थानं, ध्यानविशेषः ।
कम्मबन्धु, कर्मबन्धुः ।
कम्मस्सको, कर्मस्वकः, कर्मैव स्वं स्वीयं यस्य सः, स्वकर्म्मविशिष्टः ।
कयिरा (√कृ+विधि. प्रथ. एक.) कुर्यात् ।
करोथ, (√कृ+लोट्, म. बहु.) कुरुत ।
कसि, कृषिः ।
कातब्बो, कर्त्तव्यः ।
कापुरिसेहि, कापुरुषैः ।
कामसुखल्लिकानुयोगो, कामसुखालीकासक्तिः ।
कारेसि, (√कृ+णिच्, लङ्, प्र. ए.) अकार्षीत् ।
कारयमाने, कुर्वाणे ।
कालं कतो, कालं कृतः, मृतः ।
कालकतो, कालकृत, मृतः ।
कित्ति, कीर्त्तिः ।
किलेसो, क्लेशः लोभद्वेषमोहादिर्दशविधः ।
किलमथो, क्लमथः, क्लान्तिः ।
किसो, कृशः ।
किस्मि, कस्मिन् ।
कुच्छितो, कुत्सितः ।
कुणि, कुणिः, वक्रहस्तः ।
कुनदियो, कुनद्यः ।
कुप्पति, कुप्यति ।
कुलपुत्तो, कुलपुत्रः ।
कुबेरो, कुबेरः, उत्तरदिकपतिः ।

कुहिं, कस्मिन् ।

कूटलञ्चं, कूटोत्कोचं ।

कूटपस्सं, कूटपर्णं, कूटपत्रं, कूटलेखं ।

कोट्टेत्वा, कुट्टयित्वा, अत्यन्त-माहत्य ।

कोसकं, कोषकं, पात्रविशेषं ।

ख

खन्ति, क्षान्तिः ।

खन्तग्ग, क्षान्तग्राः ।

खन्धो, स्कन्धः, राशिः, रूप-वेदना-सञ्ञा-संस्कार-विञ्ञान-रूपः, ग्रीवा ।

खिपेय्य, (√क्षिप्+विधि. प्रथ. एक.) क्षिपेत् ।

खेत्तं, क्षेत्रं ।

खो, खलु ।

ग

गच्छि, (√गम्+लुङ्, प्रथ. एक.) अगमत् ।

गण्हि, (√ग्रह्+लुङ्, प्रथ. एक.) अग्रहीत् ।

गन्त्वा, गत्वा ।

गन्थति, (√ग्रन्थ्+लट्, प्रथ एक.) ग्रथ्नाति ।

गब्भे, गर्भान् ।

गरुळो, गरुड़ः ।

गवेसितुं, गवेषयितुं ।

गहपति, गृहपतिः, गृहस्थः

गहितगहिता, गृहीत-गृहीताः ।

गहेत्वा, गृहीत्वा ।

गाहापेत्वा, ग्राहयित्वा ।

गामे, ग्रामे ।

गामा, ग्रामात् ।

गुत्तं, गुप्तं ।

गुम्बं, गुल्मं ।

गुलं, गोलकं ।

गूथं, मलं ।

गोणे, बलीवर्दौ ।

गोचरगामो, गोचरग्रामः, यस्मिन् ग्रामे भिक्षवस्तत्-प्रयोजनार्थं विचरन्ति ।

घ

घातापेय्य, (√हन्+णिच्, विधि., प्रथ. एक.) घातयेत्।

घरमेसिनो, (गृह+√इष्+इन्), गृहैषिणः, गृहमेधिनः, गृहस्थस्य।

च

चक्खुलं, चक्षुष्मन्तं।

चक्खुमन्ते, चक्षुष्मतः।

चङ्कमं, चङ्क्रमं, विहारे तत्वचिन्तया पादचारं कुर्वतां भिक्षुणां भ्रमणपथं।

चतूसु, चतुर्षु।

चरापेहि, (√चर्+णिच्, लोट्, म. एक.), चारय।

चागा, त्यागात्।

चारिका, चरणं, भ्रमणं।

चिण्णं, चीर्णं, चरितं।

चित्तकम्म, चित्रकर्म।

चेटकेन, दासेन।

चीवरं, भिक्षुवस्त्रं।

छ

छन्नवुतीनं, षण्णवतेः।

छिज्जि, (√छिद्+लुङ्, प्रथ. एक.) अच्छिद्यत।

ज

जातग्गिं, जाताग्निं, जन्मसमये पित्रा स्थापितमग्निम्।

जानापेत्वा, (√ज्ञा+णिच्+त्वा) ज्ञापयित्वा।

जानाहि, जानीहि।

जेट्ठिका, ज्येष्ठिका, ज्येष्ठा।

झ

झापिता (√क्षै+णिच्+क्त+आ), दाहिता, दग्धा, स्वयं प्रापिता वा।

झापेत्वा, (तस्यैव,+त्वा) दग्ध्वा, क्षयं प्रापय्य वा।

झापेसि, (तस्यैव, लुङ्,

প্রথ. এক.) অদহত্, অয়ং প্রাপয়ত্ বা ।

ঞ

ঞত্বা, জ্ঞাত্বা ।

ঞাতং, জ্ঞাতং ।

ঞাতকা, জ্ঞাতকাঃ ।

ঞায়পটিপন্নো, ন্যায়প্রতিপন্নঃ, ন্যায়ানুসারী ।

ঠ

ঠত্বা, (√স্থা + ত্বা), স্থিত্বা ।

ঠপিতং, (তস্যৈব ণিচ্+ক্ত), স্থাপিতং ।

ঠপেত্বা, (তস্যৈব ণিচ্+ত্বা) স্থাপয়িত্বা ।

ঠপেন্তো, (তস্যৈব ণিচ্+শতৃ), স্থাপয়ন্ ।

ঠানানি, স্থানানি ।

ত

তজ্জেসি (√তর্জ + লুঙ্, প্রথ. এক), অতর্জয়ত্ ।

তণ্হা, তৃষ্ণা ।

তমধংসিনা, তমোধ্বংসিনা ।

তলাকো, তড়াগঃ ।

তিকিচ্ছকো, চিকিৎসকঃ ।

তিকিচ্ছাপেতি, √কিত্+ণিচ্+লট্, প্রথ. এক.) চিকিৎসাং কারয়তি ।

তিক্খত্তু, ত্রিকৃত্বঃ ।

তিট্ঠেয্য (√স্থা+বিধি., প্রথ. এক), তিষ্ঠেত্ ।

তিণ্ণং, ত্রয়াণাং ।

তিত্তকো, তিক্তকঃ ।

তিত্থিয়ো, তীর্থিকঃ, বৌদ্ধেতরমতপ্রচারী ।

তুট্ঠচিত্তো, তুষ্টচিত্তঃ ।

তুম্হে, যূয়ং, যুষ্মান্ ।

থ

থঞ্ঞং, স্তন্যং, দুগ্ধং ।

থনে, স্তনৌ ।

থেরো, স্থবিরঃ ।

द

दक्खिणेय्यं, दक्षिणार्हं ।

दट्ठो, दष्टः ।

ददं (√दा + शतृ), ददत् ।

दमेतुं, दमयितुं ।

दम्म, (√दा + लट्, उ. बहु.) दद्मः ।

दम्मि, (√दा + लट् + उ. एक.) ददामि ।

दम्मो, दम्यः, दमनीयो ।

दलिद्दा, दरिद्राः ।

दस्सेन्तो, (√दृश् + णिच् + शतृ) दर्शयन् ।

दहरकाले, तरुणसमये ।

दस्सं, (√दा + स्यत्), दास्यन् ।

दायका, दायकाः, दातारः ।

दिट्ठा, दृष्टा ।

दिन्नं, दत्तं ।

दिस्वा } (√दृश् + त्वा), दिस्वान } दृष्ट्वा ।

दीपिनो, द्वीपिनः ।

दुक्खा, दुःखा ।

दुक्खो, दुःखः ।

दुट्ठा, दुष्टाः ।

दुज्जना, दुर्जनाः ।

दुब्बिनिच्छितो, दुर्विनिश्चितः ।

दूभति, (√द्रुह् + लट्, प्रथ. एक.) द्रुह्यति ।

देति, (√दा + लट्, एक.) ददाति ।

देथ, (√दा + लोट्, म. बहु.) दत्त ।

देम, (√दा + लट्, प्रथ. बहु.), दद्मः ।

देसनं, देशनां, उपदेशम् ।

देसितो, दिष्टः, उपदिष्टः ।

ध

धंसये, ध्वंसयेत् ।

धतरट्ठो, धृतराष्ट्रः, पूर्वदिक्पतिः ।

धीता, दुहिता ।

धीति, धिगिति ।

धुरवा, भारवाही ।

धूमकाले, मरणकाले ।

धोवनं, धावनं, प्रक्षालनम् ।

न

नङ्गलं, लाङ्गलं ।

नमस्समानो, नमस्यन् ।

नानाभावो, नानाभावः, पार्थक्यं ।

निक्कड्ढेत्वा (निर्+√कृष+णिच्+त्वा), निष्कृष्य ।

निक्खन्तो, निष्क्रान्तः ।

निक्खमित्वा, निक्खम्म } निष्क्रम्य ।

निग्रोधो, न्यग्रोधः ।

निपच्च, निपत्य ।

निपज्जि, (नि+पद्+लुङ्, प्रथ. एक.), न्यपद्यत, न्यपतत् ।

निब्बत्ति, (निर्+वृत्+लुङ् प्रथ. एक.), निरवर्त्तत, समपद्यत ।

निब्बत्तित्वा, (निर्+वृत्+त्वा) निर्वृत्य, सम्पद्य ।

निब्बत्तेत्वा, (निर्+वृत्+णिच्+त्वा), निर्वर्त्य, सम्पाद्य ।

निब्बानपत्ति, निर्वाणप्राप्तिः ।

निब्बायिस्सामि, निर्वास्यामि, निर्वाणं प्राप्स्यामि ।

निब्बिदा, निर्विदा, निर्वेदः ।

निम्बपोतकं, क्षुद्रं निम्बवृक्षं ।

निरत्था, निरर्था ।

निलीना, निगूढा ।

निवत्थो, (नि+√वस्+त) परिधृतान्तरावासकः, कट्टी-ताधोवस्त्रः ।

निवारये, निवारयेत् ।

निवेसनं, निवेशनं, गृहं ।

निसंसो, निशंसः, प्रशंसा ।

निसिन्नो, निषण्णः ।

निसीदापेत्वा, (नि+√सद् +णिच्+त्वा), उपवेशनं कारयित्वा ।

निस्सद्दो, निःशब्दः ।

निस्साय, (नि+√श्रि +ल्यप्) निश्रित्य ।

नीयानिको, निर्याणिकः, यो निर्वाणं गमयति ।

नीहरिंसु, (निर्+√हृ, लुङ्, प्रथ. बहु.), निरहरन् ।

नीहरित्वा, (निर्+हृ +त्वा), निहृत्य ।

नेसं, तेषां ।

प

पकतिभावे, प्रकृतिभावे, स्वभावे ।

पकतिं, प्रकृतिं ।

पंसु, पांशु ।

पक्कानं पक्कानां ।

पक्कोसापेत्वा, (प्र+क्रुश् +णिच+त्वा) आह्वानं कारयित्वा ।

पक्खित्तमत्ते, प्रक्षिप्तमात्रे ।

पच्चत्तं, प्रत्यात्मं ।

पच्चस्सोसुं, (पति+√श्रु लुङ्, प्रथ. एक.), प्रतिशुश्रुवुः ।

पच्चासिंसन्ति, प्रत्याशंसन्ति ।

पच्चुप्पन्नो, प्रत्युत्पन्नः ।

पच्चुपट्ठापेतुं, प्रत्युपस्थापयितुं ।

पच्छि, पेटकं ।

पञ्चमत्तं, पञ्चमात्रं ।

पञ्ञं, प्रज्ञां ।

पञ्ञत्तो, प्रज्ञप्तः ।

पञ्ञा, प्रज्ञा ।

पञ्हो, प्रश्नः ।

पटिच्छथ, प्रतीच्छत ।

पटिच्छापेत्वा, (प्रति+√इष णिच+त्वा) प्रतीच्छां कारयित्वा ।

पटिजग्गिंसु, (प्रति+√जागृ+लुङ्, प्रथ. बहु.), रक्षणावेक्षणं चक्रुः ।
पटिट्ठाय, प्रतिष्ठाय ।
पटिसन्धिं, प्रतिसन्धिं, जन्म ।
पटिनिसग्गो, प्रतिनिसर्गः, मुक्तिः, मोचनं ।
पटिभाजनं, प्रतिभाजनं, सदृशं ।
पटिरूपं, प्रतिरूपं ।
पटिसरणं, प्रतिशरणं ।
पट्ठाय, प्रस्थाय ।
पत्तं, पात्रं ।
पण्णं, पर्णं, पत्रं, उपहारः ।
पण्णकुटिं, पर्णकुटीं ।
पण्णसालाय, पर्णशालायां ।
पतिञ्ञं प्रतिज्ञां ।
पतिट्ठासि, (प्रति+√स्था लुङ्+प्रथ. एक.), प्रत्यतिष्ठत् ।
पतिपक्खो, प्रतिपक्षः ।
पत्वा, (प्र+√आप्+त्वा), प्राप्य ।
पदक्खिणं, प्रदक्षिणं ।
पदुमं, पद्मं ।
पदित्तेन, प्रदीप्तेन, ज्वलितेन ।
पपतना, प्रपतनात्, उच्चस्थानात् ।
पपति, (प्र+√पत्+लुङ्, प्रथ. एक.), प्रापतत् ।
परियन्ता, पर्यन्ताः ।
परिगिलन्तो, परिगिलन् ।
परिच्छेदं, खण्डं, सीमानं, निर्णयं ।
परित्तं, परित्रं, क्षुद्रं ।
परिमग्गित्वा, परिमृग्य ।
परियोसाने, पर्यवसाने ।
परिवारेसुं, (परि+√वृ+णिच्+लुङ, प्रथ. बहु.) पर्यवेष्टयन् ।

परिहञ्जति, परिहञ्यते ।

परिहरथ, परिहरत, वहत व्यवहरत, पालयत ।

परिहरन्तु, वहन्तु, रक्षन्तु ।

पवत्तिं, प्रवृत्तिं ।

पसिब्बकं, (प्र+√सिव् +अक), प्रसेवकं, (थले) ।

पसीदित्वा, (प्र+√सद्+त्वा) प्रसन्नो भूत्वा ।

पस्सद्धि, प्रश्रब्धिः, स्थैर्य्यं, शान्तिः ।

पस्साम, पश्यामः ।

पस्सित्वा, (√दृश्+त्वा) दृष्ट्वा ।

पहत्वान, (प्र+√हन् +त्वा) प्रहत्य ।

पहाय, प्रहाय ।

पहोनकं, प्रभवनकं, समर्थं, योग्यं, उपयुक्तं ।

परिहारः, सत्कारः, रक्षणं, वहनं ।

पाकटं, प्रकटं, स्फुटं ।

पाकतिकं, प्राकृतिकीं ।

पातेन्ति, पातयन्ति ।

पानियेन, पानीयेन ।

पामोज्जं, प्रामोद्यं, प्रमोदः ।

पापियो, पापीयान् ।

पापुणि, (प्र+√आप्+लुङ् प्रथ. एक.), प्रापत् ।

पायासं, पायसं ।

पायेमि, पाययामि ।

पारुतो, प्रावृतः ।

पालेन्ति, पालयन्ति ।

पाविसि, (प्र+√विस्+लुङ्, प्रथ. एक.), प्राविशत् ।

पासण्डानं, पाषण्डानां ।

पासाणयन्तं, पाषाणयन्त्रं ।

पाहुणेय्य, (प्र+√ह्वे+एय्य) प्रकर्षेणाह्वानार्हः ।

पिट्ठिं, पृष्ठीं, पृष्ठं ।

पिळका, पिडका, स्फोटः ।

पिहयन्ति, स्पृहयन्ति ।

पीति, प्रीतिः ।

पुग्गलो, पुद्गलः, जीवो, व्यक्तिः ।

पुच्छि, (√प्रच्छ्+लुङ्, प्रथ. एक.) अपृच्छत् ।

पुञ्छित्वा, (प्र+√उञ्छ्+त्वा) प्रोञ्छनं मार्जनं कृत्वा ।

पुत्तो, पुत्रः ।

पुथु, पृथक् ।

पुब्बण्हे, पूर्वाह्ने ।

पुमा, पुमान् ।

पुरत्थिमाय, पुरःस्थायां, पुरोभवायां, पूर्वस्याम् ।

पुरा, पुरात्, नगरात् ।

पुरिसो पुरुषः ।

पूजनेय्यं, पूजनार्हं ।

पूरापेतु, (√+पृ+णिच् लोट्, प्र. एक.) पूरयतु ।

पेच्च, प्रेत्य, मृत्वा ।

पेसुञ्ञं, पैशुन्यं ।

पेसेत्वा, प्रेष्य ।

पोक्खरणी, पुष्करिणी ।

पोथुज्जनिको, पार्थग्जनिकः प्राकृतजनसम्बन्धीत्यर्थः ।

पोथेत्वा, प्रहृत्य ।

पोराणं, पौराणीं ।

फ

फरुसं, परुषं ।

फलाफलं, विविधं फलं, वन्यं फलं ।

फालेय्य (√फल्+णिच्+विधि. प्रथ. एक.) विदारयेत् ।

फासु, सुखं, सुखकरं ।

ब

बन्धापेत्वा, बन्धनं कारयित्वा ।

बहुज्जना, बहुजनाः ।

बहुसिनेहे, बहुस्नेहे ।

बालधि, बालधिः, पुच्छः ।

बोधि, बोधिः, बुद्धानां सर्वोत्तमं ज्ञानं ।

बोधिमूलं, बोधिद्रुममूलं ।

बोधेति, बोधयति ।

भ

भन्ते, भदन्त, माननीय ।

भरिया, भार्या ।

भाकरो, भास्करः ।

भातिकेहि, भ्रातृकैः, भ्रातृभिः ।

भिन्दित्वा, (√भिद्+त्वा), भित्त्वा ।

भेसज्जं, भैषज्यं, औषधं ।

भोतो, भवतः ।

म

मग्गकिलन्तं, मार्गक्लान्तं ।

मग्गो, मार्गः ।

मङ्गलस्सो, मङ्गलाश्वः ।

मच्चानं, मर्त्यानां ।

मच्चु, मृत्युः ।

मच्छरियभावेन, मात्सर्यभावेन ।

मच्छरी, मत्सरी ।

मज्झत्ता, मध्यस्थाः ।

मज्झिमा, मध्यमा ।

मतसासनं, मतशासनं, मतोपदेशः ।

मधुराय, मधुरायाः, मथुरायाः ।

मद्दति (√मृद्+लट्, प्रथ· एक·), मृद्नाति, मर्दयति ।

मनापो, (मनः+आपः) हृदयङ्गमो ।

मल्लको, (मल्लकः), हृदः ।

महा, महान्

महापुञ्ञो, महापुण्यः ।

महाभयना, महाभयनात् ।

मातुगामो, मातृग्रामः, मातृश्रेणिः, मातृजातिः, स्त्रीजातिः ।

मातुया, मातुः ।

मारापेत्वा, मारयित्वा ।

मारेन्ति, मारयन्ति ।

मापेसि, (√मा+णिच्, लुङ्, प्रथ. एक.), निर्म्माणमकरोत् ।

मिगो मृगो ।

मिच्छादिट्ठि, मिथ्यादृष्टिः, असम्मतं, नास्तिक्यं ।

मित्तदूभी, मित्रद्रोही ।

मुत्ति, मुक्तिः ।

मुसावादा, मृषावादात् ।

मेत्ता, मैत्री ।

मेत्तं, मैत्रं ।

मेरयं, मैरेयं, मद्यविशेषः ।

य

यञ्ञदत्तं, यज्ञदत्तं ।

यसं, यशः ।

याचि, (√याच्+लुङ्, प्रथ. एक.), अयाचत ।

युगमत्तदस्सो, युगमात्रदर्शी:, यो पथि गच्छन् पुरतः हस्तचतुष्टयमात्रं पश्यन् गच्छति ।

योजेत्वा, योजयित्वा ।

र

रंसिमालो, रश्मिमालः ।

रक्खथ, रक्षत ।

रट्ठे, राष्ट्रे ।

रतनत्तयं, रत्नत्रयं ।

रासिं, राशिं ।

राजककुधभण्डानि, राज्ञां परिच्छदविशेषाः, यथा—खड्गः, छत्रं, उष्णीषं, पादुका, बालव्यजनं च ।

ल

लञ्छापेसि, (√लञ्छ्+णिच्+प्रथ. एक.), लाञ्छनयुक्तं

राजमुद्रया चिह्नितं अकारयत् ।

लद्धं, लब्धम् ।

लामकस्स, रामकस्य, हीनस्य ।

लीळ्हाय, लीढया, लीलया, विलासेन ।

लुद्दको, लुब्धकः ।

लुनाति, (√लू), छिनत्ति ।

लेनं, (लयनं), गह्वरं, आश्रयस्थानं, निर्वाणं ।

लेहति, (√लिह्), लेढि ।

लेहन्तिं, लिहतीं ।

लोकविदुं, लोकविदं, लोकज्ञं ।

लोकुत्तमो, लोकोत्तमः ।

लोकूपगो, लोकोपगः, लोकोपगतः ।

व

वंसपेसिकाहि, वंशपेशिकाभिः, वंशखण्डैः ।

वची, वाक् ।

वजिरेन, वज्रेण ।

वट्टति, (√वृत्), वर्त्तते, युज्यते ।

वत्वा, (√वच्+त्वा), उक्त्वा ।

वदिंसु (√वद्+लुङ्, प्रथ. बहु.), अवदन् ।

वयप्पत्तो, वयःप्राप्तः ।

वसली, वृषली शूद्रा ।

वस्सा, वर्षाः ।

वस्सानि, वर्षाणि ।

वाचा, वाक् ।

वायामो, व्यायामः, उद्यमः, उत्साहः ।

विकालभोजना, विकालभोजनात्, अपराह्णभोजनात् ।

विचक्खणो, विचक्षणः ।

विजम्भितेन, विजृम्भितेन, विप्रकाशितेन ।

विज्जति, विद्यते ।

विज्जन्ते, विद्यन्ते ।

विज्जु, विद्युत् ।

विज्झित्वा, (√व्यध्+त्वा), विद्ध्वा ।

विञ्ञू, विज्ञः ।

विधूपनेन, व्यजनेन ।

विनाभावो, विनाभावः, पार्थक्यं, भेदः ।

विनायके, आध्यात्मिकपथचालके शिक्षके, बुद्धे ।

विनिच्छिनन्ति, विनिश्चिन्वन्ति ।

विनिपातिका, वैनिपातिकाः, नरक-तिर्य्यग्योनि-प्रेतासुर-लोक-नामक-चतुर्विधापायस्थिता जीवाः ।

विपस्सी, (वि+√दृश्), विदर्शी, विशेषेण द्रष्टा, विज्ञः ।

विभवो, विभवः, निर्वाणं ।

विप्पवत्थुं, विप्रवस्तुं, विप्रवासं स्थानान्तरे वासं कर्त्तुं ।

विमुत्ति, विमुक्तिः, निर्वाणम् ।

विय, इव ।

विरियं, वीर्यं, उद्यमः, बलं, प्रभावः ।

विरूपक्खो, विरूपाक्षः, पश्चिमदिक्पतिः ।

विरूळ्हको, विरूढकः, दक्षिणदिक्पतिः ।

विलुम्पापेति, (वि+√लुप्+णिच, लट् प्रथ. एक.), विलोपयति ।

विलुम्पापेथ, (—लोट्, म. बहु.), विलोपयत ।

विलुम्पापेसि, (—लुङ्, प्रथ. एक.), विलुप्तं अकारयत् ।

विवरापेत्वा, (वि+√वृ+णिच्, त्वा), विवृतं कारयित्वा ।

विसं, विषं ।

विसकप्पेन, विषकल्पेन ।

विसभागो, विसभागः, विसदृशः ।

विसुकं, आडम्बरप्रदर्शनं ।

विस्सज्जितो, विसृष्टः, प्रत्युक्तः ।

विहेठन्तो, विहठन्, बलात्कारं कुर्वन् ।

वीहि, व्रीहिः, धान्यम् ।

वुट्ठाता, व्युत्थाता ।

वुट्ठि, वृष्टिः ।

वुत्तं, (√वच्+क्त), उक्तं ।

वूपसमो, व्युपशमः ।

वेज्जो, वैद्यः ।

वेरिणो, वैरिणः ।

व्यग्घस्स, व्याघ्रस्य ।

व्यवत्थानं, व्यवस्थानं ।

व्याकरेय्य, व्याकुर्यात् ।

व्यापादो, व्यापादः, द्रोहबुद्धिः, अपकारचिन्ता ।

स

संखातो, संख्यातः ।

संखोभित्वा संक्षोभ्य ।

सङ्घं, बौद्धसमूहम् ।

संवच्छरानं संवत्सराणाम् ।

संवरो, संवरः, संवरणं, संयमः, निग्रहः ।

संसग्गो, संसर्गः ।

सकट्ठानं, स्वकस्थानं, स्वकीयस्थानं ।

सक्का, (अव्ययं), शक्यं ।

सक्को, शक्रः, इन्द्रः ।

सक्खिंसु, (√शक्+लुङ् प्रथ. बहु.), अशकन् ।

सचे, सचेत्, यदि ।

सच्चं, सत्यम् ।

सच्चवज्जं, सत्यवद्यं, सत्यकथनं ।

सच्चिहि, स्वार्चिभिः, स्वज्वालाभिः ।

सञ्जानित्वा, संज्ञाय ।

सञ्ञापितो, संज्ञापितः ।

सञ्ञोगो, संयोगः ।

सट्ठि, षष्टिः ।

सण्ठपेसि, (सम्+√स्था +णिच्, लुङ्, प्रथ. एक.), समस्थापयत् ।

सण्ठानं, संस्थानं, आकारः ।

सति, स्मृतिः ।

सत्तानं, सत्त्वानां, जीवानां ।

सत्था, शास्ता, बुद्धः ।

सद्दहन्तो, श्रद्धानतः, श्रद्धातः ।

सद्दहानः, श्रद्धानः ।

सद्धम्मो, सद्धर्मः ।

सद्धिं, सार्धं ।

सन्तिकरो, शान्तिकरः ।

सन्तिदं, शान्तिदं ।

सन्थतगत्तो, संस्तृतगात्रः, आच्छादितशरीरः ।

सन्थवो, संस्तवः, परिचयः ।

सन्दिट्ठिकं, सांदृष्टिकं, यदि अस्मिन्नेव लोके स्पष्टं दृश्यते ।

सन्निपति, (सं+नि+√पत् +लुङ्, प्रथ. एक.), संन्यपतत् ।

सप्पियुत्तं, सर्पिर्युक्तं, घृतयुक्तं ।

समिद्धं, समृद्धं ।

समिद्धि, समृद्धिः ।

समेन, शमेन ।

सम्परायिको, साम्परायिकः, पारलौकिकः ।

सम्फप्पलापो, निरर्थकालापः ।

सम्बहुला, सम्बहुलाः, अनेके ।

सम्मूळ्हो, संमूढः ।

सरित्वान (√स्मृ+त्वा), स्मृत्वा ।

सरीरकिच्चं, शरीरकृत्यं ।

सहस्सत्थविकं, भिक्षार्थं भ्रमणसमये भिक्षवो यत्र पात्रं प्रक्षिप्य वहन्ति, स कोषो वा, जालं वा, भोलिकं वा सहस्सत्थविका, तां ।

सामीचिपटिपन्नो, सम्यक्-प्रतिपन्नः ।

सामामिगी, श्यामामृगी, श्यामेति प्रसिद्धा मृगी ।

सावको, श्रावकः, बुद्धधर्म-श्रोता ।

सावत्थियं, श्रावस्त्यां, तन्नाम्ना प्रसिद्धायां नगर्यां ।

सिक्खन्तो, शिक्षमाणः ।

सिक्खापदं, शिक्षापदं, उपदेशवाक्यं ।

सिक्खापेति, शिक्षयति ।

सिखराकारकप्पितो, शिखराकारकल्पितः, अत्युच्चः ।

सिङ्गानि, शृङ्गाणि ।

सिरिगब्भं, श्रीगर्भं, राज्ञः शयनगृहं ।

सीलं, शीलं ।

सीसे शीर्षे ।

सीहस्स, सिंहस्य ।

सीहपञ्जरेन, सिंहपञ्जरेण, वातायनेन ।

सुचन्दकपासादो, सुचन्द्रकप्रासादः, तन्नाम्ना ख्यातः प्रासादः ।

सु, (अव्ययं) खित् ।

सुज्झति, शुध्यति ।

सुतं, श्रुतं ।

सुधम्मतं, सुधर्मतां ।

सुरावारकं, सुरापूर्णपात्रविशेषं ।

सुवण्णं, सुवर्णं ।

सुस्सूसं, शुश्रूषमाणः ।

सेट्ठं, श्रेष्ठं ।

सेट्ठि, श्रेष्ठी ।

सेनासनं, शयनासनं, शयनोपवेशनस्थानं, वासस्थानं ।

सेय्यथा, तद्यथा ।

सेय्यो, श्रेयः ।

सोळसन्नं, षोडशानां ।

ह

हिंसं, हिंसन् ।

हुत्वा, भूत्वा ।

हेट्ठिमाय, नीचस्थायां ।

होहि, भव ।

সূচী

সাধারণ কল্প

(ক)

সংস্কৃত হইতে পালিতে পরিবর্ত্তন

* অতিবিরল প্রয়োগ, † বিরল প্রয়োগ, ‡ পদের আদিস্থিত।

¶ পদের আদিস্থিত ख्य=ख, क्ष=ष ; 'সংযোজন ও সংশোধন' দ্রষ্টব্য।

স্ব=স্ব (১. §৩৮, টীকা)	৩৩		হ্য=হীয (হিয,১. §২৭, টীকা)	
স্ব=স্ম (১. §১৯)	... ৩৪		হ্য=য্য	„ „
হ্ব=ঘ (১. §১৮০, ক)	... ৬৩	*	হ্য=ল্হ	„ „
হ্ব=ভ (১. §১৮০, খ)	... „	‡	হ্র=হ (১. §১৫)	... ১৩
হ্ণ=ণ্হ (১. §৬৬, টী)	... ৪৯		হ্ল=হিল (১. §৩৭)	... ৩২
হ্ন=ন্হ „	„		হ্ব=ব্হ (১. §৪১)	... ৩৫
হ্য=য্হ (১. §২৭)	... ২২		হ্ব=ব্ভ (১. §৪১, টীকা)...	„

(খ)

পালি হইতে সংস্কৃতে পরিবর্ত্তন

অ=আ (১. §১০, ক) ;=ঋ (১. §২) ;=ই (১. §১১, ক) ;=ঈ (১.§১২) ;=উ (১. §১৩, ক) ;=ঊ (১. §১৪, ক) ;=ঔ (১. §৫, টী.) ;=য (১. §৯৪, ক)।

আ=অ (১. §৬৯, ক) ;=ঔ (১ §৫, টী.)।

ই=অ (১. §৬৯, খ) ;=ঋ (১, §২) ;=উ (১. §১৩, খ) ;=এ (১. §১৫, ক) ; ঐ (১. §৫) ;=য (১. §৯৪, খ ; তুল :—১. §৫৭)।

ইয=এ (১. §৪৭ ; তুল :—১. §৯৪, খ)।

ঈ=ঐ (১. §৪)।

উ=অ (১. §৬৯, গ) ;=ঋ (১. §২) ;=ই (১. §১১, খ) ;=ও (১. §১৬) ;=ঔ (১. §৫) ;=ব (১. §৯৭ ; তুল :—১. §৫৭)।

এ=অ (১. §৬৯, ঘ) ;=অয (১. §৫৭ ; তুল :—১. §৯৪, খ) ;=আ (১. §১০, খ) ;=উ (১. §১৩,গ) ;=ঋ (১. §২, টী) ;=ই (১. §১১, গ)।

চ্চ=চ্য (১. §২৬) ; =ত্য (১. §২৪) ; =ত্ব (১. §৩৯, টী. ৩৪ পৃ.) ; =চঁ (১. §১২) ; =ক্ষ (১. §৪৬, টী.) ।

চ্ছ=ছ্য (১. §২১) ; =ত্স (১. §৩৫) ; =থ্য (১. §২৫) ; =প্স (১. §৪৭) ; =ক্ষ ১. §৪৬ ; =চ্ছঁ (১. §১২) ।

ছ=প্স (১. §৪৭, টী. §) ; =ষ্ (১. §৯৮, ক) ; =ষ (১. §৯৯, ক) ।

জ=য্ম (১. §২৯, টী.) ; =জ্ব (১. §৩৮) ; =দ্য (১. §২২) ; =য (১. §৯৪, গ) ।

জ্জ=জ্য (১. §২৬) ; =জ্ব (১. §৩৯) ; ভ্জ (১. §৩৩) ; =জ্ঞ (১. §৪২) ; =দ্য (১. §২২) ; =জঁ (১. §১২) ।

জ্ঝ=ধ্ব (১. §২০, টী.) ; =ধ্য (১. §২৩) ; =ঝঁ (১. §১২) ।

ঝ=ধ্ব (১. §২০, টী.) ; =ধ্য (১. §২৩) ।

ট=ক্ত (১. §৭৭, গ) ; =ত (১. §৮৫, ক) ; =দ (১. § ৮৭, ক) ।

ট্ট=ট্য (১. §২৬) ; =ষ্ট (১. §৩২, টী.) ।

ট্ঠ=ষ্ট (১. §৩২) ; =ষ্ঠ (১. §৩২) ; =স্ত (১. §৩৩, টী.) ; =স্থ (১. §৩৪) ।

ঠ=স্থ (১. §৩৪) ; =থ (১. §৮৬, ক) ; =ট (১. §৮৩, ক) ।

ড=ট (১. §৮৩, খ) ; =ঢ (১. §৮৭, খ) ।

ড্ম=ড্ম (১. §৬৭) ।

ড্ড=ড্য (১. §২৬) ।

ড্ঢ=ঢ্য (১. §২৬) ; =ঢ্ (১. §১৬) ; =ঢঁ (১. §৫৪) ; =ষ (১. §৯৯, খ ; ষ=ঢ, ঢঁ=ড্ঢ) ।

ঢ=ষ (১. §৯৯, খ) ।

ণ=ন (১. §৮৯, ক) ।

ণ্ণ=র্ণঁ (১. §১২) ; =র্ণ (১. §৩৯) ।

ণ্হ=স্ন (১. §৬৪) ; =ষ্ণ (১. §৬৫) ; =হ্ন (১. §৬৩) ; =হ্ণ (১. §৬৬, টী.) ।

प्प = प (১. §৪৯) ; = स्प (১. §৪৮) ; = स्फ (১. §৪৮) ।

ब = व (১. §২৬) ।

ब्ब = ड्व (১. §৩১) ; द्व (১. §০১) ; = र्बं (১. §১২) = र्वं (১. §১২) ; = ल्व (১. §৩৬, গ) ; = व्य (১. §২৬) ।

ब्भ = ग्भ (১. §৩১) ; = द्भ (১. §৩১) ; = भ्र (১. §১৬` ; = र्भ (১. §১২) ; = ल्भ (১. §৩৬) : = ह्व (১. §৪১, টী.) ।

भ = घ (১. §৮৮, ক) ; = ह्व (১. §১৮০, খ) ; = भ्र (১. §১৫) ।

म = म्र (১. §১৫) ; = र्म (১. §১২, টী.) ।

म्ब = म्र (১. §১৮) ; = ल्म (১. §৩৬, গ, টী. ৩১ পৃ.) ; = म्ब (১. §৩৭ টী §৩২ পৃ.) ।

म्म = ण्म (১. §৬২) ; = म्य (১. §২৬) ; = र्म (১. §১২) ; = ल्म (১. §৩৬) ।

म्ह = श्म (১. §৬৮) ; = ष्म (১. §৬৮) ; = स्म (১. §৬৮) ।

य = द् (১. §৮৭, ঘ) ।

यिर = र्यं (১. §১৯ টী. ১৬ পৃ.) ।

य्य = द्य (১. §১২, টী. ১৯) = य ১. §৫০) ; = र्य (১. §১২, §১৯, টী.) ; = ह्य (১. §২৭, টী) ।

य्ह = ह्य (১৷ §২৭) ।

रह = र्ह (১. §১৩) ।

रिह = र्ह (১. §১৩) ।

ल = ट (১. §৮৩, গ.) ; = न (১. §৮৯, খ) = य (১. §৯৪, ঘ) ।

ल्ल्य = ल्य (১. §২৬, টী.) ।

ल्ल = र्यं (১. §১৯, টী. §১৬ পৃ.) ; = ल्य (১. §২৬) ; = ल्व (১. §৩৬ টী. §৩১ পৃ.) ।

ल्ह = ह्ल (১. §২৭, টী. §২২-২৩ পৃ.) ।

ळ = ट (১. §৮৩) ; = ड (১. §৫৬) ; = ड्ड (১. §৮৪, খ) = द (১. §৮৭, ঙ) ।